দায়িত্বশীল

খ্রীষ্টিয়ান

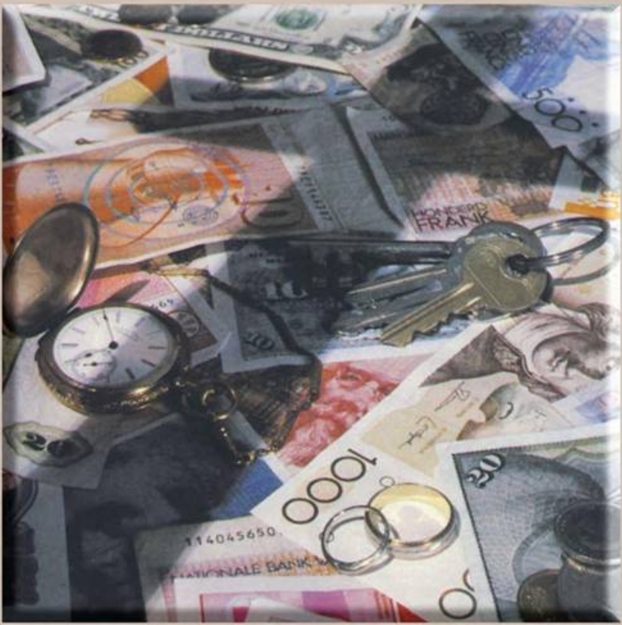

দায়িত্বশীল খ্রীষ্টিয়ান

The Responsible Christian

খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতা সম্পর্কে শিক্ষা

লেখক ঃ

রেভাঃ জোস্, আর, সিলভা ডেলগেডো

অনুবাদক ঃ ফ্রান্সিস এস, রত্ন

সংশোধন ঃ রেভাঃ দানিয়েল মুন্সী

ইন্টারন্যাশনাল করস্পণ্ডেন্স ইন্স্টিটিউট

৪০১/১ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা

বাংলাদেশ।

প্রকাশনায় ঃ
ইন্টারন্যাশনাল করস্‌পণ্ডেন্স ইন্‌স্টিটিউট্‌
৪০১/১ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-২
বাংলাদেশ।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
ছাপা ১০০০ কপি
১৯৮৪ ইং

©1984 All Rights Reserved
International Correspondence Institute
Brussels, Belgium
D/1984/2145/147.

মুদ্রণে ঃ—
এ্যাসেমব্লী প্রেস
৪০১/১ নিউ ইস্কাটন রোড,
ঢাকা-২, বাংলাদেশ।

CS 1311-BN

সূচী পত্র

কোর্সের ভূমিকা ঃ ৫

প্রথম খণ্ড ঃ বাইবেলে খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতা

পাঠ ঃ

১ম পাঠ ঃ ঈশ্বর সবকিছুর মালিক ১৪

২য় পাঠ ঃ ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ মানুষ ৪০

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতা ও আমরা

৩য় পাঠ ঃ নিজেকে সুসংগঠিত করা ৬৬

৪র্থ পাঠ ঃ ব্যক্তিত্বের উন্নতিসাধন করা ৯৪

৫ম পাঠ ঃ শরীরের যত্ন নেওয়া ১২০

৬ষ্ঠ পাঠ ঃ বিষয় আসয়ের সদ্ব্যবহার করা ১৪০

তৃতীয় খণ্ড ঃ খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতা ও আমাদের দায়িত্ব

৭ম পাঠ ঃ আমাদের অর্থ-সম্পদ ১৭২

৮ম পাঠ ঃ আমাদের পরিবার ২০০

৯ম পাঠ ঃ আমাদের মণ্ডলী ২২৮

১০ম পাঠ ঃ আমাদের সমাজ ২৬০

পরিভাষা ঃ ২৭৩

উত্তর মালা ঃ ২৭৭

ইন্টারন্যাশনাল করস্পণ্ডেস ইন্‌ষ্টিটিউট

খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা পাঠ্যসূচী ঃ

এই বইটি ইন্টারন্যাশনাল করস্‌পণ্ডেন্স ইন্‌ষ্টিউটের খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা পাঠ্যসূচীর ১৮টি পাঠ্য বিষয়ের একটি। এই পাঠ্যসূচীকে তিনটি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক খণ্ডে ছয়টি করে পাঠ্য বিষয় আছে। এইভাবে "দায়িত্বশীল খ্রীষ্টিয়ান"—খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা কার্যক্রম বইটি তৃতীয় খণ্ডের প্রথম বিষয়।

খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা কার্যসূচীর পাঠ্য বিষয়গুলি এমনভাবে লেখা যাতে খ্রীষ্টিয়ান কার্যকারীরা নিজেরাই সেগুলো পড়ে শিখতে পারেন। এই পাঠ্যসূচী পড়ে একজন ছাত্র যেমন বাইবেলের জ্ঞান লাভ করবেন তেমনি ব্যবহারিক জীবনে ও খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা কাজে প্রয়োজনীয় দক্ষতা লাভ করতে পারবেন।

এছাড়াও একটি সুন্দর সার্টিফিকেট লাভের অনাবিল আনন্দ ও জ্ঞান লাভের অপূর্ব সুযোগও এগুলোতে পাবেন।

লক্ষ্য করুন ঃ

এই পাঠ্যসূচীর ভূমিকা বা প্রাথমিক নির্দেশগুলো মনোযোগের সাথে পড়ুন। যে নির্দেশগুলো দেওয়া হয়েছে তা মেনে চললে সহজেই আপনি পাঠ্য বিষয়ের মূল লক্ষ্যে পৌছতে পারবেন ও সহজেই ছাত্র রিপোর্ট তৈরী করতে পারবেন।

পাঠ্যসূচী সম্পর্কে সব চিঠিপত্র আপনার স্থানীয় ইন্‌ষ্টিউটের শিক্ষকের ঠিকানায় পাঠাবেন। যদি কোন স্থানীয় অফিস না থাকে, তাঁহলে দয়া করে নীচের ঠিকনায় লিখুন।

ইন্টারন্যশনাল করস্‌পণ্ডেস ইন্‌ষ্টিটিউট
৪০১/১ নিউ ইস্কাটন রোড
পোষ্ট বক্স নং ৭০০
ঢাকা-২, বাংলাদেশ।

ভূমিকা

একজন বিশ্বস্ত ধনাধ্যক্ষ হন ঃ

এখানে আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জানতে পারছেন যে কেমন করে আপনি ঈশ্বরের একজন বিশ্বস্ত ধনাধ্যক্ষ হতে পারেন।

এই পাঠ্য বিষয়টিকে তিনটি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে মালিকানা ও ধনাধ্যক্ষতা সম্পর্কে শিখবেন ও বাইবেলে এ বিষয়ে কি আছে তাও জানতে পারবেন। এ খণ্ডে মোট দুটি পাঠ। পাঠ দুটোতে এ বিষয়ে বাইবেলের ব্যাখ্যা ও উপমা দেওয়া আছে। আর এগুলো থেকেই আপনি বুঝতে পারবেন আপনি কিভাবে ঈশ্বরের একজন বিশ্বস্ত ধনাধক্ষ্য হতে পারেন।

দ্বিতীয় খণ্ডে, আপনার জীবন, ব্যক্তিত্ব, শরীর, সময় ও যোগ্যতা, এগুলোর সাথে খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতার সম্পর্ক দেখানো হয়েছে এবং এ বিষয়ে বাইবেলে কি আছে তাও বলা হয়েছে। লক্ষ্য করে দেখুন-ঈশ্বর আপনাকে কত সম্পদ দিয়েছেন। সে গুলো কিভাবে ব্যবহার করবেন। এ বইটি পড়ে তা আপনি পরিস্কারভাবে জানতে ও বুঝতে পারবেন। দ্বিতীয় খণ্ডের চারটি পাঠের মধ্য দিয়ে এগুলির বিষয়ে অনেক বাস্তব ধারণা ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ডে, আপনার বিষয়-সম্পত্তি, বাড়ী- ঘর, আপনার সমাজে এক-জন খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষ হিসাবে আপনার কতখানি দায়িত্ব আছে তা জানতে পারবেন। এ খণ্ডের চারটি অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে কিভাবে আপনার দায়িত্বগুলি পালন করবেন। এ বিষয়ে বাইবেলে কি আছে তাও আলোচনা করা হয়েছে।

পরিশেষে, এ আশাই পোষন করছি যে আপনার জীবন পরিচর্যা-কার্যে ঠিকমত ব্যবহার করতে এ বইটি যথেষ্ট সাহায্য করবে এবং একদিন ঈশ্বরের কাছ থেকে শুনতে পাবেন 'বেশ করেছ। তুমি ভাল ও বিশ্বস্ত দাস। তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত বলে আমি তোমাকে অনেক বিষয়ের ভার দেব। এসো, আমার আনন্দে যোগ দাও" (মথি ২৫ ঃ ২৩)।

পাঠ্যবিষয়ের বিবরণ ঃ

"দায়িত্বশীল খ্রীষ্টিয়ান"-খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতা সম্পর্কে শিক্ষা, বইটি হচ্ছে মূলত ঃ— বাইবেল খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতা সম্পর্কে কি বলে তারই একটি বিবরণ। প্রভু হিসাবে ঈশ্বরের ও ধনাধ্যক্ষ হিসাবে মানুষের কাজগুলি কি কি? ঈশ্বর আমাদের প্রচুর ধন-সম্পদ দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে আমরা সেগুলো ঠিকমত ব্যবহার করবো। সেগুলি ঠিকমত ব্যবহার করবার বিস্তারিত আলোচনা এ বইটিতে করা হয়েছে। তাছাড়া পরিবার, মণ্ডলী ও সমাজের সাথে আপনার কেমন সম্পর্ক থাকা উচিত তাও এখানে জানতে পারবেন।

পাঠ্যবিষয়ের লক্ষ্য ঃ—

এই বইটি পড়ার পর আপনি ঃ

(১) খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতায় আপনার ও ঈশ্বরের ভূমিকা সম্পর্কে বুঝতে পারবেন।

(২) খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষ হিসাবে আপনার দায়িত্বগুলি বলতে পারবেন।

(৩) একজন ধনাধ্যক্ষ হিসাবে কি কি উপায়ে আপনার দায়িত্বগুলি সুন্দরভাবে পালন করবেন তা লিখতে পারবেন।

(৪) ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিজেকে ও আপনার সমস্ত বিষয়-আসয় উৎসর্গ করবার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবেন এবং আপনার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ-বাড়াতে পারবেন।

পাঠ্য বই ঃ

বইটি লিখেছেন জোস্, আর, সিলভা ডেলগেডো। আপনি এটি পাঠ্যবই হিসাবে, আবার সাহায্যকারী বই হিসাবেও ব্যবহার করতে পারেন। এর সাথে পড়ার জন্য দরকার একখানি বাইবেল। নূতন অনুবাদ থেকেই বেশির ভাগ উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

পড়ার সময় ঃ

প্রতিটি পাঠ বুঝবার জন্য ঠিক কত সময় আপনার লাগবে, তা নির্ভর করবে পড়া শুরু করার আগে ঐ বিষয় সম্পর্কে আপনার জ্ঞান ও

পড়ার দক্ষতার উপর। তাছাড়া, নিজে নিজে পড়ে শিখবার কায়দা-গুলোও আপনার জানতে হবে। তার উপর ও সময়ের পরিমান নির্ভর করে। তাই এই বইয়ের আসল উদ্দেশ্য বুঝবার জন্য আপনি নিজেই আপনার পড়বার সময়সূচী তৈরী করবেন যেন হাতে যথেষ্ট সময় পেতে পারেন।

পাঠের খণ্ডগুলি ঃ

পাঠগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন ঃ—

খণ্ড	নাম	পাঠের সংখ্যা
১	বাইবেলে খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতা	১-২
২	খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতা ও আমরা	৩-৬
৩	খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতা ও আমাদের দায়িত্ব	৭-১০

পাঠ কিভাবে সাজানো হয়েছে ও কিভাবে পড়তে হবে ঃ

প্রতিটি পাঠে রয়েছে—(১) পাঠের নাম, (২) ভূমিকা, (৩) পাঠের খসড়া, (৪) পাঠের লক্ষ্য, (৫) আপনার জন্য কিছু কাজ, (৬) মূল শব্দাবলী, (৭) পাঠের বিস্তারিত বিবরণ (প্রশ্ন সহ), (৮) পরীক্ষা (পাঠশেষে) ও (৯) উত্তরমালা।

প্রতিটি পাঠের খসড়া ও উদ্দেশ্যগুলো আপনাকে পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি ধারনা দেবে ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির উপর আপনার নজর টেনে নেবে এবং কি শিখতে হবে তাও বলে দেবে।

পাঠের মধ্যকার অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর এ বইয়ের মধ্যে খালি জায়গা গুলিতে লিখতে পারবেন। বড় উত্তরগুলো লিখতে হবে নোট বইয়ে। নোট বইয়ে যখন এ উত্তরগুলো লিখবেন তখন পাঠের নম্বর ও নাম লিখতে ভুল করবেন না তাতে রিপোর্ট তৈরীর সময় আপনার সুবিধা হবে।

বইয়ের উত্তর আগে দেখবেন না। প্রথমে নিজের উত্তর লিখুন। তারপর বইয়ের উত্তরের সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। এইভাবে পড়লে বিষয়গুলি আরো ভালভাবে মনে রাখতে পারবেন।

ভুল উত্তরগুলি পরে সংশোধন করুন। উত্তরগুলি সংখানুযায়ী পর পর দেওয়া হয়নি, যেন কোন প্রশ্নের উত্তর লিখবার আগেই ভুল করে সেই প্রশ্নের উত্তর দেখে না ফেলেন।

প্রশ্নগুলি খুবই প্রয়োজনীয়। এগুলি আপনাকে প্রতিটি পাঠের প্রধান বিষয়গুলি (বা শিক্ষাগুলি) মনে রাখতে এবং পাঠ থেকে যে শিক্ষা আপনি পেয়েছেন তা জীবনে খাটাতে সাহায্য করবে।

কিভাবে প্রশ্নাবলীর উত্তর লিখবেন ঃ

এই বইয়ে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষামূলক ও পরীক্ষামূলক প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। নীচে এদের কয়েকটি উদাহরণ এবং কিভাবে তাদের উত্তর লিখতে হবে তা দেখানো হয়েছে। অন্যান্য ধরণের প্রশ্নের জন্য সাহায্য-কারী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কোন কোন প্রশ্নে, বিভিন্ন উত্তরগুলির মধ্য থেকে আপনাকে নির্ভুল উত্তরটি বেছে বের করতে হবে।

উদাহরণ ঃ-

১। বাইবেলে মোট ঃ

(ক) ১০০টি বই আছে।

(খ) ৬৬টি বই আছে।

(গ) ২৭টি বই আছে।

এখানে নির্ভুল উত্তর হচ্ছে (খ) ৬৬টি বই আছে) আপনার বইয়ে নীচে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেই ভাবে (খ) এর পাশে দাগ দিন।

১। বাইবেলে মোট ঃ

(ক) ১০০টি বই আছে।

√ (খ) ৬৬টি বই আছে।

(গ) ২৭টি বই আছে।

(কোন কোন সময় এই ধরণের প্রশ্নে একটিরও বেশী নির্ভুল উত্তর থাকবে। সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রতিটি নির্ভুল উত্তরের পাশে দাগ দিতে হবে।

কোন্ কোন্ প্রশ্নে, বিভিন্ন উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি সত্য, তা আপনাকে দেখাতে হবে।

উদাহরণ ঃ

২। নীচের উক্তিগুলির মধ্যে কোন্‌টি কোন্‌টি সত্য ?

ক) বাইবেলে মোট ১২০টি বই আছে ?

√খ) বাইবেলে বর্তমান কালের বিশ্বাসীদের জন্য বার্তা আছে।

গ) বাইবেলের সব লেখকরাই হিব্রু ভাষায় তাদের বিবরণ লিখেছিলেন।

√ঘ) পবিত্র আত্মা বাইবেলের লেখকদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

উক্তিগুলির মধ্যে খ ও ঘ সত্য। তাই উপরের মত আপনাকে খ ও ঘ এর পাশে (√) টিক্ চিহ্ন দিতে হবে। আরও কতগুলি প্রশ্ন থাকবে যেগুলিতে, কোন্ কোন্ বিষয়ের মধ্যে মিল আছে তা আপনাকে দেখাতে হবে। যেমন কোন ব্যক্তির নামের সাথে তার বর্ণনার, অথবা বাইবেলের বইগুলির সাথে তাদের লেখকদের, ইত্যাদি।

উদাহরণ ঃ

৩। ডান পাশে ব্যক্তিদের নাম এবং বা পাশে তাদের কয়েকটি কাজ বর্ণনা করা হয়েছে, কোন্ ব্যক্তি কোন্ কাজ করেছিলেন তা দেখান। (এখানে ব্যক্তির নামের সংখ্যাটি নিয়ে সঠিক বর্ণনার পাশের খালি জায়গায় বসাতে হবে)।

……১ ক)	সীনয় পর্বতে ঈশ্বরের দেওয়া আইন কানুন বা ব্যবস্থা পেয়েছিলেন।	(১) মোশি। (২) যিহোশূয়।
……২ খ)	ইস্রায়েলকে নিয়ে যর্দন পার হয়েছিলেন।	
……২ গ)	যিরিহোর চার পাশে ঘুরেছিলেন।	
……১ ঘ)	ফরৌনের রাজ প্রাসাদে বাস করেছিলেন।	

ক ও ঘ এর বর্ণনা মোশির সম্পর্কে এবং খ ও গ এর বর্ণনা যিহোশূয়ের সম্পর্কে। তাই উপরের মত আপনাকে ক ও ঘ এর পাশে ১ এবং খ ও গ এর পাশে ২ লিখতে হবে।

পড়বার বিভিন্ন উপায় ঃ

আপনি যদি নিজে নিজে এই বিষয়টি পড়তে চান তাহলে ডাক যোগে আপনার সমস্ত কাজ করতে পারেন। পাঠ্য বিষয়টি এমন ভাবে তৈরী করা হয়েছে যেন নিজে তা পড়ে শিখতে পারেন। তবুও ক্লাশে যোগ দিয়ে বা অনেকে মিলে দলগত ভাবেও পড়তে পারেন। যদি এইভাবে পড়েন তবে আপনার শিক্ষক এই বইয়ের শিক্ষা ছাড়াও অতিরিক্ত আরো কিছু কিছু বিষয় শিক্ষা দিতে পারবেন, যেগুলি অবশ্যই আপনাকে মেনে চলতে হবে।

আপনি পারিবারিক বাইবেল পাঠের দলে, মণ্ডলীর বাইবেল ক্লাশে, অথবা কোন বাইবেল স্কুলে এই পাঠ্য বিষয়টি ব্যবহার করতে চাইতে পারেন। পাঠের বিষয়বস্তু এবং পাঠের নিয়ম-কানুন, এর যে কোন ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য উপযোগী করে লেখা হয়েছে।

ছাত্র রিপোর্ট ঃ

আপনি নিজে নিজে, দলীয় ভাবে, কিম্বা ক্লাশে যোগ দিয়ে, যেভাবে পড়েন না কেন, এই পাঠ্য বিষয়টির সাথে ছাত্র রিপোর্টের প্রশ্ন ও উত্তর পত্র পাবেন। পাঠ্যবই ও ছাত্র রিপোর্টের নির্দ্দেশ অনুযায়ী আপনাকে এগুলি পূরণ করতে হবে। প্রতিটি ছাত্র রিপোর্ট পূর্ণ করে সংশোধন ও মতামতের জন্য শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

প্রত্যায়ন পত্র (সার্টিফিকেট) ঃ

সফলতার সাথে এই কোর্সটি শেষ করার পর শিক্ষক কর্তৃক আপনার ছাত্র রিপোর্টগুলির উপযুক্ত মান নির্ণয়ের ভিত্তিতে আপনাকে একটি প্রত্যায়ন পত্র বা সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

লেখকের পরিচয় ঃ

চিলি দেশের ভেলডিভিয়া নগরে জন্ম গ্রহণ করেন এ বইয়ের লেখক জোস্, আর, সিলভা ডেলগেডো। তিনি প্রায় পচিশ বছর ধরে মণ্ডলীতে পরিচর্যাকারীর কাজ করছেন। তিনি বর্তমানে তার জন্ম স্থান চিলির ভেলডিভিয়ায় পালকীয় কাজ করছেন। চিলি দেশের রিও

বুনো, লা ইউনিয়ন, লাপামিলা এবং লা লিউগা প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় অনেক বছর তিনি পালকের কাজ করেছেন।

পালকের কাজ করার সময় তিনি একই সাথে মাণ্ডলীক সংগঠনের নেতৃত্বের দায়িত্ব ও অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি একটি বাইবেল স্কুলেও প্রফেসরের দায়িত্বে ছিলেন।

বর্তমানে তিনি ভেলডিভিয়ায় পালকের কাজ ছাড়াও ফ্লোরিডার মিয়ামিতে অবস্থিত এডিটোরিয়েল ভিডাতে লেখক ও অনুবাদকের কাজ করছেন। তাঁর স্ত্রীর নাম সিসিলিয়া মেনসিলা রিওস। তাদের মোট ছয়টি সন্তান সন্ততী রয়েছে।

আপনার শিক্ষক ঃ

যেকোন ভাবে সাহায্য করতে পারলেই আপনার শিক্ষক সুখী হবেন। পাঠ্য বিষয়ে অথবা ছাত্র রিপোর্ট সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকলে তাকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবেন। যদি কয়েকজন একসাথে এ পাঠ্যক্রমটি পড়তে চান তাহলে তাকে অনুরোধ করুন যেন, দলগতভাবে পড়বার জন্য তিনি বিশেষ বন্দোবস্ত করেন।

ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন। প্রার্থনা করি যেন এই পাঠ্যবিষয়টি আপনার জীবনকে ও পরিচর্যা কাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং আরও ভালভাবে কাজ করতে সাহায্য করে।

প্রথম খণ্ড

বাইবেলে খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতা

প্রথম পাঠ ঃ

ঈশ্বর সব কিছুর মালিক

একজন ধনাধ্যক্ষ বা পরিচর্যাকারীকে জানতে হবে যে সে কার জন্য কাজ করছে। তা না হলে এই কাজের হিসাব সে কার কাছে দেবে।

তাই যে সত্যকে কেন্দ্র করে এই পাঠ্যবিষয়টি গড়ে উঠেছে তার ভিত্তিটি যেন ঠিকমত বুঝতে পারেন সেইভাবে প্রথম পাঠটি লেখা হয়েছে। আর সেই সত্যটি হল, এ জগতে আমরা যা কিছু দেখছি ও পাচ্ছি সব কিছুর মালিক ঈশ্বর।

সুতরাং খ্রীষ্টিয় পরিচর্যাকারী হিসাবে আমাদের অবশ্যই জানা দরকার যে আমাদের সমস্ত কাজ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করা উচিৎ। তিনি এ জগতের সব কিছুর এমন কি আপনার জীবনেরও একমাত্র মালিক। যখনই আপনার মধ্যে এ বিশ্বাসের জন্ম নেবে তখনি আপনি আপনার জীবনের উদ্দেশ্য ও পরিচর্যাকার্য ভালভাবে বুঝতে পারবেন। আর নিঃসন্দেহেই তা আপনার জীবন যাপন ও চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন আনবে।

পাঠের খসড়া ঃ

মালিকানা সম্পর্কে জানা—

আসল মালিককে চেনা—

মালিকের অধিকার সম্পর্কে জানা—

মালিকের অধিকারগুলি মেনে নেওয়া—

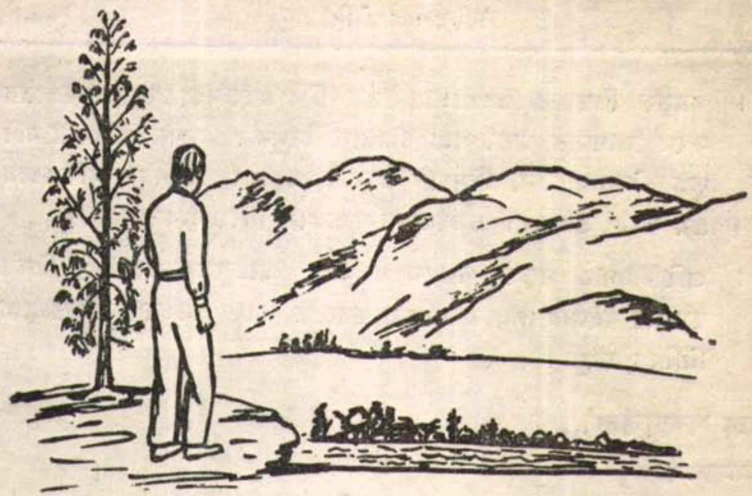

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ শেষ করার পর আপনি—

★ প্রকৃত ও অপ্রকৃত মালিকানার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবেন।

★ কে প্রকৃত মালিক এবং সেই মালিকানা সম্পর্কে বাইবেলে কি লেখা আছে তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

★ ঈশ্বরের কাছে নিজেকে ও আপনার সমস্ত বিষয়-আসয় সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করতে শক্তি পাবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ ঃ

১। প্রথম অনুচ্ছেদটি ও খসড়াটি খুব যত্ন সহকারে পড়ুন। পাঠের উদ্দেশ্যগুলোও পড়ুন। এগুলো থেকেই আপনি জানতে পারবেন যে পাঠের প্রতিটি অংশ শেষ করবার পর আপনি কি কি করতে পারবেন। এই উদ্দেশ্যগুলির উপর ভিত্তি করেই বইয়ের ভিতরের প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছে।

২। যে শব্দের অর্থ আপনি জানেন না, বইয়ের শেষের দিকে যে 'পরিভাষা' দেওয়া আছে সেখানে খোঁজ করুন। শব্দের অর্থগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিজে বুঝতে ও অন্যদের বোঝাতে এগুলো আপনাকে অনেক সাহায্য করবে।

৩। পাঠের বিস্তারিত বিবরণ পড়ুন। পাঠের মধ্যে যে সব পদ আছে, সেগুলো বাইবেল থেকে পড়ুন।

৪। পাঠের ভিতরের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন এবং বইয়ে দেওয়া উত্তরের সাথে আপনার উত্তরগুলো মিলিয়ে দেখুন। কোনটির উত্তর যদি ভুল লিখে থাকেন, বিষয়টি আবার পড়ুন। আপনার যদি কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে শিক্ষককে বা পালককে জিজ্ঞেস করুন।

৫। প্রতিটি পাঠ পড়ার পর যে প্রশ্নমালা আছে সেগুলোর উত্তর দিন। তারপর বইয়ের পেছনে দেওয়া উত্তরের সাথে আপনার উত্তরগুলো মিলিয়ে দেখুন।

মূল শব্দাবলী ঃ

ধনাধ্যক্ষতা
অপ্রকৃত মালিকানা
সার্বভৌম
ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা
অসংগত
পৃথকীকৃত

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

মালিকানা সম্পর্কে জানা ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ প্রকৃত ও অপ্রকৃত মালিকানার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারা।

অপ্রকৃত মালিকানা ঃ

খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতা সম্পর্কে পড়ার আগে আসুন প্রথমে আমরা মালিকানা সম্পর্কে আলোচনা করি। ছোট বেলা থেকেই এ ধারণা আমাদের মনে গেথে আছে যে, কোন জিনিষ নিজের কাছে রেখে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারাই হল ঐ জিনিষের উপর মালিকানা। তাই একটি শিশুর হাত থেকে যদি কিছু নিতে চান সাথে সাথে বাচ্চাটি আপনাকে বাঁধা দেবে ও কান্না জুড়ে দেবে। একই ভাবে কোন কিছু ধার করে বা ভাড়া করেও আমরা মনে করতে পারি যে সেটি হয়তো আমাদের কিন্তু আসলে তা আমাদের কখনও হয় না।

মালিকানা সম্পর্কে যারা ভালভাবে বোঝেনা, তারা কোন জিনিষ বা টাকা পয়সা ধার করে ঠিকমত ফেরৎ দেয়না। উদাহরণ স্বরূপ—এক ভদ্রলোক কিছুদিন আগে তার এক বন্ধুর কাছ থেকে

একটি গিটার বাজাতে নিয়েছিল। গিটারের মালিক কয়েকদিন পর ঐ গিটারটি ফেরৎ চেয়ে বন্ধুকে একখানা চিঠি লিখলেন, চিঠিটি পেয়ে ভদ্রলোক রাগ হয়ে আমাকে বললেন, "আমার ঐ বন্ধুটি গিটার বাজাতেই জানেনা-এটা দিয়ে সে কি করবে? তাছাড়া, যদি সত্যিই দরকার হয় আরেকটা কিনে নিক্ না-ওরতো আর টাকার অভাব নেই। আমিতো গিটারটি ঈশ্বরের কাজে ব্যবহার করছি"। এ থেকেই বুঝতে পারেন যে ভদ্রলোকের গিটারটি ফেরৎ দেবার কোন ইচ্ছাই নেই।

আশা করি এখন আপনারা ধনাধ্যক্ষতা বুঝবার জন্য প্রকৃত মালিকানা থেকে অপ্রকৃত মালিকানার ব্যবধান বুঝতে পারবেন। খ্রীষ্টের প্রথম মণ্ডলী গঠিত হয়েছিল তাঁর শিষ্যদের নিয়ে। এই মালিকানার বিষয়ে তাঁদের মধ্যে এক সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। যেমন— "কোন কিছুই তারা নিজের বলে দাবী করত না বরং সব কিছুই যার যার দরকার মত ব্যবহার করত" (প্রেরিত ৪ ঃ ৩২)।

মালিকানার মৌলিক উপাদানগুলি ঃ

কেমন করে কোন কিছুর মালিক হওয়া যায়—সম্ভবতঃ আপনার মনে এ প্রশ্নটি জাগছে। ধরুন আমরা মনে করি "যে কোন জিনিষ যেটা আমরা নিজের বলে মনে করি, সেটা অন্যের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিজের দখলে রাখতে পারাকেই সেই জিনিষের মালিক হওয়া বুঝায়" মনে করুন আপনার ঘরের ছাদে বা উঠানের কোনে কোথাও রোদ বৃষ্টিতে আপনার একখানা চেয়ার পড়ে আছে। আপনি নিজে তা ব্যবহার করছেন না বা অন্যে ব্যবহার করুক তাও চান না। কিন্তু যদি কেউ ঐ চেয়ারটি রক্ষনা-বেক্ষন বা ব্যবহারের জন্য তার বাড়ী নিয়ে যায়- তাহলে আপনি তাঁকে চোর বলে ধরবেন। আপনি তা করতে পারেন। সমাজের প্রচলিত আইনের চোখেও সে চোর। কারণ জগতের নিয়ম অনুসারে কোন জিনিষ অন্যের হাত থেকে রক্ষা করে নিজের দখলে রাখতে পারাই হল মালিকানার মৌলিক উপাদান।

এটি একটি সার্থপরতা মূলক ধারণা। সমাজের নিয়ম এভাবেই চলে কিন্তু বাইবেলে মালিকানার ব্যাখ্যা অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে।

বাইবেলে মালিকানার সম্পর্কে কি বলা হয়েছে তা আমরা দেখতে চেষ্টা করব।

(লক্ষ্য করুন ঃ নিচের প্রশ্নটির উত্তর লিখবার আগে পাঠ্য বইয়ের ভূমিকায় পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির জন্য দেওয়া নির্দেশগুলি ভাল-ভাবে পড়ুন। অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর লিখবার জন্যও প্রয়োজন বোধে এগুলি দেখুন।

১। শাস্ত্র থেকে এমন একটি পদ লিখুন যেখানে কিছু লোকের উদাহরণ আছে, যারা নিজেদের দখলে রাখা বিষয়-আসয় এবং তার প্রকৃত মালিকানার পার্থ্যাক বুঝতে পেরেছিল।

....

মালিকের বিশেষ অধিকার ঃ

একজন মালিকের কতকগুলো বিশেষ অধিকার রয়েছে। আরও সুন্দরভাবে বলা যায় যে এ বিশেষ অধিকার হল মালিকের বিশেষ ক্ষমতা। ভাড়া করে বা ধার করে ব্যবহার করতে পারলেই এ বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায় না। এ বিশেষ ক্ষমতা বা অধিকারকে আমরা একক ক্ষমতা বলতে পারি। মালিক তার জিনিষ যেমন খুশী তেমন ব্যবহার করতে পারে। সে বিক্রী করতে পারে, পরিবর্তন করতে পারে বা কাউকে দিয়ে দিতেও পারে। আরও বলা যায় যে মালিক ইচ্ছামত তার জিনিষ নষ্ট করতে পারে। কেননা ঐ জিনিষের উপর রয়েছে তার পরিপূর্ণ অধিকার। সুতরাং কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না। কোন জিনিষ বা সম্পত্তির উপর এই যে বিশেষ অধিকার এক কথায় একে 'মালিকের সার্বভৌম ক্ষমতা' বলা যায়।

উদাহরণ স্বরূপ, কোন কোন সময় পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। ক্রীতদাস ছিল মালিকের একটি সম্পত্তি। যুদ্ধের পরাজিত সৈনিকেরা ক্রীতদাস হোত। বাজারে ক্রীতদাস কিনতে পাওয়া যেত। মালিকেরা বাজার থেকে ক্রীতদাস কিনে নিত। এই ক্রীত-দাসদের উপর মালিকের ছিল পূর্ণ কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব। সুতরাং মালিক

তাকে খুশীমত হুকুম করত ও সে তা পালন করতে বাধ্য ছিল। এভাবে আমরা বলতে পারি স্থাবর অস্থাবর জিনিষের উপর মালিকের আছে সার্বভৌম ক্ষমতা, আর ক্রীতদাস দাসী বা ব্যক্তির উপর আছে তারপূর্ণ কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব। একজন ক্রীতদাস প্রভু বা মালিকের ইচ্ছা বা আদেশ অমান্য করতে পারে কিন্তু বিষয়-সম্পত্তি তার পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে। পরে আমরা এ বিষয়ে আরও আলোচনা করব।

২। কোন্ উক্তিটি মালিকের একক অধিকারের বিষয় বলছে ?

ক) কোন জিনিষ সে অনেকদিন ধরে ব্যবহার করে আসছে।

খ) সে তার নিজের জিনিষ নিয়ে যা খুশী তাই করতে পারে।

গ) নিজের সম্পত্তি নষ্ট করা থেকে যে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে।

৩। মালিকানার অর্থ যে বুঝতে পেরেছে, সে মনে করে ঃ

ক) যোহন আমাকে কিছু টাক ধার দিয়েছিল। জানি তার অনেক টাকা আছে। তবুও টাকাটা ফেরৎ দেওয়া উচিৎ। ঐ টাকায় আমার কোন অধিকার নেই।

খ) বাইরে বৃষ্টির মধ্যে আমার প্রতিবেশী তার সাইকেল ফেলে রেখেছে। কোন যত্ন নিচ্ছেনা। সুতরাং এটি নিয়ে গিয়ে আমি ব্যবহার করতে পারি।

আসল মালিককে চেনা ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ প্রকৃত মালিককে চেনা যায় ও তার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানা যায় এধরণের উক্তিগুলি বের করতে পারা।

অপ্রকৃত মালিক ঃ

আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু জিনিষপত্র আছে। আসলে কি আমরা সেগুলোর মালিক ? আমরা যদি না হই—তাহলে কে ? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আসুন আমরা দুটো মতবাদ নিয়ে আলোচনা করি। কে মালিক, এই বিষয়ের উপর মতবাদ দুটো পরস্পর বিরোধি চিন্তা ব্যক্ত করে।

ব্যক্তি মানুষই হল মালিক ঃ

হাজার হাজার বছর ধরে বিশেষ করে গত শতাব্দী ধরে আমরা। বিশ্বাস করে আসছি যে ব্যক্তি মানুষই হল সমস্ত বিষয়-আসয়ের মালিক। এই মতবাদের মস্ত বড় ভুল হ'ল এই যে, এখানে মানুষের স্বাভাবিক ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা বা স্বার্থ চিন্তাকে এত বেশী ন্যায় সংগত বলে ধরা হয় যে এর ফলে জগতের উপর তার বহু অন্যায় বা অসংগত ফল এসে পড়ে। যেমন—গরীব প্রতিবেশী দরিদ্রকে সাহায্য করার জন্য কোন একজন লোকের সম্পদ থাকতে পারে, কিন্তু সে যদি সাহায্য না করে সে জন্য তাকে জোর করা যায় না। বিষয়-সম্পত্তি কিভাবে ব্যবহার করতে হবে বা কাদের মধ্যে তা ভাগ-বাটোয়ারা করে দিতে হবে, এর 'সার্বভৌম' ক্ষমতা থাকে তার হাতে। স্মরণ করুন—সেই ধনী লোক যে ভিখারী লাসারকে সাহায্য করতে চায়নি, সেও ছিল এ ধরণের একজন মালিক (লূক ১৬ ঃ ১৯-২১)।

অবশ্য কিছুদিন ধরে এ মতবাদের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। কয়েকটি দেশে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সম্পত্তি আইন করা হয়েছে। যেমন—সমাজের মংগলের জন্য একজন মালিককে তার সম্পত্তি সরকারের কাছে বিক্রী করতে হতে পারে। তবুও বাইবেলে মালিকানার বিষয়ে যা বলা হয়েছে তা থেকে এ মতবাদ অনেক আলাদা।

সমাজই হোল মালিক ঃ

অনেকের ধারণা সমাজই সমস্ত বিষয়-আসয়ের মালিক। সাধারণতঃ সমাজ বলতে আমরা একদল মানুষকেই বুঝি। কিছু কিছু বিশ্বাসীরা এ মতবাদকে বেশ পছন্দই করেছেন। তারা ভাবছেন এর সাথে খ্রীষ্টিয় মতবাদের বেশ মিল আছে। তারা প্রেরিত ২ ঃ ৪৪-৪৫ পদে যীশুর শিষ্যদের দেখাচ্ছেন, যাদের বিষয়ে লেখা আছে, "সব বিশ্বাসীই এক সংগে থাকত ও সব কিছু যার যার দরকার মত ব্যবহার করত। তাঁরা নিজেদের বিষয়-সম্পত্তি বিক্রী করে যার যেমন দরকার সেভাবে তাকে দিত"। তারা আরও দেখাচ্ছেন "খ্রীষ্টে বিশ্বাসীরা সবাই মনেপ্রাণে এক ছিল। কোন কিছুই তাঁরা নিজের বলে দাবী

করত না বরং সব কিছুই যার যার দরকার মত ব্যবহার করত" (প্রেরিত ৪ : ৩২)। একটা বিষয় আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে একটি বিশেষ অবস্থার জন্যই শিষ্যরা এভাবে চলতেন কিন্তু তাদের বিশ্বাস ছিল অন্যরকম। তাঁরা কখনও বিশ্বাস করতেন না যে সমস্ত বিষয়-আসয়ের মালিক সমাজ। তাছাড়া নূতন নিয়মেও এ ধরণের কিছু লেখা নেই।

প্রকৃত মালিক :

'ব্যক্তি মালিকানা' ও 'সমাজ-মালিকানা' এ দুটো মত বাদের কোনটিই ঠিক নয়। এগুলি মানুষকে চরম অবস্থার দিকে ঠেলে দিতে পারে। এই দুই প্রকার মালিকানার মধ্যে রয়েছে প্রকৃত সত্য, যে সত্যটি বাইবেল শাস্ত্র আমাদের কাছে তুলে ধরে। এটাকে আমরা মালিকানা সম্পর্কে একটি তৃতীয় মতবাদ হিসাবে দেখব।

তাঁর পরিচয় :

বাইবেল অনুসারে ব্যক্তি বা সমাজ কেউই বিষয় সম্পত্তির মালিক নয়, কিন্তু একমাত্র ঈশ্বরই প্রকৃত মালিক। মালিকানার যে দুইটি মতবাদ আগে আলোচনা করা হয়েছে এই সত্যটি তাদের মধ্যে বললে ভুল হবে বরং এটি তাদের উর্দ্ধে। 'মানুষ' নিয়েই বক্তি বা সমাজ। কিন্তু ঈশ্বর মানুষের উর্দ্ধে। নিচের চিত্রটি থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

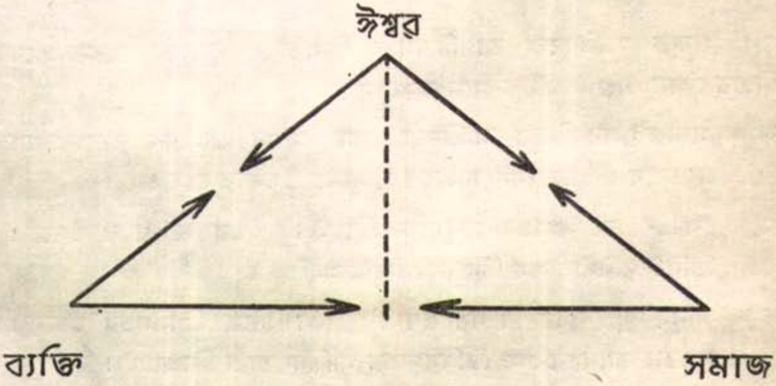

যিনি প্রকৃত মালিক তাঁর 'কারও কাছ থেকে কিছু পেয়ে মালিক হবার প্রয়োজন করেনা'-বাইবেল এ সম্পর্কে আমাদের স্পষ্টভাবে শিক্ষা দেয়। প্রকৃত মালিকের কিছু প্রয়োজন নেই, কারণ সব কিছুই তাঁর। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ এই গুণের অধিকারী নন (১ বংশাবলি ২৯ ঃ ১৪ ; প্রেরিত ১৭ ঃ ২৫)। অন্যদিকে নিজস্ব বলে মানুষের কিছুই নেই। তার যা কিছু সবই সে আরেকজনের কাছ থেকে পেয়েছে (১ করিন্থীয় ৪ ঃ ৭ ; ১ তীমথিয় ৬ ঃ ৭)।

সমস্ত জগতই ঈশ্বরের (যাত্রা পুস্তক ১৯ ঃ ৫) আমরা নিজেরা, পশু পাখী ও অন্যান্য সব কিছুর মালিক হচ্ছেন ঈশ্বর (গীতসংহিতা ২৪ ঃ ১, ৫০ ঃ ১০, ১২, হগয় ২ ঃ ৮)। পৃথিবীতে যা কিছু আছে বা আমরা যা কিছু দেখছি এ সবকিছুর একমাত্র মালিক স্বয়ং ঈশ্বর, স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলই তোমার "১ বংশাবলি ২৯ ঃ ১১)। এ আলোচনার আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে ব্যক্তি বা সমাজ-মালিকানায় যারা বিশ্বাস করে তাদের ধারনা কতখানি ভুল। তাই নয় কি ? ঈশ্বরই চিরকাল সব কিছুর মালিক থাকবেন।

৪। ঈশ্বরই সবকিছুর প্রকৃত মালিক-নিচের কোন পদগুলি তা বর্ণনা করে ?

ক) গীতসংহিতা ৫০ ঃ ১০, প্রেরিত ১৭ ঃ ২৫

খ) লূক ১৬ ঃ ১৯-২১, প্রেরিত ২ ঃ ৪৪-৪৫

গ) প্রেরিত ৪ ঃ ৩২, ১ তীমথিয় ৬ ঃ ৭

৫। প্রকৃত মালিককে আপনি যদি চিনতে ও বুঝতে পারেন তবে নিচের কোন্ উক্তিটি সঠিক মনে করবেন ?

ক) সমাজই সব কিছুর মালিক। যার যেমন প্রয়োজন তেমনভাবে সে নেবে। এভাবেই সাধারণ মানুষের উপকার হবে।

খ) 'ব্যক্তি' বা 'সমাজ' মানুষকে নিয়েই। ঈশ্বর এ সবের উপরে। তিনিই পৃথিবীর সব কিছুর একমাত্র মালিক।

গ) মানুষ কাজ করে টাকার জন্য। টাকা দিয়ে জিনিষপত্র কেনে। সুতরাং তাদের কেনা জিনিষপত্রের মালিক তারা নিজেরাই।

তাঁর মালিকানা ঃ

মূলত ঃ ঈশ্বরই এ পৃথিবীর মালিক। অনেক আগে একবার ঈশ্বরের মালিকানায় বাধা এসেছিল। ঈশ্বরের সবচেয়ে প্রিয় স্বর্গদূত লুসিফর তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শয়তান ও শত্রু হল। এভাবে ঈশ্বরের সব কিছু ধ্বংস করে সে এ পৃথিবীর রাজা হল (যোহন ১২ ঃ ৩১, ১৪ ঃ ৩০, ১৬ ঃ ১১)। তারপর থেকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শয়তান মানুষকে প্রলোভন দেখাতে শুরু করে। প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে মানুষ শয়তানের রাজ্যে প্রবেশ করে। আর এভাবেই পৃথিবীতে অবিচার ও দুর্ভোগের বোঝা নেমে এসেছে।

ঈশ্বরের যা কিছু তা তিনি রক্ষা করবার জন্য এক আশ্চর্য্য পরিকল্পনা করলেন। এ পরিকল্পনার প্রথমেই তিনি ইস্রায়েলদের নিজের লোক হিসাবে বেছে নিলেন। অনেক জাতির মধ্যে ইস্রায়েলরাই হোল ঈশ্বরের বিশেষ মনোনীত জাতি। (যাত্রা পুস্তক ৬ ঃ ৭, ১৯ ঃ ৫)। যীশু খ্রীষ্ট, যিনি ঈশ্বরের সব কিছুর একমাত্র বৈধ উত্তরাধিকারী তিনি এই ইস্রায়েল জাতীর মধ্যে দিয়েই জগতে আসলেন। কিন্তু (লূক ২০ ঃ ১৩-১৪ ; ইব্রীয় ১ ঃ ২) ইস্রায়েলরা পাপে পতিত হোল ও ঈশ্বরের মনোনীত লোক হিসাবে কিছুদিনের জন্য তাদের দূরে সরিয়ে রাখা হোল (হোশেয় ১ ঃ ৯)।

ইস্রায়েলদের এ পরাজয়ের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়নি। ঠিক সময়ই তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে জগতে পাঠালেন। শয়তান যীশুকেও প্রলোভনে ফেলতে চাইল। সে তাকে এমন ভাবে এ জগতের সমস্ত রাজ্য দেওয়ার প্রস্তাব জানালো যেন এসব আসলেই তার। বিনিময়ে সে চেয়েছিল শুধু একটি প্রণাম (মথি ৪ ঃ ৮-৯)। কিন্তু সেই নির্লজ্জ শয়তানের প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখান করলেন, কারণ তিনি নিজেই তার প্রায়শ্চিত্বের মধ্য দিয়ে শয়তানের হাত থেকে এ জগৎকে রক্ষা করতে এসেছিলেন (যোহন ৮ ঃ ৩৪, ৩৬ ; ১ পিতর ১ ঃ ১৮-১৯)।

যীশু তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে স্থাপন করলেন একটি মণ্ডলী। বর্ত-মান যুগে ঈশ্বরের সমস্ত সন্তানগণই হোল সেই মণ্ডলী (রোমীয় ৯ঃ ২৪-২৫; ১ পিতর ২ঃ ৯-১০)। বিশ্বাসীরাই আজ ঈশ্বরের লোক হিসাবে গণ্য। মণ্ডলীকে তুলে নেবার পর ইস্রায়েলরা অনুশোচনা করবে ও ঈশ্বরের দিকে তাদের মন ফেরাবে ও আবার ঈশ্বরের সন্তান বলে গণ্য হবে (হোশেয় ১ঃ১০; রোমীয় ১১ঃ২৫-২৭)। তখন তারা শয়তানের কবল থেকে মুক্তি লাভ করবে।

প্রকাশিত বাক্য ১১ঃ১৫ পদে এক ভবিষ্যৎ বাণী স্বর্গে জোরে জোরে বলা হল "জগতের রাজ্য এখন আমাদের প্রভু ও মশীহের হয়েছে। তিনি চিরকাল ধরে রাজত্ব করবেন"। এভাবে ঈশ্বরের পরি-কল্পনা যখন পরিপূর্ণ হবে তখন একটা নূতন আকাশ ও একটা নূতন পৃথিবী দেখতে পাওয়া যাবে (প্রকাশিত বাক্য ২১ঃ১)। সেখানে তখন ঈশ্বরের ও মেষ-শিশু যীশুর সিংহাসন থাকবে (প্রকাশিত বাক্য ২২ঃ৩)। তখন প্রত্যেকে বুঝতে পারবে যে সব কিছুর একমাত্র রাজা ও মালিক হচ্ছেন ঈশ্বর।

৬। কোন্ পদটিতে মানুষের পরিত্রাণের জন্য যীশুর প্রায়শ্চিত্তের কথা লেখা আছে?

ক) যাত্রাপুস্তক ৬ঃ৭

খ) যোহন ১৪ঃ৩০

গ) ১ পিতর ১ঃ১৮-১৯

ঘ) প্রকাশিত বাক্য ২১ঃ১

৭। ঈশ্বরের মালিকানার বিষয়ে নীচের কোন্ উক্তিটি সবচেয়ে উপযুক্ত?

ক) শয়তান ঈশ্বরের সম্পত্তি বেদখল করে নিয়েছিল কিন্তু যীশু তাকে পরাজিত করলেন। অবশেষে সবাই বুঝতে পারবে যে ঈশ্বরই সব কিছুর মালিক।

খ) এক সময়ে ঈশ্বর সব কিছুর মালিক ছিলেন। কিন্তু মানুষ বিদ্রোহ করে সব কিছু ঈশ্বরের কাছ থেকে নিয়ে নিল। যে পর্যন্ত যীশু ফিরে না আসবেন সে পর্যন্ত মানুষই সব কিছুর মালিক থাকবে।

মালিকের অধিকার সম্পর্কে জানা ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ এমন কয়েকটি পদ বেছে নিতে পারা যেখানে মালিক হিসাবে ঈশ্বরের অধিকারের বিষয় বলা হয়েছে।

মালিক হিসাবে ঈশ্বরের অধিকারগুলি সম্পূর্ণভাবে বৈধ। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায় যে সমস্ত বিশ্বজগতের উপর ও বিশেষ ভাবে আমাদের উপর ঈশ্বরের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। যেমন—

ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন ঃ

যেহেতু ঈশ্বর বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন সেহেতু তিনিই এর মালিক (আদি পুস্তক ১ঃ১, যোহন ১ঃ৩)। এ জগতের যা কিছু সবই তাঁর। "পৃথিবী ও তাহার সমস্ত বস্তু সদাপ্রভুরই; জগৎ ও ইহার তন্নিবাসীগণ তাঁহার। কেননা তিনিই সমুদ্রগণের উপরে তাহা স্থাপন করিয়াছেন, নদীগণের উপরে তাহা দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছেন" (গীতসংহিতা ২৪ঃ১-২)। আমরা তাঁর, কারণ তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন (গীতসংহিতা ১০০ঃ৩)। ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তাঁর গৌরবের

জন্য (যিশাইয় ৪৩ : ৭, কলসীয় ১ : ১৬, প্রকাশিত ৪ : ১১) ও তাঁর আনন্দ বা প্রীতির জন্য (গীতসংহিতা ১৪৯ : ৪)। সব কিছুতেই তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার কেননা এ জগতের সব কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সব কিছুর উপর রয়েছে তাঁর 'সার্বভৌম ক্ষমতা'। তিনি সব কিছুর মালিক। "ঈশ্বরের কথার উপর কথা বলবার তুমি কে ?" মাটি কি কুমোরকে কখন জিজ্ঞেস করে, 'কেন আমায় এরকম তৈরী করেছ ?' ইচ্ছামত জিনিষ তৈরী করবার ক্ষমতা কুমোরের রয়েছে (রোমীয় ৯ : ২০-২১)। ঈশ্বর মানুষকে মুখ দিয়েছেন, আবার তিনি বোবা লোকও সৃষ্টি করেছেন (যাত্রা পুস্তক ৪ : ১১)। আপনি কি জন্ম থেকেই কোন সমস্যা নিয়ে এসেছেন ? একটু ধৈর্য্য ধরুন। সৃষ্টি কর্তার ওপর এত রাগ করছেন কেন ! ঈশ্বর অত্যাচারী বা নিষ্ঠুর প্রভু নন যে মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখে আনন্দ পাবেন, বরং সব সময় তিনি আমাদের কল্যান কামনা করেন। অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে যীশু তা প্রমাণ করেছেন। যেমন—তিনি অনেক অন্ধ, বধির, বোবা ও খোড়াকে সুস্থ করেছিলেন। কেন ঈশ্বর এগুলো হতে দেন, তা বোঝা কি খুবই কঠিন ? হ্যাঁ, এগুলি বোঝা সত্যিই কঠিন। কিন্তু ঈশ্বর প্রজ্ঞাবান, সমস্ত সৃষ্টির জন্য নিঃসন্দেহে তাঁর একটি গৌরবময় ও আশ্চর্যজনক উদ্দেশ্য আছে।

প্রেরিত পৌল ঈশ্বরের অসীম জ্ঞান ও সার্বভৌমত্ব লক্ষ্য করে হতবাক্ হয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে সবকিছু তারই কাছ থেকে আসে এবং তিনিই গৌরব প্রশংসা পাবার যোগ্য (রোমীয় ১১ : ৩৩-৩৬)।

ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করছেন :

ঈশ্বর যদি তাঁর শক্তিশালী বাক্য দিয়ে সব কিছু ধরে রেখে আমাদের পরিচালনা না করতেন, আমরা আগুনের ফুলকির মত মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যেতাম (ইব্রীয় ১ : ৩)। তাঁর জন্যই সবকিছু টিকে আছে (প্রকাশিত বাক্য ৪ : ১১) এবং তাঁর মধ্য দিয়েই সব টিকে আছে (কলসীয় ১ : ১৬)।

কোন কিছুই সম্পূর্ণভাবে আমাদের নয়। যেখানে আমরা থাকি, যে বাতাস ও খাদ্য আমরা গ্রহণ করি, এ সব কিছুই আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছি (১ বংশাবলি ২৯ ঃ ১৭, প্রেরিত ১৭ ঃ ২৫, ১ করিন্থীয় ৪ ঃ ৭)। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা বেঁচে আছি। তা না হলে এক মুহূর্তও আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হতনা। "কারণ তাঁর শক্তিতেই আমরা জীবন কাটাই ও চলাফেরা করি এবং বেঁচেও আছি" (প্রেরিত ১৭ ঃ ২৮)।

ঈশ্বর আমাদের পিতা। এটি বাইবেলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। তিনি আমাদের সাথে মালিকের মত ব্যবহার করেন না। বরং আমাদের সন্তানের মত পালন করেন। ঈশ্বর সমস্ত জগতের মালিক। তাই আমরা একজন অত্যন্ত ধনশালী ও মহান পিতার সন্তান। আমাদের জাগতিক পিতার চেয়েও তিনি অনেক ভাল। তিনি সব সময় আমাদের ভাল ভাল জিনিষ দিতে চান (মথি ৭ ঃ ৯-১১)। এ বিশ্বাসই আমাদের জীবনকে নিঃসন্দেহে সুন্দরভাবে বাঁচিয়ে রাখবে (মথি ৬ ঃ ৩১-৩২)। একজন এতিমের সব সময় চিন্তা কি খেয়ে সে বেঁচে থাকবে। কি সে করবে ? ভিক্ষা, চুরি, না কাজ। রাতে কোথায় ঘুমোবে ? উঠোনের কোনে, না কোন বাড়ীর দরজায়। কিন্তু যার অভিভাবক রয়েছে তার এধরণের কোন ভাবনা নেই। আমাদের এমন একজন অভিভাবক রয়েছেন তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। তিনিই আমাদের প্রতিপালন করেন ও সব সময় যত্ন নেন (রোমীয় ৮ ঃ ৩২, ১ পিতর ৫ ঃ ৭)।

৮। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করছেন বলতে আমরা কি বুঝি ?

....

ঈশ্বর আমাদের মুক্ত করেছেন ঃ

পুরাতন নিয়মের যুগে যখন কোন একজন গরীব যিহূদী ঋণের দায়ে নিজেকে দাস হিসাবে বিক্রী করে দিত তখন তার কোন এক আপনজন বা আত্মীয় মূল্য দিয়ে মালিকের কাছ থেকে তাকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে পারত। এটাই হল 'উদ্ধার' (লেবীয় ২৫ ঃ ৪৭-৪৯)।

বাইবেলে আছে যে ইস্রায়েলগণ ঈশ্বরের দাস। কেননা তিনি তাদের মিশর থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন (লেবীয় ২৫ ঃ ৫৫)। আদম ও হবার পাপের জন্য আমরা শয়তানে দাস হলাম। পাপের দাসত্ব থেকে আমরা নিজেদের মুক্ত করতে পারিনি। কিন্তু যীশু আমাদের সবচেয়ে আপনজন, যিনি তাঁর নিজের জীবন দিয়ে পাপের দাসত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন (তীত ২ ঃ ১৪, ১ পিতর ১ ঃ ১৮-১৯)। এখন আর আমরা শয়তানের দাস নই। আমরা মুক্ত, কিন্তু তা হলেও আমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারি না, কেননা আমরা আমাদের নিজেদের নই (১ করিন্থীয় ৬ ঃ ১৯)। "অনেক দাম" দিয়ে ঈশ্বর আমাদের কিনেছেন (১ করিন্থীয় ৬ ঃ ২০), সুতরাং এখন আমরা তাঁর।

একটি ছোট ছেলে। ওদের বাড়ী ছিল সাগর পাড়ের একটি গ্রামে। একদিন সে একটা ছোট্ট নৌকা বানালো। খেলতে নিয়ে গেল সাগর পাড়ে। হঠাৎ সাগরের ঢেউ এসে তা অনেক দূরে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। নৌকাটা ফিরে পাবার জন্য ছেলেটি অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু আর সম্ভব হলনা। ব্যাথাভরা মন নিয়ে সে ফিরে গেল। কিছুদিন পরে ছেলেটি তার ঐ নৌকাটিকে দেখতে পেল একটা দোকানে। দোকানদার বিক্রীর জন্য সাজিয়ে রেখেছিল সেটা। অনেক কষ্টে কিছু টাকা জোগাড় করে সে নৌকাটিকে কিনে নিল। আনন্দে চোখ থেকে জল ঝরে পড়ল তার। নৌকার উদ্দেশ্যে সে বলল, "তুমি দুবার আমার হলে। তৈরী করে একবার ও এখন আবার কিনে নিয়ে।" ঠিক একইভাবে প্রথমে আমরা তাঁর ছিলাম। কেননা তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা পাপের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু ঈশ্বর অনেক দাম দিয়ে আমাদের কিনে নিয়েছেন।

ঈশ্বর আমাদের পবিত্র করেছেন ঃ

পবিত্র করা মানে হল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আলাদা করা। অন্যভাবে বলা যায় যে পবিত্রকরণ হল ঈশ্বরের কাজে নিজেকে দান করা বা উৎসর্গ করা। ঈশ্বর যখন কাউকে বা কোন বস্তুকে পবিত্র করেন তখন তিনি তাকে তাঁর উদ্দেশ্যে আলাদা করে রাখেন এবং তাঁর গৌরবের জন্য ব্যবহার করেন। ইস্রায়েলদের সমস্ত প্রথমজাত সন্তান-গণই ছিল ঈশ্বরের, কারণ তিনি তাদের তাঁর নিজের উদ্দেশ্যে পবিত্র করেছিলেন (গণনা পুস্তক ৮ ঃ ১৭)। এই একইভাবে যিরূশালেম মন্দিরও ঈশ্বরের গৃহে পরিণত হয়েছিল (২ বংশাবলি ৭ ঃ ১৬)।

খ্রীষ্ট তাঁর প্রায়শ্চিত্তের বিনিময়ে আমাদের শুধু পুনরুদ্ধারই করেননি, তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমাদের উৎসর্গ করেছেন ও পবিত্র করেছেন (১ করিন্থীয় ৬ ঃ ১১, ইব্রীয় ১০ ঃ ১০)। আমরা ঈশ্বরের লোক কারণ তিনি আমাদের তাঁর লোক হবার জন্য মনোনীত করেছেন—এক পবিত্র ও পৃথকীকৃত জাতিরূপে মনোনীত করেছেন (১ পিতর ২ ঃ ৯)।

৯। ডান দিকে কতগুলি বিষয় দেওয়া আছে। ক্রমিক নম্বর ও আছে। বা দিকের কোন্ কোন্ পদে ডান দিকের বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে, খালি জায়গায় সেই নম্বরটি বসান।

……ক) আদি পুস্তক ১ ঃ ১	১। ঈশ্বর জগতের সবকিছু
……খ) যোহন ১ ঃ ৩	সৃষ্টি করেছেন।
……গ) প্রেরিত ১৭ ঃ ২৮	২। ঈশ্বর সবকিছু রক্ষা
…… ঘ) ১ করিন্থীয় ৬ ঃ ১১	করছেন।
……ঙ) ১ করিন্থীয় ৬ ঃ ১৯-২০	৩। ঈশ্বর আমাদের পুনরুদ্ধার
……চ) ইব্রীয় ১ ঃ ৩	করেছেন।
……ছ) ইব্রীয় ১০ ঃ ১০	৪। ঈশ্বর আমাদের পবিত্র
……জ) ১ পিতর ১ ঃ ১৮-১৯	করেছেন।

১০। ঈশ্বর সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সব কিছুর উপর রয়েছে তাঁর পরিপূর্ণ অধিকার। নীচের কোন্ কোন্ উক্তি তাঁর অধিকারের বৈধতার কারণ সম্পর্কে বলছে? (মনে রাখবেন সাধারণ ভাবে নীচের সব উক্তিগুলোই সত্য কিন্তু সবগুলিই তাঁর অধিকারের বৈধতার কারণ সম্পর্কে বলেনা)।

ক) ঈশ্বর মংগলময় ও আমাদের মহান পিতা।
খ) এ জগতের যা কিছু সবই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন।
গ) ঈশ্বর মূল্য দিয়ে আমাদের কিনেছেন ও তাঁর গৌরবের জন্য আমাদের আলাদা করে রেখেছেন।
ঘ) ঈশ্বর প্রজ্ঞাবান ও তিনি সবই জানেন।
ঙ) ঈশ্বর চান যে তাঁর সন্তানেরা যেন ভাল ভাল জিনিষ পেতে পারে।
চ) ঈশ্বরের শক্তিতেই আমরা বেঁচে আছি।

মালিকের অধিকারগুলি মেনে নেওয়াঃ

লক্ষ্য ৪ঃ ঈশ্বর যে আপনার জীবনের মালিক, এই সত্য প্রয়োগের বাস্তব ফল সম্পর্কীয়, উক্তিগুলি চিন্‌তে পারা।

এখন নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন যে ঈশ্বরই সবকিছুর মালিক এবং আমাদের উপর রয়েছে তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব। এটা জানাই বড় কথা নয় বরং ব্যক্তিগত জীবনে তা ব্যবহার করতে পারাই হল সবচেয়ে মূল্যবান। যীশু বলেছিলেন "সব জেনে যদি তোমরা পালন কর, তবে তোমরা ধন্য" (যোহন ১৩ঃ১৭)। আমরা জানি ঈশ্বরই আমাদের মালিক। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল মালিক হিসাবে তাঁকে মেনে নেওয়া ও তাঁর উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করা।

সমস্ত বিষয়-আসয় ও নিজেকে উৎসর্গীকরণঃ

উৎসর্গ করার অর্থ হল একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে কোন কিছু আলাদা করে রাখা। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হ'ল নিজেকে ও সমস্ত বিষয়-আসয় তাঁর চরণে সমর্পণ করা। আমরা যদি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরই সবকিছুর মালিক তখন যা কিছু তাঁর তা তাঁর চরণে উৎসর্গ করা ছাড়া আর আমাদের কিছুই করবার থাকে না। ঈশ্বর ইস্রায়েলদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে সমস্ত প্রথমজাত সন্তানগণ তাঁর, সুতরাং তিনি

চেয়েছিলেন যেন তাদের তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয় (যাত্রা পুস্তক ১৩ : ১২)। এই কাজের মাধ্যমে তাদের জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। যীশুও একই কথা বলেছেন, "যা ঈশ্বরের, তা ঈশ্বরকে দাও" (মথি ২২ : ২১)।

ভাববাদী শমূয়েলের মা হান্না ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকরণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন। তিনি একটি সন্তান লাভ করলেন ও বুঝতে পারলেন যে তা ঈশ্বরেরই দান। সুতরাং তিনি তা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন এবং সে সন্তান চিরজীবনের জন্য ঈশ্বরের হোল (১ শমূয়েল ১ : ২৭-২৮)। নূতন নিয়মেও আমরা দেখতে পাই যে মাকিদনিয়ার বিশ্বাসী ভাইয়েরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকরণের আর এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। খুব দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে তাদের জীবন কাটছিল। কয়েকজনের অল্প কিছু সম্পদ ছিল। প্রেরিতদের কথায় তারা তাও অধিকতর দরিদ্রের সাহায্যের জন্য দিয়ে দিল। কেননা "তারা নিজেদেরই প্রথমে প্রভুর কাছে উৎসর্গ করেছিল" (২ করিন্থীয় ৮ : ৫)।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন :

ঈশ্বর অতি মহান ! তিনি সব কিছুর মালিক। আবার তিনিই সব কিছু আমাদের দিয়ে দিয়েছেন (প্রেরিত ১৭ : ২৫)। তিনি শুধু তাঁর একমাত্র পুত্রকে আমাদের মুক্তির জন্য দিয়েছেন তা নয়, তাঁর সাথে আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় 'সব কিছুই' দিয়েছেন (রোমীয় ৮ : ৩২)। সুতরাং সমস্ত অন্তর দিয়ে তাঁকে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কেননা কোন কিছুই আমাদের নয়, অথচ তিনি সব কিছু আমাদের দিয়েছেন। ব্যবহার করবার পূর্ণ অধিকারও আমাদের দিয়েছেন। আর কে আছেন, যিনি আমাদের জন্য এত সব করছেন ? সুতরাং সব অবস্থার মধ্যে আমাদের উচিৎ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া। আর এর দ্বারা তিনি সন্তুষ্টও হন এবং খ্রীষ্ট যীশুর মধ্যে দিয়ে আমাদের জন্য এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা (কলসীয় ৩ : ১৫, ১ থিষলনীকীয় ৫ : ১৮)।

এটাই মানুষের একটা বিশেষ পাপ যে ঈশ্বর সম্বন্ধে জানবার পরেও তারা তাঁকে ধন্যবাদ দেয়নি। তাঁর গৌরবও করেনি (রোমীয় ১ : ২১)। মালিক হিসাবে তাঁকে মেনে নিতে পারেনি। ঈশ্বর যে সব

বিষয়-আসয় দিয়েছেন, তারা সেগুলো নিজেদেরই মনে করে। বাইবেল সম্পর্কে যাদের সামান্যতম জ্ঞান আছে তারাও এটা বুঝবে যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া খ্রীষ্টিয় জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১১। রোমীয় ১ ঃ ২১ অনুসারে, মানুষের পাপের কারণ—

....

নিজেকে সমর্পণ ঃ

আমরা জানি ঈশ্বর এ জগতের মালিক। সব কিছুর উপর রয়েছে তাঁর 'সার্বভৌম' ক্ষমতা। সুতরাং আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল তাঁর কাছে নিজেদের সমর্পণ করা। মালিককে চেনে বলেই গরু মালিকের বাধ্য থাকে। মালিক ইচ্ছামত গরুটিকে ব্যবহার করে। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী। সুতরাং ঈশ্বরের কাছে আমাদের আরও কত বেশী নিজেদের সমর্পণ করা উচিৎ। ঈশ্বর ইস্রায়েলদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "এরা আদৌ আমাকে চেনেনা" (যিশাইয় ১ ঃ ৩)। তিনি যেন আমাদের উদ্দেশ্যে এরূপ না বলেন। তার্ষ শহরের শৌল যখন ঈশ্বরের প্রচারকাজে বাঁধা সৃষ্টি করছিল তখন ঈশ্বর তাকে এক সাংঘাতিক শিক্ষা দিয়েছিলেন, "কাঁটা বসানো লাঠির মুখে লাথি মারতে কি তোমার কষ্ট হচ্ছেনা" (প্রেরিত ২৬ ঃ ১৪)? তাহলে আসুন আমরা প্রভুর চরণে নিজেদের সমর্পণ করি ও নম্রভাবে বলি—হে প্রভু, "তুমিতো কুমোর, আমি মাটি, গঠ আমাকে তোমার নক্সায়"। ইচ্ছামত জিনিষ তৈরী করবার ক্ষমতা কুমোরের রয়েছে।

সম্মান দেখানো ঃ

নেতা বা কর্মকর্তাদের সম্মান দেখানো সব সমাজেই একটা প্রথা। ঈশ্বর আমাদের মালিক। তিনি আমাদের প্রভু ও নেতা। সুতরাং কথা ও কাজ দিয়ে আমাদের সব সময় তাঁকে সম্মান করা উচিৎ। ইহূদী ধর্মনেতারা ঈশ্বরকে যথাযোগ্য সম্মান করতো না। অথচ শাসনকর্তাদের তারা ঠিকমতই সম্মান করত। তাই ভাববাদী মালাখি প্রায়ই তাদের এজন্য তিরস্কার করতেন (মালাখি ১ ঃ ৬-৮)।

বাধ্য থাকা ঃ

ঈশ্বর আমাদের মালিক। আমাদের উপর রয়েছে তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব। তিনি আমাদের প্রভু আমরা তার দাস। সুতরাং আমাদের অবশ্যই তাঁর বাধ্য থাকা উচিৎ। আমরা সব সময় জাগতিক কর্ম-কর্তাদের বাধ্য হয়ে চলি। ঈশ্বর হচ্ছেন সমস্ত জগতের কর্তা, রাজার রাজা। সুতরাং আমাদের কত বেশী তাঁর বাধ্য থাকা উচিৎ। তাঁর ইচ্ছার বাধ্য না থেকে কেবলমাত্র 'প্রভু' বলে ডাকা মূল্যহীন ও প্রতারণার সামিল (লূক ৬ ঃ ৪৬)।

অনেক বছর আগে ইহূদীদের মধ্যে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। মালিকেরা কয়েক বছরের জন্য একজন দাস কিনে রাখত। মালিকের ব্যবহারে যদি ক্রীতদাসটি খুশী থাকত তাহলে সারাজীবন সে একই মালিকের দাস হয়ে থাকতে পারত (যাত্রা পুস্তক ২১ ঃ ৫-৬)। ঈশ্বর আমাদের এমন একজন প্রভু যিনি তাঁর সব কিছু দিয়ে আমাদের পালন করছেন। সুতরাং আমাদের উচিৎ সারা জীবন তাঁর বিশ্বস্ত দাস হয়ে থাকা।

১২। কোন একজনের বা একদল লোকের, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গী-করণের বাস্তব উদাহরণ, কোন পদগুলিতে পাওয়া যেতে পারে ?

ক) যাত্রা পুস্তক ২১ ঃ ৫-৬
খ) ১ শমূয়েল ১ ঃ ২৭-২৮
গ) প্রেরিত ১৭ ঃ ২৫
ঘ) ২ করিন্থীয় ৮ ঃ ৫

১৩। ঈশ্বর সব কিছুর মালিক। এ বিশ্বাস আপনার ব্যক্তিগত জীবনে কতটা ফলবান, কোন্ উক্তিটিতে তা বর্ণনা করা হয়েছে ?

ক) 'সমাজ' বা 'ব্যক্তি' কেউই প্রকৃত মালিক নয়। প্রকৃত মালিক কে তা আমি বলতে পারি।

খ) ঈশ্বর আমাকে যা কিছু দিয়েছেন, আমি তাতেই খুশী। আমি তাঁর গৌরব ও প্রশংসা করছি। আমার যা কিছু সবই তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি।

পরীক্ষা—১

১। মালিকানা সম্পর্কে কার সঠিক ধারণা আছে ঃ

ক) এক বন্ধুর কাছ থেকে মেরী একটা সাইকেল চালাতে আনল। বন্ধুটি তাকে বার বার বলে দিল সাইকেলটি যেন রাতে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখা হয়। মেরী তাই করল।

খ) পড়বার জন্য পিটার বন্ধুর কাছ থেকে একটা বই নিয়েছিল। অবশ্য বন্ধুটি বইটা ফেরৎ দিতে বলেনি। পিটার বইটি আরেক জনকে দিয়ে দিল।

২। কোন্ পদগুলিতে ঈশ্বরের লোকদের বিষয়ে বলা হয়েছে ?

ক) যাত্রা পুস্তক ১৯ ঃ ৫
খ) যোহন ১৪ ঃ ৩০
গ) ১ পিতর ২ ঃ ৯-১০
ঘ) প্রকাশিত বাক্য ১১ ঃ ১৫

৩। মলিকানার মৌলিক উপাদান কি ?

ক) মালিক ঠিকমত জিনিষ গুলোর যত্ন নেয়।
খ) মালিক তার নিজের জিনিষপত্র ব্যবহার করা থেকে অন্যদের বিরত রাখতে পারে।
গ) মালিক হলেন এমন এক ব্যক্তি যার প্রচুর বিষয়-আসয় আছে।

৪। ঈশ্বরের প্রকৃত উত্তরাধিকারী কে? কোন্ পদে এ বিষয়ে বলা হয়েছে?

ক) হোশেয় ১ : ৯
খ) মথি ৪ : ৮
গ) যোহন ১৬ : ১১
ঘ) ইব্রীয় ১ : ২

৫। কিছু কিছু লোকের মতে প্রেরিত ২ : ৪৪-৪৫ ও ৪ : ৩২ পদগুলোতে সামাজিক মালিকানার পক্ষে বলা হয়েছে। তাদের এ ধরণের মধ্যেকার ভুল নীচের কোন্ উক্তিটি সবচেয়ে স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করে?

ক) তারা এই ভুল সিদ্ধান্তে পৌছেছিল : যেহেতু শিষ্যদের মধ্যে কয়েক-জন খুবই গরীব ছিল। সুতরাং যাদের যথেষ্ট সম্পদ ছিল তাঁরা সবাই মিলে ব্যবহার করত।

খ) তারা এই ভুল ধারণা করেছিল : খ্রীষ্টিয়ানদের বিষয় সম্পত্তি একসংগে ছিল, সুতরাং খ্রীষ্টিয় সমাজকেই সব কিছুর মালিক বলা যায়।

৬। ঈশ্বর কেবল আমাদের সৃষ্টিই করেননি, তিনি আমাদের পুনরুদ্ধারও করেছেন। কোন্ পদগুলোতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে?

ক) গণনাপুস্তক ৮ : ১৭
খ) ১ বংশাবলি ২৯ : ১৪
গ) গীতসংহিতা ১০০ : ৩
ঘ) তীত ২ : ১৪

৭। বাইবেল অনুসারে প্রকৃত মালিক হচ্ছেন—

ক) ঈশ্বর, কেননা তাঁর মালিকানার উপর অন্য কেউ দাবী করতে পারে না।
খ) ব্যক্তি, কেননা সে-ই বিষয়-আসয়গুলি রক্ষণাবেক্ষণ করছে।
গ) সমাজ, কারণ তারাই গরীবদের সাহায্য করতে পারে।
ঘ) ঈশ্বর, যিনি কারো কাছ থেকে কিছু না নিয়েই মালিক হয়েছেন।

৮। ঈশ্বরই আমাদের জীবনের মালিক। যখন আমরা এ বিষয়ে অন্যদের বোঝাব তখন কোন্ পদগুলো দেখাবো ?

ক) আদিপুস্তক ১ ঃ ১

খ) মথি ২২ ঃ ২১

গ) ১ থিষলনীকীয় ৫ ঃ ১৮

ঘ) ১ পিতর ২ ঃ ৯

৯। 'সত্য' উক্তিগুলির পাশে টিক্ (✓) চিহ্ন বসান।

ক) মানুষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। সুতরাং মানুষের উপর ঈশ্বরের কোন অধিকার নেই।

খ) আমাদের উপর ঈশ্বরের পরিপূর্ণ অধিকার রয়েছে। তা না হলে আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হতনা।

গ) শয়তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে এখন আমরা নিজেরাই আমাদের মালিক।

ঘ) 'পুনরুদ্ধার' হল কোন কিছু পুনরায় কিনে নেওয়া।

১০। ঈশ্বরের মালিকানার সত্যটি ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ করে আপনি কি ফল দেখতে পারেন ?

ক) ঈশ্বরের মালিকানা সম্পর্কে বাইবেল থেকে কয়েকটি পদ আমি বলতে ও দেখাতে পারি

খ) তাঁর ইচ্ছা অনুসারে আমার জীবনকে পরিচালনা করবার সুযোগ আমি ঈশ্বরকে দেই, এবং আমার জন্য তাঁর ইচ্ছা আমি মেনে নেই।

গ) আমি বিশ্বাস করি ব্যক্তি বা সমাজ সব কিছুর উপরে ঈশ্বর।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর ঃ

বিঃ দ্রঃ—উত্তরগুলি ধারাবাহিক নয়। একটা উত্তর দেখবার সময় পরেরটি যাতে সহজে নজরে না পড়ে তাই এরূপ করা হল।

৭। ক) শয়তান ঈশ্বরের সম্পত্তি বেদখল করে নিয়েছিল কিন্তু যীশু তাকে পরাজিত করলেন। অবশেষে সবাই বুঝতে পারবে যে ঈশ্বরই সব কিছুর মালিক।

১। প্রেরিত ৪ ঃ ৩২ পদ।

৮। আমরা বুঝতে পারি যে তিনি তাঁর শক্তিশালী বাক্য দিয়ে সব কিছু ধরে রেখে আমাদের প্রতিপালন করেন।

২। খ) সে তাঁর নিজের জিনিষ নিয়ে যা খুশী তাই করতে পারে।

৯। ক-১) ঈশ্বর জগতের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।

খ-১) ঈশ্বর জগতের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।

গ-২) ঈশ্বর সব কিছু রক্ষা করছেন।

ঘ-৪) ঈশ্বর আমাদের পবিত্র করেছেন

ঙ-৩) ঈশ্বর আমাদের পুনরুদ্ধার করেছেন।

চ-২) ঈশ্বর সব কিছু রক্ষা করছেন।

ছ-৪) ঈশ্বর আমাদের পবিত্র করেছেন।

জ-৩) ঈশ্বর আমাদের পুনরুদ্ধার করেছেন।

৩। ক) যোহন আমাকে কিছু টাকা ধার দিয়েছিল। জানি তার অনেক টাকা আছে। তবুও টাকাটা ফেরৎ দেওয়া উচিৎ। ঐ টাকায় আমার কোন অধিকার নেই।

১০। খ) এ জগতের যা কিছু সবই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন।

গ) ঈশ্বর মূল্য দিয়ে আমাদের কিনেছেন, ও তাঁর গৌরবের জন্য আমাদের আলাদা করে রেখেছেন।

চ) ঈশ্বরের শক্তিতেই আমরা বেঁচে আছি।

(চারটি বিষয়ের উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত। যেমন—তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদের পুনরুদ্ধার করেছেন, তিনি আমাদের পবিত্র করেছেন ও তিনি আমাদের পালন করেন। 'ক', 'ঘ' ও 'ঙ' উক্তিগুলি এগুলির সাথে সরাসরি যুক্ত নয়)।

৪। ক) গীতসংহিতা ৫০ঃ১০, প্রেরিত ১৭ঃ২৫

১১। ঈশ্বর সম্বন্ধে জানবার পরেও তারা তাঁকে ধন্যবাদ দেয়নি।

৫। খ) ব্যক্তি বা সমাজ মানুষকে নিয়েই। ঈশ্বর এ সবের উপরে। তিনি পৃথিবীর সব কিছুর একমাত্র মালিক।

১২। খ) ১ শমূয়েল ১ঃ২৭-২৮ পদ।

ঘ) ২ করিন্থীয় ৮ঃ৫ পদ।

৬। গ) ১ পিতর ১ঃ১৮-১৯ পদ।

১৩। খ) ঈশ্বর আমাকে যা কিছু দিয়েছেন, আমি তাতেই খুশী। আমি তাঁর গৌরব ও প্রশংসা করছি। আমার যা কিছু সবই তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি।

(বিষয়টি কতটুকু বুঝতে পেরেছেন 'ক' উক্তিটিতে তাই বলা হয়েছে। 'খ' উক্তিটি সঠিক। ঈশ্বর মালিক। এ বিশ্বাস আপনার জীবনে কতটা ফলবান 'খ' উক্তিটিতে তাই প্রকাশ পায়)।

● ● ●

নোট

(আপনার কোন মন্তব্য থাকলে এখানে লিখতে পারেন)

২য় পাঠ

ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ—মানুষ

প্রথম পাঠটি পড়েছেন বলে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এখন তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে ঈশ্বরই আপনার জীবনের একমাত্র প্রভু। তিনিই আপনার সব কিছুর মালিক। এরই মধ্যে আপনি হয়তো আরও অনেকটা এগিয়েছেন। নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে আপনার জীবনের একমাত্র প্রভু হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছেন।

দ্বিতীয় পাঠে জানতে পারবেন ঈশ্বরের দেয়া বিষয়-আসয়ে ধনাধ্যক্ষের ভূমিকা। কিন্তু কিভাবে আপনি এ ভূমিকা পালন করবেন? যীশু যখন এ জগতে ছিলেন তখন তিনি যে সব কাজ করেছেন সেগুলো প্রথমে আপনাকে জানতে হবে। তা থেকেই বুঝতে পারবেন যে, ধনাধ্যক্ষ হিসাবে আপনার কাজগুলো কেমন হওয়া উচিৎ। আরও বুঝতে পারবেন একজন ধনাধ্যক্ষের কি ধরণের যোগ্যতা ও দায়িত্বর প্রয়োজন আছে। যীশুই ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষের উজ্জল উদাহরণ।

পাঠটি পড়লে আরও জানতে পারবেন যে ধনাধ্যক্ষতা কেবলমাত্র জীবনের একটা বিশেষ সময়ের জন্য নয়। সারা জীবন ধরেই মানুষ ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করে যাবে। এভাবে সারাটি জীবন ধরে আপনি ধনাধ্যক্ষের কাজ করবেন ও একদিন প্রভুর কাছ থেকে শুনতে পাবেন, "বেশ করেছ। তুমি ভাল ও বিশ্বস্ত দাস।"

পাঠের খসড়া ঃ

ধনাধ্যক্ষতা বলতে কি বুঝায়
যীশুই ধনাধ্যক্ষতার উজ্জল দৃষ্টান্ত
ধনাধ্যক্ষের যোগ্যতা
ধনাধ্যক্ষের দায়িত্ব

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ শেষ করবার পর আপনি—

★ ধনাধ্যক্ষতা বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

★ ধনাধ্যক্ষতার যোগ্যতা ও দায়িত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ ঃ

১। এ পাঠের সূচনা, খসড়া ও উদ্দেশ্যগুলো ভালভাবে পড়ুন। যে শব্দের অর্থ জানেননা বইয়ের শেষের দিকে 'পরিভাষা' খোঁজ করুন।

২। পাঠের বিস্তারিত বিবরণ পড়ুন। বাইবেল থেকে পদগুলো খুঁজে নিন। প্রশ্নমালার উত্তর লিখে সেগুলো আবার দেখে নিন। তারপর পাঠটি আগাগোড়া পড়ুন। পাঠের শেষে দেওয়া পরীক্ষার উত্তর লিখে বইয়ের পেছনে দেওয়া উত্তরের সাথে সেগুলো মিলিয়ে দেখুন।

৩। এ সব কাজ শেষ হবার পর প্রথম খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠ খুব মনযোগ দিয়ে আবার পড়ুন। তারপর প্রথম খণ্ডের ছাত্র রিপোর্ট তৈরী করে আপনার আই, সি, আই, শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দিন।

মূল শব্দাবলী ঃ

তত্ত্বাবধায়ক	দূরদর্শিতা
বিরূপ	চিরচরাগত
ব্যবস্থাপক	

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

ধনাধ্যক্ষতা বলতে কি বুঝায় ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ মালিক ও ধনাধ্যক্ষের মধ্যে কাজের পার্থক্য বুঝতে পারা।

সাধারণ অর্থ ঃ

'ধনাধ্যক্ষ' শব্দটি আজকাল বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 'ব্যবস্থাপনা' কাজে যারা থাকেন তাদেরই আমরা ধনাধ্যক্ষ বলি। যেমন—হোটেল, রেস্তোরা, রেষ্ট হাউস, এ সব জায়গায় যারা ব্যবস্থাপনার কাজ করেন তারাই ধনাধ্যক্ষ। ব্যবস্থাপনা বলতে দেখাশুনা কাজই বুঝায়। এ ব্যবস্থাপনা কাজ চালাবার জন্য মালিক একজন ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। সুতরাং ধনাধ্যক্ষ নিজে মালিক নন।

বাইবেলের যুগে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। ক্রীতদাসেরা মালিকের বিষয়-আসয় দেখাশুনা করত। তাদেরই বলা হত ধনাধ্যক্ষ (আদি পুস্তক ৪৪ ঃ ১, মথি ২০ ঃ ৮, লূক ১৬ ঃ ১)। ধনাধ্যক্ষের উপর থাকত মালিকের অগাধ বিশ্বাস। যে ধনাধ্যক্ষ মালিকের নিকট বিশ্বস্ততা প্রমাণ করতে পারত, বৈধ বংশধর না থাকলে তাকেই সমস্ত বিষয়-আসয়ের উত্তরাধিকারী করে যেত। আমরা এর উদাহরণ আদি পুস্তক ১৫ ঃ ২-৩ ; ৩৯ ঃ ৪ এ দেখতে পাই। যে কর্মচারী রাজার সমস্ত বিষয়-আসয় দেখাশুনা করত তাকেও বলা হত ধনাধ্যক্ষ (১ রাজাবলি ১৬ ঃ ৯ ; ১ বংশাবলি ২৮ ঃ ১ ; লূক ৮ ঃ ৩)। এরা রাজার ক্রীতদাস ছিলনা। এরা ছিল রাজার বিশ্বস্ত কর্মচারী।

মালিক ও ধনাধ্যক্ষের মধ্যে আমরা যদি তুলনামূলক আলোচনা করি তাহলে ধনাধ্যক্ষ সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হবে। অপর পৃষ্ঠার নক্সাটি ভালভাবে দেখুন ঃ—

ধনাধ্যক্ষ	মালিক
বিষয়-আসয় মালিকের ইচ্ছা অনুসারে ব্যবহার করেন।	বিষয়-আসয় কিভাবে ব্যবহার করা হবে, তার 'সার্বভৌম ক্ষমতা'র অধিকারী।
বিষয়-আসয় কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে মালিকের কাছে সেগুলোর হিসাব দেন।	কারো কাছে বিষয়-আসয় ব্যবহারের হিসাব দেন না।

১। কে ধনাধ্যক্ষের মত কাজ করল?

ক) কম্বলটি বিক্রী করে দেবে বলে মেরী স্থির করল।

খ) মার্ক জমির মালিককে জানালো যে কতগুলো আলু তোলা হয়েছে।

গ) জমিতে কি বোনা হবে যোয়েল তার নির্দেশ দিচ্ছিল।

বিশেষ খ্রীষ্টিয় অর্থঃ

লক্ষ্য ২ঃ ধনাধ্যক্ষের কাজে বিশ্বাসীদের ভূমিকা সম্পর্কে বাইবেল যা বলে সেই ধরণের উক্তিগুলি চিন্‌তে পারা।

পাঠটি খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতা সম্পর্কে। সুতরাং কিভাবে একজন খ্রীষ্টিয়ান খ্রীষ্টের ধনাধ্যক্ষ হবেন সেটা বোঝাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ধনাধ্যক্ষতার সাধারণ অর্থ জানা আমাদের মূল লক্ষ্য নয়। বাইবেলের দিক থেকে প্রত্যেক মানুষ, বিশেষভাবে প্রত্যেক বিশ্বাসী খ্রীষ্টিয়ান ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ। এ জগতের সব কিছুর মালিক ঈশ্বর। সব কিছু তিনিই আমাদের দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে সেগুলো দেখাশুনা ও যত্ন নেওয়াই হোল একজন খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষের কাজ।

আপনি খুব গরীব। আপনার জিনিষ পত্র খুবই কম। হয়ত ভাবছেন "এগুলোর আর এমন কি দেখাশুনা ও যত্ন নেবো?" কিন্তু ভেবে দেখুন, ঐ সামান্য জিনিষ গুলোতো তিনিই আপনাকে দিয়েছেন। আপনার অমর আত্মাও আপনার কাছে ঈশ্বরের দান, যার মূল্য জগতের সমস্ত বিষয়-আসয় থেকে অনেক অনেক গুণ বেশী (মথি ১৬ ঃ ২৬)। ঈশ্বর আমাদের সুন্দর শরীর দিয়েছেন। শক্তি ও বুদ্ধি দিয়েছেন। তিনি সুসমাচারও আমাদের দিয়েছেন। এ জিনিষ গুলোইতো আমরা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যত্ন নিতে পারি ও ব্যবহার করতে পারি।

আমরা ঈশ্বরের ধন ও তার ধনাধ্যক্ষ দুই-ই। এ ধারণা নতুন নয়। পুরাতন নিয়মে এ সম্পর্কে অনেক জায়গায় বলা হয়েছে। আর নতুন নিয়মে প্রভু যীশু এই কাজের স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ধনাধ্যক্ষতার শিক্ষা সম্পর্কে, এই প্রধান দুটো ধাপ আমরা লক্ষ্য করব।

পুরাতন নিয়মে

অন্যান্য মতবাদের মত 'ধনাধ্যক্ষতা'কে একটি খ্রীষ্টিয় মতবাদ হিসাবে পুরাতন নিয়মে খুব স্পষ্ট ভাবে দেখানো হয়নি। তবুও কয়েক জায়গায় বলা হয়েছে যে মানুষ ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ। যেমন—

১। **এদন উদ্যানের দায়িত্বভার ঈশ্বর আদমকে দিয়েছিলেন।** উদ্যান দেখা-শুনা ও যত্ন নেওয়ার জন্য তিনি সেখানে আদমকে রাখলেন (আদি পুস্তক ২ ঃ ১৫)। আদম সেখানে কি কাজ করবেন, কিভাবে চলবেন সব নির্দেশও তিনি তাঁকে দিয়েছিলেন (আদি পুস্তক ২ ঃ ১৬-১৭)। কিন্তু আদম দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলেন। তাই তাঁকে তাঁর কাজের হিসাব দিতে হয়েছিল (আদি পুস্তক ৩ ঃ ১১-১২)। ব্যর্থতার জন্য ঈশ্বর তাঁকে উদ্যান থেকে বের করে দিলেন (আদি পুস্তক ৩ ঃ ২৩-২৪)।

২। **বহু পুর্ব থেকেই মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে নিজের খুশিমত সে চলতে পারে না।** তাই একটি বিশেষ জায়গায় ও বিশেষ সময়ে মানুষ ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হোত। খালি হাতে সে আসতে পারত না (দ্বিতীয় বিবরণ ১৬ ঃ ১৬)। উদাহরণ

স্বরূপ—মানুষের প্রথম সন্তান কয়িন ও হেবল তাঁদের উপহার নিয়ে ঈশ্বরের সামনে এসেছিল—এর দ্বারা বুঝা যায় যে সেই সময় প্রথম থেকেই মানুষ এ বিষয় বুঝতে পেরেছিল (আদি পুস্তক ৪ : ৩-৪)।

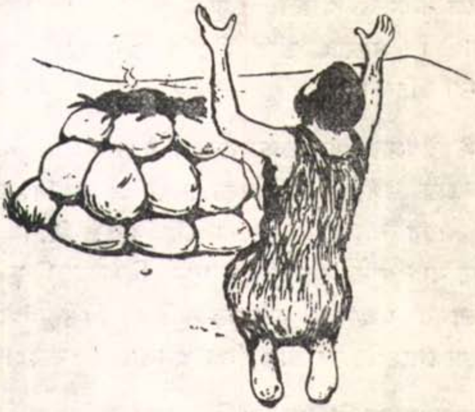

৩। **কয়িন বুঝতে পেরেছিল যে তার ভাইয়ের জীবন নিয়ে সে যা খুশী তাই করতে পারেনা।** কয়িন তার ভাই হেবলকে হত্যা করেছিল। সেই অপরাধের জন্য ঈশ্বরের কাছে তাকে জবাব দিতে হয়েছিল (আদি পুস্তক ৪ : ৯-১০)।

৪। **বাস করবার জন্য ঈশ্বর ইস্রায়েলদের অনেক জায়গা দিয়েছিলেন।** ব্যক্তিগত ভাবে ও জাতিগত ভাবে এরা ছিল এই জায়গার ধনাধ্যক্ষ বা তত্ত্বাবধায়ক (দ্বিতীয় বিবরণ ১১ : ৮-৩২, ৩০ : ১৯-২০)। তারা ঈশ্বরের নির্দেশমত চলেনি তাই তারা সেই জায়গা থেকে বিতাড়িত হয়েছিল।

নূতন নিয়ম

ইস্রায়েলীয়রা ছিল ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ। বাইবেলে দুষ্ট চাষীদের গল্পের মাধ্যমে এ শিক্ষাই যীশু দিয়েছিলেন (মথি ২১ : ৩৩-৪৩)। এ গল্পটিতে ঈশ্বরকে জমির মালিক, ইস্রায়েলদের ধনাধ্যক্ষ এবং দ্রাক্ষা-ক্ষেতকে (ঈশ্বরের রাজ্য) সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয়েছে। এ গল্পের চাষীদের মতই ইস্রায়েলগণ ঈশ্বরের মালিকানা স্বীকার করতে পারেনি।

তাই তিনি তাঁর সম্পত্তি ইস্রায়েলদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। মথি ২৫ : ১৪-৩০ পদে যীশু স্পষ্ট ভাবেই আমাদের এ শিক্ষা দিয়েছেন যে প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানই এক এক জন ধনাধ্যক্ষ। মানুষ তার জীবনের মালিক নয়, সে ধনাধ্যক্ষ মাত্র। প্রকৃত মালিক ঈশ্বর। সুতরাং তাঁর কাছেই সে দায়ী। সুতরাং তাঁর নির্দেশ অনুসারেই আমাদের জীবন পরিচালনা করা উচিৎ।

সকলেই ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ একথা সত্য হলেও বিশ্বাসী খ্রীষ্টিয়ান -এর ধনাধ্যক্ষতার উপরই প্রেরিতেরা বেশী জোর দিয়েছেন (১ পিতর ৪ : ১০)। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে একটি বিশেষ দান দিয়েছেন। কোন আত্মীয় বা বন্ধুর কাছ থেকে দান হিসাবে কিছু পেয়ে সেগুলো আমরা নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার করি। কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে যে দান আমরা পেয়েছি, তা তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই ব্যবহার করতে হবে।

২। একজন ধনাধ্যক্ষ হিসাবে খ্রীষ্টিয়ানের ভূমিকার বিষয়ে বাইবেলের শিক্ষা কি ?

ক) কেবলমাত্র ধনী খ্রীষ্টিয়ানদেরই ধনাধ্যক্ষতার কাজে বিশ্বস্ত হতে হবে।

খ) ঈশ্বরের দান নিজের খুশীমত ব্যবহার করা যায়।

গ) প্রকৃত মালিক ঈশ্বর, এবং তাঁর কাছেই প্রত্যেকের জবাব দিতে হবে।

৩। ধনাধ্যক্ষতা সম্পর্কে আমাদের ভূমিকার বিষয়ে যীশু যা বলেছেন, আপনি কাউকে যখন তা বোঝাবেন তখন কোন্ পদগুলি দেখাবেন ?

ক) লূক ৮ : ৯-১৫　　গ) লূক ১৫ : ১১-৩২

খ) লূক ১১ : ৩৩-৩৬　　ঘ) লূক ১৯ : ১১-২৭

যীশুই ধনাধ্যক্ষতার উজ্জল দৃষ্টান্ত :

লক্ষ্য ৩ : যীশুই যে ধনাধক্ষতার দৃষ্টান্ত সেই পদগুলি বেছে নিতে পারা।

এ পর্যন্ত আমরা দুটো বিষয়ই জানতে পেরেছি। প্রথমত : ঈশ্বর সব কিছুর মালিক এবং দ্বিতীয়ত : মানুষ ঈশ্বরের ও তাঁর বিষয়-আসয়ের ধনাধ্যক্ষ। এখন আমাদের জানবার বিষয় হ'ল, এই ধনাধ্যক্ষতার

ভূমিকা আমরা কি ভাবে পালন করব। সে জন্য একজন উপযুক্ত ধনাধ্যক্ষের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রাখা দরকার। যীশুই ধনাধ্যক্ষতার আদর্শ বা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে?

ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ ঃ

ছোট বেলা থেকেই যীশু বুঝতে পেরেছিলেন, এ জগতে তিনি একজন ধনাধ্যক্ষ। লূকের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে যীশুর মা-বাবা একবার যীশুকে নিয়ে যিরূশালেমে পর্বে যান। পর্বের শেষে যীশুকে তাঁরা খুঁজে পাচ্ছিলেন না, খুঁজতে খুঁজতে শেষে তাঁরা তাঁকে উপাসনা-ঘরে পেলেন। যীশু তখন মাত্র বারো বছরের বালক, অথচ তখন তিনি ধর্ম শিক্ষকদের মধ্যে বসে তাঁদের কথা শুনছিলেন ও তাঁদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন। তাঁর মা-বাবা যে তাঁকে আকুল ভাবে খুঁজে ফিরছিলেন এই কথা বলায় তিনি বললেন, "তোমরা কেন আমায় খোঁজ করছিলে? তোমরা কি জানতে না যে, আমার পিতার ঘরে আমাকে থাকতে হবে? (লূক ২ ঃ ৪৯)। ঈশ্বর তাঁরই কাজে যীশুকে এ জগতে পাঠিয়েছিলেন। তাই পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য যীশু নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। একজন ধনাধ্যক্ষ তার নিজের নয়, কিন্তু তার প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ করে থাকেন।

ঈশ্বরের দাস ঃ

যীশু আমাদের মুক্তিদাতা। আমাদের প্রভু। তাই তিনি আমাদের সেবা পেতে পারেন। কিন্তু তিনি নিজেই বলেছেন, "মনুষ্যপুত্র সেবা পেতে আসেননি বরং সেবা করতে এসেছেন" (মার্ক ১০ ঃ ৪৫)। ঈশ্বর

এভাবে যীশুর পরিচয় দিয়েছেন, "ঐ দেখ, আমার দাস" (যিশাইয় ৪২ : ১)। কেননা "তিনি বরং দাস হয়ে এবং মানুষ হিসাবে জন্ম গ্রহণ করে নিজেকে নীচু করলেন" (ফিলিপীয় ২ : ৭)। ধনাধ্যক্ষ মানে দাস, সুতরাং কর্তার কথা মত সব কিছু তাঁকে করতে হবে। সেবা করাই তার কাজ। একজন সার্থক ধনাধ্যক্ষ হিসাবে যীশু নিজের ইচ্ছামত কিছু করেননি বরং তাঁর প্রভুর ইচ্ছাই পালন করেছেন (লূক ২২ : ৪২)।

ঈশ্বরের কার্যকারী :

একজন ধনাধ্যক্ষ কিছুই নিজের জন্য করেন না। সব কিছু তিনি তার প্রভুর জন্যই করেন। ঈশ্বর যে দায়িত্ব দিয়ে যীশুকে পাঠিয়েছিলেন তিনি সঠিকভাবে তা পালন করেছিলেন (যোহন ৫ : ৩৬, ৯ : ৪)। যীশু তাঁর পরিচর্যা কাজের শেষে আনন্দের সাথে পিতাকে বলেছিলেন—"তুমি যে কাজ আমাকে করতে দিয়েছিলে, তা শেষ করে এ জগতে আমি তোমার মহিমা প্রকাশ করেছি।" বাস্তবিকই একজন সার্থক ধনাধ্যক্ষ তিনি।

৪। ঈশ্বরের কার্যকারী হিসাবে যীশু যে ধনাধ্যক্ষতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে কাউকে বুঝাবার জন্য আপনি কোন্ পদগুলো দেখাবেন ?

ক) যিশাইয় ৪২ : ১

খ) লূক ২ : ৪৯

গ) যোহন ১৭ : ৪

ঘ) ১ পিতর ৪ : ১০

ধনাধ্যক্ষের যোগ্যতা :

লক্ষ্য ৪ : <u>একজন সার্থক ধনাধ্যক্ষ হওয়ার জন্য যে যোগ্যতাগুলি আছে, সেগুলি বের করতে পারা।</u>

একজন ধনাধ্যক্ষের জন্য নূতন নিয়মে তিন ধরণের যোগ্যতার বিষয় বলা হয়েছে। যেমন—বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞা। বিশ্বস্ত কর্মচারী সব সময় মালিকের লাভের দিক্‌টা দেখেন, এবং তার সমস্ত দায়িত্ব

ঠিকমত পালন করেন। অপর পক্ষে, অসৎ কর্মচারী সব সময় নিজের লাভ দেখে। যার ফলে মালিকের ধন-সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যায় (লূক ১৬ : ১)। আমরা প্রত্যেকে ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ। তিনি চান আমরা যেন তাঁর কাজে বিশ্বস্ত থাকি (১ করিন্থীয় ৪ : ১-২)। ঈশ্বর আমাদের কি সুন্দর দেহ, মন ও শক্তি দিয়েছেন। আমরা যেন এগুলো ব্যক্তি স্বার্থের জন্য নয় বরং তাঁর কাজে ব্যবহার করি।

নিষ্ঠা :

"ঈশ্বরের কাছ থেকে দায়িত্বভার পাওয়া লোক হিসাবে সেই পরিচালককে এমন হতে হবে যাতে কেউ তাঁর নিন্দা করতে না পারে" (তীত ১ : ৭)। ধনাধ্যক্ষের হাল চাল, তার কথাবার্তা ও কাজ-কর্মের মধ্যে থাকবে নিষ্ঠা, যা দেখে অন্যেরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হবে ও তাঁকে ভালবাসবে।

কর্মচারীর অভদ্র ব্যবহারের জন্য অনেক সময়ে লোকেরা মালিকের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে থাকেন। কর্মচারীর সাথেই তাদের কাজ-কর্ম, মালিককে হয়তো আদৌ তারা চেনেন না। মালিক হয়ত খুবই সৎ, ভদ্র ও উদার প্রকৃতির লোক। উদাহরণ স্বরূপ—রূতকে যদি কর্মচারীরা ক্ষেতে ঢুকতে না দিত তা হলে বোয়স সম্পর্কে রূত কি ভাবত ? (রূতের বিবরণ ২ : ৭)। অথবা যে লোকেরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যীশুর কাছে আনবার জন্য শিষ্যদের বকুনি খাচ্ছিল সে জন্য যীশু যদি শিষ্যদের তিরস্কার না করতেন, তবে তাঁর সম্পর্কে ঐ লোকদের কি ধারণা হোত ? (মার্ক ১০ : ১৩-১৬)। ধনাধ্যক্ষ তার কাজ-কর্মে, ব্যবহার ও চলাফেরায় এমন হবে যে অন্য লোকেরা তা দেখে মুগ্ধ হয়ে তার প্রভু ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করতে থাকবে (মথি ৫ : ১৬)।

সুতরাং আমরা বলতে পারি বিশ্বস্ততা হোল মালিকের সংগে কর্মচারীর সঠিক সম্পর্কের দিক, অপর পক্ষে নিষ্ঠা হোল কর্মচারীর সংগে অন্য লোকদের সঠিক সম্পর্কের দিক। যীশু আমাদের কাছে এই দুটি দিকেরই দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কারণ লেখা আছে তিনি "ঈশ্বর ও

মানুষের ভালবাসায় বেড়ে উঠতে লাগলেন" (লূক ২ঃ৫২)। তাহলে আসুন ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া দায়িত্বভার আমরা ঠিকমত পালন করি এবং তাঁর সার্থক কর্মচারী হিসাবে অন্যদের কাছে উপস্থিত হই।

৫। মার্ক ১০ঃ১৩-১৬ পদে লেখা ঘটনায় শিষ্যরা সহজ-সরলভাবে লোকদের সাথে ব্যবহার করার কারণ—

....

....

প্রজ্ঞাঃ

একজন ভাল কর্মচারী হওয়ার আরেকটি যোগ্যতা হ'ল প্রজ্ঞা বা জ্ঞান। একজন জ্ঞানী কর্মচারী সব সময়ে মালিকের বিষয়-সম্পত্তি ঠিকমত দেখাশুনা করেন, যাতে কোনরূপে ক্ষয় ক্ষতি না হয়। তিনি প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করেন ও জিনিষপত্রের সঠিক হিসাব রাখেন ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। এর ফলে মালিকের বিষয়-আসয়ের উন্নতি হয়।

একজন উত্তম ব্যবস্থাপক বা ভাল ম্যানেজার হতে হলে ব্যবস্থাপনা কাজে জ্ঞান থাকা দরকার। বইপত্র পড়ে জ্ঞান লাভ করা যায় বটে, কিন্তু "জ্ঞানী লোক" হওয়রার কোন পাঠ্যক্রম নেই। কেউ কখন "জ্ঞানী লোক" এর খেতাব বা উপাধি পেয়েছেন বলে আমার জানা নেই। যা হোক আমাদের আলোচনার বিষয় হোল ধনাধ্যক্ষতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ। একজন খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষ কোত্থেকে জ্ঞান লাভ করবেন? সব শিক্ষকের শিক্ষক ও সব জ্ঞানের উৎস হলেন ঈশ্বর, যার কাছ থেকে তিনি খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতার জ্ঞান লাভ করবেন (যাকোব ১ঃ৫)। আর এই জ্ঞানই তাকে তার কাজে সাহায্য দান করবে। উদাহরণ স্বরূপ—

যোষেফ ছিলেন একজন রাখাল। বইপত্রের কোন শিক্ষা তাঁর ছিলনা। অথচ তিনি একজন জ্ঞানী কর্মচারীর উজ্জল দৃষ্টান্ত। কেননা ঈশ্বর তাঁকে অনেক জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়েছিলেন। পোটীফরের বাড়ীতে তিনি ছিলেন একজন কর্মচারী। কাজ-কর্মে সেখানে তিনি ছিলেন খুব দক্ষ। তবুও শেষে তাঁকে জেলে যেতে হয়েছিল। জেলে

বসেও তিনি ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন (আদি ৩৯ ঃ ২-৩, ২২ ঃ ২৩)। ঈশ্বরের আশীর্বাদই হ'ল জ্ঞান। যোষেফের দূরদর্শিতার জন্যই মিশর ও সমগ্র জগৎ দুর্ভিক্ষের কষ্ট থেকে একবার রেহাই পেয়েছিল (আদি ৪১ ঃ ৫৪-৫৭)।

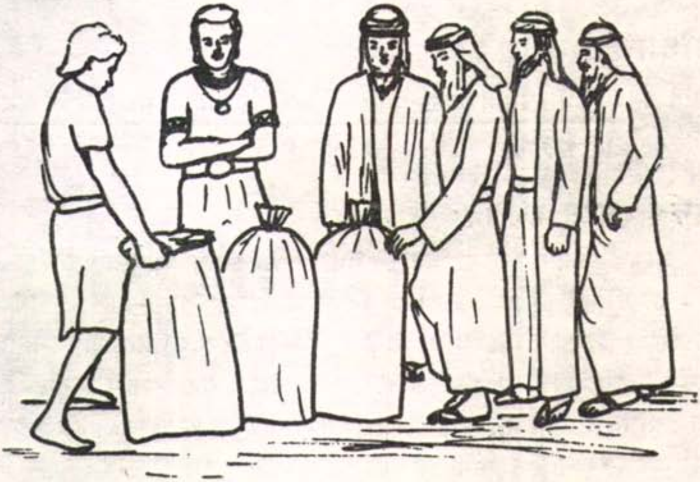

যীশু জ্ঞানী কর্মচারীর বিষয় বলেছেন, "সেই বিশ্বস্ত ও জ্ঞানী কর্মচারী কে, যাকে তার মনিব তার দাসদের ঠিক সময়ে খাবার ভাগ করে দেবার ভার দেবেন (লূক ১২ ঃ ৪২) ? ঈশ্বর আমাদের যা কিছু দিয়েছেন আমরা যেন সেগুলি বিচক্ষণতার সাথে দেখাশুনা ও ব্যবহার করি, তাই তিনি চান। আমরা সেই অজ্ঞান ধনী লোকটির মত হবোনা, যার কাছে অনন্ত জগতের চেয়ে এ জগতের বিষয়-সম্পত্তিই ছিল অধিক মূল্যবান (লূক ১৬ ঃ ১৯-৩১)।

৬। ডানদিকে দেওয়া ধনাধ্যক্ষতার যোগ্যতার সঠিক নম্বরটি বা দিকের উক্তিগুলোর পাশে খালি জায়গায় বসান।

......ক)	বিষয়-সম্পত্তি যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করতে হলে প্রয়োজন।	১। বিশ্বস্ততা ২। নিষ্ঠা
......খ)	এই গুণটির অভাবের জন্যই যীশু এক সময়ে শিষ্যদের তিরস্কার করেছিলেন।	৩। প্রজ্ঞা

......গ) মালিকের স্বার্থ রক্ষা করতে হলে প্রয়োজন।

......ঘ) যোষেফ ছিলেন এ যোগ্যতার উজ্জল দৃষ্টান্ত।

......ঙ) কর্মচারীর সংগে অন্য লোকদের সম্পর্কের দিকটিতে প্রয়োজন।

ধনাধ্যক্ষের দায়িত্ব ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ উত্তম ধনাধ্যক্ষের দায়িত্ব বর্ণনাকারী উদাহরণগুলি বেছে নিতে পারা।

নির্দেশ মেনে চলা ঃ

আমরা জানি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কর্মচারীর নেই। মালিকই সিদ্ধান্ত নেন যে কিভাবে তার বিষয়-আসয় ব্যবহার করা হবে। যেমন, একজন মালিক কর্মচারীকে জমিতে ধান বোনাতে বললেন। কর্মচারী ধানের বীজের পরিবর্তে কতকগুলো ছাগল কিনে নিয়ে আসল। মালিক তা দেখে কর্মচারীকে গ্যালাগালি দিতে শুরু করলেন। নির্দেশ অমান্য করার জন্য পরে ঐ কর্মচারীকে মালিক বিদায় করে দিলেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজ মালিকের, কর্মচারীর নয়। মালিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, জমিতে ধান বোনাবেন। কর্মচারীর কর্তব্য মালিকের নির্দেশ অনুসারে ধান বোনানোর কাজ চালিয়ে যাওয়া। এ জগতের সব কিছুর মালিক ঈশ্বর, আমরা ধনাধ্যক্ষ মাত্র। সুতরাং ধনাধ্যক্ষকে প্রথমে জেনে নিতে হবে যে ঈশ্বর তাঁর বিষয়-সম্পত্তি কি ভাবে ব্যবহার করতে চান। তাঁর নির্দেশ অনুসারে ধনাধ্যক্ষ কাজ চালিয়ে যাবেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ঈশ্বরের, আমাদের নয়। আমরা শুধু তাঁর নির্দেশ পালন করে যাব।

নিশ্চয়ই এ প্রশ্নটি এখন আমাদের মনে জাগছে, ঈশ্বরের নির্দেশ কোথায় পাবো ?" বাইবেলের কাছে যান। এর মধ্যেই বিষয়-আসয় ব্যবহার করবার সব নির্দেশ আমরা পাব। উদাহরণ স্বরূপ—আমাদের মন কি ভাবে ব্যবহার করবো, তা জানবার জন্য আসুন ফিলিপীয় ৪ ঃ ৮ পদ পড়ি। সময়ের সদ্ব্যবহার কিভাবে করতে হবে ? ইফিষীয়

৫ ঃ ১৬ পদে এ বিষয় নির্দেশ দেওয়া আছে। সুসমাচার দিয়ে আমরা কি করবো ? মার্ক ১৬ ঃ ১৫ পদে যীশু স্পষ্টভাবে এ বিষয়ে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

মালিকের নির্দেশ পালন করা ছাড়া কর্মচারীর আর কিছু করার নেই। নির্দেশ পালনই হোল তার প্রধান দায়িত্ব। তাই প্রেরিত পৌল বলেছেন, "আমি সুখবর প্রচার করছি বটে, কিন্তু তাতে আমার গৌরব করবার কিছুই নেই, কারণ আমাকে তা করতেই হবে। দুর্ভাগ্য আমার যদি আমি সেই সুখবর প্রচার না করি" (১ করিন্থীয় ৯ ঃ ১৬)। প্রচার করা ধনাধ্যক্ষতার একটি দায়িত্ব বলে তিনি মনে করতেন (১ করিন্থীয় ৯ ঃ ১৭), ও এই দায়িত্ব উত্তমরূপে পালন করতে চেষ্টা করতেন।

আরও নির্দেশ চাওয়া ঃ

আরও কোন নির্দেশ আছে কিনা জানবার জন্য কর্মচারী মাঝে মাঝে মালিকের সাথে দেখা করেন। একই ভাবে প্রার্থনার মাধ্যমে স্বর্গস্থ পিতার কাছ থেকে জেনে নিতে হবে যে আমাদের জন্য তার আরও কি কি নির্দেশ আছে। সব নির্দেশগুলো ঈশ্বর আমাদের এক সাথে দেননা। একের পর এক দেন। যেমন–অব্রাহামকে উর শহর ত্যাগ করে অন্য জায়গায় যাবার জন্য ঈশ্বর নির্দেশ দিয়েছিলেন (আদি ১২ ঃ ১)। ঈশ্বর যখন অব্রাহামকে উর শহর ত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন অব্রাহাম জানতেন না ওখান থেকে তিনি কোথায়

যাচ্ছেন (ইব্রীয় ১১ : ৮)। 'কোথায় যেতে হবে' এই নির্দেশটি ঈশ্বর তাঁকে কিছু পরে দিয়েছিলেন। ঈশ্বর শৌলকে উঠে দম্মেশকে যেতে বলেছিলেন (প্রেরিত ৯ : ৬)। পরবর্তী নির্দেশ ঈশ্বর তাঁকে পরে দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে শৌল যখন প্রেরিত পৌল হলেন, তখনও তিনি কোথাও সুসমাচার প্রচার করতে হলে ঈশ্বরের নির্দেশের অপেক্ষা করতেন (প্রেরিত ১৬ : ৬-১০)।

৭। একজন খ্রীষ্টিয়ান ধনাধ্যক্ষরূপে আমাদের আচরণ কেমন হতে হবে, নীচের যে উক্তিগুলোতে তা বলা হয়েছে সেগুলোর পাশে (✓) টিক্ চিহ্ন দিন।

ক) আমি যখন কোন এক বিশেষ অবস্থার মধ্যে পড়ি তখন ঈশ্বরের পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করি।

খ) বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েই আমার বিষয়-আসয় কি ভাবে ব্যবহার করব সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিই।

গ) ধনাধ্যক্ষ হিসাবে ঈশ্বর আমার জন্য যে নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো আমি বইয়ের ভিতরে পাই।

ঘ) কোন কিছু করবার আগেই আমি ঈশ্বরের সম্পূর্ণ নির্দেশাবলি পেতে চাই।

বিনিয়োগ করা :

বেশী লাভের জন্য কোন কিছু কিনে রাখাই হোল বিনিয়োগ। উদাহরণ স্বরূপ—খাবার জন্য কেউ যদি একটা মুরগী কেনে, সেটা সাধারণ খরচের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু বেশী দামে বিক্রী করবার উদ্দেশ্যে কেনা হলে তা হয় বিনিয়োগ। সুতরাং মালিকের উন্নতির জন্য বিষয়-সম্পত্তি এ ভাবেই কর্মচারীর বিনিয়োগ করা উচিৎ। বাইবেলে 'তিন কর্মচারী'র গল্পে আমরা দেখতে পাই যে কেবল দুইজনই মালিকের দেয়া টাকা বিনিয়েগে করেছিল (মথি ২৫ : ১৪-২৩)। একই ভাবে ঈশ্বর যে বিষয়-আসয় দিয়েছেন সেগুলো ঐ দু'জন জ্ঞানী কর্মচারীর মত আমাদেরও বিনিয়োগ করা উচিৎ।

খ্রীষ্টিয় বিনিয়োগ ঃ

ধনাধ্যক্ষ হিসাবে কি করে আমরা বিনিয়োগ করব ? বিনিয়োগ করা অর্থই কিছু দেওয়া। যতবার আপনি বিনিয়োগ করেন, ততবারই আপনি কিছু না কিছু দেন। আপনি না বুনে ফসল কাটার আশা করতে পারেন না। সুতরাং একজন খ্রীষ্টিয়ান ধনাধ্যক্ষ হিসাবেও যখন আপনি বিনিয়োগ করেন, তখন আপনার নিজের থেকে কিছু না কিছু দেন। এখন প্রশ্ন হ'ল যে খ্রীষ্টিয়ানরা কিভাবে এবং কি বিনিয়োগ করবে। আপনি আপনার জীবন, সময়, শক্তিসামর্থ, অর্থ সম্পদ বা এই ধরণের অন্য আরো অনেক কিছু দিতে পারেন। আরো বেশি ফিরে পাবার প্রত্যাশাতেই আপনি দিয়ে থাকেন এবং ঠিক তাই হয়। ঈশ্বর আপনাকে অনেক বেশী করে দেন যেন আপনিও সব সময় বিনিয়োগ করে যেতে পারেন (২ করিন্থীয় ৯ ঃ ৬, ৮)।

দেবার সময় একথা ভুললে চলবে না যে এগুলো সবই তাঁর। আমাদের দায়িত্ব কেবল দেখাশুনা বা রক্ষণাবেক্ষণ করা। আমাদের নিজের বলতে সত্যিকারের এমন কোন কিছুই নাই যা আমরা দিতে বা খরচ করতে পারি (১ বংশাবলি ২৯ ঃ ১৪, ১৬)।

বিনিয়োগে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ঃ

কিভাবে বিনিয়োগ করা হবে সে বিষয়ে মালিক একটি পরিকল্পনা করে থাকেন। কর্মচারী সেই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করে যান। ঠিক একই ভাবে ঈশ্বরেরও একটি পরিকল্পনা আছে যে কিভাবে তাঁর বিষয়-আসয় বিনিয়োগ করা হবে। তিনি আমাদের যা কিছু দিয়েছেন সেগুলো তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এই তিন ভাগের কোন্‌টি কে পাবে তা নীচের ছক্‌টিতে দেখানো হয়েছে।

১। নিজেদের

২। অন্যদের

৩। ঈশ্বরকে

১। ঈশ্বর আমাদের যা কিছু দিয়েছেন, তার মধ্যে কতকগুলো তিনি তাঁর নিজের জন্য আলাদা করে রেখেছেন। (ক) প্রথম বিষয়-গুলি ঃ দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সমস্ত প্রথমজাত সন্তান (যাত্রাপুস্তক ১৩ ঃ ২), প্রথম ফল (দ্বিতীয় বিবরণ ২৬ ঃ ১-৪) এবং জয় করা প্রথম শহর (যিহোশূয় ৬ ঃ ১৭-১৯)। (খ) সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়গুলি ; আদি পুস্তক ৪ ঃ ৪, যাত্রা পুস্তক ১২ ঃ ৫, লেবীয় ১ ঃ ৩। (গ) সময়ের সাত ভাগের একভাগ ; বিশ্রাম বার (যাত্রা পুস্তক ২০ ঃ ৯-১০)। (ঘ) আয়ের এক-দশমাংশ ; (লেবীয় ২৭ ঃ ৩০, ৩২)। এছাড়া ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমরা যা যা কিছু উৎসর্গ করি সেগুলি ; (লেবীয় ২৭ ঃ ১-২৫)। যা কিছু ঈশ্বরের সেগুলো ঈশ্বরকে দেওয়ার চেয়ে আর উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ কি হতে পারে ?

৮। যাত্রাপুস্তক ২০ ঃ ৯-১০ পদ অনুসারে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমাদের দিতে হবে আমাদের সাত ভাগের এক ভাগ ঃ

....

(২) ঈশ্বর আমাদের যা কিছু দিয়েছেন তিনি চান সেগুলো যেন আমরা অন্যদের উপকারের জন্য বিনিয়োগ করি (হিতোপদেশ ৩ ঃ ২৭-২৮, ১ পিতর ৪ ঃ ১০)। যীশু বলেছেন, "তোমরা বিনামূল্যে পেয়েছ বিনা মূল্যেই দেও (মথি ১০ ঃ ৮)। কিছুই দিতে পারে না, এমন গরীব কেউ নেই (প্রেরিত ৩ ঃ ৬)। তাছাড়া ঈশ্বর সবাইকে কিছু না কিছু যোগ্যতাও দিয়েছেন, সুতরাং কিছুই বিনিয়োগ করতে পারে না এমন অক্ষমও কেউ থাকতে পারে না (মথি ২৫ ঃ ১৫)। ঈশ্বর চান, অন্যদের সাহায্য করার সময় যেন তাদের প্রয়োজনীয়তা-গুলি আমরা নিম্নোক্তভাবে বিবেচনা করি ঃ- প্রথমত ঃ আমাদের পরিবারের প্রতি (১ তীমথি ৫ ঃ ৮)। দ্বিতীয়ত ঃ বিশ্বাসীদের বা ঈশ্বরের পরিবারের লোকদের প্রতি (গালাতীয় ৬ ঃ ১০)। তৃতীয়ত ঃ গরীবদের প্রতি (লেবীয় ১৯ ঃ ১০), বিধবা ও অনাথদের প্রতি (যাকোব ১০ ঃ ২৭), ও যাদের অন্যান্য অভাব আছে তাদের প্রতি (মথি ২৫ ঃ ৩৫-৪০)।

(৩) ঈশ্বর আমাদের নিজেদের জন্য কি কিছুই রাখতে বা করতে বলেননি ? অবশ্যই বলেছেন—কেননা আমরাই তাঁর মনোনীত বা বাছাই করা লোক, তাঁরই প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে নির্মিত যদিও এটা তাঁর ইচ্ছা যে আমরা যেন নিজেদের নিয়েই শুধু ব্যস্ত না থাকি বরং অন্যদের জন্যও চিন্তা করি, তবুও তিনি চান আমরা যেন সর্বদিক থেকে ভাল থাকি (গীতসংহিতা ৩৪ ঃ ১০, মথি ৬ ঃ ৩১-৩৩, ফিলিপীয় ৪ ঃ ১৯, ১ পিতর ৫ ঃ ৭)। ঈশ্বর আমাদের কি মহান পিতা। তাঁর বিষয়-আসয় ঠিকমত পরিচর্যা করলে, বিনিময়ে তিনিও আমাদের সব কিছু দিয়ে প্রতি পালন করেন।

৯। নিচে তিন ধরণের বিনিয়োগের বিষয়ে বলা হয়েছে। বিনিয়োগের মূল্যবোধ অনুসারে কোন্‌টি কোন স্থানে পড়ে তা দেখান।

......(ক)	আপনার গ্রামের অনাথদের সাহায্য করা।	(১) প্রথম
......(খ)	ঈশ্বরের পরিবারের লোকদের সাহায্য করা।	(২) দ্বিতীয়
......(গ)	নিজের পরিবারের প্রতি যত্ন নেওয়া।	(৩) তৃতীয়

হিসাব দেওয়া ঃ

বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে কর্মচারী মালিকের কাছে তার কাজের হিসাব দিয়ে থাকেন। মালিকের বিষয়-আসয়ের চলতি অবস্থারও একটি রিপোর্ট তিনি দেন। চিরচরাগত এই প্রথার প্রতি ইংগিত করে প্রভু যীশু শিক্ষা দিলেন যে ধনাধ্যক্ষ হিসাবে আমাদের প্রত্যেককেই ঈশ্বরের কাছে যার যার কাজের হিসাব দিতে হবে (মথি ২৫ ঃ ১৪-৩০)। সৎ ধনাধ্যক্ষ হবেন পুরস্কৃত আর অসৎ ধনাধ্যক্ষ পাবেন শাস্তি (লূক ১২ ঃ ৪২-৪৮)।

ঈশ্বর এ জগতের সব কিছুর মালিক। তাঁর বিষয়-আসয়ের ভার দিয়েছেন তিনি আমাদের উপর। কিভাবে আমরা সেগুলো ব্যবহার করছি সেজন্য আমাদের প্রত্যেককে তার কাছে হিসাব দিতে হবে (১ করিন্থীয় ৩ ঃ ১৩-১৫)। প্রেরিত পৌল এ দায়িত্বের গুরুত্ব বুঝে বলেছিলেন, "দুর্ভাগ্য আমার, যদি আমি সেই সুখবর প্রচার না করি" (১ করিন্থীয় ৯ ঃ ১৬)। আমরা কি এই দায়িত্ব ঠিকমত পালন করছি ? সাবধান ! সম্পত্তি অপব্যবহারের জন্য মালিক এসে যেন আমাদের অভিযোগ করতে না পারেন (লূক ১৬ ঃ ১-২)। তাহলে আসুন যে মহৎ দায়িত্ব ঈশ্বর আমাদের উপর দিয়েছেন, তা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে সঠিকভাবে পালন করি। তাহলেই তার এই কথা শুনতে পারবো, "বেশ করেছ। তুমি ভাল ও বিশ্বস্ত দাস। তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত বলে আমি তোমাকে অনেক বিষয়ের ভার দেবো, এস, আমার আনন্দে যোগ দাও,, (মথি ২৫ ঃ ২১)।

১০। তাঁর জন্য বিনিয়োগ করতে পারি এমন কিছু না কিছু সামর্থ আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। কোন্ পদে এ বিষয়ে বলা হয়েছে ?

ক) হিতোপদেশ ৩ ঃ ২৭
খ) মথি ২৫ ঃ ১৫
গ) ২ করিন্থীয় ৯ ঃ ৬
ঘ) ১ তীমথি ৫ ঃ ৮

১১। সঠিক উত্তরগুলোর পাশে √ টিক্ চিহ্ন দিন "উপযুক্ত ধনাধ্যক্ষের মত কাজ করি যখন আমি ঃ

ক) মনে রাখি যে ঈশ্বরের কাছে একদিন আমাকে হিসাব দিতে হবে, তাঁর সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে।

খ) নিজের পরিবারের প্রয়োজন দেখার আগে মণ্ডলীর ভাই-বোনদের প্রয়োজন দেখি।

গ) নিজেই সিদ্ধান্ত নেই যে, কিভাবে তাঁর দানগুলো ব্যবহার করবো।

ঘ) ঈশ্বরের যা, তা ঈশ্বরকে দেই। আমার পরিবার ও অন্যান্যদের সাহায্য করি এবং বিশ্বাস করি যে প্রয়োজন মত তিনিই আমাকে দেবেন।

পরীক্ষা–২

১। তিনিই একজন ধনাধ্যক্ষ যিনি—

ক) নিজের ইচ্ছামত মালিকের বিষয়-আসয় ব্যবহার করতে পারেন।

খ) সিদ্ধান্ত দিতে পারেন যে মালিকের বিষয়-আসয় কিভাবে ব্যবহার করা হবে।

গ) মালিকের ইচ্ছাই পূর্ণ করেন।

২। 'সত্য উক্তিগুলো (√) টিক্ চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) যদিও ঈশ্বরের মনোনীত বা বাছাই করা লোক তবুও ধনাধ্যক্ষতার কাজে তারা ব্যর্থ হয়।

খ) যথেষ্ট খাবারের অভাবেই ইস্রায়েলরা তাদের জায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

গ) যীশু শিক্ষা দিয়েছেন যে ঈশ্বর মানুষকে যে সামর্থ দিয়েছেন, সে নিজেই তার মালিক।

ঘ) ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু দান পেয়েছি। সেই দান কিভাবে ব্যবহার করছি সেজন্য একদিন তাঁর কাছে হিসাব দিতে হবে।

৩। যীশুর মা-বাবা যখন তাঁকে উপাসনা-ঘরে খুঁজে পেলেন তখন তিনি ধর্মগুরুদের সাথে কথা বলছিলেন। তাকে ব্যকুল ভাবে খোঁজা হচ্ছিল এই কথা মায়ের কাছ থেকে শুনে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, সেখানে তিনি ঃ

ক) উপাসনা-ঘরের বিষয় কথা বলছিলেন।
খ) তাঁর পিতার কাজে ব্যস্ত ছিলেন।
গ) ধর্মীয় নেতাদের বিষয় আলোচনা করছিলেন।

৪। নিচের কোন্ উক্তিটিতে ধনাধ্যক্ষের 'প্রজ্ঞার' বিষয়ে সবচেয়ে সুন্দর ভাবে বুঝানো হয়েছে ?

ক) বিষয়-সম্পত্তি ঠিকমত দেখাশুনা করে যেন আরও উন্নতি হয়।
খ) মালিকের লাভকে বেশী প্রাধান্য দেয়।
গ) কোন কিছুর জন্য কেউ তাকে অভিযোগ করতে পারে না।

৫। ধনাধ্যক্ষের 'বিশ্বস্ততা' সম্পর্কে নিচের কোন্ পদে দেখানো হয়েছে ?

ক) মার্ক ১০ ঃ ১৩-১৬।
খ) ১ করিন্থীয় ৪ ঃ ১-২।
গ) যাকোব ১ ঃ ৫।

৬। ডানদিকে ধনাধ্যক্ষের জন্য কয়েকটি অবশ্য করণীয় কাজ দেওয়া হয়েছে। বাদিকে কতগুলি উদাহরণ আছে। সঠিক উত্তরটির নম্বর বাদিকের খালি জায়গায় বসান।

......ক) ঈশ্বর আমাকে যা করতে বলেন আমি তা-ই করি	(১) নির্দেশ মেনে চলা।
	(২) আরও নির্দেশ চাওয়া।
..... খ) আমি বুঝতে পারি যে, ঈশ্বরের কাছে আমাকে একদিন বলতে হবে, তার বিষয়-আসয় দিয়ে আমি কি করেছি।	(৩) বিনিয়োগ করা।
	(৪) হিসাব দেওয়া।

……গ) প্রভুর কাজে আমার সামর্থ ও সময় দেই।

……ঘ) ঈশ্বরের যা; তা আমি তাকে দেই।

……ঙ) যখন আমার সামনে নূতন কোন সুযোগ আসে, কি করবো জানবার জন্য ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করি।

৭। ঈশ্বর চান আমরা যেন তাঁর বিষয়-আসয় বিনিয়োগ করি। কাউকে তা' বুঝাবার জন্য নিচের কোন্ পদটি সবচেয়ে উপযোগী হবে?

ক) মথি ২৫ : ১৪-২৩।

খ) মার্ক ১০ : ৪৫।

গ) ১ করিন্থীয় ৯ : ১৬।

ঘ) ফিলিপীয় ৩ : ৮।

৮। মনে করুন, কেউ হয়ত আপনাকে বলেছেন যে, বিনিয়োগ করবার মত ঈশ্বর তাকে কিছুই দেন নি। এক্ষেত্রে আপনি তাকে কি বলবেন?

ক) তাকে বলবেন যে, আপনি ভুল বলছেন। কারণ বাইবেলে আছে যে প্রত্যেককে, এমনকি আপনাকেও, একদিন ঈশ্বরের কাছে হিসাব দিতে হবে যে, তাঁর বিষয়-আসয় কিভাবে বিনিয়োগ করেছেন।

খ) বাইবেল থেকে তাকে দেখিয়ে দিন যে, অনেক মূল্যবান সম্পদ ঈশ্বর তাকে দিয়েছেন। যেমন—তার জীবন ও তার সময়। এগুলি খুবই মূল্যবান সম্পদ। তারপর বাইবেলের কয়েকটি পদ তাকে দেখান যেখানে স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে প্রত্যেককেই ঈশ্বর কিছু না কিছু 'দান' করেছেন যা সে বিনিয়োগ করতে পারে।

(তৃতীয় অধ্যায় পড়াশুনা করার আগে প্রথম খণ্ডের ছাত্র-রিপোর্ট তৈরী করে আপনার আই, সি, আই, শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দিন।)

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর ঃ

৬। ক- ৩) প্রজ্ঞা।
খ- ২) নিষ্ঠা।
গ- ১) বিশ্বস্ততা।
ঘ- ৩) প্রজ্ঞা।
ঙ- ২) নিষ্ঠা।

১। খ) মার্ক জমির মালিককে জানালো যে কতগুলো আলু তোলা হয়েছে।

৭। ক) আমি যখন কোন এক বিশেষ অবস্থার মধ্যে পড়ি তখন ঈশ্বরের পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করি।

গ) ধনাধ্যক্ষ হিসাবে ঈশ্বর আমার জন্য যে নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো আমি বাইবেলের ভিতরে পাই।

২। গ) প্রকৃত মালিক ঈশ্বর, এবং তার কাছেই প্রত্যেকের জবাব দিতে হবে।

৮। সময়।

৩। ঘ) লূক ১৯ ঃ ১১-২৭ পদ।

৯। ক- ৩) তৃতীয়।
খ- ২) দ্বিতীয়।
গ- ১) প্রথম।

৪। গ) যোহন ১৭ ঃ ৪ পদ।

১০। খ) মথি ২৫ ঃ ১৫ পদ।

৫। তাঁরা লোকদের সামনে তাদের প্রভুর সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি।

১১। ক) মনে রাখি যে ঈশ্বরের কাছে একদিন আমাকে হিসাব দিতে হবে, তার সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে।

ঘ) ঈশ্বরের যা, তা ঈশ্বরকে দেই। আমার পরিবার ও অন্যান্য-দের সাহায্য করি এবং বিশ্বাস করি যে প্রয়োজন মত তিনিই আমাকে দেবেন।

(নোট লেখার জন্য)

দ্বিতীয় খণ্ড

ধনাধ্যক্ষতা ও আমরা

নিজেকে সুসংগঠিত করা

আগের দুটো পাঠে খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা সেখানে মালিক হিসাবে ঈশ্বরের ও আমাদের ভূমিকা সম্পর্কে, জানতে পেরেছি। আরও জেনেছি ঃ- আমরা শুধু ধনাধ্যক্ষই নই, আমরা তাঁর সম্পদও। এখন এ পাঠে আমরা আলোচনা করবো যে কিভাবে আমরা আমাদের স্বর্গীয় মালিকের ইচ্ছা অনুসারে জীবনকে সুসংগঠিত করতে পারি।

তাঁর ইচ্ছা অনুসারে জীবন পরিচালনা করতে এ পাঠটি বিশেষ ভাবে সাহায্য করতে পারবে মনে করেই এটি তৈরী করা হয়েছে। এ পাঠটির প্রথম অংশে আমাদের জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্পর্কে, আর দ্বিতীয় অংশে তাঁর পরিকল্পনায় আমাদের ভূমিকা সম্পর্কে আচো-চনা করা হয়েছে।

করাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চেষ্টা করলে কাঠ চেরা যাবে না। করাতের যে পাশে দাঁত সে পাশ দিয়েই কাঠ চিরতে হবে। করাত যিনি তৈরী করেছেন, তিনি ঐ ভাবে পরিকল্পনা করেই তা তৈরী করেছেন। সুতরাং তার পরিকল্পনা মাফিক কাজ করলে সঠিক ফল পাওয়া যাবে। একইভাবে আমাদের জীবনও ফলবান হবে যদি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পরিকল্পনা অনুসারে আমাদের জীবনকে সুসংগঠিত করি।

পাঠের খসড়া ঃ

ঈশ্বরের পরিকল্পনা ঃ

অনন্তকাল থেকে তাঁর পরিকল্পনা
আমাদের জন্ম থেকে তাঁর পরিকল্পনা
আমাদের আহ্বান থেকে তাঁর পরিকল্পনা

আমাদের ভূমিকা ঃ

ঈশ্বরের পরিকল্পনা খুঁজে বের করা।
তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে চলতে প্রস্তুত হওয়া।
তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে জীবন যাপন করা।

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ শেষ করার পর আপনি ঃ

★ জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা খুঁজে পেতে ও সেভাবে চলতে যে ধাপগুলি প্রয়োজন, তা উল্লেখ করতে পারবেন।

★ ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে জীবন যাপনে যে আনন্দ আছে, তা জানতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ ঃ

১। আগের পাঠগুলো যেভাবে পড়েছেন এটিও সেভাবে পড়ে যান। যে শব্দগুলোর অর্থ জানেন না বইয়ের শেষের দিকে 'পরিভাষায়' খোঁজ করুন। পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ও লক্ষ্য মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। যে পদগুলো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, বাইবেল খুলে সেগুলো দেখে নিন। প্রশ্নমালার উত্তর অবশ্যই দেবেন।

২। পাঠের মধ্যে যে ছবি বা নক্সাগুলি দেওয়া আছে সেগুলো দেখুন। পাঠটি ভালভাবে বুঝবার জন্য এগুলো আপনাকে সাহায্য করবে।

৩। পাঠটি ভালভাবে পড়ার পর 'পরীক্ষা'র উত্তর লিখে বইয়ের পেছনে দেওয়া উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিন।

মুল শব্দাবলী ঃ

সাদৃশ্য	পরিপন্থি
যুদ্ধংদেহী	প্রাধান্য

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

ঈশ্বরের পরিকল্পনা ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ ঈশ্বরের পরিকল্পনার তিনটি দিকের বিষয় জানতে পারা।

পরিকল্পনা ছাড়া কোন সাধারণ কাজ করাও সম্ভব হয়না। যেমন একটা সাধারণ খেলনা তৈরী করতেও কারিগর মনে মনে একটা পরিকল্পনা করে থাকে। ঈশ্বরও একটি পরিকল্পনা নিয়ে এ জগত সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি এক সাথে সব কিছু সৃষ্টি করেন নি। একের পর এক করেছিলেন (আদি ১ ঃ ৩-৩১)। প্রকৃতির নিয়ম শৃংখলা দেখেই তা আমরা বুঝতে পারি। আমাদের প্রত্যেককে নিয়ে ঈশ্বরের যে একটি পরিকল্পনা আছে, আসুন তা জানতে চেষ্টা করি।

অনন্তকাল থেকে তাঁর পরিকল্পনা ঃ

ঈশ্বর তাঁর প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে মানুষ সৃষ্টি করে সমগ্র জগতের কর্তৃত্বভার তাকে দিলেন (আদিপুস্তক ১ ঃ ২৬, ২৮ ; গীতসংহিতা ৮ ঃ ৬-৮)। ঈশ্বর সমগ্র জগতের মালিক ও মানুষ তাঁর পরিচর্যাকারী। এই প্রথম পাঠে দেখা যায় যে সেই মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিল। আর তখনই মানুষ তাঁর 'সাদৃশ্য-স্বভাব' হারিয়ে ফেলল।

ঈশ্বরের এই ক্ষতি করে শয়তান হোল খুশীতে আটখানা। সে ভেবেছিল এ ক্ষতি ঈশ্বর আর সারিয়ে তুলতে পারবেন না। কিন্তু তা কি হয় ? তিনি স্রষ্টা সব, কিছুই করতে পারেন। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই জানেন। সুতরাং জগৎ সৃষ্টি করবার আগেই ঈশ্বর জানতেন যে মানুষ ব্যর্থ হবে, সে শয়তানের প্ররোচনা ও প্রলোভন কাটিয়ে উঠতে পারবে না। তাই মানুষকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবার জন্য আগেভাগেই পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। রোমীয় ৮ ঃ ২৯-৩০ পদে ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিষয়ে এরূপ বলা হয়েছে ঃ

১। এদের তিনি আগে থেকেই চিনতেন,
২। এদের তিনি আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন,
৩। এদের তিনি ডাক দিলেন,
৪। এদের তিনি নির্দোষ বলে গ্রহণ করলেন ও,
৫। এদের তিনি নিজের মহিমা দান করলেন।

আমাদের প্রত্যেকের জীবন নিয়েই এ পরিকল্পনা। প্রেরিত পিতর বলেন যে, ঈশ্বর আমাদের আগে থেকেই জানতেন এবং সেই অনুসারে আমাদের বেছে নিয়েছেন (১ পিতর ১ ঃ ২)। প্রেরিত পৌল ও এ বিষয়ের উপর খুব জোর দিয়ে বলেছেন যে, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি কর-বার আগেই খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের বেছে নিয়েছেন (ইফিষীয় ১ ঃ ৪)। ঈশ্বর আগেই জানতেন যে, আমরা তাঁর সেবা করব, আর তাই তিনি আমাদের আগে থেকেই আলাদা করে রেখেছেন।

হয়ত বা প্রশ্ন জাগতে পারে, ঈশ্বরের এ পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য কি? মানুষের মংগলের জন্য ত অবশ্যই। তবুও প্রথমতঃ মানুষ যে ঈশ্বরের 'সাদৃশ্য-স্বভাব' হারিয়ে ফেলেছিল তা ফিরিয়ে আনবার জন্যই তিনি এ পরিকল্পনা করেছিলেন। যীশুই হলেন অদৃশ্য ঈশ্বরের হুবহু প্রকাশ (কলসীয় ১ ঃ ১৫, ইব্রীয় ১ ঃ ৩)। ঈশ্বর চান আমরাও যেন তাঁর পুত্র যীশুর মত হতে পারি (রোমীয় ৮ ঃ ২৯, ইফিষীয় ৪ ঃ ১৩, ১ যোহন ৩ ঃ ২)। দ্বিতীয়তঃ তিনি চান তাঁর সন্তানদের নিয়ে খুব বড় একটা পরিবার হবে এবং যীশুই সেখানে অনেকের মধ্যে প্রধান হবেন (রোমীয় ৮ ঃ ২৯)। পরিশেষে, ঈশ্বর আরও চান, তার এই সন্তানদের নিয়ে যীশু চিরকাল ধরে রাজত্ব করবেন (প্রকাশিত বাক্য ২২ ঃ ৫)। এগুলি সত্যিই কি চমৎকার পরিকল্পনা নয়?

কিন্তু এ পরিকল্পনার মধ্যে নিজের জন্যও তাঁর একটি উদ্দেশ্য আছে। তিনি তাঁর গৌরবের জন্যই এ জগৎ ও মানুষ সৃষ্টি করে-ছিলেন (প্রকাশিত বাক্য ৪ ঃ ১১, যিশাইয় ৪৩ ঃ ৭। তিনি মানুষকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবার পরিকল্পনা করেছিলেন যেন, সেই মানুষ আবার তাঁর গৌরব ও মহিমা প্রকাশ করে (ইফিষীয় ১ ঃ ৬ ও ১২-১৪, প্রকাশিত বাক্য ৫ ঃ ১১-১৩)।

১। বা দিকের উক্তিগুলোর সাথে ডানদিকের পদগুলোর মিল দেখান।

......ক) নিজের জন্য ঈশ্বরের যে উদ্দেশ্য আছে, তা বলা হয়েছে।	১। রোমীয় ৮ ঃ ২৯-৩০
......খ) ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিষয় বলা হয়েছে।	২। ইব্রীয় ১ ঃ ৩
......গ) ঈশ্বরের হুবহু প্রকাশ কে, তা দেখানো হয়েছে।	৩। প্রকাশিত বাক্য ৪ ঃ ১১
......ঘ) ঈশ্বরের ইচ্ছা জানানো হয়েছে, যেন আমরা তাঁর পুত্রের মত হতে পারি।	

আমাদের জন্ম থেকে তাঁর পরিকল্পনা ঃ

আপনার কাছে কি এরূপ কখনও মনে হয়েছে যে, আপনার জীবন অর্থহীন— এজগতে আমি অবাঞ্ছিত বা আমার জন্ম হওয়াই বৃথা? যারা প্রভু যীশুকে ব্যক্তিগত জীবনে ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করেনি তাদের এধরণের দুশ্চিন্তা থাকা অস্বাভাবিক নয়। তারা জানে না যে, ঈশ্বরই তাদের এ জগতে চেয়েছিলেন, আর তাই তাদের জন্ম হয়েছে। এই পৃথিবীতে তাদের জন্ম হওয়া'ই তাদের জন্য ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা।

বাইবেলে এ ধরণের অনেক লোকের উদাহরণ আছে, যাদের জন্মের আগেই ঈশ্বর তাদের নিয়ে পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। যেমন মোশির জীবন। মোশির মা ঈশ্বরের পরিকল্পনা বুঝতে পেরে মোশিকে তিন মাস লুকিয়ে রেখেছিলেন, যেন মিশরীয় সৈনিকেরা তাকে হত্যা করতে না পারে (ইব্রীয় ১১ ঃ ২৩)।

শিম্শোনের জীবন নিয়ে ঈশ্বরের একটি বিশেষ পরিকল্পনা ছিল (বিচারকর্তৃগণের বিবরণ ১৩ ঃ ১-৫)। জন্মের আগেই ঈশ্বর যিরমিয়কে পবিত্র করে ভাববাদী রূপে নিযুক্ত করেছিলেন (যিরমিয় ১ ঃ ৪-৫)। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের (লূক ১ ঃ ৫-১৭) ও আরো অনেকের জীবনে আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিষয় বাইবেল থেকে জানতে পারি।

ঈশ্বর অব্রাহামকে বলেছিলেন "তুমি আশীর্বাদের আকর হইবে" (আদি ১২ ঃ ২)। সহজভাবে বলতে গেলে এ জগতে অব্রাম হলেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদ। ইতিহাসে অবশ্য অভিশপ্ত জীবনেরও অনেক গল্প আছে। যারা মানবতাকে গলা টিপে হত্যা করেছিল। যেমন হুন দেশের রাজা আতিল্লা। তবুও অনেক ঐতিহাসিক আতিল্লার অত্যাচারকে পাপের জন্য মানুষের উপর "ঈশ্বরের দণ্ড" রূপে বর্ণনা করেছেন। আতিল্লার যুদ্ধংদেহি স্বভাব বা হত্যাযজ্ঞ ঈশ্বরের পরিকল্পিত ছিল না, বরং ঈশ্বর চান যেন প্রত্যেক মানুষই জগতে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়। তবুও জগৎ মাঝে মাঝে দুঃখ-দুর্দশায় ভরে যায়, আর তখন প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের কর্তব্য সেই দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করতে সাহায্য করা।

অপঘাতে মৃত্যু হামেশাই ঘটছে। ডাকাত, লম্পট বা গুণ্ডাদের এধরণের কোন অপমৃত্যু ঘটলে সহানুভূতি জানাতে এসে প্রতিবেশী বা আত্মীয় স্বজন সাধারণতঃ বলে থাকেন, "কপালে যা ছিল, তাই হয়েছে। ভগবানের মাইর দুনিয়ার বাইর"। কিন্তু কারো জীবনে দুর্ঘটনা বা দুরাবস্থা আসুক তা ঈশ্বরের পরিকল্পনা নয়। মানুষ ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। কেউ কি নিজের সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে চায়? ঈশ্বর মানুষকে অত্যন্ত ভালবাসেন- তাইতো তাঁর এত পরিকল্পনা। কেউ ধ্বংস হোক বা তাঁর পাল থেকে হারিয়ে যাক, তা তিনি চান না। বরং তিনি চান প্রত্যেকেই যেন পাপ থেকে উদ্ধার পায় (যিহিষ্কেল ১৮ ঃ ২৩, ১ তীমথিয় ২ ঃ ৪, ২ পিতর ৩ ঃ ৯)। প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজে অনেক কিছু ঘটায় ও শেষে ঈশ্বরের উপর তার দোষ আরোপ করে।

২। আপনি কাউকে বুঝাতে চান যে, জন্মের আগেই ঈশ্বর আমাদের নিয়ে পরিকল্পনা করে রেখেছেন। এর দৃষ্টান্ত দেখবার জন্য নীচের কোন্ পদটি সবচেয়ে ভাল হবে?

ক) গীতসংহিতা ৪ ঃ ৬-৮

খ) লূক ১ ঃ ৫-১৭

গ) রোমীয় ৮ ঃ ২৯-৩০

ঘ) ২ পিতর ৩ ঃ ৯

আমাদের আহ্বান থেকে তাঁর পরিকল্পনা ঃ

আমাদের জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা গুলি তখনই এক বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ ধাপে পৌঁছায় যখন আমরা ব্যক্তিগত জীবনে যীশু খ্রীষ্টকে ত্রাণ-কর্তারূপে গ্রহণ করি। আর তখন থেকে ঈশ্বর তাঁর 'সাদৃশ্য-স্বভাব' আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিতে শুরু করেন (২ করিন্থীয় ৩ ঃ ১৮, কলসীয় ৩ ঃ ১০) ও যে উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের এ পৃথিবীতে পাঠিয়ে-ছেন, তা পূর্ণ করতে থাকেন।

মনোনীত জাতির প্রতিষ্ঠাতা রূপেই ঈশ্বর অব্রামকে আহ্বান করে-ছিলেন (আদি ১২ ঃ ১-২)। মোশিকে ইস্রায়েলদের মুক্তিদাতা হিসাবে (যিশাইয় ৬ ঃ ৮-১০) এবং শৌলকে প্রেরিত ২৬ ঃ ১৫-১৮) আহ্বান করেছিলেন। এইভাবে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আহ্বান করছেন। আসুন-আমরা তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বলি, প্রভু আমরা প্রস্তুত।

এ জগতে দুঃখ ও যাতনা ভোগ করা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনার একটি গুরুত্ব পূর্ণ অধ্যায়। যেমন-কাঠ দিয়ে একটা হাতি তৈরী করবার জন্য প্রথমে খুব বড় একখণ্ড কাঠ নিয়ে হাতির আকৃতি আনবার জন্য মিস্ত্রীকে কুড়াল মারতে থাকতে হয়, ও তার পছন্দ মত আকৃতি না হওয়া পর্য্যন্ত কুড়াল দিয়ে আঘাত করেই যেতে হয়। ঠিক তেমনি ভাবে, তাঁর পরিকল্পনা পূর্ণ করবার জন্য আমাদের জীবনের দুঃখ কষ্ট তিনি ব্যবহার করেন যেন আমরা তার পরি-কল্পনা মাফিক গড়ে উঠি। যোষেফের জীবনেও এরূপ ঘটেছিল (আদি ৩৭ ঃ ১-৩৬ ; ৩৯ ঃ ১-২৩)। পৌলের বিষয়ও তাই (২ করিন্থীয় ১১ ঃ ২৩-২৮)। তাঁরা ঈশ্বরের বিশেষ মনোনীত লোক ছিলেন, তবুও তাঁদের জীবনে কত দুঃখ-দুর্দশা এসেছিল। যীশু নিজেই 'ব্যথার পাত্র ও যাতনা পরিচিত" হলেন (যিশাইয় ৫৩ ঃ ৩)। ঈশ্বরের পুত্র হয়েও তিনি দুঃখ ভোগের মধ্যে দিয়ে বাধ্যতা শিখেছিলেন (ইব্রীয় ৫ ঃ ৮)। যীশুকে যেমন কালভেরী পর্য্যন্ত যাতনার ক্রুশ বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল, আমাদেরও যদি তেমনিভাবে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত দুঃখ-যন্ত্রনা ভোগ করতে

হয়, তাতে হতাশ বা ভয় পাবার মত কিছুই নেই। ঈশ্বর ঠিক যেভাবে চান, সেভাবেই আপনাকে গড়ছেন। পরে আমরা যে আনন্দ পাবো সে তুলনায় আমাদের এ জীবনের কষ্টভোগ কিছুই নয় (রোমীয় ৮ ঃ ১৮)।

৩। বা দিকের উক্তিগুলোর সাথে ডান দিকের ঈশ্বরের পরিকল্পনার মিল দেখান।

......ক) ঈশ্বর তাঁর 'সাদৃশ্য-স্বভাব' আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিতে শুরু করেন।	১। অনন্তকাল থেকে।
......খ) ঈশ্বর চান তাঁর সন্তানেরা যেন চির-কাল ধরে তাঁর সংগে রাজত্ব করে।	২। আমাদের জন্ম থেকে।
......গ) যাতনাভোগ ঈশ্বরের পরিকল্পনার একটি অংশ।	৩। আমাদের আহ্বান থেকে।
......ঘ) প্রতিটি জীবনের জন্য ঈশ্বরের একটি বিশেষ পরিকল্পনা আছে।	
......ঙ) ঈশ্বর চান, তাঁর সন্তানেরা যীশুর মত হবে।	
......চ) ঈশ্বর চেয়েছেন তাই আমরা এ জগতে এসেছি।	

আমাদের ভূমিকা ঃ

ঈশ্বরের পরিকল্পনা খুঁজে বের করা ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ কিভাবে ঈশ্বরের পরিকল্পনা খুঁজে বের করা যায় এমন কয়েকটি উদাহরণ বেছে নিতে পারা।

আমরা জানতে পেরেছি যে, ঈশ্বরই আমাদের জীবনের মালিক ও আমরা আমাদের জীবনের পরিচর্যাকারী মাত্র। আরও জানি যে মালিকই পরিকল্পনা করে থাকেন যে, কিভাবে তাঁর বিষয়-আসয় ব্যবহার করা হবে। পরিচর্যাকারী কেবল মালিকের পরিকল্পনা অনু-সারে কাজ করে যায়। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের জন্য ঈশ্বরের একটি বিশেষ পরিকল্পনা আছে, তা খুঁজে বের করাই হোল আমাদের

প্রথম ও প্রধান কাজ। তারপর তাঁর ইচ্ছা অনুসারে আমরা আমাদের জীবন পরিচালনা করে যাবো। আর এজন্য নীচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হোল—

১। **নিজেকে পরীক্ষা করা ঃ**—আমরা মাঝে মাঝে এরূপ ভাবি—মণ্ডলীর সদস্য হয়েছি, বাস্ এজন্যইতো ঈশ্বর আমাকে আহ্বান করেছেন। কিন্তু মণ্ডলীতে আমার কি কোন বিশেষ ভূমিকা আছে? আমাদের মধ্যে অনেকেই বলে থাকেন, মণ্ডলীতে কাজ করবার মত অনেকেই আছে, আমি না হয় একটু দূরেই থাকলাম। মণ্ডলীর সদস্য হিসাবে গির্জায় যাওয়াইতো যথেষ্ট। কিন্তু মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন ধরণের কাজ করছে—যেমন, সেবামূলক, সভা-সমিতি, প্রচার, উন্নয়নমূলক, আরও কত সব কাজ। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায় যে, তাদের যদি মণ্ডলীতে ঈশ্বরের গৌরবের জন্য এত সব কাজ থেকে থাকে, তা হলে আমাদের প্রত্যেকের জন্যও কিছু না কিছু কাজ রয়েছে। তা না হলে মণ্ডলীতে আমরা হয়ে যাবো সাধারণ পরিদর্শকের মত, যারা মাঝে মাঝে এসে ঘুরে ফিরে দেখে যায়। তাছাড়া, এভাবে আমাদের জীবনে একঘেয়েমি এসে পড়বে ও কেবল মাত্র গীর্জায় যেতে আর ভালো লাগবে না, প্রার্থনার সময় অন্যদিকে মন যাবে বা ঘুম আসবে। এইকি খ্রীষ্টিয় জীবন? নিশ্চয় না। ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে আরও ভাল কিছু চান।

অনেকেই এরূপ ভাবতে পারে যে, আমরা তাঁর পরিচর্যাকাজে ব্যর্থ হয়েছি সুতরাং তিনি আমাদের উপর আর কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেবেন না। ঈশ্বরের দেওয়া এ জীবনকে আমরা নষ্ট করছি, এটা এখন ভাংগা হাড়ির মত হয়ে গেছে। কিন্তু ঈশ্বর খুব দক্ষ কারিগর, তিনি এসব ভাংগা হাড়ি জোড়াতে পারেন (যিরমিয় ১৮ ঃ ১-৮)। তাঁর কাজে যারা ব্যর্থ হয়েছে, তিনি তাঁদের জন্য একটি বিশেষ পরিকল্পনা রেখেছেন। উদাহরণ স্বরূপ—যাকোব অন্ধ পিতাকে ঠকিয়ে তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ কেড়ে নিয়েছিল (আদি ২৭ ঃ ১-৩৫); মোশি একজন মিশরীয়কে খুন করেছিল (যাত্রা পুস্তক ২ ঃ ১১-১৫); দায়ূদ অন্যের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছিল (২ শমূয়েল ১১ ঃ ১-২৭) এবং পিতর প্রভুকে অস্বীকার করেছিল (মথি ২৬ ঃ ৬৯-৭৫)। এরা সবাই ব্যর্থ

হয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বরতো তাদের দূর করে দেননি বরং তাদের আবার তাঁর কাজে ব্যবহার করেছিলেন। তাদের সমস্ত পাপ তিনি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। ঠিক একইভাবে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তিনি তাঁর কাজে আমাদের আবার ব্যবহার করতে পারেন। তাই তিনি চান, আমরা যেন নিজেদের পরীক্ষা করে সংশোধন করতে পারি, যাতে আমাদের জীবনে তাঁর পরিকল্পনা খুঁজে বের করা সম্ভব হয়।

২। **নিজেদের পরিকল্পনা ত্যাগ করা ঃ**—নূতন জীবন লাভের আগ পর্যন্ত আমরা ভাবতাম, আমরাই আমাদের জীবনের মালিক এবং আমরা নিজেদের খুশীমত চলতাম। কিন্তু যখন থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, ঈশ্বরই আমাদের জীবনের মালিক, তখন থেকে তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই জীবন পরিচালনা করবো বলে আমরা স্থির করেছি। কিন্তু সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে আমাদের নিজেদের পরিকল্পনা ঈশ্বরের পরিকল্পনা নয়। যেমন—শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ঈশ্বরের লোকদের মুক্তি দিতে গিয়ে মোশি ভেবেছিলেন যে, তিনি ঈশ্বরের পরিকল্পনাই সার্থক করছেন (প্রেরিত ৭ ঃ ২৩-২৫)। তেমনি ভাবে শৌলও মনে করেছিলেন যে, খ্রীষ্টিয়ানদের উপর নির্যাতন করে তিনি ঈশ্বরের পক্ষেই কাজ করছেন (প্রেরিত ৮ ঃ ৩, ৯ ঃ ১-২, ফিলিপীয় ৩ ঃ ৬)। দুজনের চিন্তাই ছিল একদম ভুল। যে পর্যন্ত নিজেদের পরিকল্পনা ত্যাগ করতে না পারবো, সে পর্যন্ত আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনা জানতে পারবো না।

৩। **খ্রীষ্টের প্রভুত্ব মেনে নেওয়া ঃ**—শৌল মাটিতে পড়ে গিয়ে যাঁর কথা শুনতে পাচ্ছিলেন, তাঁকে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করলেন (প্রেরিত ৯ ঃ ৫-৬)। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, যে শক্তি তাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে ও যে সুর তিনি শুনতে পাচ্ছেন তা একই ব্যক্তির। নির্যাতনকারী শৌল আত্ম সমর্পণ করলেন। তিনি দম্মেশকের খ্রীষ্টিয়ানদের গ্রেফতার করার পরিকল্পনা ত্যাগ করলেন। আর তখন থেকেই তিনি যীশুকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করলেন। ঠিক একই ভাবে যারা ঈশ্বরের পরিকল্পনা জানতে চান, তাদেরও শৌলের মত যীশুকে

প্রভু হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। খ্রীষ্টের প্রভুত্ব মেনে না নিলে ও সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ না করলে, কেউই ঈশ্বরের পরিকল্পনা বুঝতে পারে না।

৪। ঈশ্বরের পরিকল্পনা জানবার জন্য উপরের আলোচনা থেকে যে দুটো বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায় সেগুলো লিখুন ঃ—

....

....

৪। **প্রভুকে জিজ্ঞাস করা ঃ**—পৌল জিজ্ঞেস করেছিলেন, "প্রভু, আমি কি করবো ?" (প্রেরিত ২২ ঃ ১০)। কি সুন্দর প্রশ্ন! ঈশ্বরের পরিকল্পনা জানবার জন্য উপরে যে তিনটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো যদি ব্যক্তিগত জীবনে গ্রহণ করে থাকি, তাহলে যীশুর কাছে পৌলের মত আমরাও তাঁকে একই প্রশ্ন করতে পারি। বন্ধুগণ—তাহলে আসুন, যে পরিকল্পনা তিনি আমাদের জন্য করে রেখেছেন, তা জানবার জন্য প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করি।

৫। **তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকা ঃ**— আমাদের দিয়ে ঈশ্বর যা করতে চান, তা গ্রহণ করবার জন্য সব সময় প্রার্থনার মাধ্যমে আমাদের প্রস্তুত থাকা একান্ত দরকার। আমাদের দক্ষতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বুদ্ধি সবার একরকম নয়। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য রয়েছে। এভাবেই তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তাই আমাদের প্রত্যেকের জন্য তিনি পৃথক পৃথক পরি-

কল্পনা করে রেখেছেন। কাউকে হয়ত তিনি পালক বা প্রচারক করতে চান। অন্যদের শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার বা অফিসার করতে চান। আপনি একজন খুব বিখ্যাত লোক হতে পারেন, আবার খুব বিখ্যাত নাও হতে পারেন। যেমন—ঈশ্বর শৌলকে খুব বড় প্রেরিত ও লেখক করেছিলেন, অন্যদিকে অননীয় সারা জীবন দম্মেশক মণ্ডলীর একজন সাধারণ শিষ্যই রয়ে গেলেন। কিন্তু এই অননীয়ই শৌলকে খ্রীষ্টিয় জীবনে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছিলেন (প্রেরিত ৯ ঃ ১০-১৭)। আবার শিমোন-পিতর তাঁর ভাই আন্দ্রিয়ের চেয়ে অনেক বেশী বিখ্যাত হয়েছিলেন, অথচ আন্দ্রিয়ই পিতরকে প্রথম যীশুর কাছে আনেন (যোহন ১ ঃ ৪০-৪২)।

৬। **ঈশ্বরের বাক্য শ্রবন করা ঃ**—আমাদের নিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা কি—প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তা-তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি, এখন কিভাবে এর উত্তর পাবো? ঈশ্বর অনেকভাবে এর উত্তর দিতে পারেন। যেমন ঃ—

ক) সারাসরি তাঁর রব শোনার মাধ্যমে (প্রেরিত ২২ ঃ ১০),
খ) স্বর্গদূতের মাধ্যমে (প্রেরিত ৮ ঃ ২৬),
গ) দর্শনের দ্বারা (যাত্রা পুস্তক ৩ ঃ ১-১০ ; প্রেরিত ১৬ ঃ ৯-১০),
ঘ) স্বপ্নের মাধ্যমে (মথি ১ ঃ ২০-২১),
ঙ) ভাববাণীর মাধ্যমে (প্রেরিত ১৩ ঃ ১-২, ২২ ঃ ১৫-১৬)
চ) পবিত্র আত্মার কথার মাধ্যমে (প্রেরিত ৮ ঃ ২৯ ; ১০ ঃ ১৯)।

ঈশ্বরের কাছ থেকে উত্তর পাবার বা তাঁর ইচ্ছা জানবার যে মাধ্যম বা উপায়গুলো উপরে দেখানো হয়েছে, সেগুলো কোন একটি বিশেষ নির্দেশ দেবার জন্য ঈশ্বর ব্যবহার করেছিলেন। এ ছাড়াও, ঈশ্বর আরও অনেক উপায়ে তাঁর পরিকল্পনা আমাদের জানাতে পারেন। যেমন—বাইবেল, পালকের উপদেশ, কোন বিশ্বাসী ভাইয়ের লেখা বা তার পরামর্শ, যাঁরা ঈশ্বরের পথে চলে তাঁদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমাদের জীবনে তাঁর পরিকল্পনা আমরা বুঝতে পারি। বাইবেলে সাধারণভাবে সমস্ত মানবজাতি বা খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য সার্বিক নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আপনি মণ্ডলীর নেতা বা ডিকন হবেন কিনা এমন কোন নির্দেশ এখানে দেওয়া হয়নি।

আমাদের জীবনে তাঁর পরিকল্পনা জানবার জন্য আমরা প্রার্থনা করার সাথে সাথেই তিনি উত্তর নাও দিতে পারেন। সেজন্য অধৈর্য্য হওয়ার কোন কারণ নেই। তিনি আমাদের প্রভু, আমরা তাঁর ধনাধ্যক্ষ মাত্র। আমাদের ইচ্ছা নয়, কিন্তু তাঁর ইচ্ছাই আমরা এ জগতে পূর্ণ করবো। কোন উত্তর পেলে তা' বিবেচনা করে দেখতে হবে যেন, তা বাইবেল বা সাধারণ জ্ঞানের পরিপন্থী না হয় (গালাতীয় ১ ঃ ৮-৯)। যদি ঈশ্বর প্রথমে অল্প কিছু বুঝতে দেন, তাহলে সেটুকু পালন করুন, ঈশ্বর আস্তে আস্তে আরও বুঝতে দেবেন (প্রেরিত ৯ ঃ ৬ পদ দেখুন)।

এমনও হতে পারে যে আমরা একটা ভাববাণী শুনেছি যে, কিভাবে আমাদের জীবনকে পরিচালিত করবো—সাথে সাথে ভাববাণী অনুসারে কাজ শুরু না করে আমরা অপেক্ষা করবো ও প্রার্থনা করতে থাকবো, যেন পবিত্র আত্মা ব্যক্তিগত ভাবে সেই ভাববাণীর বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত করেন। ঈশ্বর স্বপ্নের মধ্যে আমাদের কাছে যদি কিছু প্রকাশ করেছেন বলে মনে হয়, তবে নিজেরা সেই স্বপ্নের অর্থ না করে বরং পালক বা কোন পরিপক্ক খ্রীষ্টিয়ানের কাছে এর গূঢ় অর্থ জানবার জন্য জিজ্ঞেস করতে হবে।

৫। ঈশ্বরের পরিকল্পনা খুঁজে পাবার জন্য যে নির্দেশগুলো দেওয়া হয়েছে, নীচের লোকদের মধ্যে কে সেই মত চলছে ?

ক) সুশান্ত বাবু পালক হয়েছেন। তাঁর ছোট ভাই প্রশান্ত স্থির করেছে, বড়দার মত তারও পালক হওয়া উচিৎ।

খ) সীমা এমন একটি স্বপ্ন দেখল যে তার ধারণা হল, তার একজন মিশনারী হওয়া কর্তব্য কিন্তু—মণ্ডলীর পালক বা কোন পরিপক্ক খ্রীষ্টিয়ানকে কিছু না বলেই সে কোম্পানীতে তার চাকুরী ইস্তাফা দিল।

গ) তুহিন তার জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা জানতে চায়। তাই প্রায়ই সে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করে যে সে কি করবে। খুব ধৈর্য্য নিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা জানবার জন্য তুহিন অপেক্ষা করছে এবং তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে।

তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে চলতে প্রস্তুত হওয়া ঃ

প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা

লক্ষ্য ৩ ঃ ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে চলতে আমাদের প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, সেগুলো বের করতে পারা।

ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানবার পর সেই ব্যাপারে আমাদের জীবনে প্রস্তুতির একান্ত প্রয়োজন। এ জগতের সব কাজের জন্য যেমন প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় একইভাবে ঈশ্বরের কাজের জন্যও প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। বরং তাঁর কাজে আরও অনেক বেশী প্রস্তুতির দরকার। মণ্ডলীর প্রথম পালকদের জীবন প্রস্তুত করবার জন্য যীশু তিন বৎসর সময় লাগিয়েছিলেন। তারপরও একথা মনে রাখতে হবে যে এ জগতে আমাদের সমগ্র জীবনটাই হচ্ছে অনন্তকালের জন্য এক প্রস্তুতি পর্ব।

মাঝে মাঝে ঈশ্বর আমাদের নিজেদের ইচ্ছা আকাংখা অনুসারেও তাঁর পরিকল্পনা তৈরী করে থাকেন। যেমন মোশি আশা করেছিলেন তিনি হবেন তাঁর লোকদের মুক্তিদাতা। আর ঈশ্বরও তাই চেয়েছিলেন। মোশি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, তিনি খুব মেজাজী ও উগ্র স্বভাবের লোক ছিলেন (যাত্রা পুস্তক ২ ঃ ১১-১৪)। কিন্তু প্রভুর কাজের জন্য দরকার নম্র প্রকৃতির লোক। তাই মোশিকে প্রস্তুত করতে বা নম্র মানুষে পরিণত করতে ঈশ্বর চল্লিশ বৎসর সময় লাগিয়েছিলেন (গণনা পুস্তক ১২ ঃ ৩)। যাহোক, আমরা কি প্রভুর জন্য কাজ করতে আগ্রহী ?

যদি হই, তাহলে সেটা হবে আমাদের জীবনে সবচেয়ে মহৎ বিষয় (১ তীমথিয় ৩ ঃ ১)। প্রভুর কাজ করবার জন্য কি ধরণের যোগ্যতার প্রয়োজন, সেগুলো বাইবেলে দেখানো হয়েছে। সেইভাবে নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে (১ তীমথিয় ৩ ঃ ২-৭)। প্রস্তুতি নিতে যদি অনেক সময় লাগে, সেজন্য ভেংগে পড়বার কোন কারণ নেই। মোশিরতো চল্লিশ বৎসর সময় লেগেছিল নরম গাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং শক্ত গাছ তৈরী হতে বা বাড়তে সময় অনেক বেশী লাগে।

৬। শিষ্যদের প্রস্তুত করতে যীশুর তিন বৎসর সময় লাগার কারণ ঃ—

ক) তাঁদের ঈশ্বরের পথে চলতে আগ্রহ কম ছিল।

খ) তাঁদের জানার দরকার ছিল, কিভাবে তাঁর পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে হবে।

গ) তাদের উৎসর্গীকরণের অভাব ছিল।

আমাদের জীবনে তাঁর পরিকল্পনা সফল হওয়ার উপায়গুলো।

লক্ষ্য ৪ ঃ ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারা।

লক্ষ্য ঃ ৫ এই পাঠে যে উপায়গুলো দেখান হয়েছে, সেগুলো অনুসরণ করার মত একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারা।

লূক ১৪ ঃ ২৮-৩২ পদে পরিকল্পনার বিষয়ে যীশু যে শিক্ষা দিয়েছেন, সেই শিক্ষা অনুসারে চললে, আমরা নিঃসন্দেহে আমাদের লক্ষ্যে পৌছতে পারি। কিন্তু আমরা যদি আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনা ত্যাগ না করি, তাহলে কিভাবে ঈশ্বরের পরিকল্পনা জানতে পারবো? নিজেদের পরিকল্পনা ত্যাগ করে ঈশ্বরের পরিকল্পনা জানা কি আমাদের উচিৎ নয়? হ্যাঁ, তাতো অবশ্যই। কেননা ঈশ্বরই আমাদের জীবনের মালিক। আর একজন ভাল মালিকের মত তিনি আমাদের জন্য পরিকল্পনাও করে রেখেছেন। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনাগুলি কিভাবে কাজে খাটবে সে সব খুটিনাটি বিষয়ের ভার তিনি আমাদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। বুদ্ধি, বিবেচনা ও দূরদর্শিতা তাঁরই দান। সেগুলো ব্যবহার করে তাঁর উদ্দেশ্য

আমাদের সফল করতে হবে। আমরা তাঁর যন্ত্র নই, বরং তাঁর বিষয়-আসয়ের পরিচর্যাকারী এবং পরিচর্যা কাজের জন্য তাঁর কাছে দায়ী। যাকোব ৪ ঃ ১৩-১৫ পদ পড়ে অনেকে এরূপ মনে করেন যে, আমাদের নিজস্ব কোন পরিকল্পনাই ঈশ্বরেই কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। যাকোবের ঐ পদগুলোতে যাদের ভাসা ভাসা জ্ঞান কেবল তারাই এরূপ ভাবতে পারেন। কিন্তু ঐ পদগুলো পড়ে একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায় যে, ঈশ্বর চান আমরাও যেন পরিকল্পনা করি। অবশ্য সেই পরিকল্পনা ঈশ্বর কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। আসুন—যাকোব ৪ ঃ ১৫ পদ ভালভাবে লক্ষ্য করি ঃ "প্রভু যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমরা বেঁচে থাকবো এবং এটা বা ওটা করবো।" সুতরাং আমরা এমন সব পরিকল্পনা করবো যেগুলো ঈশ্বরের আশীর্বাদ যুক্ত হবে (হিতোপদেশ ১৬ ঃ ৩)।

৭। কোন্ উক্তিতে আমাদের ও ঈশ্বরের পরিকল্পনার মধ্যে সম্পর্কের বিষয় সবচেয়ে ভালভাবে বলা হয়েছে, টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে তা বুঝিয়ে দিন।

ক) ঈশ্বর আমাদের জন্য পরিকল্পনা করেন কিন্তু এগুলি কার্যকর করবার জন্য খুটিনাটি বিষয়ের পরিকল্পনাগুলি আমাদের হাতে।

খ) যাকোব ৪ ঃ ১৩-১৫ পদ অনুসারে ঈশ্বর আগেভাগেই আমাদের জন্য পরিকল্পনা করে রেখেছেন, সুতরাং আমাদের নিজস্ব কোন পরিকল্পনা করার দরকার নেই।

গ) ঈশ্বর আমাদের দিয়ে যা করাতে চান, আর আমরা যা করতে চাই, সাধারণতঃ তা উল্টো হয়ে থাকে। তাই আমাদের নিজস্ব কোন পরিকল্পনা করা উচিৎ না।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে, খ্রীষ্টিয় জীবনে পরিকল্পনা করা আমাদের পক্ষে একান্তই প্রয়োজন। জীবন পরিচালনা করবার যে উপায়গুলো ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন, এখন আমরা সেগুলো আলোচনা করবো। উপায়গুলোর তিনটি অংশ আছে, যেমন—লক্ষ্য, প্রাধান্য ও পরিকল্পনা। প্রতিযোগীতায় যে দৌড়ায় লক্ষ্যে পৌছানোই তার একমাত্র আকাংখা। খ্রীষ্টিয় জীবন হোল প্রতিযোগীতায় দৌড়ানোর

মত (ইব্রীয় ১২ ঃ ১)। আমাদের আসল লক্ষ্য স্বর্গ। আর সেখানে পৌছবার আগে, ধাপে ধাপে এর মাঝে আরও কয়েকটা লক্ষ্য পার হয়ে যেতে হয়। প্রেরিত পৌল সেই আসল লক্ষ্যে পৌছবার আশা করেছিলেন (ফিলিপীয় ৩ ঃ ১৪)। জীবনের শেষে আনন্দের সাথে তিনি বলেছিলেন, "খ্রীষ্টের পক্ষে আমি প্রাণপণে যুদ্ধ করেছি, দৌড়ের খেলায় শেষ পর্যন্ত দৌড়েছি এবং খ্রীষ্টিয় ধর্ম-বিশ্বাসকে ধরে রেখেছি" (২ তীমথিয় ৪ ঃ ৭)। এখন তাহলে বলতে পারি, আমাদের জীবনে আমরা যা পেতে চাই তাই হোল লক্ষ্য।

আমরা বুঝতে পারি আর না পারি, আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই লক্ষ্য আছে। লোকে বলে থাকে, "মানুষ চিন্তা করে এক, কিন্তু হয় (ঈশ্বর করেন) আর এক।" এই কথাগুলির দ্বারাও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে যা চান আমরা যদি তাই আশা করি তাহলে আশা ভংগের আর কারণ থাকে না। এরই মধ্যে নিশ্চয়ই প্রভুর কাজের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে আমরা মন স্থির করেছি। আর এটাই হ'ল আমাদের জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা কার্যকর হওয়ার জন্য একটি লক্ষ্য। উদাহরণ স্বরূপ—ঈশ্বর আমাকে যদি একজন প্রচারক করতে চান—বাইবেল আগাগোড়া ভালভাবে পড়া হবে আমার একটি লক্ষ্য। তারপর কোন এক বাইবেল স্কুলে ভর্তি হওয়া হবে এর আরেকটি লক্ষ্য।

সাধারণ ভাবে একজন ভাল খ্রীষ্টিয়ান বা একজন ভাল পরিচর্যাকারী হতে যাওয়াটাই যথেষ্ট নয়। একজন ভাল খ্রীষ্টিয়ান বা একজন কার্যকারীর জীবনে বিভিন্ন দিক থাকে। এই দিকগুলোকে আমরা সুনির্দিষ্ট ভাবে এক একটি লক্ষ্য হিসাবে ধরতে পারি। আমাদের

জীবনের লক্ষ্যগুলো কার্যকর হতে হলে সেগুলো সুনির্দিষ্ট হওয়া দরকার। কেননা আমাদের জীবনে অনেক ধরণের উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তাই বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য লক্ষ্যগুলোও নির্দিষ্ট হবে। তাছাড়া, লক্ষ্যগুলো অবশ্যই সাধ্যের মধ্যে থাকতে হবে, তা না হলে লক্ষ্য পূর্ণ হবেনা। উদাহরণ স্বরূপ—আমাদের লক্ষ্য, আগামী রবিবার সাণ্ডে-স্কুলের ছেলে মেয়েদের বলতে হবে, তারা যেন বাইরে থেকে অন্ততঃ পঞ্চাশ জন ছেলে মেয়ে যোগাড় করে নিয়ে আসে, সেখানে সাধারণতঃ তারা পাঁচ জনের বেশী আনতে পারে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এ লক্ষ্য সাধ্যের বাইরে। এর চেয়ে সপ্তাহে একদিন করে প্রার্থনা সভা করার সিদ্ধান্ত নিলে, তা হবে আমাদের সাধ্যানুযায়ী একটি লক্ষ্য।

৮। লক্ষ্যগুলো কার্যকর করবার জন্য সেগুলো অবশ্যই.................. ....এবং.........................মধ্যে হতে হবে।

যে লক্ষ্যগুলো আমরা লাভ করতে চাই, সেগুলোর জন্য আসুন একটা তালিকা তৈরী করি। তালিকাটি হয়ত অনেক বড় হতে পারে। কিন্তু সব লক্ষ্যগুলো অর্জন করবার মত প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ আমরা নাও পেতে পারি। হয়ত দেখা যাবে যে অনেকগুলো লক্ষ্যের মধ্যে কেবল একটা দুটোই আমরা লাভ করছি এবং তাও সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ। আর তখন আমরা হতাশ হয়ে পড়ি। নিজেদের পরাজিত বলে মনে হয়। সুতরাং লক্ষ্যগুলো বেশী হলে আমাদের উচিৎ হবে স্থির করে নেওয়া যে কোন্‌টি আমরা প্রথমে করতে চাই। এভাবে লক্ষ্যগুলো আমরা তিনটি স্তরে সাজাতে পারি (ক) সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ, (খ) গুরুত্বপূর্ণ ও (গ) কম গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় পাঠে, বিষয়-আসয় বিনিয়োগ করার জন্য প্রাধান্যর যে ক্রমিক পর্যায় (গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে একের পর এক করে) দেখানো হয়েছে। বাইবেল অনুসারে এটাই প্রাধান্য দেবার নিয়ম। একই ভাবে আমাদের জীবনের লক্ষ্যগুলোর উপরও প্রাধান্য দিতে হবে।

৯। কোন্ ব্যক্তি তার সব লক্ষ্যগুলো, উপরের নির্দেশ অনুসারে, সাজিয়ে সেগুলো পালন করছে ?

ক) সুব্রত স্থির করল যে, এক বছরে সে বাইবেল পড়ে শেষ করবে। তাই মাসে কয়টা অধ্যায় পড়বে তাও সে ঠিক করে রাখল।

খ) এবারের স্কুলের পরীক্ষায় ভাল করার জন্য মেরীর আরও অনেক বেশী পড়া দরকার। তাই সে স্থির করল প্রতি রাতে কম পক্ষে সে আরও এক ঘন্টা করে বেশী পড়বে।

গ) কিছু কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ কেনবার জন্য টাকা জমানো শুরু করার আগেই বাইবেল স্কুলে এক বছর পড়তে মিন্টু স্থির করে ফেলল।

১০। দ্বিতীয় পাঠে বিনিয়োগের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর যে ভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, একইভাবে জীবনের লক্ষ্যগুলোর উপরও প্রাধান্য দিতে হবে। নীচে বা দিকে কতগুলো উক্তি দেওয়া হোল—কোনটি প্রথমে করতে হবে, ক্রমান্বয়ে সাজান।

ক) পরিবারের প্রয়োজন দেখতে হবে।	১। প্রথম
খ) নিজের জন্য কিছু বেশী কাপড় চোপড় করতে হবে।	২। দ্বিতীয়
গ) মণ্ডলীর উপাসনাদিতে যোগ দিতে হবে।	৩। তৃতীয়
ঘ) অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে যেতে হবে।	
ঙ) প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠ করতে হবে।	

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলো স্থির করার পরই সেগুলোতে পৌছনোর জন্য আমাদের পরিকল্পনা করতে হবে। লক্ষ্যে পেঁ ৗছবার জন্য অনেক উপায় থাকতে পারে। কিন্তু পরিকল্পার মাধ্যমে আমরা সবচেয়ে সহজ ও সরল উপায় খুঁজে পেতে পারি। পরিকল্পনা ছাড়া আমরা কখনই লক্ষ্যে পেঁ ৗছতে পারবো না। যদিও বা পারি কিন্তু তাতে সময় লাগবে অনেক বেশী। আমরা জানি অনেকেই স্বর্গে যেতে চায়, কিন্তু তাদের পথ ভুল। এ বিষয় অপর পৃষ্ঠায় একটি নক্সা দেওয়া হোল।

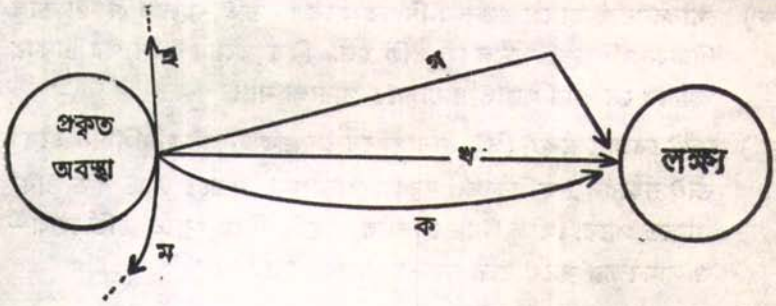

তীর চিহ্ন দিয়ে পথ নির্দেশ করা হয়েছে। সবচেয়ে সহজ ও ভাল পথ হোল 'খ' । লক্ষ্যে পেঁাছবার এটাই সোজা পথ। এটাই হোল খ্রীষ্টিয় পরিকল্পনা। 'হ' ও 'ম' পথ গুলো কোনদিনই লক্ষ্যে পেঁাছবেনা। তবে 'ক' ও 'গ' পথ দুটো খুবই বাঁকা, লক্ষ্যে পেঁাছতে অনেক বেশী সময় লাগবে।

পরিকল্পনা করার কতকগুলো উপায় নীচে দেওয়া গেল। পরবর্তী পাঠে এ উপায়গুলো ব্যবহারের কতকগুলো বাস্তব উদাহরণ পাওয়া যাবে।

১। প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারা।

২। আমাদের লক্ষ্য বুঝতে পারা।

৩। সুযোগ সুবিধা, যা আমাদের লক্ষ্যে পেঁাছতে সাহায্য করে সেগুলো বুঝতে পারা।

৪। লক্ষ্যে পেঁাছবার বাধা-বিপত্তিগুলো বুঝতে পারা ও সেগুলো দূর করা।

৫। লক্ষ্যে পেঁাছবার জন্য যে পথে যেতে হবে তা জেনে নেওয়া।

পরিকল্পনা করার সময়ে আমাদের প্রার্থনায় থাকা একান্ত প্রয়োজন। ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা এরূপ হওয়া উচিৎ যেন, মনিবের সাথে কর্মচারী কথা বলছে। এর পরই আমাদের জন্য ঈশ্বরের সময়োপযোগী নির্দেশ আসতে থাকবে (হিতোপদেশ ১৬ ঃ ৯)।

১১। লক্ষ্যে পেঁাছবার জন্য সঠিক পরিকল্পনা অনুসারে কে চলছে ?

ক) খোকনের ইচ্ছা সে একজন শিক্ষক হবে। তাই শহরের একটা ভাল শিক্ষক-প্রশিক্ষণ স্কুলে সে ভর্তি হল, কিন্তু কয়েক মাস পর টাকার অভাবে সে আর পড়াশুনা চালাতে পারলো না।

খ) ছোট বেলা থেকেই লিটু ভাবতো যে সে একজন টেক্‌নিসিয়ান হবে। তাই শহরে টেক্‌নিক্যাল স্কুলে পড়াশুনা করতে মোট কত টাকা লাগতে পারে, খোঁজ নিয়ে সেভাবে প্রস্তুতি নিয়ে স্কুলে ভর্তি হোল— ও সাফল্যের সাথে তার পড়া-শুনা শেষ করল।

১২। উপরের দুজনের মধ্যে যে কারণে একজন তার লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছিল, সেই কারণটি কি ?

ক) সে তার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারেনি ও সেই মত বাধা-বিপত্তিগুলো দূর করেনি। যার জন্য সে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি।

খ) সে তার লক্ষ্য বুঝতে পারেনি ও যে দিকগুলো সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে তাকে সাহায্য করতে পারত সেগুলো বুঝতে পারেনি।

তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে জীবন যাপন করা ঃ

লক্ষ্য ৬ ঃ ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে জীবন যাপন করা সম্পর্কে আমাদের মনোভাব কেমন হওয়া উচিৎ, সেই ধরণের উক্তি-গুলি চিনে বা বেছে নিতে পারা।

ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে যে পর্যন্ত আমরা আমাদের জীবন যাপন করতে সক্ষম না হবো, সে পর্যন্ত আমাদের জীবনে প্রস্তুতি-পর্ব চলতে থাকবে। আমরা নিজেদের জন্য বেঁচে নেই বরং প্রভুর জন্যই বেঁচে আছি। কারণ আমরা প্রভুর (রোমীয় ১৪ ঃ ৭-৮)। পরিচর্যা-কাজে এটাই আমাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান দিক।

ঈশ্বরের জন্যই যদি আমরা বেঁচে থাকি তাহলে পুরস্কার পাবো প্রচুর। ঈশ্বরের জন্য বেঁচে থাকার অর্থ-আমাদের জীবনের মালিক হিসাবে তাঁকে মেনে নেওয়া। বিনিময়ে তিনি আমাদের তাঁর পরিচর্যা-কারীর মর্যাদা দেবেন (১ শমূয়েল ২ ঃ ৩০)।

'কাজ' হোল খ্রীষ্টিয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ঈশ্বর আদমকে সৃষ্টি করে কৃষিকাজের জন্য এদন উদ্যানে রেখেছিলেন (আদি ২ ঃ ১৫)। আদম যদি উদ্যানে চাষাবাদ করত ও এর যত্ন নিত, তাহলে তাঁর প্রয়োজনীয় খাবার সে ওখানেই জন্মাতে পারত (আদি ২ ঃ ১৬)। কয়েক হাজার বছর পর প্রেরিত পৌলও এবিষয়ে একই কথা বলেছেন, "কেউ যদি কাজ করতে না চায়, তবে সে যেন না খায়" (২ করিন্থীয় ৩ ঃ ১০)। ঈশ্বরও চান, আমরা যেন কাজ করি এবং তা থেকে অভাবী লোকদের সাহায্য করি (ইফিষীয় ৪ ঃ ২৮)।

১৩। পাপে পতিত হওয়ার আগে আদমকে কোন কাজ করতে হোতনা— তা কি সত্য ?

....

আমরা যখন বাইরের কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকি তখনও আমাদের মনে রাখা উচিৎ যে আমরা প্রভুরই কাজ করছি। সহজভাবে বলতে গেলে আমরা বলব আমাদের সমস্ত কাজ তাঁরই উদ্দেশ্যে করতে হবে। আসলে তিনিই আমাদের সমস্ত কাজের নিয়োগকারী। সুতরাং আমরা যা-ই করিনা কেন, তা মানুষের জন্য নয় বরং প্রভুর জন্য করছি বলে মন-প্রাণ দিয়ে করা উচিৎ (ইফিষীয় ৬ ঃ ৫-৭, কলসীয় ৩ ঃ ২৩)। খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা কাজ করার সময়ে মনে রাখতে হবে যে, আমরা তাঁরই কার্যকারী। তাই পরিচর্যা কাজ আমরা খুব যত্ন ও মর্যাদা সহকারে করবো, যাতে লোকেরা আমাদের তাঁর কার্যকারী বলে বুঝতে পারে। অনেক খ্রীষ্টিয়ান মনে করেন যে, পালক এমন কিছু'বা বিশেষ কাজ

করেন—রবিবার সকালে গির্জা নেন ও বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ান—এই তো! লোকেরা একবার তাদের পাড়ায় পালককে দেখে এমনই জিজ্ঞেস করল, "পালক বাবু এখানে কি করছেন? বিকেল বেলায় বুঝি একটু ঘোরাফেরা করছেন?" শুধু কি এরাই? এমনকি পালকের ছেলে-মেয়েরাও পর্যন্ত জানেনা যে পালকীয় কাজ কত গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিক্ষক তাঁর ক্লাশে একজন পালকের ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমার বাবা কি করেন?" ছেলেটি বলল, "আমার বাবা! তিনি কোন কাজই করেন না।"

অনেকেই অনেক সময় নিজের কাজে সন্তুষ্ট থাকেন না। সংসার চালাতে টাকার দরকার, আপাততঃ আর কোন কাজ পাওয়া যাচ্ছেনা, তাই যে করে হোক কাজটি চালিয়ে যান। আমরা যদি এ অবস্থার মধ্যে কেউ থাকি, তাহলে যীশুর মত চিন্তা করলে আমাদের বিশেষ উপকার হবে। তিনি বলেন "যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা পালন করা এবং তাঁর কাজ শেষ করাই হোল আমার খাবার (যোহন ৪ঃ ৩৪)। এই পাপ জগতে থাকাটা যীশুর পক্ষে খুব আরামদায়ক ছিলনা, তবুও তিনি তাঁর পিতার কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছিলেন (গীতসংহিতা ৪০ঃ ৮)। একইভাবে, এ জগতে তিনি যে সব কাজ দিয়েছেন, তা আমাদের করতে হবে। কিন্তু আপনি যে কাজ করছেন, তা যদি একজন খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষ হিসাবে প্রভুর অগৌরব জনক বলে মনে করেন, তবে তা ছেড়ে দিতে ইতঃস্তত করবেন না। ঈশ্বর নিশ্চয় আপনার জন্য এমন একটি উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করে দেবেন, যার মধ্যে আপনি তৃপ্তি ও শান্তি পাবেন।

১৪। নীচের কোন্ উক্তিটিতে খ্রীষ্টিয়ানদের নিজ নিজ কাজের প্রতি কেমন মনোভাব থাকতে হবে, সে বিষয়ে বলা হয়েছে?

ক) নিছক টাকার জন্যই এ ধরণের চাকরি করছি। তা না হলে আমার এ ধরণের চাকরি করা উচিৎ না।

খ) আমি যেমন খুশী তেমনভাবে কাজ করতে পারি, কেননা আমার কর্মকর্তা খ্রীষ্টিয়ান নন।

গ) আমি সরকারী অফিসে চাকরি করছি। আমার কাজ সঠিক ভাবে করা উচিৎ, যেহেতু আমি জানি যে আমার সকল কাজ ঈশ্বরেরই উদ্দেশ্যে।

পরীক্ষা—৩

১। আমাদের আহ্বানের ব্যাপারে ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা, নিচের কোন উক্তিটিতে তা সবচেয়ে ভালভাবে দেখানো হয়েছে ? (✓) টিক্ চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) ঈশ্বর আমাদের যীশুর মত গড়ে তুলতে চান। তাই মাঝে মাঝে তিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ও পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে দেন।

খ) জগৎ সৃষ্টি করার আগেই ঈশ্বর স্থির করে রেখেছিলেন যে, তাঁর সন্তানদের নিয়ে তিনি একটি পরিবার গড়ে তুলবেন, এবং তারা একদিন তাঁর সাথে রাজত্ব করবে।

খ) প্রতিটি জীবনের জন্য ঈশ্বরের একটি বিশেষ পরিকল্পনা আছে। তিনি চান, প্রত্যেকেই যেন এ জগতের আশীর্বাদ স্বরূপ হয়।

২। কেউ যদি বলে জীবনে সে ব্যর্থ হয়েছে—তার জীবনে আর কোন আশা নাই বা ঈশ্বর তাকে দিয়ে আর কিইবা করবেন ? এই লোককে কি বলে বোঝাতে হবে ?

ক) তাকে বোঝাতে হবে যে, প্রত্যেকের জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা এক রকম নয়। যাহোক, সে অন্ততঃ মণ্ডলীর একজন সদস্য হতে পারে যদিও ঈশ্বর তাকে দিয়ে তেমন আর কোন কাজ করতে চান না।

খ) ব্যর্থ হওয়ার পরেও ঈশ্বর দায়ূদ ও মোশিকে কিভাবে ব্যবহার করেছেন, বাইবেল থেকে তা তাকে দেখাতে হবে, এবং তাকে উৎসাহ দিতে হবে, যেন সে তার জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা না জানা পর্যন্ত প্রার্থনার মাধ্যমে তা খুঁজতে থাকে।

৩। সম্ভবত আপনি প্রার্থনায় প্রভুর ইচ্ছা জানতে চেয়েছেন কিন্তু আপনি এখনও কোন উত্তর পাননি। এখন আপনার কি করা উচিৎ ? (✓) টিক্ চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) বিশেষ নির্দেশের জন্য বাইবেল খুঁজে দেখা।

খ) ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে অপেক্ষা করতে থাকা।

গ) নিজের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া।

৪। মোশিকে প্রস্তুত করতে চল্লিশ বৎসর সময় লাগার কারণ—

ক) নিজের জীবনের জন্য মোশির ভিন্ন ধরণের পরিকল্পনা ছিল।

খ) প্রভুর কাজে মোশির বয়স খুব কম ছিল।

গ) ঈশ্বরের কাজের জন্য যে ধরনের লোকের দরকার, সেই ভাবে মোশিকে প্রস্তুত করতে হয়েছে।

৫। নিচের কোন্ উক্তিটিতে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে সম্পর্ক ভালভাবে দেখানো হয়েছে?

ক) ঈশ্বরের পরিকল্পনা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই ঈশ্বর আমাকে দিয়ে যা করাতে চান, আমার জীবনে তা কার্যকারী হওয়ার জন্য আমি নিজে থেকে কোন পরিকল্পনা করিনা।

খ) ঈশ্বরের পরিকল্পনা—আমি যেন যীশুর মত হই। তাই পরিকল্পনা করে এমনভাবে জীবন যাপন করবো যেন অন্যদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ হতে পারি।

গ) যাকোব ৪ ঃ ১৩-১৫ পদে বলা হয়েছে যে এ জগতে আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং কোন পরিকল্পনা না করাই ভাল। তাছাড়া, কোন পরিকল্পনা সফল করতে পারবো কিনা তাও জানিনা।

৬। বা দিকের উক্তিগুলোর সাথে ডানদিকের কথাগুলোর মিল দেখান।

......ক	সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় ও সবচেয়ে কম প্রয়োজনীয় লক্ষ্য স্থির করবার সিদ্ধান্ত।	১) লক্ষ্য ২) প্রাধান্য
......খ	লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য কতকগুলো নিয়ম একটার পর একটা পালন করতে হয়।	৩) পরিকল্পনা
......গ	যে লক্ষ্যগুলি প্রথমে লাভ করতে হবে সেজন্য তালিকা প্রস্তুত করা।	
......ঘ	আসলে কি করতে চান তা বলা।	

৭। মণ্ডলীর এক গরীব পরিবারের ছেলে-মেয়েদের বড়দিনের কাপড় চোপড় দিয়ে মেরী সেই পরিবারকে সাহায্য করতে চাইল। এ বিষয়ে মেরী দুটো পরিকল্পনা করল। তার মধ্যে কোনটিতে, এই পাঠে পরিকল্পনার যে উপায়গুলো দেখানো হয়েছে, সেগুলো অনুসরণ করা হয়েছে? √ টিক্ চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) প্রথমেই মেরী ঐ পরিবারকে জানালো যে ছেলেমেয়েদের সব শার্ট-প্যান্ট সেই দেবে। দ্বিতীয়তঃ সে দেখলো যে কয়টা শার্ট-প্যান্ট ঐ সময়ের মধ্যে তৈরী করতে পারবে। পরিশেষে সে হিসাব করে দেখতে চাইল অতগুলো ছেলে-মেয়েদের জন্য কাপড় কেনার সামর্থ তার আছে কিনা।

খ) প্রথমতঃ মেরী হিসাব করে দেখতে চাইল যে অতগুলো ছেলে-মেয়েদের জন্য কাপড় কেনার সামর্থ তার আছে কিনা। দ্বিতীয়তঃ সে দেখল যে এই সময়ের মধ্যে কয়টা শার্ট-প্যান্ট সে তৈরী করতে পারবে। সেভাবে কাপড়, তৈরী করে বড়দিনের আগেই মেরী বাড়ী গিয়ে ছেলে-মেয়েদের ওগুলো দিয়ে দিল।

৮। কোন নূতন বিশ্বাসী যদি এরূপ বলে যে সে এখন একজন বিশ্বাসী খ্রীষ্টিয়ান-তার আর কাজ করার দরকার নেই, সমাজের ধনী খ্রীষ্টিয়ানেরা এখন তার ভরণ পোষণ চালাবে। তাকে বোঝাতে নিচের কোন্ উত্তরটি সবচেয়ে উপযুক্ত হবে, (√) টিক্ চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) বাইবেল থেকে আদিপুস্তক ২ ঃ ১৫ পদ দেখিয়ে তাকে বোঝাতে হবে যে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করার পর থেকেই মানুষকে কাজ করতে হচ্ছে। আর সেই কারণে কাজ না করে এ জগতে বেঁচে থাকবার মানুষের আর কোন পথ নেই।

খ) আদিপুস্তক ২ ঃ ১৫ পদ এরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করে তাকে বোঝাতে হবে যে, মানুষকে কাজ করতে হবে এটাই প্রথম থেকে ঈশ্বরের পরিকল্পনা।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর ঃ

(উত্তরগুলো ধারাবাহিক নয়)

৮। নির্দিষ্ট, সাধ্যের

১। ক- ৩) প্রকাশিত বাক্য ৪ ঃ ১১ পদ।
খ- ১) রোমীয় ৮ ঃ ২৯-৩০ পদ।
গ- ২) ইব্রীয় ১ ঃ ৩ পদ।
ঘ- ১) রোমীয় ৮ ঃ ২৯-৩০ পদ।

৯। গ) মিন্টু। (দুটো লক্ষ্যের মধ্যে যেটি তার পক্ষে সম্ভব তা সে স্থির করতে পেরেছিল। কিন্তু সুব্রত ও মেরী কেবল তাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা বর্ণনা করেছে)।

২। খ) লূক ১ ঃ ৫-১৭ পদ।

১০। ক- ২) দ্বিতীয়
খ- ৩) তৃতীয়
গ- ১) প্রথম
ঘ- ২) দ্বিতীয়
ঙ- ১) প্রথম।

৩। ক- ৩) আমাদের আহ্বান থেকে।
ঘ- ১) অনন্তকাল থেকে।
গ- ৩) আমাদের আহ্বান থেকে।
ঘ- ২) আমাদের জন্ম থেকে।
ঙ- ১) অনন্তকাল থেকে।
চ- ২) আমাদের জন্ম থেকে।

১১। খ) লিটু।

৪। আমাদের প্রয়োজন– (ক) নিজেদের পরিকল্পনা ত্যাগ করা (খ) খ্রীষ্টের প্রভুত্ব মেনে নেওয়া এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তাঁর কাছে সমর্পণ করা।

১২। ক) খোকন তার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারেনি (সে তার লক্ষ্য সম্পর্কে সতর্ক ছিল কিন্তু স্কুলে পড়তে কত টাকা লাগবে সে বুঝতে পারেনি।) সেইভাবে তার বাধা-বিপত্তি গুলো দূর করেনি। যেমন—সহরে থেকে পড়াশুনা চালাবার জন্য সে আগে থেকে যথেষ্ট অর্থ জোগাড় করেনি।

৫। সঠিক উত্তর। [কিন্তু ক) উত্তরটি সঠিক নয়। সন্তোষের মনে রাখা উচিৎ যে ঈশ্বর হয়ত তার জন্য অন্য কোন পরিকল্পনা করে রেখেছেন—সুতরাং তার জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা খুঁজে দেখা। খ) উত্তরটিও সঠিক নয়। সীমার উচিৎ ছিল কোন প্রজ্ঞাবান লোককে জিজ্ঞেস করা যে তার স্বপ্নের অর্থ কি।]

১৩। না। তাঁকে কাজ করতে হোত। ঈশ্বর তাঁকে এদন উদ্যান দেখা শুনার কাজ দিয়েছিলেন।

৬। খ) তাঁদের জানার দরকার ছিল, কিভাবে তাঁর পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে হবে।

১৪। গ) আমি সরকারী অফিসে চাক্‌রি করছি। আমার কাজ সঠিকভাবে করা উচিৎ, যেহেতু আমি জানি যে আমার সকল কাজ ঈশ্বরেরই উদ্দেশ্যে।

৭। ক) ঈশ্বর আমাদের জন্য পরিকল্পনা করেন কিন্তু এগুলি কার্য্যকর করবার জন্য খুটিনাটি বিষয়ের পরিকল্পনাগুলি আমাদের হাতে।

....

● ● ●

৪র্থ পাঠ ঃ

ব্যক্তিত্বের উন্নতি সাধন

আগের পাঠের আলোচনার বিষয় ছিল—মানুষ ঈশ্বরের যে 'সাদৃশ্য-স্বভাব' হারিয়ে ফেলেছিল, তিনি তা আবার আমাদের ফিরিয়ে দিতে চান। কি চমৎকার উদ্দেশ্য তাঁর। এই পাঠের আলোচ্য বিষয়, ব্যক্তিত্বের উন্নতি সাধন। যখন থেকে আমাদের ব্যক্তিত্বের উন্নতি হতে থাকবে, তখন থেকেই আমরা তাঁর 'সাদৃশ্য-স্বভাব' ফিরে পেতে থাকবো।

ঈশ্বর যা কিছু দিয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে আমাদের ব্যক্তিত্বই সবচেয়ে মূল্যবান। ব্যক্তির সত্বা তার ব্যক্তিত্বের মধ্যেই। ব্যক্তিত্ব আছে বলেই মানুষ অন্যান্য জীব থেকে আলাদা। এই ব্যক্তিত্বের জন্যই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব—ঈশ্বরের অমূল্য সম্পদ।

বিশ্বস্ততার সাথে ঈশ্বরের দেওয়া বিষয়-আসয় রক্ষনাবেক্ষন করা হোল তাঁর পরিচর্যাকারী হিসাবে আমাদের এক মহান ও অবশ্যকরণীয় দায়িত্ব। একইভাবে, যে পর্যন্ত আমরা খ্রীষ্টের মত না হয়ে উঠি, সে পর্যন্ত আমাদের ব্যক্তিত্বের যত্ন নেওয়া ও উন্নতি সাধন করাও আমাদের আর একটি দায়িত্ব। বুদ্ধিবৃত্তি, ইচ্ছাশক্তি ও অনুভূতি-এই তিনটি অংশ নিয়ে আমাদের ব্যক্তিত্ব গঠিত। এদের প্রত্যেকটির উন্নতি সাধনের সাহায্য করবার জন্যই এই পাঠটি দেওয়া হয়েছে। এই পাঠে, ঈশ্বরের গৌরবের জন্য আপনার চিন্তাশক্তির উন্নতি সাধন, ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় ও আপনার অনুভূতির সঠিক ব্যবহার করবার কতকগুলো প্রয়োজনীয় নির্দেশও পাবেন।

পাঠের খসড়া ঃ

আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি
আমাদের ইচ্ছাশক্তি
আমাদের অনুভূতি

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠটি পড়ে শেষ করার পর আপনি ঃ

★ 'ব্যক্তিত্বের' ধনাধ্যক্ষ বলতে কি বুঝায় তা বুঝতে পারবেন।

★ ঈশ্বরের গৌরবের জন্য আপনার মন, ইচ্ছা ও অনুভুতির উন্নতি সাধনের বিভিন্ন উপায় খুঁজে বের করতে পারবেন।

★ আপনার ব্যক্তিত্বের সর্বস্তরে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুঝতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ ঃ

১। আগের পাঠগুলো যেভাবে পড়েছেন, এটিও সেভাবে পড়ে যান। যে শব্দগুলোর অর্থ জানেন না বইয়ের শেষের দিকে পরিভাষায় খোঁজ করুন। পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ও লক্ষ্য মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। প্রশ্নমালার উত্তর অবশ্যই দেবেন।

২। উত্তর লিখে 'পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলোর উত্তরে'র সাথে মিলিয়ে নিন্। সমস্ত পাঠটি ভালভাবে পড়ুন। তারপর পাঠের শেষের পরীক্ষার উত্তর লিখে বইয়ের শেষে দেওয়া উত্তরের সাথে মিলান।

মূল শব্দাবলী ঃ

ব্যক্তির সত্বা
বুদ্ধিবৃত্তি
নৈশ-বিদ্যালয়
বিনিয়োগ
নিন্দনীয়
দৃষ্টিভংগি
তাৎপর্যপূর্ণ
দন্দ্ব
উচ্ছুসিত

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ঃ

'বুদ্ধিবৃত্তি' বা মন আছে বলেই আমরা চিন্তা করতে, বুঝতে, স্মরণ করতে বা কল্পনা করতে পারি। আর এই বুদ্ধিবৃত্তির সঠিক ব্যবহার না হওয়ার কারনেই জগতে এত অশান্তি ও ক্লেশ। কিন্তু সঠিক ভাবে ব্যবহার করা হলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিই হোত মানব জাতির জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। স্বাস্থের উন্নতির জন্য যেমন দেহের ব্যায়ামের দরকার, তেমনিভাবে বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ সাধন না হওয়া পর্যন্ত এর অনুশীলন আমাদের করে যেতে হবে, যাতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হ'ন (১ করিন্থীয় ১৩ ঃ ১২, কলসীয় ৩ ঃ ১০)।

ভাল বিষয় চিন্তা করা ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ ভাল বিষয় চিন্তা করতে আমাদের মনকে সাহায্য করতে পারে, এমন কতকগুলো উপায় বের করতে পারা

আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি অনুশীলনের একটি পথ হচ্ছে ভাল বিষয় চিন্তা করা। বস্তুত এটাই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রধান কাজ। আমাদের চরিত্রকে গড়েতোলে "কেননা যে অন্তরে যেমন ভাবে, নিজেও তেমনি" (হিতোপদেশ ২৩ ঃ ৭)। এ জন্যই ঈশ্বর চান, আমরা যেন সব সময় ভাল বিষয় চিন্তা করে তাঁকে সন্তুষ্ট রাখি (ফিলিপীয় ৪ ঃ ৮, গীতসংহিতা ১৯ ঃ ১৪)। কিন্তু কিভাবে তা করবো ? মোটামুটিভাবে দুটো উপার রয়েছে—নিচে এগুলো আলোচনা করা হোল—

১) মনের খোরাক দেওয়া দরকার। ভাল বিষয়ে চিন্তা করাই হবে আমাদের মনের খোরাক আর তাতে আমাদের মন থাকবে সব সময় সবল ও সতেজ। অপর পক্ষে, বিষ যেমন পেটের পক্ষে ক্ষতিকর, খারাপ চিন্তাগুলো হবে মনের পক্ষে তেমনি।

মনের জন্য বাইবেলই হচ্ছে সবচেয়ে ভাল খাবার (মথি ৪ ঃ ৪)। কেননা বাইবেলের মধ্যে যে চিন্তাগুলি আছে তা ঈশ্বরেরই চিন্তা। তাই যখন আমরা বাইবেল পড়ি, বা শুনি তখন সবচেয়ে ভাল চিন্তাগুলি দিয়েই আমাদের মন ভরে থাকি (যিশাইয় ৫৫ ঃ ৮-৯)। তারপর আমাদের সমস্ত অন্তকরণ ও মন দিয়ে আমরা ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করতে সমর্থ হই। অন্যভাবে বলতে গেলে আমাদের সমস্ত মন ঈশ্বরের বাক্য নিয়েই চিন্তিত থাকে (গীতসংহিতা ১ ঃ ২ ; ১১৯ ঃ ৯৭, ৯৯)।

'পবিত্র আত্মা' আমাদের মনের জন্য আর একটি ভাল খাবার। ঈশ্বরের দিকে যদি আমাদের মন স্থির করি, বিশেষ করে যখন আমরা প্রার্থনা করি, তখন পবিত্র আত্মা আমাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্যের মহামূল্য সত্যগুলি প্রকাশ করেন (করিন্থীয় ১২ ঃ ৮, ১ যোহন ২ ঃ ২৭)।

১। ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে ধ্যান করা অর্থাৎ ....

....

ভাল ভাল বই-পত্র পড়েও আমরা আমাদের মনের খোরাক যোগাতে পারি। প্রেরিত পৌল ফিলিপীয়দের কাছে চিঠিতে সব সময় এসব দিয়ে তাদের মন পরিপূর্ণ রাখবার জন্য বলেছিলেন, "যা সত্যি, যা উপযুক্ত, যা সৎ যা খাটি, যা সুন্দর, যা সম্মান পাবার যোগ্য, মোট কথা যা ভাল এবং প্রশংসার যোগ্য, সেইদিকে তোমরা মন দাও" (ফিলিপীয় ৪ ঃ ৮)। বাইবেল ছাড়াও খ্রীষ্টের উপর লেখা বইগুলো, যা ঈশ্বরের দিকে মন দিতে সহায়ক, তাও আমরা পড়তে পারি।

মণ্ডলীর উপাসনায় যে বাক্য পরিবেশন করা হয় তা, আমাদের মনকে এমন ভাল চিন্তা দিয়ে পূর্ণ করতে পারে, যা পরবর্তী সময়ে আমাদের ধ্যানের বা চিন্তার খোরাক হয়ে উঠতে পারে (যাকোব ১ ঃ ২১)।

পরিশেষে, ভাল বিষয় আলাপ আলোচনাও আমাদের সৎচিন্তা করতে সাহায্য করতে পারে। এই জন্য যারা বাজে কথা-বার্তা বলে, যারা ভক্তিহীন, তাদের থেকে আমাদের দূরে থাকাই উচিৎ (গীত-সংহিতা ১ঃ১, ২ তীমথিয় ২ঃ১৬)। কেননা সেই লোকদের মন্দ ও অসৎ কথাবার্তা আমাদের মনে দুশ্চিন্তার জন্ম দিতে পারে। তাই সব সময়ে আমাদের সেই সব আলাপ আলোচনায় যোগ দেওয়া উচিৎ যার মধ্য দিয়ে আমাদের চিন্তাশক্তি হবে উন্নত (ইফিষীয় ৪ঃ২৯)।

২। সৎ বিষয় চিন্তা করতে আমাদের মনকে সাহায্য করতে পারে, এ ধরণের কতকগুলো বিষয় নিচে দেওয়া হোল। এর যেগুলো আপনি করছেন বা করবার ইচ্ছা আছে, সেগুলো (√) টিক্ চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

	করছি	করবার ইচ্ছা আছে
নিয়মিত বাইবেল পড়া		
পবিত্র আত্মার কথা শোনা		
ভাল ভাল বই পড়া		
ধর্ম উপদেশ শোনা		
সৎ আলাপ-আলোচনায় যোগ দেওয়া		
অন্যান্য ঃ		

২) মনকে বশে রাখা প্রয়োজন। যখন থেকে যীশুকে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করেছি, তখন থেকে আমরা পেয়েছি, এক নূতন জীবন ও নূতন মন। এই মনকে আপনি ভাল চিন্তা বা খোরাক যোগাচ্ছেন। কিন্তু খোরাক যোগাতে কোন কোন সময় হয়ত ভাল চিন্তা করা খুবই কঠিন বলে আপনার মনে হয়েছে। এতে নিরাশ হবার কারণ নেই। প্রায় সব খ্রীষ্টিয়ানদেরই জীবনে কম বেশী এ ধরণের অভিজ্ঞতা আছে। মাঝে মাঝে আমাদের জাগতিক চাওয়া-পাওয়া থেকেও মনের এরূপ অস্থিরতা আসতে পারে। অথবা

এই অবস্থা আদৌ আমাদের নিজেদের থেকে না হয়ে শয়তান থেকে ও হতে পারে। শয়তান সব সময় আমাদের মনের মধ্যে অসৎ চিন্তা ঢুকিয়ে দিতে সচেষ্ট রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ—শয়তানই হবাকে ঈশ্বরের অবাধ্য হতে প্রলুব্ধ করেছিল (আদিপুস্তক ৩ ঃ ১-৩), এমনকি সে যীশুকে পর্যন্ত পরীক্ষা করেছিল (লূক ৪ ঃ ৩-৯)। শয়তানের পরীক্ষায় হবা হলেন ব্যর্থ আর যীশু হলেন বিজয়ী। আর যখন থেকে খ্রীষ্টের মন আমাদের অন্তরে থাকে (১ করিন্থীয় ২ ঃ ১৬), তখন থেকে আমরাও শয়তানের পরীক্ষায় যীশুর মত বিজয়ী হতে পারি।

কুচিন্তা যখন আমাদের মনে উকি দেয়, নিচে কতগুলি উপায় দেওয়া হয়েছে, যেগুলো তখন আমাদের মনকে স্থির রাখতে সাহায্য করবে।

ক) কুচিন্তা মনে আসতে পারে কিন্তু সেগুলো মনে স্থান দিতে হবে না। যেমন কোন একজন বলেছেন—"পাখীরা যদি আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে বেড়ায় তবে আমার কিছু করার, নেই কিন্তু সেগুলোকে আমার মাথায় বাসা বাঁধতে না দেবার ক্ষমতা আমার আছে"।

খ) ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে যেন, তিনি কুচিন্তার উপর জয়লাভ করতে আমাদের সাহায্য করেন।

গ) কোন কুচিন্তা মনে আসতে চাইলে সাথে সাথে কোন সৎ বিষয়ে চিন্তা করতে হবে (ফিলিপীয় ৪ ঃ ৮)।

ঘ) এইরূপ পরিস্থিতিতে যীশু যেমন করেছিলেন, তেমনিভাবে বাইবেলের পদ ব্যবহার করতে হবে (মথি ৪ ঃ ৩-১১)।

ঙ) কোন খ্রীষ্টসংগীত বা কোরাস গাইতে পারেন, এতে আপনার হৃদয় ও মন হয়ে উঠবে খ্রীষ্টীয় আনন্দ ও চিন্তায় ভরপুর।

৩। লূক ৪ ঃ ৩-৯ পদে, যীশু শয়তানের পরীক্ষার উপর যেভাবে জয়ী হয়েছেন, তা থেকে আমরা শিক্ষা পেতে পারি যে ঃ-

ক) ঈশ্বরের বাক্য চিন্তা করে, ও সেইভাবে চলে কুচিন্তার উপর আমরা জয়ী হতে পারি।

খ) কুচিন্তা দ্বারা কখনও আমরা প্রলুব্ধ হবো না।

গ) কুচিন্তার উপর জয়ী হতে নিজেদের জ্ঞানের উপরই আমরা নির্ভর করতে পারি।

প্রয়োজনীয় বিষয় পড়া ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ খ্রীষ্টিয়ানদের পড়াশুনার মূল্য সম্পর্কে কতকগুলো উক্তি বেছে বের করতে পারা।

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখতে শিখতে আমাদের জীবনের অধিকাংশ সময় কেটে যায়। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ছোট বেলায়ই লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়। তারা অনেকে লেখা-পড়ার মূল্য বুঝতে পেরে বেশী বয়সে নূতন করে আবার লেখা-পড়া করতে শুরু করেন। আবার কেউ কেউ, যারা মোটেও লেখা-পড়া জানেনা, তারা নৈশ-বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

এমন অনেকে আছেন যারা আজ পর্যন্ত প্রভুর জন্য কোন কাজই করেননি। প্রভুর কাজের জন্য প্রস্তুতির দরকার, এবং তা তাদের নেই। অন্য ভাবে বলতে গেলে প্রভুর কাজ করার কোন শিক্ষা তাদের নেই। বয়স বেশী হওয়ার পরও লেখা-পড়া শিখবার জন্য যদি কেউ নৈশ-বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে বা নূতন করে লেখাপড়া শিখতে পারে, তাহলে ঈশ্বরের বাক্য জানবার ও শিখবার জন্য আজ থেকেই আসুন না আমরা বাইবেল ও এর সাহায্যকারী বইগুলো পড়া শুরু করি (প্রেরিত ১৭ ঃ ১১)। এর ফলে খ্রীষ্টিয় জীবনে আসবে পূর্ণতা, আর আমাদের পরিচর্যার কাজ হবে ফলপ্রসু (২ তীমথিয় ২ ঃ ১৫)। এই পাঠ্যক্রম যারা পড়ছেন নিঃসন্দেহে তারা প্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছেন। সাথে সাথে অন্যান্য বই, যেগুলো থেকে ভাল কিছু শিক্ষার আছে বা আপনার কাজে সাহায্যকারী হতে পারে, সেগুলোও পড়া উচিৎ।

বাইরের লোকেরা অনেক সময়ে খ্রীষ্টিয়ানদের অজ্ঞ ও অশিক্ষিত মনে করে থাকে। তাদের এরূপ ভাববার পেছনে অনেক কারণও আছে, যেমন—অনেক খ্রীষ্টিয়ানরা নিজেদের উচ্চ শিক্ষিত করতে সচেষ্ট নন। এটা অবশ্য সত্য যে, যীশু অশিক্ষিত লোকদের কাছেই গিয়েছিলেন (মথি ১১ ঃ ২৫-২৬)। কিন্তু তিনি তাদের শিক্ষা দিতে এসেছিলেন, যেন অজ্ঞতা ও মূর্খতার গণ্ডি পেরিতে জ্ঞান ও শিক্ষার আলোতে তারা আসতে পারে। তাহলে আসুন না, সব ধরনের কাজের জন্য আমরা আমাদের প্রস্তুত করি ও আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে প্রভুর গৌরব করি। একজন বিজ্ঞ মালিক হিসাবে ঈশ্বরেরও প্রয়োজন উপযুক্ত ও শিক্ষিত পরিচর্যাকারীদের।

সাধারণভাবে চিন্তা করার চেয়ে পড়াশুনা করায় অনেক বেশী মানসিক পরিশ্রম হয়। তবুও এটা কতই না চমৎকার একটা বিনিয়োগ। পড়াশুনা শেষ হওয়ার পর নিজের কাছে নিজেকেই অনেক উন্নত বলে মনে হবে। মানসিক শক্তি ও জ্ঞানের পরিধিও যাবে বেড়ে। পড়াশুনা করতে যদি কারো যথেষ্ট মানসিক সামর্থ না থাকে, ঈশ্বরের কাছে সে সাহায্য চায়না কেন? ঈশ্বর অবশ্যই প্রচুর পরিমানে সাহায্য করবেন (যাকোব ১ ঃ ৫)। আর আপনি যখন বাইবেল পড়ছেন, বুঝবার জন্য ঈশ্বর অবশ্যই আপনাকে জ্ঞান ও সাহায্য দান করবেন (ইফিষীয় ১ ঃ ১৮, ১ যোহন ৫ ঃ ২০)।

৪। মনে করুন এক বন্ধু আপনাকে জিজ্ঞেস করলেন, "অশিক্ষিত-লোকদের কাছে ঈশ্বর যদি তাঁকে প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে শিক্ষিত হওয়ার আর দরকার কি?" এই প্রশ্নের জন্য নিচের কোন্‌টি সঠিক উত্তর হবে?

ক) তাঁর সাথে আমি একমত, যেহেতু সে তো আর পালক হচ্ছে না, সুতরাং বাইবেল শিক্ষা বা লেখাপড়ার কোন দরকার নাই।

খ) তাকে বুঝিয়ে বলবো যে ঈশ্বর যদিও অশিক্ষিত লোকদের কাছেই নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তবুও তিনি চান আমরা যেন তার বাক্য শিক্ষা করি, যাতে আরও ভালভাবে তাঁর পরিচর্যা কাজ করতে পারি যেমন-২ তীমথিয় ২ ঃ ১৫ পদে লেখা আছে।

গ) তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, এ জগতের অনেকেই মনে করে যে, খ্রীষ্টিয়ানরা সাধারণতঃ উচ্চ শিক্ষিত নয়, সুতরাং লেখাপড়া করে এটাই প্রমাণ করবো যে আমরাও উচ্চ শিক্ষিত।

মন দিয়ে প্রার্থনা করা ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ <u>কয়েকটা উদাহরণ বেছে নেওয়া, যেখানে প্রার্থনার সময়ে আমাদের মন কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, তা বুঝতে পারা যায়।</u>

কথা বলার সময়ে কি বলছি, সব সময়ে তা আমাদের চিন্তা করা উচিৎ। অর্থাৎ কথা বলার সময়ে আমাদের মনও যেন ঠিক-মত কাজ করে। তা না হলে মুখ থেকে মাঝে মধ্যে হঠাৎ এমন কথা নিজের অজান্তে বেরিয়ে আসতে পারে, যা অন্যের কাছে নিন্দ-নীয় হয় বা বিতর্ক সৃষ্টি করে। বাস্তব জীবনে এগুলো হামেশাই ঘটছে। পরে অবশ্য এর জন্য সে অনুতপ্ত হয়। ঈশ্বরের কাছে যখন আমরা প্রার্থনা করি, বস্তুতঃ তখন আমরা তাঁর সাথে কথাই বলি। ঠিক একইভাবে, যখন আমরা তাঁর সাথে কথা বলি, তখন আমাদের মনও যেন ঠিকমত কাজ করে। তাই প্রেরিত পৌল খুব জোর দিয়ে বলেছিলেন, "আমি আত্মা দিয়ে প্রার্থনা করবো, বুদ্ধি দিয়ে-ও প্রার্থনা করবো" (১ করিন্থীয় ১৪ ঃ ১৫)।

- যে লোকেরা নিছক লম্বা প্রার্থনা করে, গুরুত্বহীন ও একই কথা বার বার বলে, তারা যে খুব মন দিয়ে প্রার্থনা করে তা নয়। মথি ৬ : ৭ পদে যীশু আমাদের এধরনের প্রার্থনা করতে বারণ করেছেন। অত্যন্ত সতর্কতা ও চিন্তাপূর্বক আমরা যদি এ জগতের কর্মকর্তাদের সাথে বা বয়স্কদের সাথে কথা বলি, তাহলে সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা স্বয়ং ঈশ্বরের সাথে আমাদের আরও কত না বেশী সতর্কতা ও চিন্তাপূর্বক কথা বলা উচিৎ।

বিভিন্ন প্রেরিত ও নবীরা কিভাবে প্রার্থনা করতেন, বাইবেলে সেগুলো আমরা দেখতে পাই এবং সেগুলো থেকে আমরা জ্ঞান লাভ করে ঈশ্বরের কাছে আমাদের চাওয়ার বিষয়গুলো উপস্থিত করতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ—অব্রাহামের প্রার্থনা (আদি পুস্তক ১৮ : ২৩-৩২), মোশির প্রার্থনা (যাত্রা ৩২ : ১১-১৩), হান্নার প্রার্থনা (শমুয়েল ১ : ১১), সমগ্র গীতসংহিতা, এলিয়ের প্রার্থনা (রাজাবলী ১৮ : ৩৬-৩৭), ইস্রার প্রার্থনা (ইস্রা ৯ : ৬-১৫), লেবীয়দের প্রার্থনা (নহিমিয় ৯ : ৫-৩৭), দানিয়েলের প্রার্থনা (দানিয়েল ৯ : ৪-১৯), হবক্কুকের প্রার্থনা (হবক্কুক ৩ : ১-১৯) ও নূতন নিয়মে প্রার্থনা সম্পর্কে যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা (মথি ৬ : ৯-১৩), শিষ্যদের প্রার্থনা (প্রেরিত ৪ : ২৪-৩০) ও 'প্রকাশিত বাক্যের' প্রশংসা সমূহও আমাদের প্রার্থনার উৎস স্বরূপ।

৫। প্রার্থনায় আমাদের মন ব্যবহার করার অর্থ হোল—

ক) একই কথা বার বার বলতে পারা, যেন আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, ঈশ্বর আমাদের কথা শুনেছেন।

খ) চিন্তা রাখা যে কিভাবে আমরা আরও বড় প্রার্থনা করতে পারি।

গ) আমরা যা বলি তা যেন সতর্কতার সাথে চিন্তা করি।

নিজের জ্ঞান দিয়ে অন্যকে সাহায্য করা :

লক্ষ্য ৪ : অন্যদের সাহায্য করবার উপযোগী যে সব যোগ্যতা বা জ্ঞান আপনার আছে, সেগুলির একটা তালিকা তৈরী করতে পারা।

আমাদের মন দ্বারা আমরা ঈশ্বরের গৌরব করতে পারি ও অন্যদের জন্যও তা আশীর্বাদের কারণ স্বরূপ হতে পারে। এই কাজের

একটি ভাল পন্থা হোল, খ্রীষ্ট আপনার জন্য যা করেছেন, তার সাক্ষ্য দান করা (প্রেরিত ২৩ ঃ ১১), অথবা সুসমাচার প্রচার করা (প্রেরিত ৮ ঃ ৪) এবং খ্রীষ্টের বাক্য শিক্ষা দেওয়া (১ তীমথিয় ৪ ঃ ৬)। যারা পড়তে পারেনা তাদের আমরা পড়াতে পারি অথবা বিশেষ কিছু জানা থাকলে তাও তাদের শেখাতে পারি যেমন-গান গাওয়া, হারমোনিয়াম বাজানো, ইত্যাদি। মণ্ডলীর মহিলাদের সেলাই বা পাটের কাজও শেখাতে পারি। এগুলো সবই সেবামূলক কাজ।
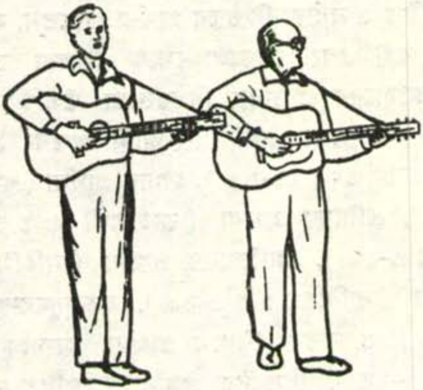
৬। বিশেষ কি কি গুণ বা শিক্ষা আপনার আছে ?

....

....

কাদের আপনি এগুলি শিখাতে পারেন ?

....

....

সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করা ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ <u>মানসিক শক্তি সম্পর্কে খ্রীষ্টিয় দৃষ্টিভংগী মূলক উক্তিগুলি বেছে বের করতে পারা।</u>

সাধারণ জ্ঞানের অভাব অনেক সময় দেখা যায়। বাইবেলেও এ সম্পর্কে লেখা হয়েছে। করিন্থীয়দের কাছে চিঠিতে পেরিত পৌল

একথাই বলেছেন, "ছেলে মানুষের মত আর চিন্তা করনা। মন্দ বিষয়ে তোমাদের মন শিশুর মত সরল হোক, কিন্তু চিন্তাতে তোমরা বয়স্ক লোকের মত হও"। '(১ করিন্থীয় ১৪ ঃ ২০)।

একটা গল্প আছে যে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে এক পাগলা গারদের সামনে একটা বোমা ফেলা হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে বাড়ি-টির এমন বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি, কিন্তু পাগলা-গারদের পাগলরা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন চিৎকার করে বলে উঠলো, "বাইরে হচ্ছেটা কি, এ্যা, পৃথিবীর লোকগুলো সব পাগল হয়ে গেল নাকি ? "পাগলের এই উক্তি সত্যি তাৎপর্যপূর্ণ ! ঈশ্বর যেভাবে চান, মানুষ সেভাবে তাদের মন বা চিন্তাশক্তি ব্যবহার করছেনা বলেই পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু ঘটছে, যেগুলোর কোন অর্থ নেই।

নিজেদের মানসিক শক্তি বাড়িয়ে তোলা, ঈশ্বরের পরিচর্যাকারী হিসাবে আমাদের একটি দায়িত্ব। আরও ভালভাবে বলতে গেলে, যে পর্যন্ত খ্রীষ্টিয় শিক্ষায় আমাদের জীবনে পূর্ণতা না আসবে, সে পর্যন্ত আমাদের মানসিক শক্তি বাড়িয়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে (ইব্রীয় ৫ ঃ ১১-১৪)।

৭। নীচের কোন্ ব্যক্তির মানসিক শক্তির বিষয়ে সঠিক দৃষ্টিভংগি আছে ?

ক। খুব অল্প বয়সে সমীর যীশুকে গ্রহণ করেছিল। এখন তার অনেক বয়স হয়েছে, তাই ঈশ্বরকে আরও ভালভাবে জানবার জন্য সে রীতিমত বাইবেল পড়ছে।

খ) শিশির বাইবেল স্কুলে এক বছর পড়াশুনা করেছে। সে ভাবে তার আর বাইবেল পড়ার দরকার নাই। এক বছরে যা শিখেছে তাই যথেষ্ট।

আমাদের ইচ্ছাশক্তি ঃ

লক্ষ্য ৬ ঃ <u>পরিচর্যাকারী হিসাবে আমাদের ইচ্ছাশক্তি চারটি উপায়ে ব্যবহার করতে পারা যায় এমন উদাহরণ গুলি বেছে নিতে পারা।</u>

'ব্যক্তিত্বের' একটি অংশ হচ্ছে "ইচ্ছাশক্তি" আর এখান থেকেই আমাদের সমস্ত আকাংখা বাসনা ও সিদ্ধান্তগুলো আসে। ঈশ্বরের পরিচর্যাকারী হিসাবে আমরা জানি যে তিনিই আমাদের ইচ্ছাশক্তির মালিক। সুতরাং আমাদের দায়িত্ব, আমরা যেন তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে ব্যবহার করি। কিন্তু কিভাবে তা আমরা করতে পারি? নিচে এ বিষয়ে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হোল, আশা করি এগুলো আপনার কাজে আসবে।

ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন ঃ

ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করাই হোল তাঁর ইচ্ছার কাছে আমাদের ইচ্ছা সঁপে দেওয়া। আমরা যে তাঁর ইচ্ছার পরিচর্যাকারী মাত্র তা এভাবেই দেখাতে পারি। ঈশ্বরকে খুশী করার জন্য এর চেয়ে ভাল উপায় এ জগতে আর কিছুই নেই (শমূয়েল ১৫ ঃ ২২)।

আমাদের মন আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে সাহায্য করতে পারে। কেননা মন যদি জানতে না পারে যে ঈশ্বর কি চান, তাহলে ইচ্ছাশক্তি কিভাবে তাঁর আজ্ঞা পালন করবে? তাই ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে সবসময় আমাদের মন পরিপূর্ণ রাখা দরকার। আর সেজন্য পবিত্র আত্মার শিক্ষা ও নির্দেশের প্রয়োজন। আর এভাবেই আমাদের মন অমাদের ইচ্ছাশক্তিকে পরিচালনা করতে পারবে।

আমাদের মন
+
ঈশ্বরের বাক্য
+
পবিত্র আত্মা

+ আমাদের ইচ্ছাশক্তি = ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন।

আপাতঃ দৃষ্টিতে বা কোন কোন সময়ে মনে হতে পারে যে, ঈশ্বরের সব আজ্ঞা পালন করা বুঝি সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের এ বিষয় ভালভাবে বুঝতে হবে যে সে "খ্রীষ্টের সংগে যুক্ত"। ঈশ্বর তাকে নূতন ভাবে সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং এখন সে এই কাজ করতে পারে (২ করিন্থীয় ৫ ঃ ১৭)।

ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করলেই আমাদের ইচ্ছাশক্তি হয়ে উঠবে শক্তিশালী। যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করেনা, অনেক সময় তাদের অন্যের ইচ্ছামত চলতে দেখা যায়। আসলে তারা সেই লোকদের বাধ্য হয়ে চলতে চায়, তা নয় ; কিন্তু তারা তাদের ভয় করে বলেই তাদের বাধ্য হয়ে চলে। স্মরণ করুন, কিভাবে প্রেরিতরা শত্রুদের ভয়-ভীতি রুখতে পেরেছিলেন (প্রেরিত ৪ ঃ ১৮-২০ ; ৫ ঃ ২৮-২৯)। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লক্ষ লক্ষ খ্রীষ্টিয়ানদের এই একই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে। ঈশ্বরের এই শত্রুরা ভালভাবেই জানে যে ঈশ্বরের বাধ্য খ্রীষ্টিয়ানদের ইচ্ছাশক্তি কত শক্তিশালী।

আমাদের ইচ্ছাশক্তি ঈশ্বরের আজ্ঞা ঠিকমত পালন করতে পারে না। তাই তাঁর আজ্ঞা পালন করবার জন্য আমাদের ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন শিক্ষা ও অভ্যাস করার। এ জগতে সমস্ত জীবন ব্যাপী আমাদের ইচ্ছাশক্তি উন্নতির এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। কোন কোন সময় আমাকেও একথা বলতে হবে ঃ "আমার ইচ্ছামত নয় তোমার ইচ্ছামত হোক" (লূক ২২ ঃ ৪২)। ইচ্ছাশক্তি উন্নতির প্রক্রিয়া চলাকালে আমরা পবিত্র আত্মার সাহায্য নিতে পারি যে পর্যন্ত না আমরাও একথা বলতে সমর্থ হই ঃ "হে আমার ঈশ্বর, তোমার অভিষ্ট সাধনে আমি প্রীত" (গীত সংহিতা ৪০ ঃ ৮)।

৮। ১ শমূয়েল ১৫ ঃ ২২ পদে শৌলের জীবন থেকে আমরা কি শিক্ষা পেতে পারি ? (✓) ঠিক্ চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে কোন নৈবেদ্য চান না।
খ) ঈশ্বরের আজ্ঞা কতটুকু পালন করবো তা আমরাই স্থির করতে পারি।
গ) ঈশ্বরের আজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে পালন করা আমাদের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

সব রকম মন্দতা থেকে দূরে থাকা ঃ

অনেক সময় আমাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। আপনার মন জানে কোনটি ঠিক (রোমীয় ৭ ঃ ২৩), কিন্তু আপনার ইচ্ছাশক্তি এত দুর্বল যে সে আপনার মনের নির্দেশ মেনে চলতে পারে না (রোমীয় ৭ ঃ ১৫, ১৯)। তাহলে ভাল মন্দের এই যুদ্ধ আমাদের সারা জীবন ধরে কি চলতে থাকবে? আমরা ঈশ্বরের কাছে জয়ের চেয়ে পরাজয়ের হিসাবই কি বেশী করে দেব না তা নিশ্চই নয়। ঈশ্বর আমাদের এমন মালিক নন যিনি তাঁর পরিচর্যাকারীকে তার নিজের সমস্যার বেড়াজালে ফেলে ছেড়ে চলে যাবেন।

রোমীয় ৭ অধ্যায়ে পৌল, যিনি আমাদের পরাজয়ের বিষয়ে বলেছেন, তিনি রোমীয় ৮ অধ্যায়ে আবার আমাদের বিজয়ের কথাও বলেছেন। যেমন—আমাদের দুর্বলতায় পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য করেন (রোমীয় ৮ ঃ ২৬)। ঈশ্বরের শক্তি আমাদের দুর্বলতার মধ্য দিয়েই সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় (২ করিন্থীয় ১২ ঃ ৯)। এ বিশ্বাস নিয়েই আমরাও তাদের মত হয়ে উঠতে পারি যারা "দুর্বল হয়েও শক্তিশালী হয়েছিলেন" (ইব্রীয় ১১ ঃ ৩৪)। অবাক্ হবার কোন কারণ নেই, যখন প্রেরিত পৌলকে বলতে শুনি ঃ "সব রকম মন্দ থেকে দূরে থেকো" (১ থিষলনীকীয় ৫ ঃ ২২)। আর ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে এ-ই আশা করেন। তাছাড়া পরীক্ষার সময়ে তিনি আমাদের যথেষ্ট শক্তি দিয়ে থাকেন। পরীক্ষার সংগে সংগে তা থেকে বের হয়ে আসবার একটা পথও তিনি করে দেন, যেন আমরা তা সহ্য করতে পারি (১ করিন্থীয় ১০ ঃ ১৩)। আর এই সাহায্য পাবার জন্য আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে ব্যবহার করতে হবে।

৯। যদিও আমরা দুর্বল তবুও আমাদের পক্ষে কি প্রলোভন এড়িয়ে চলা সম্ভব? কেন? ....

....

....

ভাল বিষয়ে বেছে নেয়া ঃ

যদিও ঈশ্বর জানতেন যে মানুষের ইচ্ছাশক্তিই মানুষকে বিপথে বা মন্দ বিষয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাবে, তবুও বিশ্বাস করেই তিনি মানুষকে ইচ্ছাশক্তি দিয়েছিলেন। মানুষকে ইচ্ছাশক্তি দেওয়া মানে, খুব শক্তিশালী অস্ত্র তার হাতে তুলে দেওয়া। মানুষের এ ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন। এটি ভাল-মন্দ বেছে নেওয়ার একটি ক্ষমতা। এই ইচ্ছা-শক্তির বলে পরিচর্যাকারী তার মালিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করতে পারে (যোহন ৫ ঃ ৪০)। তাহলে নিশ্চয়ই এখন আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের দায়িত্ব কত বড়! ঈশ্বর যেমন চান ঠিক তেমনি ভাবেই আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে পরিচালনা করতে হবে।

কোন কিছু বেছে নেওয়াই হোল 'সিদ্ধান্ত'। বেছে নেওয়া বলতে একটার পরিবর্তে আরেকটা নেওয়া বা দেওয়া, করা বা না করা, মেনে নেওয়া বা মেনে না নেওয়া। যেমন—খ্রীষ্টকে ত্যাগ না করে, গ্রহণ করতে নিজেকে স্থির করা। ভোরে না ঘুমিয়ে, জেগে ওঠা, এটির পরিবর্তে আরেকটি বই পড়া, ইত্যাদি। এই বেছে নেওয়ার ক্ষমতা বা ইচ্ছাশক্তির কাছে ঈশ্বর আবেদন করেন ঃ- "তোমরা যদি সম্মত ও আজ্ঞাবহ হও……………কিন্তু যদি অসম্মত ও বিরূদ্ধাচারী হও……………" (যিশাইয় ১ ঃ ১৯, ২০)।

ঈশ্বর চান, আমরা যেন সময় যা কিছু ন্যায্য ও সত্য সেগুলোই বেছে নিতে পারি (দ্বিতীয় বিবরণ ৩০ ঃ ১৯)। যে ইচ্ছাশক্তিকে সুশৃং-খলভাবে গড়ে তোলা হয়েছে, তা অবশ্যই সুসিদ্ধান্ত নেবে, অপরপক্ষে বিশৃংখল ভাবে পরিচালিত ইচ্ছাশক্তির পক্ষে মন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটাই স্বাভাবিক। কোন একজন কর্মচারীকে জানতে হলে, তার সিদ্ধান্তগুলি আপনাকে লক্ষ্য করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, দানিয়েলের ভাল সিদ্ধান্ত (দানিয়েল ১ ঃ ৮) ও শৌলের মন্দ সিদ্ধান্ত দেখুন (১ শমুয়েল ১৫ ঃ ৯-১১)।

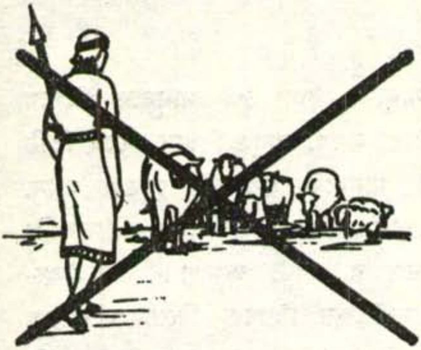

১০। ডানদিকের উক্তিগুলোর সংগে বা দিকের যে পদগুলির মিল আছে. তা দেখান ঃ-

......ক) দ্বিতীয় বিবরণ ৩০ ঃ ১৯
......খ) যিশাইয় ১ ঃ ১৯, ২০
......গ) রোমীয় ৮ ঃ ২৬
......ঘ) ১ করিন্থীয় ১০ ঃ ১৩
......ঙ) ২ করিন্থীয় ১২ ঃ ৯

(১) আমরা যখন দুর্বল থাকি ঈশ্বর তখন আমাদের সাহায্য করেন।
(২) কোন কিছু বেছে নেবার ক্ষমতা আমাদের আছে।

মনে করুন আপনি এমন একটি অবস্থার মধ্যে পড়েছেন যে, কি সিদ্ধান্ত নেবেন, ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। আপনার জন্য নিচে কিছু নির্দেশ দেওয়া হোল ঃ-

১। আপনার বর্তমান পরিস্থিতির বিষয়ে বাইবেলে কিছু আছে কিনা দেখে নিন। অর্থাৎ বাইবেলের ভিতর কেউ এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন কিনা,- হলে তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আপনিও তা নিতে পারেন।

২। সাহায্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন।

৩। কোন জ্ঞানী খ্রীষ্টিয়ান বা আপনার পালককে আপনার সমস্যার কথা বলুন ও তাদের পরামর্শ নিন।

৪। অতীতে আপনি কখনও কি এধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন ? মনে করে দেখুন তখন আপনি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ? চিন্তা করে দেখুন তা কি ঠিক ছিল কিনা। ভুল হলে, সেই একই সিদ্ধান্ত নিবেন না।

৫। আপনার জানামতে অন্য কেউ কি কখনও এই একই পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিল ? তখন সে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ? চিন্তা করে দেখুন তার সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল কিনা-ঠিক হলে আপনিও একই সিদ্ধান্ত নিন।

১১। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময়ে কিভাবে আমরা আমাদের ইচ্ছা-শক্তি ব্যবহার করবো ? (✓) টিক্ চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শের অপেক্ষা করতে হবে।

খ) ঈশ্বরের সাহায্য ও তাঁর বাক্যের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

গ) ঈশ্বর চান না, আমরা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

ভাল কাজ করা ঃ

সদিচ্ছা আছে এ ধরনের অনেক লোকই জগতে পাওয়া যায়। তাদের অধিকাংশই মুখে সদিচ্ছার কথা বলেন কিন্তু বাস্তবে কার্যকারী করেন না। অথচ ঈশ্বর চান আমাদের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা আমরা যেন ভাল ভাল বিষয় চিন্তা করি, এবং সেইমত ভাল ভাল কাজও করি (যাকোব ১ ঃ ২২, মথি ৫ ঃ ১৬)। প্রেরিত পৌলের ভাষায়, "সুযোগ পেলেই আমরা যেন সকলের, বিশেষভাবে ঈশ্বরের পরিবারের লোক-দের, উপকার করি" (গালাতীয় ৬ ঃ ১০)।

যারা তাদের ইচ্ছাশক্তি ভাল ভাল কাজে ব্যবহার করছে সেই-সব পরিচর্যাকারিদের কাছে তাহলে আমাদের কত কৃতজ্ঞ হওয়া দরকার। তাদের কাজের ফলেই এ জগৎ আজও এত সুন্দর। জগতে আমরা আজ অনেক প্রতিষ্ঠান দেখতে পাই, যেমন-স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, সমাজ উন্নয়ন মূলক সংগঠন প্রভৃতি। এগুলি আজ আমাদের কাছে খুবই স্বাভাবিক বিষয় বলে মনে হয়, কিন্তু এদের অধিকাংশ খ্রীষ্টি-য়ান লোকদের দ্বারা স্থাপিত, যারা তাদের ইচ্ছাশক্তিকে এই সব কাজের জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

১২। কোন্ চারটি উপায়ে আমাদের ইচ্ছাশক্তি প্রভুর গৌরবের জন্য ব্যবহার করতে পারি ? ....

....

আমাদের অনুভূতি ঃ

লক্ষ্য ৭ ঃ খ্রীষ্টিয় জীবনে অনুভূতির ভূমিকা সম্পর্কীয় উক্তিগুলি বেছে বের করতে পারা।

অনুভূতি হচ্ছে ব্যক্তিত্বের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ঈশ্বরই মানুষকে অনুভূতিশীল করে গড়েছেন। কিন্তু মানুষ এই অনুভূতিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেনি। সে তার এই স্বভাবটিকে নিয়ন্ত্রন বিহীন ভাবে ও ভুলপথে ব্যবহার করেছে। ক্রোধ হয়েছে ঘৃনার পরিণতি ; ভালবাসা ও আনন্দ প্রভৃতি উত্তম বিষয়গুলিকে মন্দতার সাথে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তাই আমাদের এই অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রনে আনবার জন্য ও সঠিক পথে পরিচালিত করবার জন্যই খ্রীষ্ট এ জগতে এসেছিলেন। সুতরাং ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ হিসাবে আমাদের আরেকটি প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের অনুভূতির বিষয়ে সজাগ থাকা, যেন তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তা পরিচালিত হয় ও তার উন্নতি সাধিত হয়।

ঈশ্বরের উপাসনা করা ঃ

আমাদের অনুভূতি ব্যবহারের একটি উপায় হোল ঈশ্বরের উপাসনা করা। আমাদের সমস্ত অন্তর, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে তাঁকে ভালবাসতে হবে। ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে তা-ই চান এবং তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হন (মথি ২২ ঃ ৩৭)। আমরা তাঁকে ভালবাসি কেননা প্রথমে তিনিই আমাদের ভালবেসেছেন (১ যোহন ৪ ঃ ১৯)। যখন আমরা তাঁর উপস্থিতি অনুভব করি ও আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের বিষয়ে ভাবি তখন আর আমরা চুপ করে থাকতে পারি না। আমাদের সমস্ত হৃদয় ও মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, আর তাঁর প্রশংসায় আমরা ফেটে পড়ি (লূক ১৯ ঃ ৩৭, প্রেরিত ৮ ঃ ৭-৮)।

কিছু কিছু লোক মনে করে উপাসনায় এ ধরনের 'অনুভূতি'র এমন কিইবা দরকার আছে। অথচ এরাই কিন্তু কোন আপনজন মারা গেলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, আনন্দ উৎসবের সময় জোরে জোরে হাসে, আবার খেলার মাঠে গিয়ে হাত তালি ও জয়ধ্বনি দেয়।

তাহলে ভেবে দেখুন, আরও কত জোরে সোরে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ের অনুভূতির প্রকাশ দেখতে চান। উদাহরণ স্বরূপ-যিরূশালেমে যীশুর শেষ যাত্রার সময়ে তাঁর সাথের লোকেরা আনন্দে চিৎকার করে ঈশ্বরের গৌরব করছিলেন ফরীশীরা তখন তাদের চুপ করানোর জন্য যীশুকে অনুরোধ করায় তিনি তাদের বলেছিলেন, "আমি আপনাদের বলছি, এরা যদি চুপ করে থাকে তবে পথের পাথরগুলো চেঁচিয়ে উঠবে" লূক ১৯ : ৪০)।

'প্রকাশিত বাক্যে' দেখানো হয়েছে কিভাবে পরিত্রাণ প্রাপ্ত ভক্তরা ঈশ্বরের প্রশংসায় তাদের অনুভূতি ব্যবহার করবে। তাদের হৃদয়-মন আনন্দ ও শান্তির বন্যায় হবে প্লাবিত (প্রকাশিত বাক্য ৭ : ৯-১০ ; ১৪ : ২-৩), উল্লাসে হয়ে উঠবে তারা উচ্ছ্বসিত। বন্ধুগণ—তাহলে আসুন আমাদের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে আমরা তাঁর গৌরব ও প্রশংসা করি।

১৩। উপাসনায় জোরে জোরে প্রভুর প্রশংসা প্রকাশ করায় কেউ যদি বিরক্তি বোধ করে, তাকে বুঝাবার জন্য নিচের কোন্ পদটি সবচেয়ে ভাল হবে ?

ক) মথি ২২ : ৩৭
খ) লূক ১৯ : ৪০
গ) ১ যোহন ৪ : ১০
ঘ) প্রকাশিত বাক্য ১৪ : ২-৩

আত্মিক উন্নতি ঃ

আমাদের আত্মিক উন্নতির জন্য অনুভূতি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আর তা বুঝবার জন্য আত্মিক উন্নতির দুটো বিশেষ দিকের বিষয়ে আমাদের একটু চিন্তা করতে হবে।

পবিত্র আত্মার ফল ঃ

আদমকে যেমন এদন উদ্যান দেখাশুনার ভার দিয়েছিলেন, আমাদেরও তিনি ঠিক তেমনিভাবে 'অনুভূতিরূপ উদ্যান' দেখাশুনার কাজ দিয়েছেন। যেমন সব রকম বিরক্তি প্রকাশ, মেজাজ দেখানো, রাগ,

চিৎকার করে ঝগড়া-ঝাটি, গালাগালি, আর সব রকম হিংসা প্রভৃতি বিষয়গুলি (ইফিষীয় ৪ ঃ ৩১ ; রোমীয় ৩ ঃ ৮) আমাদের "অনুভূতির উদ্যান" থেকে আগাছার মত উপড়ে দূরে ফেলে দিতে হবে। আর তখন থেকে পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে বাস করতে থাকবেন এবং তিনিই আমাদের এই উদ্যান চাষ করবেন, আর তার ফলে এখানে উৎপন্ন হবে অতি সুন্দর ও উৎকৃষ্ট "ফল" (গালাতীয় ৫ ঃ ২২-২৩)।

অনেকে এরূপ ভাবতে পারেন যে "আমাদের অনুভূতির উন্নতি হলেই কি আত্মিক উন্নতি হল? হ্যাঁ, এটা একরকম তাই। যেমন 'প্রেম' একটি চিন্তা বা আকাংখ্যা মাত্র নয়, এটি একটি 'অনুভূতি' এবং এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাছাড়া, গালাতীয় ৫ ঃ ২২-২৩ পদে যে বিষয়-গুলো পবিত্র আত্মার ফল হিসাবে দেখানো হয়েছে সেগুলোও এক একটি অনুভূতি। ১ করিন্থীয় ১৩ ঃ ৪-৭ পদ অনুসারে সকল অনুভূতিই প্রেমের সাথে সম্পর্কযুক্ত। নিচের নক্শাটি থেকে তা আশা করি ভালভাবে বুঝতে পারা যাবে।

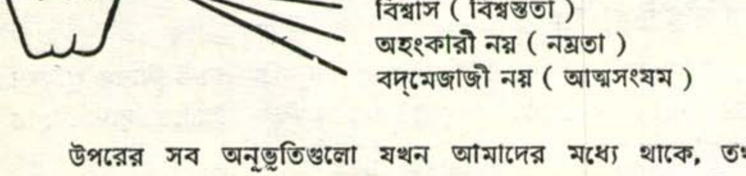

উপরের সব অনুভূতিগুলো যখন আমাদের মধ্যে থাকে, তখন আমরা আমাদের অন্তর দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসি, আর প্রতিবেশীকেও নিজের মত ভালবাসি (লূক ১০ ঃ ২৭)। প্রতিবেশীকে ভালবাসার অর্থ, খ্রীষ্টিয় ভাই-বোনদের ভালবাসা, (১ যোহন ৩ ঃ ১৪), বাইরের লোক-দের ভালবাসা (লূক ১০ ঃ ৩০-৩৫), এমন কি শত্রুকেও ভালবাসা বুঝায় (মথি ৫ ঃ ৪৪)।

খ্রীষ্টের মনোভাব ঃ

খ্রীষ্টের যে 'মনোভাব' ছিল (ফিলিপীয় ২ ঃ ৫), আমাদেরও যখন সেই একই মনোভাব হবে, তখনই আমাদের 'অনুভূতি'র পূর্ণ উন্নতি সাধন হবে। যেমন—অসহায়, অসুস্থ ও ক্ষুধার্ত মানুষদের জন্য যীশুর কি গভীর মমতা ছিল (মথি ৯ ঃ ৩৬ ; ১৪ ঃ ১৪ ; ১৫ ঃ ৩২) যিরূশালেমের কাছাকাছি এসে যীশু কিভাবে কান্নায় ভেংগে পড়েছিলেন (লূক ১৯ ঃ ৪১-৪২)। তিনি কত মহৎ প্রেমিক ছিলেন, যিনি আমাদের ভালবেসে আমাদের জন্য নিজের জীবন দিলেন (প্রকাশিত বাক্য ১ ঃ ৫)। এই একই মনোভাবের কারণে আজ লক্ষ লক্ষ সুসমাচার প্রচারক সমস্ত জগতে প্রভুর বাক্য প্রচার করছেন।

১৪। আমাদের আত্মিক উন্নতির সাথে আমাদের অনুভূতি সম্পর্কযুক্ত কেননা ঃ-

ক) খ্রীষ্টকে গ্রহন করার পর আমাদের আর কোন খারাপ মনোভাব থাকে না।

খ) বাইবেলের জ্ঞানের চেয়ে আমাদের অনুভূতির উন্নতি সাধন অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

গ) আমাদের অনুভূতি গুলো পবিত্র আত্মার ফলের সংগে সম্পর্কযুক্ত।

পরীক্ষা—৪

১। মনকে বশে রাখার অর্থ হোল ঃ

ক) কোন চিন্তা-ভাবনা না করা।

খ) শুধু বাইবেল পড়া।

গ) সমস্ত প্রকার মন্দ চিন্তা পরিহার করা।

২। আমাদের আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে গীতসংহিতা ১ ঃ ১, ইফিষীয় ৪ ঃ ২৯, এবং ২ তীমথিয় ২ ঃ ১৬ পদ কি শিক্ষা দেয় ?

ক) অসদ্‌আলাপ-আলোচনার মধ্যে থাকলে এমন কিছু আসে যায় না। যদি কোন খারাপ বিষয় থাকে তা এড়িয়ে যেতে পারলেইতো হয়।

খ) কোন ধরনের অসৎ আলাপ-আলোচনা শোনা বা তার মধ্যে থাকার আমাদের প্রয়োজন নেই। বরং আমাদের সেই ধরনের কথা বার্তায় যোগ দিতে হবে, যা আমাদের উপকারী।

৩। খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য পড়াশুনা করা খুব দরকার কেননা ঃ
ক) কেবল মাত্র শিক্ষিত লোকেরাই ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে পারে।
খ) প্রভুর উত্তম ধনাধ্যক্ষ হতে তা সাহায্য করে।
গ) অন্যদের তুলনায় তারা যে বেশী শিক্ষিত তা দেখাতে হবে।

৪। কে তার মনকে প্রার্থনায় ঠিকমত ব্যবহার করছে ?

ক) বাইবেলের মধ্যে যে প্রার্থনাগুলো আছে সুব্রত সেগুলো পড়ে, প্রার্থনার করার সময়ে সেগুলো তাকে যথেষ্ট সাহায্য করে।

খ) সুনীলের যা মনে আসে, প্রার্থনা করার সময়ে তাই সে বলতে থাকে। একই কথা বার বার বলে তার প্রার্থনা লম্বা করে।

৫) নিচের কোন্ পদে প্রার্থনার মধ্যে অর্থহীন কথা বার বার বলতে নিষেধ করা হয়েছে ?

ক) ১ শমুয়েল ১ ঃ ১১ পদ। গ) মথি ৬ ঃ ৭ পদ।
খ) দানিয়েল ৯ ঃ ৪-১৯ পদ। ঘ) ১ করিন্থীয় ১৪ ঃ ১৫ পদ।

৬। সঠিক উত্তরটির পাশে (✓) টিক্ চিহ্ন দিন।

ক) খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে উদ্ধার পাবার পর বাইবেলের শিক্ষার আর আমাদের দরকার নেই।

খ) খ্রীষ্টিয়ানদের সব সময়ে মানসিক শক্তি বাড়ানো চেষ্টা থাকা দরকার।

গ) বয়স্ক খ্রীষ্টিয়ানদের আর বেশী আত্মিক উন্নতি করার দরকার হয় না।

৭। মনে করুন আপনি কয়েকজন নূতন বিশ্বাসীকে মানসিক শক্তির উন্নতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছেন, তখন নিচের কোন্ পদটি সবচেয়ে উপকারী হবে ?

ক) মথি ৬ ঃ ৯-১৩ পদ। গ) প্রেরিত ৪ ঃ ২৪-৩০ পদ।
খ) মথি ১১ ঃ ২৫-২৬ পদ। ঘ) ইব্রীয় ৫ ঃ ১১-১৪ পদ।

৮। আমাদের ইচ্ছাশক্তি কিভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করতে হবে এবিষয়ে ডানদিকের কতগুলি উপায় দেওয়া আছে বা দিকের উক্তি-গুলোর সাথে এদের মিল দেখান।

......ক) যেখান থেকে মন্দ প্রলোভন আসতে পারে এমন জায়গায় সুশীল কখনো যায় না।	(১) ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা।
......খ) শিপ্রা তাদের পাড়ার অভাবী লোক-দের কিছু চাল কিনে দিল।	(২) সব রকম মন্দতা থেকে দূরে থাকা।
..... গ) মন যদিও অনেক কিছু করতে চায়, তবুও সমীর ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই কাজ করে থাকে।	(৩) ভাল বিষয়ে বেছে নেওয়া।
......ঘ) যে বইগুলো পড়লে ভাল খ্রীষ্টিয়ান হতে সাহায্য পাওয়া যায় সেগুলো পড়তে সীমা মন স্থির করল।	(৪) ভাল কাজ করা।
......ঙ) বর্ষাকাল আসবার আগেই সমর বাবু এক অতি বৃদ্ধার ঘরের ভাংগা চাল গোলপাতা কিনে নিজে সেরে দিলেন।	

৯। সঠিক উত্তরটির পাশে (√) টিক্ চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা প্রকাশের প্রয়োজন হয় না, কারণ তিনি জানেন আমাদের হৃদয়ের ভাব।

খ) খ্রীষ্টিয় পূর্ণতা যার জীবনে এসেছে, ঈশ্বরকে তার কোন 'অনুভূতি' দেখানোর প্রয়োজন নেই।

গ) ঈশ্বর চান, আমরা যেন, উপাসনা করার সময় খুব গভীর আগ্রহের সাথে তাঁর প্রশংসা করি।

১০। খ্রীষ্টের মনোভাব থাকার অর্থ হোল ঃ-

ক) আমরা কোন পাপ করবোনা ও সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর বাধ্য থাকবো।

খ) যারা উদ্ধার পায়নি তাদের খ্রীষ্টের পথে আনবার জন্য সব সময়ে আমরা সচেষ্ট থাকবো।

গ) শুধু খ্রীষ্টিয়ানদেরই আমরা ভালবাসবো।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর ঃ

(উত্তরগুলো ধারাবাহিক নয়)

৮। গ) ঈশ্বরের আজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে পালন করা আমাদের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

১। তাঁর বাক্যের বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করা ও সেগুলোর অর্থ বুঝতে পারা।

৯। হাঁ-সম্ভব, কেননা সহ্য করবার যথেষ্ট শক্তি ঈশ্বর আমাদের দিয়ে থাকেন।

২। এইভাবে উত্তর দিতে হবে ঃ—তালিকার মধ্যে যেগুলো আপনি 'করছেন' সেই ঘরগুলোতে টিক্ (√) চিহ্ন বসান ও 'করবার ইচ্ছা আছে' সেগুলোতেও টিক্ (√) চিহ্ন বসান।

১০। ক–(২) কোন কিছু বেছে নেবার ক্ষমতা আমাদের আছে।

খ–(২) কোন কিছু বেছে নেবার ক্ষমতা আমাদের আছে।

গ–(১) আমরা যখন দুর্বল থাকি ঈশ্বর তখন আমাদের সাহায্য করেন।

ঘ–(১) আমরা যখন দুর্বল থাকি ঈশ্বর তখন আমাদের সাহায্য করেন।

ঙ–(১) আমরা যখন দুর্বল থাকি ঈশ্বর তখন আমাদের সাহায্য করেন।

৩। ক) ঈশ্বরের বাক্য চিন্তা করে, ও সেইভাবে-চলে কুচিন্তার উপর আমরা জয়ী হতে পারি।

১১। খ) ঈশ্বরের সাহায্য ও তাঁর বাক্যের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৪। খ) উত্তরটিই সঠিক। ক) উত্তরটি সঠিক নয় যেহেতু প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানেরই ঈশ্বরের বাক্য শিখবার দরকার আছে। গ) উত্তরটিও সঠিক নয় কেননা মানুষকে নয় বরং ঈশ্বরকে দেখাবার জন্যই খ্রীষ্টিয়ানেরা সব কিছু করে।

১২। ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে, সব রকম মন্দতা থেকে দূরে থেকে, ভাল বিষয় বেছে নিয়ে ও ভাল কাজ করে।

৫। গ) আমরা যা বলি তা যেন সতর্কতার সাথে চিন্তা করি।

১৩। খ) লূক ১৯ : ৪০ পদ। কাউকে বুঝানোর জন্য এই পদ খুব উপযোগী হবে। এখানে দেখানো হয়েছে যে, প্রশংসা না করে চুপ থাকবার জন্য যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেননি বরং উপাসনায় এ ধরণের প্রশংসা তিনি সমর্থন করেছেন।

৬। যারা শিখতে আগ্রহী তাদের আমরা এই বিশেষ গুন বা শিক্ষা দিতে পারি।

১৪। গ) আমাদের অনুভূতিগুলো পবিত্র আত্মার ফলের সংগে সম্পর্ক যুক্ত।

৭। ক) সমীরের। তার দৃষ্টিভংগি থেকে এট স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইব্রীয় ৫ : ১১-১৪ পদে যে নির্দেশগুলো আছে সেই ভাবে সে তার মানসিক শক্তি উন্নত করতে আগ্রহী।

● ● ●

শরীরের যত্ন নেওয়া

খুব দামী ও সুন্দর সুন্দর আসবাব পত্র একটা ভাংগা ঘরে রাখলে-তা কি কখনো মানায়? নিশ্চয়ই না। অথচ কারো কারো অবস্থা প্রায় এমনিই। তারা তাদের ব্যক্তিত্বের যত্ন নেয়, অথচ দেহের প্রতি কোন খেয়ালই নেই।

এটা আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি যে, ব্যক্তিত্ব হচ্ছে আমাদের সমস্ত সত্বার একটি মাত্র অংশ। মাথা যেমন দেহের একটি অংশ, তেমনি দেহ হচ্ছে ব্যক্তিত্বের মত সমগ্র সত্বার আর একটি অংশ। আগের পাঠে আমরা জানতে পেরেছি যে, ব্যক্তিত্বের উন্নতি করা যেমন আমাদের মহান দায়িত্ব, এই পাঠে জানতে পারবো দেহের যত্ন নেওয়াও তেমনি আর একটি অবশ্য করণীয় দায়িত্ব। সোজা কথায় আমরা আমাদের দেহের ধনাধ্যক্ষ।

এই পাঠটি দেওয়ার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য, আমাদের দেহের ধনাধ্যক্ষতার কাজে অনুশীলন করতে সাহায্য করা। ঈশ্বরের গৌরবের জন্য আমাদের দেহ কিভাব ব্যবহার করবো, সেই বিষয়ে অনেক প্রয়োজনীয় নির্দেশ এ পাঠের মধ্যে পাওয়া যাবে। আমরা আরও জানতে পারবো যে, কিভাবে দেহকে ভাল রাখা যায় এবং বাইরের লোকদের সামনে তা দৃণ্টান্ত স্বরূপ করা যায়।

পাঠের খসড়া ঃ

নৈতিক জীবন যাপন করা।

- দেহ নিজের অধীনে রাখুন।
- ঈশ্বরের গৌরবের জন্য দেহ ব্যবহার করুন।

স্বাস্থ্য রক্ষা করা ঃ

- স্বাস্থ্য ভাল রাখার নিয়মাবলী পালন করুন।
- নিরাপত্তা বজায় রেখে চলুন।
- কু-অভ্যাস থেকে দূরে থাকুন।
- দেহ ও মনের ক্ষতিকর চিন্তা ও অনুভূতি থেকে দূরে থাকুন।

সুন্দর ও মার্জিত চেহারা বজায় রাখা।

- শরীর পরিস্কার রাখুন ঃ
- পোষাক পরিচ্ছদে পরিপাটি থাকুন।

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি ঃ—

★ দেহের ধনাধ্যক্ষ বলতে কি বুঝায়, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

★ আপনার স্বাস্থ্য রক্ষার কতগুলি উপায় সম্পর্কে বলতে পারবেন।

★ খ্রীষ্টিয়ানদের পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করার যে নিয়মাবলী বাইবেলে আছে, সেগুলি নিজের জীবনে ব্যবহার করতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ ঃ

১। পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ভালভাবে পড়ুন। পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর দেখবার আগে আপনার নিজের দেওয়া উত্তরগুলো আর একবার পরীক্ষা করে নিন। পাঠের মধ্যে যে পদগুলো আছে, সেগুলো বাইবেল থেকে পড়ুন। যে শব্দগুলোর অর্থ জানেন না, সেগুলি বইয়ের শেষের দিকে 'পরিভাষা'য় খোঁজ করুন।

২। পাঠটি শেষ করার পর আবার ভালভাবে পড়ুন, তারপর পাঠের শেষের পরীক্ষাটি দিন। বইয়ের পেছনে দেওয়া উত্তরের সাথে এটি মিলিয়ে নিন।

মূল শব্দাবলী ঃ

প্রলুব্ধ	স্নায়ু মণ্ডলী
অবগত	মনস্তাপ
নৈতিক ভ্রষ্টতা	শালীনতা
অসংযমী	কৃষ্টি

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

উপাসনালয় সব ধর্মের লোকদের কাছেই একটি পবিত্র স্থান। তাই সকলেই নিজ নিজ উপাসনালয়ের প্রতি গভীর ভক্তি দেখায়। তাছাড়া, উপাসনালয় অপবিত্র করে, এমন কোন কাজও কেউ সমর্থন করে না।

বাইবেল অনুসারে, দেহও একটি মন্দির। আমাদের দেহ হচ্ছে পবিত্র আত্মার গৃহ বা মন্দির (১ করিন্থীয় ৬ ঃ ১৯)। আমাদের দেহ ঈশ্বরের বাসস্থান, সুতরাং এর মালিক তিনিই, আমরা নই।

আমাদের দেহের উপর আমাদের যে দায়িত্ব, তা কেবল রক্ষণাবেক্ষণ করা। সহজ ভাষায় বলতে গেলে আমরা আমাদের দেহের ধনাধ্যক্ষ মাত্র। কোন কিছু দ্বারা এর কোন ক্ষতি বা অপবিত্র করা না হয়, সেদিকে সতর্ক থাকা ও এর যত্ন নেওয়াই হোল আমাদের এক মহান দায়িত্ব। নীচে কিছু নির্দেশাবলী আলোচনা করা হল, যেগুলো দেহের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

১। আমাদের দেহ যে পবিত্র আত্মার থাকবার ঘর একথার ভিত্তি কি ?
....

নৈতিক জীবন যাপন করা ঃ
দেহ নিজের অধীনে রাখুন ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ <u>খ্রীষ্টিয়ানেরা কেন তাদের দেহ নিজেদের অধীনে রাখতে পারে, ও বাইরের লোকেরা কেন পারে না, তা বুঝতে পারা।</u>

যারা ঈশ্বরকে তাদের মালিক হিসাবে চিনতে পারেনি, প্রভু তাদের মধ্যে বাস করেন কিনা, তাও তারা ঠিকমত বুঝতে পারে না। আসলে তারা হয়ে পড়ে পাপের দাস—অথচ তারা মনে করে যে, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রভু। আর এইরূপ চিন্তা করে ও শয়তানের দ্বারা

প্রলুব্ধ হয়ে সব রকম অশুচি কাজ করবার জন্য তারা লাগাম ছাড়া কামনার হাতে নিজেদের ছেড়ে দেয় (ইফিষীয় ৪ : ১৯), যে পর্যন্ত না তারা তাদের পাওনা শাস্তি নিজেদের মধ্যে পায় (রোমীয় ১ : ২৪, ২৬-২৭)। তারা যে পাপের দাস হয়ে পড়েছে, মাঝে মাঝে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা তারা তা বুঝতে পারে, কিন্তু তবুও তাদের ইচ্ছাশক্তি এত দুর্বল যে, দেহের কামনা গুলিকে তারা নিজেদের অধীনে রাখতে পারে না (রোমীয় ৭ : ২৩-২৪)।

কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানদের জীবন সম্পূর্ণ আলাদা। ঈশ্বর তাদের জীবনের মালিক, খ্রীষ্ট তাদের প্রভু। তাদের দেহ পবিত্র আত্মার বাসস্থান (১ করিন্থীয় ৩ : ১৬)। খ্রীষ্টিয়ানেরা পাপের দাস নয়, তারা খ্রীষ্টের দাস—কেননা পবিত্র আত্মাই তাদের শয়তানের রাজ্য থেকে মুক্ত করে বের করে এনেছেন (রোমীয় ৮ : ২)। সুতরাং দেহ আমাদের পরিচালনা করবেনা বরং আমরাই দেহকে পরিচালনা করবো। পাপ—স্বভাবের যে সকল কামনা-বাসনা দেহকে পরিচালনা করে, তা আমরা কোন ক্রমে বরদাস্ত করবো না (রোমীয় ৬ : ১২, ১৪ ; ১ পিতর ২ : ১১)। অধিকন্তু দেহকে সম্পূর্ণভাবে আমরা নিজেদের অধীনে রাখবো (১ করিন্থীয় ৯ : ২৭)। ধনাধ্যক্ষ হিসাবে এটি হচ্ছে আমাদের আর একটি মহান দায়িত্ব।

২। দেহকে নিজের অধীনে রাখার ক্ষমতা খ্রীষ্টিয়ানদের আছে অথচ বাইরের লোকদের নেই—এর কারণ কি ? নীচের যে উক্তিটিতে তুলনা-মূলকভাবে বেশী স্পষ্ট করে দেখান হয়েছে, তা টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে দিন।

ক) বাইরের লোকেরা যে পাপের দাস তা তারা অবগত নয়, তাই তারা তাদের দেহকে নিজেদের অধীনে রাখতে পারে না। অপর পক্ষে, যেহেতু ঈশ্বর খ্রীষ্টিয়ানদের এই অধিকার দিয়েছেন যে, তারাই তাদের দেহের মালিক, তাই তারা তা পারে।

খ) বাইরের লোকেরা দেহকে নিজেদের অধীনে রাখতে পারে না, কেননা তারা পাপের দাস। কিন্তু পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টিয়ানদের শয়তানের রাজ্য থেকে মুক্ত করেছেন, তাই তারা পারে।

৩। দেহকে নিজেদের অধীনে রাখার ক্ষমতা খ্রীষ্টিয়ানদের আছে— এই ক্ষমতা থাকার 'কারণ' কাউকে বুঝাবার জন্য নীচের কোন্ পদটি সবচেয়ে উপযোগী বলে মনে করেন? টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) রোমীয় ১ঃ২৪ পদ।

খ) রোমীয় ৮ঃ২ পদ।

গ) ১ করিন্থীয় ৯ঃ২৭ পদ।

ঘ) ১ পিতর ২ঃ১১ পদ।

ঈশ্বরের গৌরবের জন্য দেহ ব্যবহার করুন ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ এমন কতগুলো পদ দেখতে পারা, যেখানে দেহের বিভিন্ন অংশের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, এবং প্রত্যেকটি পদে ঈশ্বরের গৌরবের জন্য দেহের এই অংশগুলি কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তা সংক্ষেপে বলা হয়েছে।

ঈশ্বরই জীবনের মালিক—এখনও যারা বুঝে উঠতে পারেনি, তারা তাদের দেহের অংগ-প্রত্যংগের অপব্যবহার করে চলেছে। রোমীয় ৩ঃ১৩-১৫, যাকোব ৩ঃ৬-৮ এবং ২ পিতর ২ঃ১৪ পদে তাদের বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

অপর পক্ষে, যারা বুঝতে পারে যে ঈশ্বরই তাদের দেহের মালিক তারা তাদের দেহকে পবিত্র আত্মার বাসস্থান মনে করেন। সুতরাং তাদের দেহ কোন পাপ কাজে ব্যবহার হতে পারে না। যদি হয়, তা হবে পবিত্র আত্মাকে অসম্মান করাও পাপ করা। যেমন—হাত যেন অন্যের কিছু চুরি না করে বা কাউকে আঘাত না দেয় (ইফিষীয় ৪ঃ২৮), তেমনিভাবে পা এমন কিছু না করুক, আবার মুখ যেন মিথ্যা না বলে, কারো মনঃকষ্টদায়ক বা নোংরা তামাশার কথাও না বলে (ইফিষীয় ৪ঃ২৫, ২৯; ৫ঃ৪)। কুৎসিত কোন কিছুর দিকে চোখ যেন বেশী সময় তাকিয়ে না থাকে বা কোন স্ত্রীলোকের দিকে কুনজরে না তাকায় (মথি ৫ঃ২৮)। সমস্ত রকম নৈতিক ভ্রষ্টতা বা ব্যভিচার থেকে নিজেদের দেহকে দূরে রাখে (১ করিন্থীয় ৬ঃ১৩, ১৮)।

যাহোক, আমাদের দেহের মালিক যে ঈশ্বর তা বুঝবার সবচেয়ে সহজ পথ হচ্ছে তাঁর হাতে নিজেদের তুলে দেওয়া (রোমীয় ৬ ঃ ১৩-১২ ঃ ১)। নিজেদের এভাবে ঈশ্বরের হাতে তুলে দিলেই আমাদের দেহ ও অংগ-প্রত্যংগ গুলো তাঁর গৌরবের জন্য ব্যবহৃত হবে (রোমীয় ৬ ঃ ১৯, ১ করিন্থীয় ৬ ঃ ২০)।

৪। ঈশ্বরের গৌরবের জন্য আমাদের দেহের প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগ কিভাবে ব্যবহার করবো, নীচের পদগুলোতে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, তা বলা হয়েছে। নীচে কয়েকটি ধাপ দেখান হল, এগুলোর সাহায্যে তালিকাটি তৈরী করুন ঃ (১) প্রতিটি পদ বের করে ভালভাবে পড়ুন। (২) যে যে অংগ-প্রত্যংগের বিষয় বলে তার পাশে তা লিখুন। (৩) তারপর পাশের খালি জায়গায় অংগটি কিভাবে ঈশ্বরের গৌরবের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, তা লিখে নিন। কোন কোন জায়গায় একাধিক পদও ব্যবহার করতে হতে পারে। বুঝবার জন্য নীচে একটা উদাহরণ দেওয়া হোল ঃ

হিতোপদেশ ৩১ ঃ ২০	প্রেরিত ১৯ ঃ ৬	১ তীমথিয় ২ ঃ ৮
মথি ১৩ ঃ ৯	রোমীয় ১০ ঃ ৯-১০	ইব্রীয় ১৩ ঃ ১৫
মার্ক ১৬ ঃ ১৮	রোমীয় ১০ ঃ ১৫	যাকোব ৩ ঃ ৯
প্রেরিত ২ ঃ ৪	গালাতীয় ৬ ঃ ১১	প্রকাশিত বাক্য ২ ঃ ৭
প্রেরিত ১০ ঃ ৪৬	ইফিষীয় ৪ ঃ ২৮	

অংগ-প্রত্যংগ	পদ	ঈশ্বরের গৌরবের জন্য এটি কিভাবে ব্যবহার হবে
কান	মথি ১৩ ঃ ৯ প্রকাশিত বাক্য ২ ঃ ৭	যীশু ও পবিত্র আত্মা কি বলেন তা শোনে
জিহ্বা ওষ্ঠ অথবা মুখ		
হাত		
পা		

উপরের তালিকায় যেভাবে দেখানো হয়েছে, সেভাবে আমাদের অংগ-প্রত্যংগগুলো ব্যবহার করতে পারলেই ঈশ্বর গৌরবান্বিত হবেন। বন্ধুগণ, সাথে সাথে একথাও মনে রাখবেন—প্রভুর কাজে যদি নিজেকে নিয়োজিত করেন, আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু তিনিই ব্যবস্থা করে দেবেন (১ করিন্থীয় ৬ ঃ ১৩)। এর অর্থ হোল, যারা তাদের অংগ-প্রত্যংগ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে, তিনি তাদের সমস্ত দৈহিক প্রয়োজন মেটান। তিনি তাদের শক্তি বা বল বৃদ্ধি করেন (যিশাইয় ৪০ ঃ ২৯, ৩১), তাদের খাদ্য, বস্ত্র দিয়ে প্রতিপালন করেন (মথি ৬ ঃ ৩১, ৩৩) ও তাদের স্বাস্থ ভাল রাখেন (যাত্রা পুস্তক ১৫ ঃ ২৬)।

স্বাস্থ্য রক্ষা করা ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ স্বাস্থ্য ভাল রাখার নিয়ম-কানুন যারা পালন করছে এমন লোকদের উদাহরণ দেখাতে পারা।

স্বাস্থ্য ভাল রাখার নিয়মাবলী পালন করুন ঃ

সুস্থ দেহ ঈশ্বরের গৌরব ও সম্মান রক্ষা করে। কেননা দেহ সুস্থ থাকলেই তা তাঁর কাজে ঠিকমত ও প্রয়োজনমত ব্যবহৃত হয়। সত্যাই, ঈশ্বর আমাদের সমস্ত প্রকার অসুখ দূর করবেন (গীতসংহিতা

১০৩ ঃ ৩), তবুও স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেবার দায়িত্ব তিনি আমাদের দিয়েছেন। নীচে কতগুলো নিয়ম আলোচনা করা হল, যেগুলো পালন করে আমরা সুস্বাস্থ্য লাভ করতে পারি।

১। **ভাল খাবার খাওয়া ঃ** ভাল খাবার খাওয়ার অর্থ এ নয় যে, আমাদের খুব বেশী করে খেতে হবে, বরং দেহের জন্য প্রয়োজনীয় খাবার খাওয়া। সব খাবারের মধ্যেই বিশেষ খাদ্যপ্রাণ থাকে, এটাকে আমরা বলে থাকি 'ভিটামিন', যা স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য একান্তভাবে দরকার। সব সময়ে যদি আমরা একই ধরণের খাবার খাই, তাহলে অন্যান্য খাবারের মধ্যে যে ভিটামিন আছে, আমাদের দেহে সেগুলোর অভাব দেখা দেবে। ফলে ঐ ভিটামিনের অভাবে আমাদের দেহ হয়ে পড়বে দুর্বল, দেখা দেবে অসুখ—স্বাস্থ্য হয়ে যাবে খারাপ।

২। **ব্যায়াম করা ঃ** শারিরীক ব্যায়াম না করার জন্য শরীরের ওজন অত্যাধিক বেড়ে যায় এবং তা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই খারাপ। যার জন্য আমাদের শারিরীক ব্যায়ামের প্রয়োজন রয়েছে। ব্যায়ামের মধ্যে শারিরীক পরিশ্রমই সবচেয়ে ভাল। কিন্তু যারা অফিস-আদালত বা সারাদিন বসে বসে কাজ করে, অর্থাৎ যাদের কোন শারিরীক পরিশ্রম করতে হয় না, তাদের সময় করে মাঝে মাঝে খেলাধুলা বা সকাল-সন্ধ্যায় হাটা-চলা করা দরকার।

৩। **প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নেওয়া ঃ** অত্যাধিক কাজ-তা শারিরীক হোক বা মানসিক হোক, স্বাস্থ্যের জন্য খুবই খারাপ। তাই প্রয়োজনীয় বিশ্রামের দরকার। যীশু শুধু কথার কথাই বলেন নি বরং গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন যে, 'বিশ্রামবার' মানুষের জন্যই (মার্ক ২ ঃ ২৭)। ঠিক একইভাবে বলা যায় যে, সারাদিন কাজ করার পর একজন লোকের প্রায় আট ঘন্টা বিশ্রাম নেওয়া দরকার। তা না হলে, তার স্বাস্থ্য ভেংগে যেতে পারে।

৪। **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকা ঃ** পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবার জন্য অনেক টাকা-পয়সার প্রয়োজন হয় না। ইস্রায়েলদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবার নিয়ম-কানুন ঈশ্বর বিস্তারিত ভাবে লেবীয় পুস্তকে বলেছিলেন। তারা রীতিমত স্নান করতো, কাপড়-চোপড়, ঘর-

বাড়ী পরিষ্কার করতো। পরিষ্কার খাবার খেতো। এমন কি মরুভূমিতে তাঁবু করে যেখানে তারা থাকতো, সে জায়গায়ও যথাসাধ্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখত। মরুভূমিতে থাকাকালীন সেখানে তাদের যদিও পায়খানার ভাল বন্দোবস্ত ছিল না, তবুও তাদের সবার স্বাস্থ্য খুবই ভাল ছিল (গীত ১০৫ ঃ ৩৭) তাহলে, নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, আমরা যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবার নিয়ম-পালন করি, আমাদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।

নিরাপত্তা বজায় রেখে চলুন ঃ

এ্যাক্সিডেন্ট বা বিপদ-আপদ হামেশাই ঘটে থাকে। এ্যাক্সিডেন্ট ঘটলে তা নিজের পরিবারের জন্য যেমন ক্ষতিকর, প্রভুর কাজেও তা হবে তেমনি ক্ষতিকর। সুতরাং সব সময়ে নিজেদের নিরাপত্তা বজায় রেখে চলা উচিৎ। কিছু কিছু লোক আছে যাদের প্রায়ই 'একটা না একটা বিপদ-আপদ' ঘটে থাকে। অর্থাৎ অন্যান্য লোকদের তুলনায় তাদের বিপদ-আপদ একটু বেশী হয়ে থাকে। আমাদের জীবনে যদি এমনি ঘন ঘন বিপদ-আপদ আসতে থাকে—তাহলে আসুন প্রভুর চরণে নিজেদের সমর্পণ করি, যেন প্রভু এ ব্যাপারে সাহায্য করেন ও রক্ষা করেন।

৫। নীচের উদাহরণ গুলির মধ্যে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম-কানুন কে কে পালন করছে, টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) যোহন বাইবেল স্কুলের ছাত্র। পড়াশুনার মধ্যেও প্রতিদিন সে ব্যায়াম করবার জন্য সময় করে নেয়।

খ) শ্যামল মাখন-রুটি খেতে খুব পছন্দ করে। তাই অন্য কিছু না খেয়ে প্রতিদিন সে মাখন-রুটিই বেশী করে খায়।

গ) পালককে সব সময় সাহায্য করতে প্রদীপ খুব ব্যস্ত থাকে। তাকে এত বেশী কাজ করতে হয় যে, প্রতিরাতে সে মাত্র পাঁচ ঘন্টা ঘুমায়।

ঘ) মেরী প্রতিদিন তার ঘর-দোর, কাপড়-চোপড় ও জিনিষপত্র পরিষ্কার করে রাখে। তার প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে না।

কু-অভ্যাস থেকে দূরে থাকুনঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ খ্রীষ্টিয়ানদের কেন সব রকম কু-অভ্যাস ও যে সকল অনুভূতি মনের জন্য ক্ষতিকর, সেগুলো থেকে দূরে থাকা উচিৎ, তা বুঝতে পারা।

যেহেতু আমাদের দেহে পবিত্র আত্মা বাস করেন, সেহেতু, আমাদের সব সময় এই দেহ সতেজ ও পবিত্র রাখা দরকার। যা কিছু দেহের জন্য ক্ষতি, ধ্বংস বা অনাদরজনক, আসলে সেগুলোই দেহের পক্ষে অশুচিকর। আগেই বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরের আত্মা আমাদের দেহের মধ্যে বাস করেন। যদি কেউ তাঁর থাকবার ঘর অশুচি করে বা অপবিত্র করে, তবে তিনি তাকে নিশ্চয় কঠিন ভাবে দণ্ড দেবেন (১ করিন্থীয় ৩ ঃ ১৭)। এই কারণে খ্রীষ্টিয়ানদের ধূমপান করা, মদ গাঁজা খাওয়া, বা নেশাকর কোন ওষুধ বা ইন্‌জেকসনের ব্যবহার প্রভৃতি কু-অভ্যাসগুলি থেকে দূরে থাকতে হবে। এগুলোর ব্যবহার আমাদের পক্ষে যে মারাত্মক ক্ষতিকর, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

খ্রীষ্ট আমাদের দেহ মনের প্রভু। তিনি যেমন চান, আমরা সেভাবে চলব। আমরা তাঁর দাস। আমাদের নেশার অভ্যাস থাকলে, আমরা সেই নেশার দাস হয়ে পড়ি। যেমন—কথায় বলে 'মানুষ অভ্যাসের দাস'। যীশু স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন, "কেউই দুই কর্তার সেবা করতে পারে না" (মথি ৬ ঃ ২৪)। উপরোক্ত অভ্যাসগুলির দ্বারা যাদের জীবন পরিচালিত, কি করুন অবস্থা তাদের। এ অভ্যাসগুলো তারা ছেড়ে দিতে চায়, কিন্তু কোন রকমেই পেরে উঠেনা। আমাদের মধ্যে কারো যদি এ ধরণের কোন অভ্যাস থাকে, আসুন—এখনই সে অভ্যাসের দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করি। পবিত্র আত্মার কাছে সাহায্য চাই, তিনিই যেন আমাদের পরিচালনা করেন। ইচ্ছাশক্তি নিজেদের

অধীনে রাখবার জন্য পবিত্র আত্মা নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবেন (গালাতীয় ৫ ঃ ২৩, ২৫)। তখন আমরা পৌলের মত বলতে পারবো "আমি কোন কিছুরই দাস হবো না" (১ করিন্থীয় ৬ ঃ ১২)।

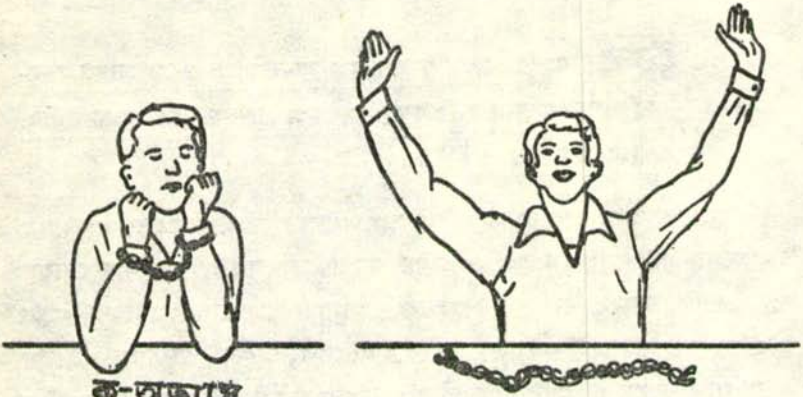

কু-অভ্যাস

দেহের ধনাধ্যক্ষ হিসাবে আমাদের কর্তব্য দেহের সাধারণ কামনা-বাসনাগুলোকে নিজেদের বশে রাখা। তা না হলে এই বাসনাগুলোই আমাদের কু-অভ্যাসের দিকে নিয়ে যাবে ও আমরা তাদের দাস হয়ে পড়বো। বিশ্বাসীদের কখনই পেটুক বা লোভী হওয়া উচিৎ না বা নৈতিক-ভাবে অসংযমি বা ব্যভিচারী হওয়া উচিৎ না (১ করিন্থীয় ৭ ঃ ১-৫)।

দেহ ও মনের ক্ষতিকর চিন্তা ও অনুভূতি থেকে দূরে থাকুন ঃ

মাঝে মাঝে এমন সব চিন্তা ও অনুভূতি আমাদের মনে দানা বেঁধে ওঠে যেগুলো আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। যেমন—রাগ আমাদের দেহের স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। আবার দুশ্চিন্তার জন্য মানুষের আলসার (গ্যাস্ট্রিক ও পরে পাকস্থলীতে ঘা) হয়। প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা নিয়ে বেশী দিন থাকলে, তা লিভারের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর। ভয় ও গভীর মনস্তাপ—এ ধরণের অনুভূতিগুলো থেকেও সব সময় আমাদের দূরে থাকতে হবে এবং পবিত্র আত্মার কাছে সাহায্য চাইতে হবে যেন তিনি আমাদের জীবনে পূর্ণতা ও প্রচুর 'ফল' দান

করেন (এগুলো চতুর্থ পাঠে আমরা দেখেছি)। আর তাতে সব সময় আমাদের দেহ ও মন থাকবে ভাল—যা ঈশ্বরের সম্মান ও গৌরব প্রকাশ করবে।

৬। দেহের জন্য ক্ষতিকর অভ্যাস থেকে খ্রীষ্টিয়ানদের কেন দূরে থাকতে হবে—নীচের কোন্ উক্তিগুলোতে এর কারণ দেখানো হয়েছে, টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) দেহ পবিত্র আত্মার বাসস্থান—কু-অভ্যাস সেই দেহের ক্ষতি করে। তাই ক্ষতিকর অভ্যাস থেকে খ্রীষ্টিয়ানদের দূরে থাকতে হবে।

খ) কোন অভ্যাসই মানুষের জন্য ভাল নয়।

গ) কারো যদি কখনও কোন অভ্যাস হয় সে আর তা' ত্যাগ করতে পারে না।

ঘ) আমরা কেবল যীশুরই দাস—আমরা অভ্যাসের দাস হতে পারি না।

সুন্দর ও মার্জ্জিত চেহারা বজায় রাখা ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ খ্রীষ্টিয়ানদের কি অবস্থায় কোন্ ধরণের পোষাক-পরিচ্ছদ পরতে হবে তা বুঝতে পারা।

ঈশ্বর যখন আমাদের অন্তকরণ দেখবেন (১ শমূয়েল ১৬ ঃ ৭) তখন আর বাইরের চেহারায় পরিপাটি হওয়ার কি দরকার আছে? হ্যাঁ, দরকার আছে, কারণ, মানুষ কিন্তু অন্তর দেখেনা, তারা একজনের বাইরের চেহারাই দেখে থাকে। আমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির—এর ধনাধ্যক্ষ হয়ে আমরা যদি এর যত্ন না নেই বা অবহেলা করি, তা হলে, তা বাইরের লোকদের কাছেও অবহেলার বিষয় হবে এবং তাতে ঈশ্বরের অসম্মানই হবে। সুতরাং, আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, কিভাবে আমাদের বাইরের চেহারার মধ্যে দিয়েও ঈশ্বরের সম্মান বাড়াতে পারি।

শরীর পরিস্কার রাখুন ঃ

আমরাই আমাদের দেহের ধনাধ্যক্ষ। সুতরাং পবিত্র আত্মার মন্দির—এই দেহকে পরিস্কার রাখার দায়িত্বও আমাদের। দেহকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা বলতে আমাদের কাপড়-চোপড়, দেহ ও এর

সাথে যুক্ত সব কিছু রীতিমত পরিষ্কার করে রাখা বুঝায়। এমন ধরণের কাজ কেউ করছে, যেখানে হাত, পা বা দেহে কাঁদা বা ময়লা লেগে যেতে পারে তবে কাজ শেষ হবার পর পরই হাত-মুখ ও দেহ ভালভাবে ধুয়ে ময়লা কাপড়-চোপড় পাল্টিয়ে নিতে হবে। অপরিচ্ছন্নতাকে নম্রতার অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করা ঠিক নয়। মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এরূপ করে বসে—আর তা হয় ঈশ্বরের প্রতি অসম্মান জনক।

পোষাক-পরিচ্ছদে পরিপাটি থাকুন ঃ

ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ কি ধরণের পোষাক-পরিচ্ছদ পরবেন? প্রথম খ্রীষ্ট-মণ্ডলীতে এ বিষয়ে কিছু কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল (১ করিন্থীয় ১১ ঃ ২-১৫, ১ তীমথিয় ২ ঃ ৯, ১ পিতর ৩ ঃ ১-৩)। মানব ইতিহাসের প্রথমে আদি পুস্তক ৩ ঃ ৭ পদে দেখা যায় যে, প্রথম নর-নারী নিজেদের পছন্দমত পোষাক পরতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ঈশ্বর তাতে খুশী না হয়ে 'তাঁর পছন্দমত' পোষাক তাদের পরতে দিলেন (আদি পুস্তক ৩ ঃ ২১)। নিজেদের চোখে বা মানুষের চোখে সুন্দর লাগে এমন পোষাক আমরা পরবো না, বরং আমরা এমন পোষাক পরবো, যাতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। কেননা আমরা এমন একটি মন্দিরের পোষাকের বিষয় চিন্তা করছি, যেখানে ঈশ্বরই বাস করেন।

উপরে পোষাক পরবার বিষয় যে নীতিটি আলোচনা করা হল, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আরও চারটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেবো। যেমন—(ক) পোষাকের মধ্যে বৈশিষ্ট থাকবে, (খ) পোষাক হবে সাধারণ—জম্‌কালো নয়, (গ) পোষাকের মধ্যে শালীনতা থাকবে, এবং (ঘ) পোষাকের মধ্যে উপযুক্ততা থাকবে। খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীতে পোষাক পরবার বিষয় প্রেরিত পৌল ও পিতর যে শিক্ষা দিয়েছিলেন সেগুলো থেকেই এই চারটি বিষয় আলোচনা করা হোল।

ক) <u>পোষাকের মধ্যে বৈশিষ্ট থাকবে ঃ</u>

দ্বিতীয় বিবরণ ২২ ঃ ৫ পদে বলা হয়েছে ঃ "স্ত্রীলোক পুরুষের পরিধেয়, কিম্বা পুরুষ স্ত্রীলোকের বস্ত্র পরিধান করিবে না ; কেননা যে কেহ তাহা করে, সে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর ঘৃণার পাত্র।" এই পদের

মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর পুরুষ ও মহিলাদের পোষাকের মধ্যে বৈশিষ্ট বা পার্থক্য থাকার বিষয়ে ইস্রায়েলদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ এই একই নীতির উপর ভিত্তি করে প্রেরিত পৌল করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি তার নির্দেশ দান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, নারী পুরুষের পোষাকের মধ্যে পার্থক্য থাকতে হবে (১ করিন্থীয় ১১ : ২-১৫)। আমাদেরও এই একই নীতি অনুসরণ করে পবিত্র আত্মার নির্দেশ ও নিজ নিজ কৃষ্টি অনুসারে পোষাক পরতে হবে। আমরা যে দেহের ধনাধ্যক্ষ সে দেহ তাঁরই বাসস্থান, সুতরাং আমরা এমন ধরণের পোষাক পরবো, যাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন।

খ) পোষাক হবে সাধারণ-জম্‌কালো নয় :

খ্রীষ্টিয়ানরা সাধারণ পোষাক পরবে। তার অর্থ তারা ভাল পোষাক পরবেনা তা নয়। এর অর্থ তারা অত্যাধিক গহনা ও জম্‌কালো পোষাক পরবে না। প্রেরিত পৌল ও পিতর তাদের মণ্ডলী গুলোতে এ ধরণের শিক্ষাই দিয়েছিলেন (১ তীমথিয় ২ : ৯, ১ পিতর ৩ : ৩)।

প্রভু যীশু ও যাকোব এরা দুজনেই ধনী লোকদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা দামী দামী জম্‌কালো কাপড় ও মূল্যবান অলংকার পরত (লূক ১৬ : ১৯ ; যাকোব ২ : ২)। পোষাকের বিষয়টা যদিও এখানে মূখ্য নয় কিন্তু এ ধরণের পোষাক যে গরীব ও দুঃখী-দুর্দশাগ্রস্থ লোকদের পক্ষে কষ্টদায়ক তা সুস্পষ্ট। তাদের জাক্‌জমক এটাই প্রমাণ করে যে, তারা বিলাসিতায় মগ্ন ও দুঃখী দরিদ্রের প্রতি উদাসীন। ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ হিসাবে এরূপ পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করা কখনই আমাদের কর্ত্তব্য নয়।

গ) পোষাকের মধ্যে শালীনতা থাকবে :

প্রেরিত পৌল স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, খ্রীষ্টিয়ানরা যেন ভদ্রভাবে ও ভাল বিচার বুদ্ধি ব্যবহার করে কাপড়-চোপড় পরে। তারা পোষাক দিয়ে দেহকে এমনভাবে সাজাবেনা যাতে অন্যদের মনে বা দেহে কামনার উদ্রেক হয়। এভাবে যারা চলছে তাদের অনুসরণ করাও ঠিক হবে না। খ্রীষ্টিয়ানদের সব সময়ে একথা মনে রাখতে হবে যে,

তাদের দেহ ব্যভিচার করবার জন্য নয়, বরং তা প্রভুর জন্য (১ করিন্থীয় ৬ ঃ ১৩)। পৌল বলেছেন, আমাদের দেহ কেবলমাত্র ঈশ্বরের গৌরবের জন্যই ব্যবহৃত হবে, কোন ক্রমেই যেন তা' অন্যদের পথের বাধা না হয় (১ করিন্থীয় ১০ ঃ ৩১-৩২)। বর্তমান যুগ এই ব্যাপারে যে অবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে এই বিষয় আমাদের সদা সতর্ক থাকা দরকার।

ঘ) পোষাকের মধ্যে উপযুক্ততা থাকবে ঃ

পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারের বিষয়ে আমরা এ পর্যন্ত যা কিছু জেনেছি তার সংগে ও উপযুক্ততার সংগে কিছু পার্থক্য আছে। উপযুক্ততা বলতে সুনির্দিষ্টভাবে স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে মানুষের পোষাক আসাক বা হাল-চালের যে পরিবর্তন হয় তাকেই লক্ষ্য করে। মানুষের কৃষ্টি সব সমাজে, সব সময় একই হয় না, যেমন এক ধরণের পোষাক এক বিশেষ কৃষ্টি, সময় ও জায়গায় উপযুক্ত কিন্তু অন্য জায়গায় তা অনুপযুক্ত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমেরিকান মেয়েদের পোষাক আর বাংলাদেশের মেয়েদের পোষাক এক রকম নয়। তাই স্থান, কাল ও কৃষ্টি অনুসারে আমাদের পোষাক ব্যবহার করতে হবে। এই উপযুক্ততা সম্পর্কে শিক্ষা দিতে গিয়ে ১ করিন্থীয় ১১ ঃ ১৩ পদে প্রেরিত পৌল করিন্থীয় মহিলাদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "মাথায় কাপড় না দিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা কি স্ত্রীলোকদের মানায় ?"

কোন কোন সময়ে আমাদের আচার-আচরণ হয়ত সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়না, কিন্তু তাকে পাপও বলা যায় না। যেমন—জুতা পরা কোন দোষের বিষয় নয় কিন্তু মোশি

যখন জুতা পরে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হতে যাচ্ছিলেন, ঈশ্বর তাকে জুতা খুলতে নির্দেশ দিলেন। ঈশ্বরের সামনে এভাবে উপস্থিত হওয়া তার পক্ষে অনুপযুক্ত ছিল (যাত্রা পুস্তক ৩ ঃ ৫)। এমন কি আজকালও অনেক উপাসনালয়ে জুতা পরে ঢোকা বা মাথায় টুপি পরে উপাসনালয়ে যাওয়া নিষেধ। অথচ ইহুদীরা সব সময়ে টুপি পরেই উপাসনালয়ে যেত। একইভাবে বলা যায়, কাজের কাপড় ও গীর্জায় যাবার কাপড় একই হতে পারে না। পবিত্র আত্মা নিশ্চয় এ বিষয়ে প্রত্যেককে বুঝতে সাহায্য করবেন। উপযুক্ত পোষাক পরে আপনি ঈশ্বরকে সুখী করতে পারেন ও অন্যদের কাছেও আশীর্বাদ স্বরূপ হতে পারেন।

৭। খ্রীষ্টিয়ানদের কি ধরণের পোষাক-পরিচ্ছদ পরতে হবে সেই বিষয়ে ডান দিকে কয়েকটি নীতি দেওয়া হয়েছে। বা দিকের কোন্ পরিস্থিতিতে ঐ নীতিগুলি খাটালে ঠিক হবে তা দেখান।

......ক) বনভোজন থেকে ফিরে এসে কাপড়-চোপড় না বদলিয়েই যোহন সোজা গির্জায় চলে গেল।

......খ) মিনু তার এক নখ্রীষ্টিয়ান বান্ধবীর মত অতি অধুনিক পোষাক পরে।

......গ) বোনাসের টাকা পেয়ে ছোট ভাই-বোনদের জন্য কিছু না কিনে মেরী তার নিজের জন্য দামী গয়না বানালো।

......ঘ) সুলতা আজকাল ছেলেদের মত করে প্যান্ট সার্ট পরে।

......ঙ) চঞ্চলের বাবার অনেক টাকা আছে তা দেখাবার জন্য সে আজকাল খুব দামী কোট-প্যান্ট-টাই ও জুতা পরে ঘুরে বেড়ায়।

১। পোষাকের মধ্যে পার্থক্য থাকবে।

২। পোষাক হবে সাধা-রণ-জমকালো নয়।

৩। পোষাকের মধ্যে শালীনতা থাকবে।

৪। পোষাকের মধ্যে উপযুক্ততা থাকবে।

● ● ●

পরীক্ষা—৫

১। বাইরের লোকেরা দেহকে নিজের অধীনে রাখতে পারে না, কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানদের পারার কারণ তারা—

ক) আর পাপের দাস নয়।

খ) বাইরের লোকদের চেয়ে অন্য ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

গ) জানে যে তাদের দেহের মালিক তারা নিজেরা নয়।

২। যারা ঈশ্বরের গৌরবের জন্য নিজেদের দেহকে ব্যবহার করে তাদের জন্য তিনি কি প্রতিজ্ঞা রেখেছেন? কেউ যদি এই প্রশ্ন করে, তাকে বুঝাবার জন্য নীচের কোন্ পদগুলো উপযোগী হবে (টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন)?

ক) যাত্রা পুস্তক ১৫ ঃ ২৬ পদ।

খ) হিতোপদেশ ৩১ ঃ ২০ পদ।

গ) যিশাইয় ৪০ ঃ ২৯, ৩১ পদ।

ঘ) মথি ৬ ঃ ৩১-৩৩ পদ।

ঙ) মার্ক ১৬ ঃ ১৮ পদ।

চ) ১ করিন্থীয় ৬ ঃ ১৩ পদ।

ছ) যাকোব ৩ ঃ ৯ পদ।

৩। স্বাস্থ্য রক্ষা করবার জন্য 'ভাল খেতে হবে'—শমূয়েল এই নিয়মটি পালন করতে চায়। তাহলে ভাল খাওয়ার অর্থ হোল—

ক) ঘন ঘন খাওয়া ও অনেক করে খাওয়া।

খ) নিজের পছন্দ সই খাবারগুলি বেশী করে খাওয়া।

গ) বিভিন্ন ধরণের খাবার খাওয়া।

৪। টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে সঠিক উত্তরটি বুঝিয়ে দিন।

ক) অনুভূতির প্রভাব দেহের উপরে খুবই কম।

খ) ঈশ্বর মানুষের দেহে যে স্বাভাবিক কামনা-বাসনা দিয়েছেন, সেগুলি দমন করে রাখবার কোন দরকার নেই।

গ) দুঃশ্চিন্তা ও মানসিক অসুস্থতা-এ ধরণের অনুভূতিগুলো থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে, কেননা এগুলো আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুব ক্ষতিকর।

৫। ঈশ্বরের পরিচর্যাকারীরা কি ধরণের পোষাক পরবে সেই বিষয়ে যে নিয়মগুলো আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে কোন্‌টি বাইবেলের প্রথমে পাওয়া যায় ?

ক) পোষাকের মধ্যে শালীনতা বজায় রাখতে হবে।

খ) ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করবার জন্য।

গ) পোষাকের মধ্যে পার্থক্য থাকা।

ঘ) পোষাক অন্যদের দেখানোর জন্য নয়।

ঙ) উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা।

৬। এই পাঠে পোষাক-পরিচ্ছদের বিষয়ে যে নীতিগুলো আলোচনা করা হয়েছে, নীচে সেগুলোর একটি তালিকা দেওয়া গেল। এই নীতিগুলো কোন্ বইয়ের কোন্ অধ্যায়ে ও কোন্ পদে আলোচনা করা হয়েছে, তা প্রতিটি নীতির ডান পাশের খালি জায়গায় বসান। (একই পদ একাধিক নীতির বিষয়েও ব্যবহার করতে পারেন)

ক) ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করবার জন্য...

খ) পোষাকের মধ্যে পার্থক্য থাকা...

গ) পোষাক হবে সাধারণ-জমকালো নয়...

ঘ) পোষাকের মধ্যে শালীনতা থাকা...

ঙ) পোষাক উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা...

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর ঃ

(উত্তরগুলো ধারাবাহিক নয়)

৪। নীচে যেভাবে দেখান হয়েছে, সেভাবেও তালিকাটি পূর্ণ করতে পারেন বা অন্যভাবেও পূর্ণ করতে পারেন, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, পদগুলো যে অংশের কথা বলে সেই অংশের পাশেই যেন লেখা হয়।

কান	মথি ১৩ : ৯ প্রকাশিত বাক্য ২ : ৭	যীশু ও পবিত্র আত্মা কি বলেন তা শোনে
জিহ্বা, ওষ্ঠ অথবা মুখ	প্রেরিত ২ : ৪ ; ১০ : ৪৬ ; ১৯ : ৬	পবিত্র আত্মার শক্তিতে কথা বলে
	রোমীয় ১০ : ৯-১০	যীশুকে প্রভু বলে মুখে স্বীকার করে
	ইব্রীয় ১৩ : ১৫	মুখ দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করে
	যাকোব ৩ : ৯	জিভ দিয়ে পিতা ঈশ্বরের গৌরব করে
হাত	হিতোপদেশ ৩১ : ২০	গরীবদের সাহায্যের জন্য হাত খুলে দেওয়া
	মার্ক ১৬ : ১৮	রোগীদের গায়ে হাত দিয়ে প্রার্থনা করা
	গালাতীয় ৬ : ১১	বাইবেলের কথা লেখা
	ইফিষীয় ৪ : ২৮	সৎভাবে পরিশ্রম করা
	১ তীমথিয় ২ : ৮	হাত তুলে প্রার্থনা করা
পা	রোমীয় ১০ : ১৫	সুখবর প্রচার করতে যায়

১। ১ করিন্থীয় ৬ : ১৯ পদ বলে যে আমরাই পবিত্র আত্মার মন্দির।

৫। ক) যোহন, ঘ) মেরী।

২। খ) উদাহরণটি সঠিক। ক) উদাহরণে আমরা দুটো ভুল দেখতে পারি— যেমন (১) বাইরের লোকেরা যে পাপের দাস, মাঝে মাঝে তারা তা বুঝতে পারে, (২) ঈশ্বর বিশ্বাসীকে তার দেহের মালিক করে দেননি, তিনিই এর মালিক ; কেবল ব্যবহার করার ক্ষমতা তিনি আমাদের দিয়েছেন।

৬। (ক) উত্তরটি (কু-অভ্যাস দেহের ক্ষতি করে) ও (ঘ) উত্তরটি (আমরা যীশুর দাস—কোন অভ্যাসের দাস হতে পারি না) সঠিক। (খ) উত্তরটি সঠিক নয়, কেননা সব অভ্যাসই দেহের ক্ষতি করে না। যেমন— পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস। (গ) উত্তরটি ও সঠিক নয়, কেননা মানুষ ইচ্ছা করলে পবিত্র আত্মার সাহায্যে যে কোন কুঅভ্যাস ত্যাগ করতে পারে।

৩। খ) রোমীয় ৮ ঃ ২ পদ।

৭। ক- ৪) পোষাকের মধ্যে উপযুক্ততা থাকবে।

খ- ৩) পোষাকের মধ্যে শালীনতা থাকবে।

গ- ২) পোষাক হবে সাধারণ-জম্‌কালো নয়।

ঘ- ১) পোষাকের মধ্যে পার্থক্য থাকবে।

ঙ- ২) পোষাক হবে সাধারণ-জম্‌কালো নয়।

● ● ●

৬ষ্ঠ পাঠ ঃ

বিষয়-আসয়ের সদ্ব্যবহার করা

এ যাবৎ আমরা আমাদের চারিত্রিক গুনাবলী যেমন- বিচারবুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি, অনুভূতি ও দেহ ইত্যাদির ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেছি। এই পাঠে আমরা অন্য দু'টো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। বিষয় দু'টো হোল আমাদের 'সময়' ও 'সামর্থ'। এগুলো আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আমাদের 'সময়' ও 'সামর্থ' এ দুটো আমাদের অস্তিত্বের সাথে সম্পূর্ণরূপে জড়িত।

ঈশ্বর এই যে দুটো ব্যক্তিগত সম্পত্তি আমাদের দিয়েছেন, এগুলোর সদ্ব্যবহার করতে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। যাতে আমরা এ বিষয়ে নির্দেশ পেতে পারি সেজন্যই এ পাঠটি দেওয়া হল। এ পাঠে প্রথমতঃ আলোচনা করা হয়েছে, কিভাবে আমরা 'সময়ের' সদ্ব্যবহার করতে পারবো। তারপর আলোচনা করা হয়েছে আমাদের 'সামর্থ' সম্পর্কে—কিভাবে আমরা আমাদের সামর্থের বিষয়ে জানতে পারবো, এর উন্নতিসাধন করতে পারবো ও ঈশ্বরের গৌরবার্থে ব্যবহার করতে পারবো।

পাঠের খসড়া ঃ

সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারা।
- সময় সম্পর্কে কিছু কথা।
- কিভাবে সময় করে নিতে হবে।

সামর্থের বিনিয়োগ করতে পারা।
- সামর্থ সম্পর্কে কিছু কথা।
- নিজের মধ্যে যে সামর্থ আছে তা বুঝতে পারা।
- সামর্থের উন্নতি সাধন করতে পারা।
- সামর্থ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে পারা।

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ পড়ার পর আপনি ঃ

★ আপনার মধ্যে যে সামর্থ আছে তা বুঝতে পারবেন, ও এর উন্নতি সাধন করবার পথও খুঁজে পাবেন।

★ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আপনার 'সময়' ও 'সামর্থ' উৎস্বর্গ করতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ ঃ

১। এই পাঠ আপনার জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে। আপনার মধ্যে যে বুদ্ধি ও সামর্থ আছে তা আপনি বুঝতে পেরে ঈশ্বরের গৌরবের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। খুব যত্ন সহকারে পাঠটি পড়ুন। পদগুলো ভালভাবে পড়ুন।

২। পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখে সেগুলো আবার দেখে নিন। শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে উত্তর গুলো আপনার নোট বই'এ টুকে নিন। সমস্ত পাঠটি আবার ভালভাবে পড়ুন। তারপর পাঠের শেষের পরীক্ষার উত্তর লিখে বই'এর শেষের দিকে দেওয়া উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিন।

৩। তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ পাঠ পর্যন্ত ভালভাবে পড়ে দ্বিতীয় ভাগের ছাত্ররিপোর্ট তৈরী করে আপনার আই, সি, আই, শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দিন।

মূল শব্দাবলী ঃ

সামর্থ	রফা	বিনিয়োগ
প্রাধান্যের ক্রমপর্যায়	দৈনন্দিন	শিল্পকার
এ্যাপয়েন্টমেন্ট বই	কৈফিয়ৎ	সুপ্ত প্রতিভা

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারা ঃ

'সময়' সম্পর্কে কিছু কথা ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ 'সময়ের' বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কি ধরনের কাজ আমরা করতে পারি সেই সম্পর্কে বুঝতে পারা।

সময়ের বৈশিষ্ট্য ঃ

'সময়' কি অদ্ভূত প্রবাহ। চলছে তো চলছেই-এটি অনেকটা রাস্তার মত। কিন্তু 'সময়' ও রাস্তার মধ্যে অনেকটা পার্থক্য আছে। 'সময়' চলছে-এর শেষ নেই, কিন্তু রাস্তার এক সময় শেষ হয়ে যায়। রাস্তার মাঝপথে দাঁড়ানো যায়, কিন্তু সময় কারো জন্য অপেক্ষা করেনা। রাস্তা দিয়ে সামনে এগিয়ে আমরা আবার পেছুতে পারি, কিন্তু সময় শুধু সামনের দিকেই এগিয়ে যায়-কখনই পেছনে ফেরা যায় না এর গতি শুধু সামনের দিকে। আমরা ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলছি- ফেলে আসা দিনগুলোতে আর ফিরে যেতে পারি না। ছোট বেলায় যে গ্রামে বড় হয়েছি বুড়ো বয়সে সেই গ্রামে আবার আমরা ফিরে যেতে পারি, কিন্তু সেই ছোট বেলায়তো ফিরে যেতে পারিনা। মোট কথা— সময়কে আমরা ধরে রাখতে পারিনা। আমরা সব সময় যুবক থাকতে পারিনা, বৃদ্ধ হয়ে পড়ি, তারপর আস্তে আস্তে মৃত্যু আসে...............মৃত্যুর পর অনন্তকালে চলে যাই।

....সামনে

পেছনে...

....

অতীত...

....ভবিষ্যৎ

....

সময় খুব মূল্যবান সম্পদ। এত মূল্যবান যে কারো কাছ থেকে অন্যান্য জিনিষের মত আমরা তা কিনে নিতে পারি না। কোন কিছুর পরিবর্তে বা অনেক টাকা দিয়ে যদি সময় কেনা যেত, তাহলে এ জগতে অনেকেই তাদের ভবিষৎ জীবনের জন্য অনেক সময় কিনে রাখত। সময় একবার চলে গেলে—তা আমরা আর ফিরিয়ে আনতে পারিনা অথবা তখনকার কোন সুযোগও এখন আর গ্রহণ করতে পারিনা। সময় চলে গেলে আর ফিরিয়ে আনা যায়না। তাইতো কবি-গুরু রবীন্দ্র নাথ গেয়েছেন, "ফেলে আসা দিনগুলো মোর রইলো না, রইলো না"।

কখনও কখনও পরিস্থিতির উপরও 'সময়' নির্ভরশীল বলে মনে হতে পারে। শিক্ষকদের চেয়ে ছাত্রদের কাছে সময় অনেক বেশী দীর্ঘ। ঠিক তেমনিভাবে প্রচারকের চেয়ে শ্রোতৃ মণ্ডলীর কাছে সময় অনেক দীর্ঘ। অনন্তকাল ধরে মণ্ডলী থাকবে—কিন্তু একজন প্রচারক খুব অল্প সময়ই পাবেন প্রচার করবার—সময় তার কাছে খুবই কম।

আমাদের জীবন কাল ঃ

ঈশ্বরই নির্ধারণ করেন যে কতদিন এ জগতে আমরা থাকব। হিষ্কিয়ের জীবনকালের বিষয় ২ রাজাবলী ২০ ঃ ১-৬ পদ থেকেই অমরা এ বিষয় বুঝতে পারি। সুতরাং ঈশ্বরই আমাদের 'সময়ের' মালিক। আমাদের 'সময়' তো আমরা তাঁর কাছ থেকেই পাই। অথচ অনেকে অনেক সময় বলে থাকে, ঈশ্বরের জন্য দেবার 'সময়' তার কই!

জীবনের অধিকাংশ সময় আমরা কি করে কাটিয়েছি—ঈশ্বরের কাছে প্রত্যেককেই সে বিষয়ে হিসাব দিতে হবে। অনেকেই এরূপ বলে থাকে, "আরে যা—বুড়ো হয়ে প্রভু-প্রভু করবো"। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সময় কাটিয়ে দেওয়া কি আর সারাটা জীবন তাঁর জন্য উৎসর্গের সময় সমান হয়? তা কখনই হতে পারেনা। আর সেই দস্যু যাকে যীশুর সাথে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল—ক্রুশ থেকেই কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রভুর দিকে যার মন ফিরে এসেছিল (লূক ২৩ ঃ ৪১-৪৩) তার সাথে কি আর পৌলের জীবনের তুলনা হতে পারে?

(২ তীমথিয় ৪ ঃ ৬-৮)। দুজনেই মুক্তি পেয়েছিল—প্রথম জন এ জগতে মাত্র কয়েকমিনিট সময় প্রভুর জন্য দিয়েছিল আর পৌল—সারাটা জীবন প্রভুর জন্য দৌড়েছেন। জীবনের শেষের কয়েকটা দিন নয় বরং সারাটা জীবনই প্রভুর জন্য দেই—প্রভু এটাই আমাদের কাছে চান।

যাত্রা পুস্তক ২০ ঃ ১২ ; ২৩ ঃ ৬ ; দ্বিঃ বিঃ ৩০ ঃ ২০ ; গীতসংহিতা ৯১ ঃ ১৬, হিতোপদেশ ৪ ঃ ১০ পদগুলোতে বলা হয়েছে যে, যারা তাঁর আজ্ঞা পালন করে ঈশ্বর এ জগতে তাদের আয়ুও অনেক বাড়িয়ে দেন। অন্যদিকে তিনি বলেন যে, তিনি দুষ্টদের আয়ু কমিয়ে দেন (১ শমূয়েল ২ ঃ ৩১-৩৩ ; হিতোপদেশ ১০ ঃ ২৭)।

১। সময়ের সদ্ব্যবহারের বিষয়ে নীচের কোন্ উক্তিটিতে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা (√) টিক্ চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) বুড়ো না হওয়া পর্যন্ত ঈশ্বরের জন্য সময় দেওয়ার এমন কিইবা গুরুত্ব আছে ?

খ) যেহেতু ঈশ্বরের কাছ থেকেই 'সময়' পেয়েছি, সেহেতু কিভাবে তাঁর দেওয়া সময় ব্যবহার করি, সে জন্য আমাদের হিসাব দিতে হবে।

গ) মানুষ সময় বাড়াতেও পারেনা, কমাতেও পারেনা, সুতরাং কিভাবে সময় ব্যবহার করতে হবে, সে বিষয়ে চিন্তা করবার কোন কারণ নেই।

২। 'সময়' কে ব্যাখ্যা করা যায়—

ক) একটা রাস্তার মত যার ওপর দিয়ে সামনে বা পেছনে যাওয়া যায়।

খ) একটি মূল্যবান সম্পদের মত আমরা যার মালিক।

গ) একটি মূল্যবান সম্পদের মত, ঈশ্বর যা আমাদের ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন।

কিভাবে সময় করে নিতে হবে ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ <u>এমন কয়েকটি উপায় বেছে নিতে পারা, যেগুলি সময়ের সদ্ব্যবহার করতে আমাদের সামনের সকল বাধা-বিপত্তি দূর করতে পারে।</u>

লক্ষ্য ৩ঃ এই পাঠে যে উদাহরণগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলির সাহায্যে আমাদের বিভিন্ন দায়িত্ব, সাপ্তাহিক সাক্ষাৎকারের তালিকা, দৈনিক কাজের তালিকা এবং যে কাজগুলো আমরা করতে পারি, সেগুলোর জন্য একটি তালিকা প্রস্তুত করতে পারা।

এখন তাহলে নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারছি যে, এ জগতে যে সময়টুকু আমরা বাঁচি, ঈশ্বর বিশ্বাস করেই সেই সময়টুকু আমাদের দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের জীবনের সমস্ত সময় তার নির্দেশ অনু-সারেই পরিচালনা করতে হবে। (ইফিষীয় ৫ঃ১৬, কলসীয় ৪ঃ৫)। জীবনে তাঁর নির্দেশ স্পষ্টভাবে পালন করবার জন্য এই সময়টুকু যথেষ্ট নয় বলে অনেকে মনে করে থাকে। কিন্তু পবিত্র আত্মার শক্তিতে, বুদ্ধি ও বিবেচনা করে আমরা সময় করে নিতে পারি। যে কয়েকটা ঘন্টা আমাদের অফিসে বা কাজে চলে যায়, তা বাদ দিয়েও অন্য সময় আমরা প্রভুর কাজের জন্য ব্যয় করতে পারি। কিভাবে আমরা সময় করে নিতে পারি, এ বিষয়ে নিচে কিছু নির্দেশ দেওয়া গেল।

আপনার দায়িত্বগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করুন ঃ

আমরা দ্বিতীয় পাঠে-ঈশ্বরের জন্য, অন্যদের জন্য ও নিজেদের জন্য বিনিয়োগের বিষয় ও তৃতীয় পাঠে—লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায়গুলো, প্রাধান্যের ক্রমপর্যায় ও পরিকল্পনার—বিষয় পাঠ করেছি। এবার আপনি এগুলো কাজে খাটাতে পারবেন অর্থাৎ আপনার ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বের কোনটিতে কতসময় প্রয়োজন, তা ঠিক করে নিতে পারবেন।

১। ঈশ্বরের জন্য 'সময়' দেওয়া। এটি আমাদের সব চেয়ে প্রধান দায়িত্ব। প্রাধান্যর ক্রমপর্যায়ের প্রথমেই এটিকে আমরা রাখতে পারি। যাত্রা পুস্তকের ২০ঃ৯-১০ পদে ঈশ্বর আমাদের এই ব্যবস্থাই দিয়েছেন—আমরা যেন আমাদের সময়ের সাত ভাগের একভাগ তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করি। ব্যক্তিগত আরাধনা করবার জন্যও কিছুটা সময় আমাদের দেওয়া দরকার। এ বিষয় আসুন আমরা মার্ক ১ঃ৩৫ পদ লক্ষ্য করি। এ ছাড়াও একাকী ঈশ্বরের সাথে কথা বলবার জন্য (নির্জন প্রার্থনা) এবং বাইবেল পড়বার জন্য আমাদের সময় করে

নিতে হবে। এগুলো যদি আমরা না করি তাহলে তাঁর দেওয়া সময় বৃথা নষ্ট করবার জন্য আমরা দায়ী থাকব এবং সেই সময় তাঁকে আমাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। তা কি আর সম্ভব হবে ? নিশ্চয় না— সময়তো ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। ভাই ও বোনেরা—তাহলে আসুন তাঁর দেওয়া সময় তাঁর উদ্দ্যেশ্যে উৎসর্গ করতে, তালিকার প্রথমে রেখে, সেইমত এখন থেকে কাজ করে যাই।

৩। মার্ক ১ঃ৩৫ পদে যীশু আমাদের যে উদাহরণ দেখিয়েছেন, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে কিভাবে তা প্রয়োগ করতে পারি ?

....

২। অন্যদের জন্য সময় দেওয়া। কর্মব্যস্ত জীবনে সময়ের অভাব মাঝে মাঝে দেখা যায়। স্বামী-বা স্ত্রীর সাথে কিছুটা সময় থাকবার বা মত বিনিময় করবার সময়ও অনেকে পায় না। যেমন— ব্যবসায়ীরা সকালে তাদের ব্যবসার জায়গায় চলে যায়—কাজ শেষ করে সন্ধ্যার পর নূতন ব্যবসা পাবার আশায় ঘুরতে ঘুরতে প্রায় দুপুর রাতে ঘরে ফিরে আসে। স্ত্রী হয়ত তখন ঘর-সংসার ও বাচ্চাদের সামলিয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমাদের অনেকের জীবন কি এভাবে চলছেনা ? তাই কাজের মাঝেও আমাদের সময় করে নিতে হবে স্বামী বা স্ত্রীর সাথে দুটো কথা বলবার জন্য। আদি পুস্তক ২ঃ২৪ পদে বলা হয়েছে, স্বামী স্ত্রী একই দেহ। স্বামী-স্ত্রীর দুজনেরই দুজনার দরকার। অথচ এ ধরনের অনেক ঘটনা আছে যে একই ঘরে স্বামী-স্ত্রী দুজনার জীবন যেন সম্পর্কহীন দুজন নারী-পুরুষের মত। এভাবে জীবন চলতে চলতে এক সময় দুজন দুদিকে চলে যায় 'এক দেহ' পরিণত হয় দু'দেহে—অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে।

এর পরে ছেলেমেয়েদের জন্য আমাদের সময় করে নিতে হবে। ছেলে-মেয়েদের নিজেদের অনেক সমস্যা বা প্রয়োজন থাকে, যেগুলো কেবল মাত্র আমরাই পূরণ করতে পারি। তারা ভুল করতে পারে, বাজে ছেলেমেয়েদের সাথে আড্ডা দিতে পারে, এসব ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য দরকার। তাদের দিকে লক্ষ্য দেবার জন্য আমাদের সময় করে নিতে হবে, যেন তাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের গৌরব হয়।

এরপর মণ্ডলীর ভাই-বোনদের জন্যও আমাদের সময় দিতে হবে। যেমন—এক সাথে ঈশ্বরের উপাসনায় যোগ দেওয়া, প্রার্থনা সভায় যোগ দেওয়া, ও বাইবেল পাঠে যোগ দেওয়া ইত্যাদি। এক কথায় মণ্ডলীতে সহভাগিতা রাখবার সময় আমাদের দিতেই হবে। খ্রীষ্টিয়ান ভাই-বোনদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব রাখতে হবে। বিপদে-আপদে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে, দুঃখ দুর্দশায় আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের মধ্যে থাকবে বন্ধুত্ব। শত কাজের মাঝেও এ সময় আমাদের করে নিতে হবে।

পরিশেষে বাইরের লোকদের জন্যও আমাদের সময় দিতে হবে। ঈশ্বরের কাজের জন্য কিছুটা সময় আমাদের ব্যয় করতে হবে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, প্রচার করে, সাক্ষ্য দিয়ে সময় ব্যয় করতে হবে ও এভাবেই অপরের জন্য কিছু সৎকাজ আমরা করতে পারি।

৩। নিজের জন্য সময় দেওয়া। এটি স্বার্থপর মূলক কথা বলে মনে হয়—তাই না? কিন্তু তবুও নিজেদের স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য বিশ্রাম, ব্যায়াম, মন হাল্কা রাখবার জন্য কিছু খেলাধুলা বা আনন্দস্ফুর্তির সময় আমাদের দিতে হবে। ভবিষ্যতে কি করব এবং কিভাবে আরও তাঁর গৌরব ও প্রশংসা করতে পারি সেগুলোর জন্য নূতন পরিকল্পনা করবার সময় অবশ্যই আমাদের দিতে হবে এবং এভাবেই সবচেয়ে ভালভাবে তার সেবায় আমরা সময় নিতে পারি।

৪। আপনার নোট বইয়ের পৃষ্ঠা তিনভাগে ভাগ করুন ঃ ঈশ্বরের জন্য, অন্যদের জন্য, ও নিজেদের জন্য সময়ের ঘর আঁকুন। প্রতিটি ভাগে আপনার দায়িত্বগুলি লিখুন।

ঈশ্বরের জন্য সময়	অন্যদের জন্য সময়	নিজেদের জন্য সময়

এ্যাপয়েন্টমেন্ট বই ব্যবহার করুন ঃ

কিভাবে এবং কখন আপনি আপনার দায়িত্বগুলি পালন করবেন, সেইজন্য ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই একটি তালিকা তৈরী করে ফেলেছেন। এই তালিকা অনুসারে কাজগুলো ঠিকমত করবার জন্য একটি ছোট নোট বই সব সময় পকেটে রাখতে হবে, ও প্রতিদিনের বিভিন্ন কাজের সময়, লোকজনদের সাথে দেখা করার সময়, প্রার্থনার সভার সময়, রোগী দেখতে যাওয়ার সময় ও প্রতিবেশীর খবরা-খবর নেওয়ার সময় লিখে রাখতে হবে ও সেইমত কাজ করে যেতে হবে। এগুলি লিখতে হয়ত দৈনিক আধা ঘন্টা সময় লাগতে পারে। তাছাড়া একটা ছোট নোট বই'এর দামই বা এমন কি? একজন খ্রীষ্টিয় পরিচর্যাকারী হিসাবে এই রকম একটি নোট বই ব্যবহার করার একান্ত প্রয়োজন। অপর পৃষ্ঠায় উদাহরণটি দেখুন—

● ● ●

মে	মে
সোমবার সন্ধ্যা ৮-০০ আধা ঘন্টা স্ত্রীর সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা। সন্ধ্যা ৮-৩০ সুব্রত অসুস্থ, তাকে দেখতে যেতে হবে।	**বৃহস্পতিবার** বিকাল ২-০০ হাতপাতালে রোগী দেখতে যেতে হবে। বিকাল ৭-০০ বড় ছেলের সাথে কিছু কথা বলতে হবে।
মঙ্গলবার সকাল ১০-০০ ইলেকট্রিক বিল দিতে যেতে হবে।	**শুক্রবার** সন্ধ্যা ৮-০০ উপাসনায় গান পরিচালনা করতে হবে।
বুধবার সন্ধ্যা ৮-০০ প্রার্থনা সভায় যেতে হবে।	**শনিবার** বিকাল ২-০০ প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছেলেমেয়েদের সাণ্ডে স্কুলে আসতে বলতে হবে।
	রবিবার সকাল ৮-০০ সাণ্ডে স্কুলের ক্লাশ নিতে হবে। সন্ধ্যা ৬-০০ গীর্জায় যেতে হবে।

কেউ হয়ত ভাবতে পারে যে খ্রীষ্টিয় কার্যকারীর এ ধরনের নোট বই ব্যবহার করায় এমন কি উপকার হবে ? নিশ্চয়ই উপকার আছে। নিচে তিন ধরণের উপকারের বিষয়ে আলোচনা করা হল ঃ-

১। আপনার যদি বেশ কয়েকজনের সাথে দেখা করা বা অনেকগুলো বিশেষ কাজ করার কথা থাকে, তাহলে ভুলে যাবার সম্ভাবনা থাকতে পারে। নোট বই ব্যবহার করলে আপনি এ ধরনের ভুল থেকে রক্ষা পাবেন।

২। এভাবে সমস্ত কাজগুলো আগে থেকে নোট বই'এ লিখে রাখলে সেই সময়টি আপনি অন্য কোন দিকে দিতে পারবেন না এবং এভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর ক্ষতি হবেনা।

৩। এইভাবে চললে দায়িত্বগুলো ঠিকমত পালন করা যায় ও অনেক বেশী কাজ করবার সময় পাওয়া যায়।

প্রতিদিন নোট বই দেখতে হবে, এমন কি দিনের মধ্যে কয়েকবার দেখতে হতে পারে যে, কি কি কাজ, কখন, কার সাথে করতে হবে, ইত্যাদি। যে কাজটি করা হয়ে যাবে সাথে সাথে সেখানে একটি কাটা (×) চিহ্ন বসাতে হবে। এতে বুঝতে পারা যাবে যে কোন্ কাজগুলো করা হয়ে গেছে, আর কোন্গুলো করতে বাকী আছে।

৫। নোট বই'এ আগামী সপ্তায় 'কখন,' 'কার সাথে,' 'কি কাজ করতে হবে' সেগুলো লিখে রাখুন। এই পাঠে যে উদাহরণ দেওয়া আছে তা লক্ষ্য করুন।

প্রত্যেকটি কাজের সময় নির্দিষ্ট করুন ঃ

অনেকে ভাবতে পারে যে, প্রতিদিনের খুঁটিনাটি কাজ যেমন—প্রার্থনা করা, গীর্জায় যাওয়া ইত্যাদি, নোট বই'এ লেখার দরকার নেই। হয়ত তা ঠিক, তবুও একটি নির্দিষ্ট দিনে যে কাজগুলি আপনি সাধারণতঃ করে থাকেন, অন্তত তার একটি তালিকা আপনার করে রাখা উচিত, যাকে আমরা দৈনিক কাজের তালিকা বলতে পারি। এটি করলেও যথেষ্ট উপকারে আসবে। এর দ্বারা প্রতিদিন কখন কি কাজ

আপনাকে করতে হবে, তা আপনি স্মরণ করতে পারবেন। অন্য লোকেরাও আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে যে, আপনি কখন কি কাজে ব্যাস্ত থাকেন। —তা না হলে আপনি হয়ত প্রার্থনা সভায় যাচ্ছেন আর তখন দেখা যাবে যে বেশ কয়েকজন অতিথি আপনার ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছে।

একজন সাধারণ বিশ্বাসী যিনি বাইরে চাক্‌রী করেন বা একজন খ্রীষ্টিয়ান গৃহিনীর জন্য নিচে এই ধরনের একটা দৈনন্দিন তালিকার নক্‌সা দেওয়া গেল। অবশ্য দেশ, সময় ও কৃষ্টি অনুসারে এর এক-আধটু রদ বদলও হতে পারে।

একজন চাকুরী জীবির দৈনন্দিন কাজের তালিকা ঃ

৬ ঃ ০০	ঘুম থেকে ওঠা।
৬ ঃ ৩০	প্রার্থনা করা।
৭ ঃ ০০	নাস্তা খাওয়া।
৭ ঃ ১৫	কাজে বাইরে যাওয়া।
৮ ঃ ০০	কাজ শুরু করা।
১২ ঃ ৩০	স্নান।
১ ঃ ০০	আহার।
১ ঃ ৩০	কাজে ফিরে যাওয়া।
৫ ঃ ০০	বাড়ী ফেরা।
৫ ঃ ৩০	খেলাধুলা/বাচ্চাদের সাথে সময় কাটান।
৬ ঃ ৩০	প্রার্থনা সভায় যাওয়া/ বেড়ানো।
৮ ঃ ০০	আহার।
৯ ঃ ০০	কিছু পড়াশুনা।
১০ ঃ ০০	প্রার্থনা ও বিশ্রাম।

একজন গৃহিনীর দৈনন্দিন কাজের তালিকা ঃ

৬ ঃ ০০	ঘুম থেকে ওঠা ও নাস্তা তৈরী করা।
৭ ঃ ০০	নাস্তা খাওয়া।
৭ ঃ ৩০	বাচ্চাদের নিয়ে প্রার্থনা ও স্কুলে যাওয়া।
৮ ঃ ৩০	ঘরের কাজ, সেলাই ইত্যাদি।
১০ ঃ ০০	রান্না।
১২ ঃ ৩০	স্নান।
১ ঃ ০০	আহার।
১ ঃ ৩০	ধোয়া মোছা।
২ ঃ ৩০	গৃহস্থলী।
৩ ঃ ৩০	বেড়ানো।
৫ ঃ ০০	বাড়ী ফেরা।
৫ ঃ ৩০	রান্না।
৮ ঃ ০০	আহার।
৯ ঃ ০০	ধোয়া মোছা।
১০ ঃ ০০	প্রার্থনা ও বিশ্রাম।

৬। দৈনন্দিন কাজের তালিকা নোট বই'এ লিখে রাখতে হবে। উপরে যে উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে, সেভাবে আপনিও একটি তালিকা তৈরী করতে পারেন। সব সময় সবার কাজের ধরণ তো আর একরকম হয়না। একটু এদিক ওদিক হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই যার যার সুবিধামত তার দৈনন্দিন তালিকা তৈরী করা দরকার। যাহোক, দায়িত্ব ঠিকমত পালন করবার জন্য এ ধরনের তালিকা করে নিলে দেখবেন কাজ করবার যথেষ্ট সময় পাচ্ছেন—সময়ের আর অভাব হবে না। নিশ্চয়ই এর মধ্যে আপনি এ ধরনের একটি দৈনন্দিন কাজের তালিকা তৈরী করেছেন। পাঠের মধ্যকার ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় যে তালিকাটি আপনি প্রস্তুত করেছেন সেটিই এজন্য ব্যবহার করতে পারবেন।

কাজের তালিকা তৈরী করুন ঃ

আগামীকাল কি কি কাজ করতে হবে, সেগুলোর জন্য একটি তালিকা তৈরী করলে আমাদের কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করতে যথেষ্ট সময় হাতে পাওয়া যাবে, এবং কাজগুলোও ঠিকমত করা হবে। বিশেষ করে যারা স্বাধীনভাবে কাজ করেন তাদের জন্য খ্রীষ্টিয় কার্যকারীদের জন্য ও গৃহিনীদের জন্য এ ধরনের দৈনিক কাজের তালিকা একান্তভাবে প্রয়োজন। পরের দিন কি কি কাজ করতে চান, সেগুলোর জন্য প্রতিদিন একটি তালিক তৈরী করে নেবেন। অনেকে একটা সাধারণ তালিকা ব্যবহার করেন আবার কেউ কেউ এমন ধরনের তালিকা পছন্দ করেন যেখানে বিভিন্ন বিষয়কে পৃথক পৃথক ভাবে সাজান হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়গুলিকে পৃথকভাবে সাজান এমন একটি তালিকার নমুনা নিচে দেওয়া হোল ঃ

চিঠি লেখা ঃ পাষ্টার সুশান্ত সরকারের কাছে। মিঃ তালুকদারের কাছে। মায়ের কাছে।	**গৃহ পরিদর্শণ ঃ** মিঃ অমর বালা। মিঃ যতীন বৈদ্য। মিসেস বৈরাগী।
কেনা-কাটা ঃ বাচ্চার দুধ। স্ত্রীর জন্য ওষুধ।	**দেনা-পাওনা ঃ** ঘর-ভাড়া দিতে যেতে হবে। চালের দোকানের টাকা দিতে হবে।

এভাবে কাজের তালিকা তৈরী করে নিলে আপনার কাজগুলো অবশ্যই সুসম্পন্ন হবে। এভাবে আমরা করি না বলেই কারো কাছে দেরিতে চিঠি লেখার জন্য ক্ষমা চাইতে হয় অথবা কারো অসুখ হয়েছে শুনে যখন দেখতে যাই তখন গিয়ে দেখি যে সে সুস্থ হয়ে উঠেছে অথবা শেষ মুহূর্তে ইলেকট্রিক বিল দেবার জন্য আমাদের মত যারা দেরী করে ফেলছে, তাদের সংগে লম্বা লাইনে দাড়াতে হয়, ইত্যাদি। অন্যদিকে, আমরা আমাদের কাজগুলো যদি ভাগ করে নেই, তাহলে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো প্রথমে করে নিতে পারি, ও যখন যা করার তখন তা করে ফেলতে পারি। এগুলো করি না বলেই বাজার করে এসে আমাদের আবার বাজারে ফিরে যেতে হয়, আরেকটা জিনিষ কিনতে।

৭। আপনার নোট বই'এ বা একটা পৃথক কাগজে যে কাজগুলো করতে হবে সেগুলো লিখে নিন। এর মধ্যে যেগুলি একসাথে করতে পারবেন বলে মনে করেন সেগুলিকে উপরের উদাহরণের মত এক একটি অংশে তালিকাবদ্ধ করুন।

৮। ছেলের খেলনা কিনবার জন্য সন্তোষ বাবু ছেলেকে নিয়ে বাজারে গেলেন। বাজার করতে করতে হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল—আহা। "আজ সন্ধ্যায়তো মতিয়াখালি প্রার্থনা সভা ছিল।" ভবিষ্যতে কিভাবে চললে এই ধরণের সমস্যা এড়ানো যাবে? টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) প্রত্যেকটি কাজের সময় নির্দিষ্ট করে।
খ) যে কাজগুলো করতে হবে সেগুলোর জন্য একটা তালিকা তৈরী করে।
গ) এ্যাপয়েন্টমেন্ট বই ব্যবহার করে।

সব কিছু সময়মত করুন ঃ

যিনি ঘড়ি আবিষ্কার করেছেন, এ জগতের অনেক লোকই তাকে মাঝে মাঝে গালি দিয়ে থাকে। ঘড়ি না থাকলে দেরী করে অফিসে গেলে কৈফিয়ৎ দিতে হত না—ইত্যাদি। তাদের ধারণা এই ঘড়িই আমাদের দাস বানিয়েছে। এরাই সব সময় অফিসে দেরী করে আসে ও অন্যান্য কাজের জন্য ঠিকমত সময় করে নিতে পারে না। এর ফলে এদের জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়।

যীশু খ্রীষ্টকে জানবার আগে 'দেরী হওয়াটা' আমাদের কাছে হয়ত এমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আমরা ভাবতাম ঈশ্বরের সাথে একটা রফায় আসার জন্য অনেক সময়ইত পড়ে আছে। কিন্তু আমাদের অবশ্যই এটা বুঝতে হবে যে, ঈশ্বর সব কিছু সময় মতই করে থাকেন (গালাতীয় ৪ ঃ ৪, তীত ১ ঃ ২-৩)। যীশুও সব কাজ সময়মত করেছিলেন, এবং তিনি চান, যারা তাঁর কথা শোনে, তারাও যেন তাদের সমস্ত কাজ সময়মত করে (লূক ২২ ঃ ১৪, যোহন ৭ ঃ ৬)।

আমরা আমাদের সময়ের ধনাধ্যক্ষ—সেজন্য আমাদের সব কাজ ঠিক সময়ে করতে হবে। কারো সাথে বিশেষ সময়ে দেখা করার বা কাজের কথা থাকলে তা সময়মত ও ঠিকমত পালন করতে হবে এবং তাতে সে লোকেরাও ভাববে যে, তাদের বিষয় আমরা বিবেচনা অথবা চিন্তা করে থাকি। যেমন—কোন একজন ভদ্রলোককে আপনি যদি একটি নির্দিষ্ট দিনে সকাল দশটায় দেখা করতে বলেন, আর আপনি সাড়ে দশটায় তার সাথে দেখা করেন, তাহলে আপনি তার আধা ঘন্টা সময় নষ্ট করলেন। একজন কর্মচারী সব সময় চেষ্টা করে ঠিক সময় মত কাজে আসতে। আপনারও উচিৎ সময় মত সভা মিটিং শুরু করা বা লোকের সংগে সময় মত দেখা করা।

অপেক্ষা করার সময়টুকুও কাজে লাগান ঃ

আপনি যখন টার্মিনালে লঞ্চের জন্য অপেক্ষা করছেন, বা কারো সাথে দেখা করতে অপেক্ষা করছেন, এমন কি বাসে, ট্রেনে বা লঞ্চে

কোথাও যাচ্ছেন, সেই সময় নিছক বসে না থেকে বা অন্যদের বাজে আলাপে মন না দিয়ে এই পাঠ্যক্রমের একখানা বই বা খ্রীষ্টের উপর লেখা কোন বই পড়ে সময় কাটাতে পারেন। ভাল কোন বই হাতের কাছে না থাকলে এমন কোন চিন্তা করে সময় কাটাতে পারেন, যা আপনার পক্ষে মংগলজনক। পাশের লোকের কাছে খ্রীষ্টের কথা বলেও এ সময়টুকু ব্যয় করতে পারেন। কোন কিছুর জন্য বা কারো জন্য যখন আমরা কিছুটা সময় অপেক্ষা করছি, সেই সময়টুকু আমরা এভাবে কাজে লাগাতে পারি। ফেলে আসা সময়তো আর আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি না—তাছাড়া 'সময়ের' ধনাধ্যক্ষ হিসাবে কয়েকটা মিনিটও আমাদের নিছক কাটিয়ে দেওয়া উচিৎ নয়।

৯। অপেক্ষা করার সময়টুকু আপনি কিভাবে কাজে লাগাতে পারেন, আপনার নোট বই'এ তা লিখে নিন।

সামর্থের বিনিয়োগ করতে পারা ঃ

সামর্থ সম্পর্কে কিছু কথা ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ মথি ২৫ ঃ ১৪-৩০ পদে সামর্থের উপযুক্ত ব্যবহার সম্পর্কে কি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা বুঝতে পারা।

দ্বিতীয় পাঠে যে বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, মথি ২৫ ঃ ১৪-৩০ পদে যীশু এক মনিবের গল্পের মধ্যে দিয়ে আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। আর তা হোল এই যে আমরা প্রতিজনই ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ। মোটামুটি ভাবে আমরা তিনটি দিক তাঁর এই গল্পের মধ্যে দেখতে পাই। যেমন ঃ—(ক) মনিব হচ্ছেন ঈশ্বর (খ) কর্মচারী হচ্ছি আমরা প্রতিজন এবং (গ) মুদ্রাগুলো হচ্ছে আমাদের যোগ্যতা বা সামর্থ।

যীশুর এই গল্পটি আমাদের চারটি বিষয় শিক্ষা দেয় ঃ

১। মনিব যেমন কর্মচারীদের প্রত্যেককে কিছু পরিমাণ মুদ্রা দিয়েছিলেন, তেমনি ঈশ্বরও আমাদের প্রত্যেককে কিছু কিছু যোগ্যতা বা সামর্থ দিয়েছেন। মনিবের লাভের জন্য যেমন

সেই মুদ্রাগুলো কর্মচারীরা ব্যবহার করেছিল, সেইভাবে আমাদের যোগ্যতা ও সামর্থগুলি ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমার জন্য ব্যবহার করতে হবে।

২। প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি থেকে আলাদা। কেউ হয়ত অনেক বেশী ক্ষমতার অধিকারী, আর একজন কিছু কম ক্ষমতার অধিকারী। কেউ কেউ বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী হয়, আবার অন্যরা সাধারণ মানের যোগ্যতা সম্পন্ন হয়। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে আমাদের প্রত্যেকের যোগ্যতা একরকম নয়। আমাদের যার যেমন যোগ্যতা তিনি দিয়েছেন, সেইমত কাজও তিনি আমাদের কাছ থেকে আশা করেন।

৩। কর্মচারীদের প্রত্যেকে যেমন মনিবের দেওয়া মুদ্রাগুলো বিনিয়োগ ক'রে মনিবকে লাভ দেখাবার জন্য দায়ি ছিল, ঈশ্বরও ঠিক তেমনি ভাবে চান, আমরা যেন তাঁর দেওয়া যোগ্যতা ও সামর্থগুলি তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে বিনিয়োগ করে তাঁকে লাভ দেখাতে পারি।

৪। ফিরে আসার পরে মনিব প্রত্যেক কর্মচারীর কাছ থেকে হিসাব নিয়েছিলেন—তার দেওয়া মুদ্রা যে কর্মচারীরা বিনিয়োগ করেছিল, তিনি তাদের পুরস্কার দিয়েছিলেন কিন্তু যে বিনিয়োগ করেনি, মনিব তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন। ঠিক তেমনিভাবে ঈশ্বর আমাদের যে যোগ্যতা দিয়েছেন সেগুলো কিভাবে বিনিয়োগ করেছি, একদিন তার হিসাব আমাদের দিতে হবে।

কোন কোন লোকের বিশেষ বিশেষ গুণ বা যোগ্যতা আছে যেমন—খুব ভাল লিখতে পারা, ভাল গান গাইতে পারা, ভাল খেলতে পারা বা ভাল বক্তৃতা দিতে পারা, ইত্যাদি। আবার জন্ম থেকেই কেউ কেউ খুব আলাদা গুণ নিয়ে এসেছেন। বড় বড় লেখক, কবি বা শিল্পীদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, কিভাবে এই যোগ্যতা তারা পেয়েছেন, সম্ভবতঃ অনেকেই জবাব দেবেন, কতকাংশে অক্লান্ত পরিশ্রম, চেষ্টা ও অভ্যাসের ফলে ; ও কতকাংশে ঈশ্বরের দান হিসাবে।

১০। মথি ২৫ ঃ ১৪-৩০ পদে যোগ্যতা ও সামর্থ ব্যবহারের বিষয় যে যে শিক্ষা যীশু আমাদের দিয়েছেন, নীচের কোন্ উক্তিগুলোর সাথে সেগুলোর সামঞ্জস্য আছে, টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) বেশী যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদের মত, কম যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদেরও তাদের যোগ্যতা বা সামর্থগুলি বিনিয়োগ করতে হবে।

খ) যোগ্যতা কম থাকুক বা বেশী থাকুক প্রত্যেকের যোগ্যতার উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

গ) খুব কম লোকেরই যোগ্যতা বা সামর্থ আছে।

ঘ) যোগ্যতা ও সামর্থ কিভাবে বিনিয়োগ করা হচ্ছে—সেজন্য ঈশ্বরের কাছে আদৌ কোন হিসাব দিতে হবে কিনা, তা চিন্তা বিবেচনা করবার স্বাধীনতা মানুষের আছে।

ঙ) প্রত্যেকের একই যোগ্যতা বা সামর্থ আছে।

১১। মথি ২৫ ঃ ১৪-৩০ পদে দেওয়া গল্পটির মধ্যে মনিব, কর্মচারী ও মুদ্রাগুলো দিয়ে আমাদের কোন্ তিনটি বিষয় বুঝান হয়েছে।

ক) ঈশ্বর, মানুষ এবং কর্মচারীরা।

খ) কর্মচারীরা, পরিচর্যাকারীগণ এবং মালিক।

গ) ঈশ্বর, মানুষ এবং সামর্থ বা যোগ্যতা।

ঘ) মালিক, মুদ্রা এবং যোগ্যতা।

নিজের মধ্যে যে সামর্থ আছে, তা বুঝতে পারা ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ নিজেদের মধ্যে যে সামর্থ আছে তা বুঝবার জন্য এই পাঠে যে উপায়গুলো আছে সেগুলো অনুসরণ করতে পারা।

অনেকে ভেবে থাকেন যে, তাদের কোন যোগ্যতা নেই। প্রভুর জন্য কিছু করার যোগ্যতা তাদের নেই, তাই তারা খুব দুঃখিত। কিন্তু যীশু আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, কিছু করতে পারেনা এমন অক্ষম আমাদের মধ্যে কেউই নেই। অন্য ভাবে আবার তিনি বলেছেন যে, প্রত্যেকেই কম বেশী হোক কিছু না কিছু দান পেয়েছে। আসল ঘটনা হোল, আমাদের ভিতরে কোন যোগ্যতা আছে কিনা, কখনও আমরা তা খুঁজে দেখিনা। আমাদের ভিতরে অনেক ভাল যোগ্যতা হয়ত সুপ্ত

আছে······ব্যবহৃত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। যদি আপনি এ ধরণের সমস্যায় থেকে থাকেন, তাহলে নীচের উপায়গুলোর মাধ্যমে আপনার ভেতরের যোগ্যতা বুঝতে পারবেন।

১। **ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করুন ঃ** আমরা তৃতীয় পাঠে পড়েছি যে, আমাদের প্রত্যেকের জীবন নিয়ে ঈশ্বরের একটি বিশেষ পরিকল্পনা আছে। নিঃসন্দেহে তাহলে বুঝতে পারি যে, তাঁর পরিকল্পনা সফল করার জন্য প্রত্যেককে তিনি কিছু না কিছু যোগ্যতা দিয়েছেন। আসুন—আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করি—তাহলে নিজেদের ভেতরের যোগ্যতা বুঝতে তিনিই আমাদের সাহায্য করবেন। আর তাঁর ইচ্ছানুসারে আমাদের যোগ্যতা বিনিয়োগ করে এ জগতে আমরা তাঁকে গৌরবান্বিত করতে পারবো।

"আমার মধ্যে কোন যোগ্যতাই নেই," এই কথা ভাবতে ভাবতে এক ভদ্র মহিলা একবার খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি তার সমস্যাটি প্রভুর কাছে নিবেদন করলেন, হঠাৎ তার মনে পড়ল, "হ্যাঁ—আমি তো খুব ভাল কেক্ বানাতে পারি।" আর পরের দিনই তিনি সাণ্ডে স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের ও ছেলে-মেয়েদের তার বাসায় চায়ের নেমন্তন্ন করলেন। সাথে পাড়ার ছেলে-মেয়েদেরও ডেকে সবাইকে একসাথে খাওয়ালেন। সেখানে বাচ্চাদের একটা ছোট পার্টি হোল। সাণ্ডে-স্কুলের এক শিক্ষয়িত্রী বাচ্চাদের প্রভুর প্রশংসা গান শেখালেন, বাইবেলের গল্প তাদের শেখালেন। ঐ ভদ্র মহিলা তারপর থেকে প্রায়ই সাণ্ডে-স্কুলের বাচ্চাদের ও শিক্ষয়িত্রীদের ডেকে এনে এমনি করতেন। কয়েক বছর পর ভদ্র মহিলার ঐ বাড়ীটা একটা প্রচার কেন্দ্রে পরিণত হোল।

২। **চারিদিকে লক্ষ্য করুন ঃ** আপনি যদি আপনার চারিদিকে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন, আপনার মণ্ডলীতে, আপনার প্রতিবেশীদের মধ্যে, অনেক কিছু করবার প্রয়োজন রয়েছে। একটু চিন্তা করলে কিভাবে কি করলে ভাল হয়, সেজন্য অনেক সুযোগও আপনি পেয়ে যাবেন। আর এই সুযোগগুলোই হচ্ছে, নিজের মধ্যে যে যোগ্যতা আছে তা বুঝতে পেরে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কাজ করার একটি পথ। উদাহরণ স্বরূপ—ছেলে-মেয়েদের জন্য কি করা যায়, এ বিষয় চিন্তা করতে করতেই রবার্ট রেইকস্ সর্বপ্রথম সাণ্ডে-স্কুল শুরু করেন, তেমনিভাবে রবার্ট বেডেন পাওয়েলও সর্বপ্রথম বয়-স্কাউট শুরু করেন।

৩। **নূতন কিছু করবার চেষ্টা করুন ঃ** কথায় কথায় সাধারণতঃ লোকে বলে থাকে, "ঝুঁকি না নিলে কি আর নদী পার হওয়া যায়?" এর অর্থ হোল হোক বা না হোক—নূতন ধরণের কিছু করবার জন্য আপনার যোগ্যতা ও সামর্থ খাটান। আশি বৎসর বয়সে এক বুড়ি তৈল-চিত্র অংকন শিখে কয়েক বছরের মধ্যেই পৃথিবী বিখ্যাত তৈল-চিত্র শিল্পী হয়েছিলেন। কত বছর ধরে এই মহিলা ঘুমন্ত যোগ্যতা নিয়ে ঘুরেছেন। আমার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, এই পাঠ্যক্রম লিখবার জন্য আমাকে শুধু নদী পার হতে হয়নি এক সাগর পেরিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছি। লিখবার আগ্রহ ছোটবেলা থেকেই আমার ছিল, কিন্তু বিশ বছর আগেও আমি ভাবতে পারিনি যে, এই বইটি আমি লিখতে পারবো।

কোন কিছু করতে আপনার কি বিশেষ আগ্রহ আছে? সাহস করুন, কি জানি হয়ত এই বিশেষ কাজ করার জন্য ঈশ্বর আপনাকে যোগ্যতা দিয়েছেন।

১২। এই পাঠে যে উপায়গুলো দেওয়া হয়েছে, সেগুলো অনুসরণ করে কে কে তাদের নিজেদের যোগ্যতা বা সামর্থ বুঝতে পেরেছে তা টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) এমন কোন যোগ্যতা সৌমেন খুঁজে পাচ্ছেনা, যা বিনিয়োগ করে সে প্রভুর গৌরব করতে পারে। এ বিষয় নিয়ে প্রার্থনা করতে করতে

হঠাৎ তার মনে হোল—দালান গাঁথার কাজতো সে জানে। গীর্জা-ঘরের দেওয়াল ভেংগে পড়েছে—তাই দেয়ালের কাজ করে দিতে সে মনস্থির করলো।

খ) মেরী গান খুব পছন্দ করে। সে যদি ভাল গাইতে পারত, তাহলে কি চমৎকারই না হোত। পালক বাবু সাণ্ডে-স্কুলের ছেলে-মেয়েদের গান শেখাতে সাহায্য করবার জন্য মেরীকে অনুরোধ করলেন কিন্তু মেরী রাজী হোলনা। যেহেতু সে খুব ভাল গাইতে পারেনা, তাই ভাবছে, যদি কোথাও একটু ভুল হয়ে যায় তাহলে অন্যদের সামনে তাকে লজ্জা পেতে হবে।

গ) সুভাষ জানতে পারলো যে তাদের মণ্ডলীতে ১২ থেকে ১৫ বছরের ছেলে-মেয়েদের জন্য সাণ্ডে-স্কুলের কোন বন্দোবস্ত নেই। এই বিষয়ে স্থানীয় পালকের সাথে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নিল, আগামী শুক্রবার থেকে এই বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্য সে সাণ্ডে-স্কুল চালাবে। অল্প দিনের মধ্যেই দেখা গেল, তার ক্লাশে অনেক ছাত্র-ছাত্রী হয়েছে।

১৩। আপনার মধ্যে হয়তো কোন সুপ্ত প্রতিভা আছে। কি ধরণের প্রতিভা আছে কখনও কি তা খুঁজে দেখেছেন? আপনার নোট বই'এ নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

ক) ঈশ্বর আমাকে যে যোগ্যতা দিয়েছেন, তা বুঝবার জন্য কখনও কি তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছি?

খ) আমার পাড়ায় বা মণ্ডলীতে কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা, কখনও কি তা খোঁজ নিয়ে দেখেছি? কল্যাণকর বা ভাল কিছু করবার কোন সুযোগ কি আমার আছে?

গ) এমন কি কি নূতন কাজ করতে আমি আগ্রহী যেগুলো চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে?

সামর্থের উন্নতি সাধন করতে পারা ঃ

লক্ষ্য ৬ ঃ সামর্থের উন্নতি সাধন করতে ও তা প্রভুর উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করতে পারা।

সামর্থের উন্নতি সাধন একান্ত প্রয়োজন ঃ

কিছু না কিছু করবার মত যোগ্যতা প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু কেউ যদি এই যোগ্যতা বা সামর্থ বিনিয়োগ না করে, তাহলে কিভাবে এর উন্নতি সাধন হবে, বরং যতটুকু রয়েছে তাও ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকবে (মথি ২৫ ঃ ২৮)। অকর্মন্য দাসটির কিছু যোগ্যতা বা সামর্থ ছিল, আর সেজন্যই তার প্রভু তাকেও কিছু তালন্ত বা মুদ্রা দিয়েছিলেন। আপনার কিছু যোগ্যতা আছে। ঈশ্বরই এ যোগ্যতা আপনাকে দিয়েছেন। তিনি চান আপনি এগুলির উন্নতি সাধন করেন।

সামর্থের উন্নতি সাধন সম্ভব ঃ

দুভাবে আমরা আমাদের যোগ্যতার উন্নতি সাধন করতে পারি। প্রথমতঃ অন্যদের অনুসরণ করে। যেমন, যারা কোন কিছু খুব ভালভাবে করতে পারে, তাদের কাজের পদ্ধতি খুব ভালভাবে লক্ষ্য করতে হবে বা শুনতে হবে যে, কিভাবে তারা তাদের উন্নতি সাধন করছে। তারপর ঠিক সেই মত করতে হবে। তাছাড়া, পরিপূর্ণ জ্ঞান ও যোগ্যতা নিয়ে পৃথিবীতে কেউই আমরা আসিনি, সুতরাং, অন্যদের কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবেই। অন্যভাবে বলতে গেলে শিখবার ক্ষমতা নিয়ে আমরা এ জগতে এসেছি। অন্যদের হাটতে ও কথা বলতে দেখে একটা বাচ্চাও সেইভাবে একটু একটু হাটতে ও কথা বলতে শুরু করে। একটু একটু করেই বাচ্চার উন্নতি হতে থাকে। এক সময়ে দেখা যায় বাচ্চাটি দৌড়াচ্ছে আর সব কথাই বলতে পারছে। একইভাবে কোন কিছু করবার জন্য আমাদের যোগ্যতাগুলির অনুশীলন করে এক সময়ে দেখা যাবে যে ভালভাবেই তা আমরা করতে পারছি। উদাহরণ স্বরূপ— আপনি কি একজন শিক্ষক হতে চান? একজন শিক্ষক কিভাবে শিক্ষা দেন ; তাকে অনুসরণ করুন। আপনি গিটার বাজানো শিখতে চান? কিভাবে গিটার বাদক গিটার বাজিয়ে থাকেন, খুব মনযোগ দিয়ে শুনুন, লক্ষ্য করুন, এবং নিজে সেইভাবে অভ্যাস করুন। এভাবে আপনি স্বরলিপি অভ্যাস না করেও বাজাতে শিখতে পারেন। প্রথম প্রথম তো

আর ভালভাবে বাজাতে পারবেন না—তা হতাশ হয়ে পড়বেন না যেন! অভ্যাস করতে থাকুন। এক সময়ে আপনিও একজন ভাল গিটার বাদক হতে পারবেন।

দ্বিতীয়তঃ যে বিষয় আমরা শিখতে চাই অর্থাৎ আমাদের যোগ্যতার উন্নতি সাধন করতে চাই, সেই বিষয়ে কোন স্কুল থেকে একটি পাঠ্যক্রম ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা লাভ করে আমাদের যোগ্যতার উন্নতি সাধন করতে পারি। এমনও হতে পারে যে, যে বিষয় আপনি শিক্ষা নিচ্ছেন, আগে থেকে সে বিষয়ে আপনার কোন অভ্যাস নেই। এতে অবশ্য কিছু বেশী সময় লাগবে। তবে যে বিষয় শিখবার জন্য আপনি স্থির করেছেন, সেই বিষয় যদি ভবিষ্যতে ব্যবহার করবার চিন্তা না থাকে, তাহলে তা শিখার কোন অর্থই হয়না। এতে ঈশ্বরের দেওয়া সময়ের অপচয় করা হবে মাত্র। যোগ্যতার অভ্যাস করলে তাতে যোগ্যতার উন্নতি সাধন হবে এবং তা ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করবে। তাঁর গৌরবের জন্য কোন বিশেষ যোগ্যতার উন্নতি সাধনে আপনাকে যদি কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, তাও করুন। ঈশ্বর আমাদের কাছে তা-ই চান।

১৪। সামর্থ বা যোগ্যতার উন্নতি সাধন করবার প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব যদি কাউকে বোঝাতে হয় তাহলে নীচের কোন্ শাস্ত্রাংশ সবচেয়ে উপযোগী হবে, টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) যাত্রা পুস্তক ৩১ ঃ ১-১১

খ) মথি ২৫ ঃ ২৮

গ) ১ পিতর ৪ ঃ ১০

সামর্থ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা ঃ

অনেকে তাদের যোগ্যতা মন্দ কাজে ব্যবহার করে থাকে। কেউ কেউ কেবল নিজেদের স্বার্থে এগুলি খাটায় কিন্তু যারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিজেদের যোগ্যতা উৎসর্গ করতে পারছেন তারা কতই না সুখী! ঈশ্বর কি আপনাকে খুব মধুর কণ্ঠস্বর দিয়েছেন? তাঁর গৌরবের জন্য তা ব্যবহার করুন। আপনি কি একজন রাজ মিস্ত্রী? গীর্জাঘর তৈরী বা মেরামতে ব্যবহার করে আপনার যোগ্যতা তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করুন।

১৫। এমন কি কি যোগ্যতা আপনার আছে যেগুলো আপনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে পারেন ?

....

আমেরিকার একজন খ্রীষ্টিয়ান যুবক দেখতে পেল যে তার দেশে বাস বা গাড়ীর মধ্যে বিভিন্ন ধরণের প্রচার পত্র লাগানো, কিন্তু কোথাও খ্রীষ্টের বিষয় কোন প্রচার পত্র লাগানো নাই। তখন সে স্থির করল, খ্রীষ্টের বিষয় প্রচার পত্র তৈরী করে বাস, গাড়ীতে লাগিয়ে, ঈশ্বরের কাজে তার যোগ্যতা খাটাবে। যেমন চিন্তা তেমন কাজ! শাস্ত্রের বিভিন্ন পদ নিয়ে বিভিন্ন প্রচার পত্র তৈরী করে সে লাগাতে শুরু করল। এভাবে সে পুরোপুরি এই কাজেই লেগে গেল। এই যুবকই আজ খ্রীষ্টিয় প্রচার পত্র তৈরীর বিশ্ববিখ্যাত একজন ব্যবসায়ী।

প্রেরিত ৯ ঃ ৩৬ পদে দর্কা—মহিলাদের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হাজার হাজার খ্রীষ্টিয়ান মহিলাদের তিনি প্রভুর কাছে তাদের যোগ্যতা বিনিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাদের হাত, সুচ সুতা প্রভৃতি ক্ষুদ্র বিষয় আমাদের জন্য কল্যাণকর হয়েছে এবং ঈশ্বরের রাজ্য এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। ঈশ্বর চান এভাবে আমরা যেন আমাদের যোগ্যতাগুলি বিনিয়োগ করি বা কাজে খাটাই (১ পিতর ৪ ঃ ১০)।

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যারা তাদের যোগ্যতা বিনিয়োগ করতে চায়, তিনি তাদের আরও বিশেষ যোগ্যতা দিতে পারেন। তিনি তাদের অলৌকিক জ্ঞান ও দক্ষতা দিতে পারেন। যাত্রা পুস্তক ৩১ ঃ ১-১১, এবং ৩৫ ঃ ৩০-৩৬ ঃ ১ পদে আমরা দেখতে পাই যে, দু'জন ইস্রায়েলী শিল্পকারদের প্রভু কিভাবে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করেছিলেন। আমরা যদি এভাবে প্রভুর কাছে চাই তাহলে, আমরাও একইভাবে আশীর্বাদযুক্ত হতে পারি।

১৬। গীর্জাঘরের ইলেকট্রিকের সমস্ত লাইন করে দিয়ে শিম্‌শন তার যোগ্যতা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করতে চায়। এর অর্থ শিম্‌শনকে ঃ-

ক) ইলেকট্রিকের কাজ শিখবার জন্য টেক্‌নিক্যাল স্কুলে ভর্তি হতে হবে।

খ) ইলেকট্রিকের কাজ কিভাবে করতে হয়, তা অভ্যাস করতে হবে।

গ) তার যোগ্যতা এমন ভাবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে ঈশ্বরের গৌরব হয়।

পরীক্ষা—৬

১। জর্জ বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরই তার 'সময়ের' মালিক, তাহলে তাকে কি করতে হবে টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) সব সময় উপযুক্ত ভাবে তার সময় ব্যয় করবে, যাতে ঈশ্বরের কাছে সে ঠিকমত হিসাব দিতে পারে।

খ) জীবনের শেষ দিনগুলি বিশেষ যত্নের সংগে রক্ষা করতে চেষ্টা করবে, যাতে ঐ দিনগুলি সে প্রভুর কাজের জন্য দিতে পারে।

গ) 'সময়ের' মালিক তো ঈশ্বর, জর্জের আর এমন কিইবা করবার আছে।

২। অন্যান্য মূল্যবান সম্পদের সংগে ও সময়ের সংগে তুলনা হয়না কেন, টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) কেননা সময়ের শেষ নেই—যত যায় ততই আসতে থাকে।

খ) এটা এমন কিছু নয়, যার জন্য ঈশ্বরের কাছে সরাসরি আমাদের হিসাব দিতে হবে।

গ) ঈশ্বর দেখতে চান, 'সময়' আমরা কিভাবে ব্যয় করি।

ঘ) কেননা কোন কিছুর বিনিময়ে 'সময়' আমরা কারো কাছ থেকে কিনতে বা বিক্রী করতে পারিনা।

৩। বা দিকে কাজের বর্ণনা করা হয়েছে, আর ডান দিকে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। বা পাশের যে কাজগুলি ডান পাশের যে দায়িত্বগুলির সংগে মেলে সেগুলি দেখান। ডান পাশের দায়িত্বর সংখ্যাটি বা পাশের কাজের সামনে দেওয়া খালি জায়গায় বসান।

......ক) মেয়ের সাথে কথা বলা।	১। ঈশ্বরের জন্য সময় দেওয়া।
......খ) আরাধনা বা উপাসনায় যোগ দেওয়া।	২। অন্যদের জন্য সময় দেওয়া।
......গ) বাচ্চাদের নিয়ে বাইরে ঘুরতে যাওয়া।	৩। নিজের জন্য সময় দেওয়া।
......ঘ) বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা করা।	

......ঙ) স্ত্রী/স্বামীর সাথে পারিবারিক সমস্যার বিষয় আলাপ আলোচনা করা।
......চ) খেলাধূলার জন্য কিছুটা সময় নেওয়া।
......ছ) ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করা।
......জ) অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে যাওয়া।

৪। বা দিকে কতগুলো সমস্যা দেওয়া হয়েছে। ডান দিকের উপায়গুলো ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে এগুলো সমাধান করা যায়। ডান দিকের যে উপায়টি ব্যবহার করলে বা দিকের যে সমস্যাটি সমাধান হয়, তা দেখান (ডান দিকের সংখ্যাটি বা দিকের খালি জায়গায় বসিয়ে দেখালেই চলবে)।

......ক) নমিতা গীর্জায় রওনা করবে ঠিক সেই সময় তার নণ্ক্রীষ্টিয়ান বান্ধবীরা বাসায় বেড়াতে আসলো।
......খ) শমুয়েলের হঠাৎ মনে পড়লো যে একই সময়ে তাকে দুটি মণ্ডলীতে প্রচার করতে হবে।
......গ) শিপ্রা ষ্ট্যাম্প কিনতে ভুলে গিয়েছিল তাই আবার তাকে পোষ্ট অফিসে যেতে হবে।
......ঘ) শেষের দিন ইলেকট্রিক বিল দেবার জন্য সমীর ব্যাংকে গিয়ে লম্বা লাইনের পেছনে দাড়ালো।
......ঙ) মিনু ভুলে গিয়েছিল যে, রবিবার গীর্জায় গান চালাবার দায়িত্ব তার।

১। "এ্যাপয়েন্টমেন্ট বই" ব্যবহার করা।
২। প্রত্যেকটি কাজের সময় নির্দিষ্ট করা।
৩। কাজের তালিকা তৈরী করা।

৫। মথি ২৫ ঃ ১৪-৩০ পদের গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই যে, প্রত্যেক কর্মচারীকেই মনিবের কাছে তার কাজের হিসাব দিতে হয়েছিল। এর অর্থ হোল যে— (সঠিক উত্তরটি টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন)।

ক) মানুষকে ঈশ্বরই যোগ্যতা দিয়েছেন, সুতরাং কিভাবে তাঁর দেওয়া যোগ্যতা ব্যবহার করা হচ্ছে, সেজন্য তাঁর কাছে হিসাব দিতে হবে।

খ) যারা অন্যদের অধীনে চাক্‌রী করে, যোগ্যতা কিভাবে বিনিয়োগ করেছে, কেবলমাত্র তাদেরই তার হিসাব দিতে হবে। আমরা যারা স্বাধীন আমাদের দিতে হবে না।

গ) গল্পের মনিব হলেন আমাদের মা-বাবা বা মণ্ডলীর নেতাগণ।

৬। জগদীশ বাবু শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে তার যোগ্যতার বিনিয়োগ করতে চান। তাহলে তিনি কি করবেন? টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) তিনি প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করবেন যে, কি যোগ্যতা তার আছে।

খ) খুব সতর্কতার সংগে তার যোগ্যতাটি ব্যবহার করবেন, কারণ এই একটি মাত্র যোগ্যতাই তার আছে।

গ) ভাল শিক্ষক হওয়ার জন্য তিনি আরও প্রয়োজনীয় লেখাপড়া করতে থাকবেন এবং যা কিছু শিখছেন, সেগুলো রীতিমত অভ্যাস করতে থাকবেন।

সপ্তম অধ্যায় পড়া শুরু করার আগেই দ্বিতীয় ভাগের ছাত্র-রিপোর্ট তৈরী করে আপনার আই, সি, আই, শিক্ষকের নিকট পাঠিয়ে দিন।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলোর উত্তর ঃ

৯। আপনার নিজের উত্তর।

১। খ) যেহেতু ঈশ্বরের কাছ থেকেই 'সময়' পেয়েছি, সেহেতু কিভাবে তাঁর দেওয়া সময় ব্যবহার করি, সে জন্য আমাদের হিসাব দিতে হবে।

১০। (ক) ও (খ) উক্তিগুলো সঠিক, অন্যান্যগুলো নয়।

২। গ) একটি মূল্যবান সম্পদের মত, ঈশ্বর যা আমাদের ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন।

১১। গ) ঈশ্বর, মানুষ এবং সামর্থ বা যোগ্যতা। এই পাঠে যে তিনটি উপাদান দেখানো হয়েছে—মনিব, কর্মচারী ও মুদ্রা, সেগুলো যথাক্রমে ঈশ্বর, মানুষ ও যোগ্যতা সম্পর্কে বুঝায়। এই তিনটি উপাদানের কোন্‌টি কি বুঝায়, তা কখনও মিলিয়ে ফেলা উচিৎ না।

৩। আপনার নিজের উত্তর। আপনি নিশ্চয়ই দৈনন্দিন প্রার্থনা ও রীতিমত বাইবেল পড়বার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।

১২। ক) সৌমেন ও গ) সুভাষ। এই পাঠের কোন্‌ উপায়টি অনুসরণ করলে মেরীর উপকার হবে বলে আপনি মনে করেন।

৪। আপনার নিজের উত্তর। কারো সাথে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাকী রয়েছে না কি?

১৩। আশা করি খুব সতর্কতার সাথে প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনার নোট বই'এ লিখেছেন। আপনার উত্তরগুলোই সুপ্ত প্রতিভাগুলি খুঁজে পেতে আপনাকে সাহায্য করছে। আপনার আসে পাশে কোন অভাব বা প্রয়োজন থাকলে আশা করি তাও বুঝতে পেরেছেন।

৫। আপনার নিজের উত্তর। যে কাজগুলো করতে আপনি কথা দিয়েছেন, সেগুলো কি নোট বই'এ লিখেছেন? তালিকাভুক্ত করার মত আরও কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ কি বাকী আছে? যদি বাকী থেকে থাকে, সেগুলো করবার জন্য সময় করে নিন ও নোট বই'এ লিখে নিন।

১৪। খ) মথি ২৫ : ২৮ পদ। এখানে আমরা দেখতে পাই—কেউ যদি সামর্থ বা যোগ্যতার উন্নতি সাধন না করে বা যোগ্যতা বিনিয়োগ না করে, তাহলে সেই যোগ্যতা সে হারিয়ে ফেলতে পারে। যাত্রা পুস্তক ৩১ : ১-১১ পদে ঈশ্বর যে মানুষকে বিশেষ যোগ্যতা বা সামর্থ দিয়ে থাকেন, সে সম্পর্কে আরো কিছু বলা হয়েছে ও ১ পিতর ৪ : ১০ পদে কিভাবে আমাদের যোগ্যতাগুলি ব্যবহার করতে হবে, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৬। আপনার নিজের উত্তর। ঈশ্বরের জন্য সময় দেবার কথা কি আপনার মনে আছে? আপনার পরিবার ও অন্যান্য লোকদের জন্য? নিজের জন্য?

১৫। আপনার নিজের উত্তর।

৭। আপনার নিজের উত্তর। একই কাজের জন্য আবার যেন যেতে না হয়, সে জন্য কোন পথ খুঁজে পেয়েছেন কি? গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু কি আপনার মনে পড়ে, যা এখুনি করা প্রয়োজন?

১৬। গ) তার যোগ্যতা এমন ভাবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে ঈশ্বরের গৌরব হয়। ক) ও খ)'এ যোগ্যতাগুলি ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করার চেয়ে সেগুলির উন্নতি সাধন করার কথাই বেশী বলে।

৮। গ) এ্যাপয়েন্টমেন্ট বই ব্যবহার করে। কখন ছেলেকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে যেতে হবে তা পরিকল্পনা করে সন্তোষ বাবুর এ বই'এ লিখে রাখা উচিৎ ছিল ও সেইমত চললে তার কোন সমস্যাই হতনা। ঠিক সময়ে তিনি প্রার্থনা সভায় যেতে পারতেন।

● ● ●

(নোট লেখার জন্য)

তৃতীয় খণ্ড

খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতা
ও
আমাদের দায়িত্ব

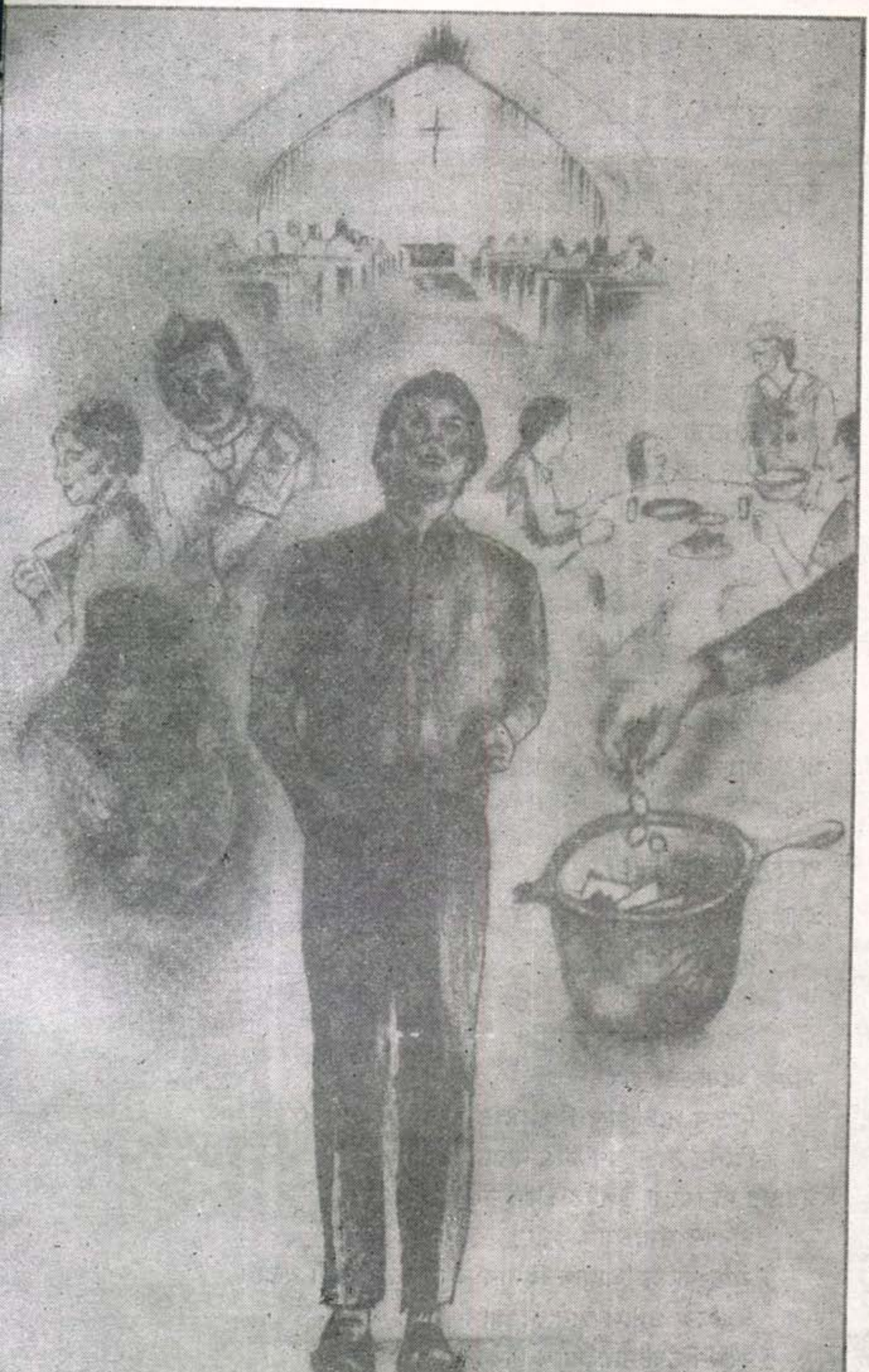

আমাদের অর্থ-সম্পদ

এ যাবৎ যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো আমাদের বিষয়-আসয় ঠিকমত ব্যবহার করবার জন্য শিক্ষা দিয়েছে। আমাদের বিষয়-আসয় হ'ল—আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, ইচ্ছা, অনুভূতি, দেহ, সময় ও সামর্থ। এই সব দিয়ে ঈশ্বর আমাদের এ জগতে পাঠিয়েছেন, সেগুলো ছাড়াও আমাদের আরও বিষয়-আসয় আছে, যেমন—আমাদের অর্থ-সম্পদ বা টাকা-পয়সা। আমাদের এই অর্থ-সম্পদের বিষয়ই এই পাঠে আলোচনা করা হয়েছে।

যে সব অর্থ-সম্পদ ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন, সেগুলো ঠিকমত দেখাশুনা ও পরিচর্যা করা আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। একথা মনে রেখেই এই পাঠে আমাদের এমন কিছু নীতির বিষয় শিক্ষা দেওয়া হোল যেগুলো আমাদের সাহায্য করবে, এগুলোর প্রতি আমাদের সঠিক মনোভাবের বিষয় বলবে ও এমন কতগুলো উপায়ের বিষয় বলবে যার সাহায্যে আমরা আমাদের দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম হব।

পাঠের খসড়া ঃ

নীতি নির্ধারণ করা।
- ঈশ্বরের দাবী।
- যীশুর শিক্ষা।
- ঈশ্বরের সন্তানদের উক্তি।

সঠিক মনোভাব রাখা।
- বিশেষ দুটো মন্দ বিষয় থেকে দূরে থাকা।
- বিশেষ দুটো গুণ লাভ করতে পারা।

ঈশ্বরের দানগুলো উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা।
- টাকা-পয়সা আয় করা।
- আয়-ব্যয়ের আগাম হিসাব বা বাজেট তৈরী করা।
- ঈশ্বরকে প্রথমে স্থান দেওয়া।
- বুদ্ধি-বিবেচনার সাথে টাকা-পয়সা খরচ করা।

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ শেষ করার পর আপনি ঃ

★ অর্থ-সম্পদ ও মানুষ সম্পর্কে যে সব কথা বাইবেলে বলা হয়েছে, সেগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

★ যে সব নীতি খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষকে টাকা-পয়সা আয় করতে, ও সেগুলো ঠিকমত ব্যবহার করতে পরিচালনা করে, সেগুলো নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ ঃ

১। এটি একটি ব্যবহারিক পাঠ—অর্থাৎ শুধু পড়ার চেয়ে বিষয়টি বুঝে নিয়ে নিজের জীবনে ব্যবহার করাই হোল আসল লক্ষ্য। আপনার অর্থ-সম্পদ কিভাবে ব্যবহার করবেন, সেই বিষয়ে সাহায্যকারী অনেক উপায় এই পাঠের মধ্যে আছে। পাঠের মধ্যকার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে ভুল করবেন না।

২। যে শব্দের অর্থ জানেন না বই'এর শেষের দিকে 'পরিভাষায়' খোঁজ করুন। পাঠের মধ্যে যে সব পদের উল্লেখ আছে সেগুলো অবশ্যই পড়বেন।

৩। আবার ভালভাবে সমস্ত পাঠটি পড়ুন। পাঠের শেষে দেওয়া পরীক্ষাটি সম্পূর্ণ করে উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিন।

মূল শব্দাবলী ঃ

নির্ধারণ	উপনীত
আগাম হিসাব	কোটিপতি
ব্যবহারিক	অজানিত
সামঞ্জস্যপূর্ণ	সর্ব্বশান্ত
তত্ত্বাবধায়ক	আধ্যাত্মিক

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

নীতি নির্ধারণ করা ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কতকগুলো উক্তি ও উদাহরণ খুঁজে বের করতে পারা।

আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠে পড়েছি—ঈশ্বর মালিক আর আমরা তাঁর ধনাধ্যক্ষ। অর্থ-সম্পদের বেলায়ও একই কথা, কেননা যে অর্থ-সম্পদ দেখাশুনা ও ব্যবহার করে, তাকে আমরা একজন ধনাধ্যক্ষ (তত্ত্বাবধায়ক) হিসাবেই গণ্য করে থাকি।

ঈশ্বরের দাবী ঃ

টাকা-পয়সা, জমি-জমা, ঘর-বাড়ী—এগুলোই হোল এ জগতের সম্পদ। আমাদের টাকা-পয়সাকে সোনা রূপো বলা হয়েছে। টাকা পয়সার মূল্য নির্ভর করে সোনা ও রূপোর মূল্যের উপর। আর ঈশ্বর বলেছেন, "রৌপ্য আমারই, স্বর্ণও আমারই" (হগয় ২ ঃ ৮)। সুতরাং এ জগতের আমাদের টাকা-পয়সার মালিকও ঈশ্বর। জায়গাজমির বিষয়ও ঈশ্বর সৃষ্টির শুরুতেই বলেছেন। "পৃথিবী সদাপ্রভুরই" (যাত্রা পুস্তক ৯ ঃ ২৯)। এটা খুবই লক্ষ্যণীয় বিষয় যে লেবীয় ২৫ ঃ ২৩ পদে ইস্রায়েলদের জমিতে অধিকার ঈশ্বরই দিয়েছিলেন, কিন্তু জমির মালিকানা তাঁর কাছেই রেখেছিলেন। তাহলে এখন সহজেই বোঝা যায় যে, জমি-জমায় মানুষের চেয়ে ঈশ্বরের অধিকার কত বেশী।

১। ঈশ্বরের অধিকারের বিষয় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জমি-জমার দিকে আমাদের মনোভাব কেমন হওয়া উচিত ? ....

যীশুর শিক্ষা ঃ

প্রভু যীশুর শিক্ষার বেশীর ভাগই মানুষ ও ধন-সম্পদ সম্পর্কে। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষা হচ্ছে—

১। এ জগতে নিজেদের জন্য ধন-সম্পত্তি জমা করবে না (মথি ৬ ঃ ১৯, ২১)। ধন-সম্পত্তি জমা করা বোকামী ছাড়া কিছুই নয় (লূক ১২ ঃ ১৬-২১ ; মার্ক ৮ ঃ ৩৬)।

২। আমরা একসাথে ঈশ্বর ও ধন-সম্পত্তি এ দুটোর সেবা করতে পারি না (মথি ৬ ঃ ২৪)।

৩। অভাবীদের সাহায্যের জন্য আমাদের ধন-সম্পত্তি বিনিয়োগ করতে হবে। এভাবে আমরা স্বর্গে নিজেদের জন্য ধন-সম্পদ জমা করতে পারব। (মথি ৬ ঃ ২০ ; ১৯ ঃ ২১ ; লূক ১২ ঃ ৩৩ ; ১৬ ঃ ৯)।

৪। ধনী লোকদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা খুবই কঠিন (লূক ১৮ ঃ ১৮-২৫)।

এ সব শিক্ষা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি ঃ মানুষ যেভাবে চিন্তা করে সেভাবে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে ধন-সম্পত্তি ব্যবহার করা উচিত। আর এটা খুবই যুক্তিযুক্ত, কারণ মানুষ নয়, কিন্তু ঈশ্বরই সমস্ত ধন-সম্পত্তির মালিক। যীশু তিন চাকরের গল্পে (মথি ২৫ ঃ ১৪-৩০); দুষ্ট কর্মচারীর গল্পে (লূক ১৬ ঃ ১-৮) ও একশো দীনারের গল্পে (লূক ১৯ ঃ ১১-২৬)-মধ্য দিয়ে পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়েছেন যে, মানুষ হচ্ছে ধন-সম্পত্তির পরিচর্যাকারী মাত্র। এই তিনটি গল্পের মধ্যে আমরা দেখেছি যে, কর্মচারীরা মনিবের ধন-সম্পত্তি কেবল দেখাশুনা করত—মালিকানা ছিল মনিবদের হাতে।

ঈশ্বরের সন্তানদের উক্তি ঃ

পুরাতন নিয়মের ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই যে, দাউদ রাজা হয়েও বুঝতে পেরেছিলেন যে, মানুষ কেবল ধন-সম্পত্তির পরিচর্যাকারী। তিনি বলেছিলেন যে ঈশ্বরই হচ্ছেন সমস্ত ধন-সম্পত্তির প্রকৃত মালিক (১ বংশাবলী ২৯ ঃ ১২. ১৬)। নিজের ও প্রজাদের ধন-সম্পত্তি মিলিয়ে যখন তিনি মন্দির তৈরী করছিলেন, তখন বলেছিলেন যে, এ সকল ঈশ্বরের, তাঁকেই ফিরিয়ে দিলাম (১ বংশাবলী ২৯ ঃ ১৪, ১৬-১৭)।

প্রাথমিক মণ্ডলীর খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা কোন কিছুই নিজেদের বলে দাবী করতেন না (প্রেরিত ৪ ঃ ৩২) তারা যীশুর শিক্ষা অনুসারে তাদের সমস্ত ধন-সম্পত্তি বিক্রী করে এনে অভাবীদের সাহায্য করতেন (প্রেরিত ২ ঃ ৪৫ ; ৪ ঃ ৩৪)।

একই ভাবে প্রেরিত পৌলও বলেছিলেন যে, এ জগতে যে সব জিনিষ ও অর্থ-সম্পদ আমরা ব্যবহার করছি আমরা সেগুলোর মালিক নই, আমাদের কেবল ব্যবহার করবার অধিকার আছে। কেননা "জগতে আমরা তো কিছুই সংগে নিয়ে আসিনি আর জগৎ থেকে কিছুই সংগে নিয়ে যেতে পারব না" (১ তীমথিয় ৬ ঃ ৭)।

২। নীচের উক্তিগুলোর মধ্যে যেটি বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে ধন-সম্পদ ব্যবহারের বিষয় বলে সেখানে টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) অক্লান্ত পরিশ্রম করে শ্যামল অনেক টাকা বানিয়েছে। তার পরিশ্রমের জন্যই এত টাকা। সুতরাং যেমন খুশী তেমনভাবে সে তার টাকা খরচ করতে পারে।

খ) লিলি নিজের টাকা দিয়ে পাড়ার গরীব পরিবারের ছেলেমেয়েদের কাপড় কিনে দেয়।

গ) সমস্ত টাকা তাপস নিরাপদ জায়গায় জমা রাখে। সে ভাবে কয়েক বছর পর তার আরও অনেক টাকা হবে।

ঘ) যোয়েল পালক হবার জন্য মনস্থির করলো। যদিও সে জানে যে, পালক হলে সে বেশী টাকা আয় করতে পারবে না।

সঠিক মনোভাব রাখা ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ অনেকগুলি উক্তি ও উদাহরণের মধ্য থেকে, অর্থ-সম্পদের দিকে আমাদের মনোভাব কেমন হবে, তা স্থির করতে পারা, ও বাইবেলের শিক্ষার সাথে এগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা' বুঝতে পারা।

বিশেষ ছুটো মন্দ বিষয় থেকে দূরে থাকা ঃ

লোভ ঃ

যেহেতু লোভ হচ্ছে আরও পাওয়ার জন্য অতৃপ্ত আকাঙ্খা, সেহেতু, লোভ পাপ। কথায় বলে লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু। মানুষের পতনের মূল কারণ ছিল লোভ। লোভ-স্বভাব নিয়েই আমরা এ জগতে এসেছি। লোভ এক দুষ্ট ব্যাধি—মানুষ যত পায় আরও তত বেশী চায়। এক-দল সাংবাদিক একবার একজন কোটিপতির ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। এক সাংবাদিক তাকে জিজ্ঞেস করেছিল "আমাদের মনে হয় আপনার জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্খা পূর্ণ হয়েছে। আপনার আর কোন আশা আছে কি ? এ প্রশ্নের উত্তরে ঐ কোটিপতি বলেছিলেন "হে যুবক, তুমি জান না, আমার যা আছে, তার চাইতে আরও কিছু বেশী চাই"। এরা হয়ে পড়েছে ধন-সম্পদের দাস। ধন-সম্পদ আমা-দের উপর কি ভয়ানক প্রভুত্বই না করে। তাই যীশু বলেছেন—

"সাবধান! সব রকম লোভের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করুন, কারণ অনেক বিষয়-সম্পত্তি থাকাই মানুষের জীবনের সবচেয়ে দরকারী বিষয় নয়" (লূক ১২ ঃ ১৫)।

লোভের বিষয় বলতে গিয়ে প্রেরিত পৌল খুব দুঃখ করে বলেছেন, লোভ করা প্রতিমা পূজার মত (কলসীয় ৩ ঃ ৫)। লোভকে তিনি জঘন্যতম পাপগুলির একটি বলে দেখিয়েছেন (ইফিষীয় ৫ ঃ ৩-৫)। অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন "যারা ধনী হতে চায় তারা নানা পরীক্ষায় এবং ফাঁদে পড়ে" (১ তীমথিয় ৬ ঃ ৯)। এর দ্বারা আমরা বুঝি যে, লোভ কেবল ধনবান লোকদের জন্যই নয়, এটা দরিদ্রদের মধ্যেও সমভাবে বিদ্যমান। লোভ কেবল পাপই নয়, লোভ এমন সব বাজে ও অনিষ্টকর ইচ্ছা মনে জাগিয়ে তোলে, যা লোককে ধ্বংস ও সর্বনাশের তলায় ডুবিয়ে দেয়। একজন বলেছিলেন যে, লোভ এমন পাপ যা কেউ অন্যের কাছে স্বীকার করতে চায়না। এ বিষয় প্রেরিত পৌল স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সব রকম মন্দের উৎস হচ্ছে টাকা-পয়সার প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসা (১ তীমথিয় ৬ ঃ ১০)। তাহলে ভাই ও বোনেরা—আসুন, আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে, এখন থেকে অর্থ-সম্পদ নয়, কিন্তু যিনি আমাদের অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন, সেই মালিককে সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসবো।

৩। যীশু কেন সব রকম লোভের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য আমাদের সাবধান করেছেন?

....

....

দুশ্চিন্তা ঃ

দুশ্চিন্তা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এটি লোভের সংগে সংগে থাকে। কোন কোন সময় একটি অন্যটিকে নিয়ে আসে। যীশু আমাদের এই জগতের ধন-সম্পদ পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত আগ্রহ ও চিন্তা-ভাবনা না করবার জন্য অনেকবার বলেছেন। মথি ৬ ঃ ২৫-৩৪ পদে দুশ্চিন্তা না করবার জন্য তিনি তিনটি কারণ দেখিয়েছেন ঃ

১। ঈশ্বর আমাদের দেহ ও জীবন দিয়েছেন। যে কাপড়-চোপড় দিয়ে এই দেহ আমরা ঢাকি ও যে খাবার খেয়ে জীবন রক্ষা করি, এগুলোর চেয়ে জীবন ও দেহ কি অনেক বেশী মূল্যবান নয়? এগুলো যদি ঈশ্বর দিয়ে থাকেন, তাহলে এদের জন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু তাও কি তিনি দেবেন না? তিনি কখনই চান না যে, না খেয়ে আমরা মরে যাই বা উলঙ্গ হয়ে বেড়াই। বনের পাখীদের বা মাঠের ফুলের জন্য যখন তিনি তা চান না, তখন আমরা যারা তার ধনাধ্যক্ষ তিনি কি আমাদের জন্য তাই চাইবেন?

২। ঈশ্বর জানেন যে আমাদের খাবার ও কাপড়ের দরকার আছে। এগুলো দেবার জন্য তিনি প্রস্তুত আছেন।

৩। দিনের কষ্ট দিনের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং কালকের চিন্তা কালকের উপর ছেড়ে দিতে হবে। সহজভাবে বলতে গেলে— প্রতিদিনইত আমরা যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি সুতরাং আগামী দিনের অজানিত সমস্যাগুলি টেনে এনে এর সংগে যোগ করবার আর প্রয়োজন আছে কি?

প্রেরিত পৌলও বলেছেন যে, কোন বিষয় নিয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত না, বরং আমাদের সমস্ত চাওয়ার বিষয় ধন্যবাদের সংগে প্রার্থনার দ্বারা ঈশ্বরকে জানাতে হবে (ফিলিপীয় ৪ ঃ ৬)। পৌল বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বরই আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ দিয়ে প্রতিপালন করবেন (ফিলিপীয় ৪ ঃ ১৯)।

একই কথা প্রেরিত পিতরও আমাদের বলেছেন—"তোমাদের সব চিন্তা-ভাবনার ভার তাঁর উপর ফেলে দাও, কারণ তিনি তোমাদের বিষয়ে চিন্তা করেন" (১ পিতর ৫ ঃ ৭)। তাহলে আসুন ধন-সম্পত্তির জন্য নয় বরং যিনি আমাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু দিয়ে প্রতিপালন করছেন তাঁর গৌরবের জন্য চিন্তা করি।

আমার জীবনের একটি বাস্তব ঘটনা। প্রায় ১৯ বছর আগের কথা। আমার বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে একদিন আমাদের

ঘরে কোন খাবার ছিলনা। সারাদিন না খেয়ে থেকে শেষে স্থির করলাম- ঈশ্বর যদি চান যে আমরা না খেয়ে মরে যাই-ঠিক আছে, তাঁর ইচ্ছাই মেনে নিলাম (ফিলিপীয় ৪ ঃ ১২)। কিন্তু একটা বিষয় ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে, আমাদের এক বছরের বাচ্চা কেন আমাদের সংগে না খেয়ে কষ্ট পাবে ? অবশ্য বেশী ক্ষণ এভাবে কাটেনি, কারণ ঈশ্বর দশ দিন আগেই আমাদের খাবারের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। ঐ দিন আমরা এত যথেষ্ট পেলাম যাতে আমাদের প্রায় এক মাসের খাবার হয়ে গেল। বাবা যেমন ছেলেমেয়েদের সব কিছু দিয়ে পালন করেন, আমাদের স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বরও তেমনি প্রয়োজনীয় সব কিছু দিয়ে আমাদের প্রতিপালন করে আসছেন। আপনি কি আর্থিক কষ্টের মধ্যে আছেন ? আপনি কি আজকে না খেয়ে আছেন ? তিনি আমার জন্য যা করেছেন, আপনার জন্যও তাই করতে পারেন।

৪। কোন কিছুর জন্য আপনি কি খুব চিন্তা-ভাবনা করছেন ? আপনার নোট বই'এ আপনার সমস্যার কথা লিখে রাখুন। তারপর প্রার্থনা করতে থাকুন—বিশ্বাস রাখুন যে প্রয়োজনীয় সব কিছু দিয়ে তিনি আপনাকে প্রতিপালন করবেন। তাঁকে বলুন যে আপনার আর কোন চিন্তা-ভাবনা নেই, সবকিছু তাঁর উপর ন্যাস্ত করেছেন। আমাদের চিন্তা-ভাবনাগুলো কেন ঈশ্বরের উপর ন্যাস্ত করতে হবে ?

....

....

বিশেষ দুটো গুণ লাভ করতে পারা ঃ

পরিতৃপ্তি ঃ

লোভ হচ্ছে আরও পাওয়ার ইচ্ছা কিন্তু পরিতৃপ্তি হচ্ছে কম-বেশী যা কিছু আছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা (ইব্রীয় ১৩ ঃ ৫)। পরিতৃপ্তি মানে অনেক ধন-সম্পদ চাওয়া নয়, আবার দারিদ্রতায় নিষ্পেষিত হওয়াও নয়—বরং যা আছে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা (হিতোপদেশ ৩০ ঃ ৮-৯)।

মথি ২৫ ঃ ১৫ পদ অনুসারে ঈশ্বর ধনাধ্যক্ষদের ব্যবহারের ক্ষমতা অনুযায়ী অর্থ-সম্পদ দিয়ে থাকেন। তিনি কাউকে কম দেন না। যে ধনাধ্যক্ষরা অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত, প্রভু তাদের আরও বেশী বিষয়ের ভার দেন (মথি ২৫ ঃ ২১)। সুতরাং ঈশ্বর আমাদের যা কিছু দিয়েছেন, তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে (১ তীমথিয় ৬ ঃ ৬, ৮), এবং বিশ্বাস রাখতে হবে যে, প্রয়োজন মত তিনি আরও বেশী দেবেন।

একজন খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষকে সব সময় তার 'প্রয়োজন' ও 'বেশী পাবার ইচ্ছা'—এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। আমাদের যা কিছু প্রয়োজন ঈশ্বর সেগুলো আমাদের দিয়ে থাকেন (ফিলিপীয় ৪ ঃ ১৯), কিন্তু আমরা যা কিছু চাই, ঈশ্বর যে আমাদের তার সবই দেবেন, এমন নয় (যাকোব ৪ ঃ ৩)। তিনি আমাদের পালনকর্তা—তিনি জানেন কি কি আমাদের জন্য সবচেয়ে ভাল। সাধারণভাবে বাঁচবার মত ও চলবার মত প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা ও জিনিষপত্র যদি আমাদের থাকে তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে, এবং তাঁর গৌরব ও প্রশংসা করতে হবে।

দানশীলতা ঃ

দানশীলতা বলতে উদারতা বুঝায়। আরও সহজভাবে বলতে গেলে তা হল অন্যদের দান করার অভ্যাস। দান করা ঈশ্বরের নিজের একটি গুণ (১ তীমথিয় ৬ ঃ ১৭ পদের শেষাংশ) ; তিনি তাঁর পুত্রকে আমাদের জন্য দান করেছিলেন (যোহন ৩ ঃ ১৬)। লোভ হচ্ছে আরও অধিক পাওয়ার প্রবল ইচ্ছা, দানশীলতা ঠিক তার উল্টো। এটি পরিতৃপ্তির মতই একটি গুণ—যা আছে সেগুলো থেকে অন্যদের নিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা। লোভী লোকেরা নিজেদের জন্য অর্থ-সম্পদ জমা করে কিন্তু দানশীল লোকেরা অন্যদের সাহায্যের জন্য তার অর্থ-সম্পদ দিয়ে দেয় (প্রেরিত ২ ঃ ৪৫ ; ৪ ঃ ৩৪-৩৭)।

দ্বিতীয় পাঠে আমরা পড়েছি—দান করা হোল ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া সম্পদ বিনিয়োগ করা। তাহলে সহজভাবে বলা যায়, দান করা হচ্ছে খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ ধারণার আলোকে আমরা বলতে পারি, কোন লোভী লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে অর্থ-সম্পদ পায় ও তা নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করে, আর দানশীল লোক ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই তা ব্যবহার করে।

ঈশ্বর চান, তাঁর ধনাধ্যক্ষেরা হবে দানশীল। প্রথমে ঈশ্বরের উদ্দে-শ্যেই ধনাধ্যক্ষদের দানশীলতা দেখাতে হবে (যাত্রা পুস্তক ৩৫ ঃ ৫)। খালি হাতে ঈশ্বরের সামনে কারুর যাওয়া উচিত না (দ্বিতীয় বিবরণ ১৬ ঃ ১৬-১৭)।

৫। যে যে উপায়ে আপনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আপনার দানশীলতা দেখাতে পারেন, সেগুলি আপনার নোট বইয়ে লিখুন।

মরিয়মের দানশীলতা আমাদের জন্য এক লক্ষ্যনীয় উদাহরণ (যোহন ১২ ঃ ৩)। যীশুর জন্য সে খুব দামী উপহার এনেছিল। উপহারটি কত দামী ছিল সেটাই দেখবার বিষয় নয়, কিন্তু প্রভু যীশুর প্রতি তার যে ভালবাসা ছিল সেটা খুবই লক্ষ্যণীয়। যীশু বলেছিলেন, জগতের যে কোন জায়গায় সুখবর প্রচার করা হবে, সেখানে এই স্ত্রী-লোকটির কথা মনে করিয়ে দেবার জন্য তার এই কাজের কথাও বলা হবে।

এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হোল "গরীবেরা কি দানশীল হতে পারে ?" হ্যাঁ নিশ্চয় পারে। বাইবেলে এ সম্পর্কে অনেকবার বলা হয়েছে। পুরাতন নিয়মের মধ্যে আমরা দেখতে পাই ঈশ্বরের উদ্দ্যেশ্যে যদি কারো একটি গরু বা একটি মেষ বা একটি ছাগল উৎসর্গ করার সামর্থ না থাকে, তাহলে সে যেন একজোড়া কবুতর বা একজোড়া ঘুঘু উৎসর্গ করে (লেবীয় ১ ঃ ১৪, ৫ ঃ ৭, ১২ ঃ ৮)। যোষেফ ও মরিয়ম খুব গরীব হলেও তাদের এই দায়িত্বটি পালন করতে হয়েছিল (লূক ২ ঃ ২৪)।

যে বিধবা মাত্র দুটো পয়সা উৎসর্গ করেছিল, তার কথা ভাবুন (লূক ২১ ঃ ২-৪), যীশু বলেছিলেন, "এই গরীব বিধবা অন্য সকলের চেয়ে অনেক বেশী রাখল" (লূক ২১ ঃ ৩)। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে, গরীবরাও দান করতে পারে। ঐ বিধবা খুবই গরীব ছিল কিন্তু তার যা ছিল সবই সে প্রভুকে দিয়েছিল। আরও আমরা দেখতে পাই যে, মাকিদনিয়ার খ্রীষ্টিয়ানেরা খুব গরীব ছিল অথচ তারা খুবই দানশীল ছিল। তারা তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত দান করত (২ করিন্থীয় ৮ ঃ ১-৩)।

৬। এই পাঠে যে বিষয় পড়েছেন, তার সাথে নীচের কোন্ উক্তিগুলোর মিল আছে ? টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) "গরীবদের পক্ষে লোভী হওয়া সম্ভব নয়"।

খ) "বাইবেলে বলা হয়েছে যে, টাকা-পয়সা সমস্ত পাপের উৎস।"

গ) "যীশু আমাদের এই জগতের ধন-সম্পদ পাওয়ার জন্য বেশী চিন্তা-ভাবনা করতে নিষেধ করেছেন।"

ঘ) "লোভী বা দানশীল হওয়া নির্ভর করে আপনার কি পরিমাণ অর্থ-সম্পদ আছে তার উপর।"

ঙ) গরীবদের পক্ষেও দানশীল হওয়া সম্ভব।"

৭। ৬ নম্বর প্রশ্নের কয়েকটি উক্তির সাথে আপনি একমত হয়েছেন, আর অন্যগুলোর সাথে হননি। উক্তিগুলো আবার ভালভাবে পড়ুন। নীচে একটি ছক দেওয়া হ'ল—আপনি কেন একমত হয়েছেন বা হননি, তার পক্ষে বাইবেল থেকে পদ নির্দেশ করে ছকটি পূরণ করুন। বুঝবার জন্য প্রথমে একটি দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

উক্তিগুলো	'একমত' বা 'ভিন্নমত'	বাইবেলের পদ
ক	ভিন্নমত	১ তীমথিয় ৬ : ৯
খ		
গ		
ঘ		
ঙ		

ঈশ্বরের দানগুলো উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা ঃ

টাকা-পয়সা আয় করা ঃ

লক্ষ্য ঃ ৩ টাকা-পয়সা আয়ের যে নীতি বাইবেলে দেওয়া আছে, সেই অনুসারে যারা আয় করছে, এমন কয়েকটি উদাহরণ বেছে নিতে পারা।

টাকা-পসয়া আয় করতে বাইবেলের নীতি, কথাটা শুনে কি খুব অবাক লাগছে? কিন্তু এক্ষেত্রে টাকা-পয়সা আয় করা মানে অর্থ-সম্পদের স্তুপ করা বা জমা করা নয়। আমরা টাকা-পয়সা আয় করবো এবং আয়ের উন্নতি সাধনও করবো। যীশুর তিনজন চাকরের গল্পে আমরা দেখতে পাই—যারা মনিবকে লাভ দেখাতে পেরেছিল মনিব তাদের পুরস্কার দিয়েছিলেন, কিন্তু যে পারেনি তাকে শাস্তি পেতে হয়েছিল। সুতরাং আমরা টাকা-পয়সা আয় করবো এবং আয়ের উন্নতিও করবো

কিন্তু অর্থ-সম্পদের স্তুপ করবো না। ঈশ্বরও চান—আমরা যেন টাকা-পয়সা আয় করি, যাতে আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে অভাবীদের সাহায্য করতে পারি ও ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করি। টাকা-পয়সা আয় করা খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতার একটি অংশ।

কিন্তু কেউ হয়ত বলবেন—"অর্থ-সম্পদ কি সমস্ত মন্দের উৎস নয় ?" নিশ্চয় না। অনেকে টাকা-পয়সাকে "অন্যায় লাভ" বা "নোংরা জিনিষ" বলেছেন। টাকা-পয়সা আয় করাতো পাপ নয় কিন্তু টাকা-পয়সার প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসা এবং মন্দ কাজের জন্য ব্যবহার করলে তা হবে ভীষণ খারাপ ও আমাদের জীবনের জন্য ক্ষতিকর। আমাদের অর্থ-সম্পদ ভাল কাজের জন্য ব্যবহার করলে তাতে আমাদের প্রভুর গৌরব ও প্রশংসাই হবে। সেই অর্থ-সম্পদ এ জগতে হবে আশীর্বাদ স্বরূপ। ঈশ্বরের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে, গরীবদের সাহায্য করতে এবং কারো ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাতে, এই অর্থ-সম্পদ হবে ব্যবহৃত। এই ধরণের ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে কোন ধনাধ্যক্ষ যদি অর্থ-সম্পদ আয় করেন—তাহলে ঈশ্বর সেই অর্থ-সম্পদ আরও বাড়িয়ে তুলবেন। অব্রাহাম, ইসহাক ও ইয়োব—এরা খুব সৎ প্রকৃতির ও ঈশ্বরভক্ত লোক ছিলেন, ও ঈশ্বর এদের প্রচুর অর্থ-সম্পদ দিয়েছিলেন (আদি পুস্তক ১২ : ৫, ২৬ : ১২-১৩ ; ইয়োব ১ : ১-৩ ; ৪২ : ১২)। এই সব কিছু থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পেঁছিতে পারি যে, ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষদের অর্থ-সম্পদ আয় করবার জন্য বিশেষ কতগুলো নীতি থাকা দরকার।

১। **একজন খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষ কাজ করে টাকা আয় করবে।** এটাই হোল টাকা আয় করবার সৎ পথ (ইফিষীয় ৪ : ২৮ ; ২ তীমথিয় ২ : ৫)। প্রেরিত পৌলও আমাদের এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে, খ্রীষ্টিয়ান যেন "নিজেদের খাবার নিজেরা জোগাড় করে" (২ থিষলনীকীয় ৩ : ১২) এবং কেউ যদি কাজ করতে না চায়, তবে সে যেন না খায়" (২ থিষলনীকীয় ৩ : ১০)। 'কাজ' ও "আয়" করার মধ্যে সম্পর্ক যীশুই নির্ধারণ করে গেছেন। যীশু বলেছেন, যে কাজ করে সে বেতন পাবার যোগ্য (লূক ১০ : ৭)। কাজ না করে কেউ যদি অলসতায় গা ভাসিয়ে দেয়, তার যা আছে, ঈশ্বর তাও নিয়ে নিতে পারেন (হিতোপদেশ ১৩ : ৪ ; ২০ : ৪ ; ২৪ : ৩০-৩৪)।

৮। আপনার অর্থ-সম্পদ কিভাবে ঈশ্বরের আশীর্বাদযুক্ত হতে পারে, আপনার নোট বই'এ লিখুন।

খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষের সব সময় বিচার বিবেচনা করে চলা উচিত—যেমন, যে সকল কাজ করে সে তার আয় উন্নতি করছে, সেগুলো কি ক) তার ভাই, প্রতিবেশী বা অন্যদের ঠকিয়ে ছলনা পূর্বক করছে কিনা, খ) প্রতিবেশী বা অন্যদের জন্য ক্ষতিকর কিনা, উদাহরণ স্বরূপ মদ, বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি বিক্রী করা।

২। **খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষদের অসদ্ উপায়ে টাকা-পয়সা আয় করা উচিত না।** প্রেরিত পৌল বলেন যে, খ্রীষ্টিয় কার্যকারী বা ধনাধ্যক্ষের যেন টাকা-পয়সার উপর লোভ না থাকে (১ তীমথিয় ৩ঃ৩, তীত ১ঃ৭)। সুতরাং কোন খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষের নিম্ন লিখিত উপায়ে টাকা আয় করা উচিত নাঃ

ক) **চুরি।** জগতের কোন কোন জায়গায় লোকদের এই ধারণা আছে যে, ধনীদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা জোর করে ছিনিয়ে নেওয়াটা অন্যায় নয় বরং এটা ন্যায় বিচারেরই সামিল। কিন্তু পবিত্র বাইবেলে ন্যায্য চুরি ও অন্যায্য চুরি বলে কোন কথা নাই। (যাত্রা পুস্তক ২০ঃ১৫, ইফিষীয় ৪ঃ২৮)। অপরের অর্থ গোপনে বা জোর করে যেভাবেই নেওয়া হোক না কেন, সেটাকেই চুরি বলে বলা হয়েছে।

খ) **অসদ্ ব্যবসা।** ব্যবসায়ীদের ধারণা "ব্যবসা ব্যবসাই।" তাদের কাছে ব্যবসার সাথে সততার কোন সম্পর্ক নেই। ব্যবসার মধ্যে সব কিছুই করা যায়। প্রতিবেশীর সংগে মিথ্যা ছলনা করা, তাদের মতে, ব্যবসারই অংশ বিশেষ।

গ) **জুয়া খেলা।** হামেশাই শোনা যায়—"লটারীর টিকেট নিন-মাত্র দু'টাকায় আপনি দু'লক্ষ টাকা পেতে পারেন," ইত্যাদি। খুব অল্প সময়ের মধ্যে পরিশ্রম ছাড়াই ধনী হওয়ার ইচ্ছা অনেকেই পোষণ করে থাকে। আর বিভিন্ন সংগঠনও মানুষের এই অনুভূতির সুযোগে বিভিন্ন লটারী ও জুয়ার বন্দোবস্ত করে থাকে। জুয়ায় সাধারণতঃ কয়েক-

জন লোক মাত্র লাভবান হয়ে থাকে, আর বেশীর ভাগ হয় সর্ব্বশান্ত। প্রকৃত পক্ষে জুয়া খেলে স্বচ্ছল জীবন যাপন করছে এমন লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন। জুয়া খেলা মানুষ বিভিন্ন রকম মন্দতা এবং লোভ দিয়ে পূর্ণ করে। স্বল্প অর্থ বিনিয়োগ করে প্রচুর লাভবান হওয়ার অসৎ বা ভ্রান্ত নীতির উপর এর ভিত্তি স্থাপিত।

৯। টাকা আয় করতে নীচের কোন্ কোন্ লোক বাইবেলের নির্দেশ পালন করছে, টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) সুব্রত বাবুর মাইনে খুব কম, তাই তিনি স্থির করলেন, জুয়া খেলে অনেক টাকা পেয়ে প্রভুর উদ্দেশ্যে বেশী করে দান করবেন।

খ) মিন্টু একটা দোকানে কাজ করে। সোয়া সের লবনের ঠোংগায় এক সের করে বেঁধে রাখবার জন্য মিন্টুকে মালিক কড়া হুকুম দিল, নইলে তার চাক্‌রী চলে যাবে। মিন্টু স্থির করল অন্য কোথাও চাকরী যোগাড় করে এখান থেকে সে চলে যাবে।

গ) গভীর রাতে খোকনের এক বন্ধু এসে বলল পাশের বাড়ীতে বড় বড় মুরগী আছে-চুরি করে এনে তারা খাবে। কিন্তু খোকন চিন্তা করে দেখল যে, অন্যের মুরগী আনা উচিৎ না। তাই সে তার বন্ধুকে সহযোগীতা করল না।

আয়-ব্যয়ের আগাম হিসাব বা বাজেট তৈরী করা ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ এই পাঠের উদাহরণ অনুসারে আয়-ব্যয়ের একটা আগাম হিসাব বা বাজেট তৈরী করতে পারা।

অনেকেই টাকা আয় করে কিন্তু কিভাবে ব্যয় করবে তা ঠিক বুঝতে পারে না। প্রায়ই দেখা যায় যে, আয়ের চেয়ে লোকে ব্যয়ই বেশী করে ফেলে। ফলে তারা অন্যদের কাছে ঋণী হয়ে পড়ে, এবং ঋণ পরিশোধ করতে না পারার জন্য তাদের নানা সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়।

আয়-ব্যয়ের আগাম হিসাব বা বাজেট করা মানে আয়-অনুসারে ব্যয়ের একটি খসড়া তৈরী করা। আয়-ব্যয়ের আগাম হিসাব রাখলে প্রকৃত আর্থিক অবস্থা সহজেই বুঝা যায় যেমন, আয়ের চেয়ে ব্যয় যদি বেশী হয়ে যায় তাহলে ব্যয় কমিয়ে আনতে হবে ইত্যাদি।

একটা কাগজে সাপ্তাহিক বা মাসিক আয় লিখে 'আয়-ব্যয়ের আগাম হিসাবের' বা বাজেট তৈরীর কাজ শুরু করতে হবে। আয়ের অংক লেখার পর—এর ডান দিকে কি কি খাতে ব্যয় করতে হবে তার একটা খসড়া তৈরী করে যোগ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে আয়ের অংকের চেয়ে ব্যয়ের অংক যেন বেশী না হয়।

শুধু ব্যাখ্যা করে বুঝানোর চেয়ে, নীচে আয়-ব্যয়ের আগাম হিসাব বা বাজেটের একটি খসড়া দেওয়া গেল - ভালভাবে লক্ষ্য করুন। সবার আর্থিক অবস্থা একই রকম নয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, নীচের তালিকায় যে হিসাব দেওয়া হয়েছে, আপনার বেলায় তা ভিন্ন হতে পারে। যাহোক, এ বিষয়ে শুধুমাত্র একটি বাস্তব ধারণা দেবার জন্যই খসড়াটি দেওয়া হোল।

আয়		ব্যয়	
মাসিক মাহিনা	= ১২৬০ টাকা	দশমাংশ ও উপহার দেওয়া	= ২০০ টাকা
টিউশনি করে আয়	= ৩৫০ টাকা	ঘর-ভাড়া	= ২৫০ টাকা
		লাইটের বিল	= ২০ টাকা
		ছেলে-মেয়েদের স্কুলের বেতন	= ৫০ টাকা
		কাপড়-চোপড়	= ১০০ টাকা
		খাবার ও বাসায় অন্যান্য খরচ	= ৯০০ টাকা
		কাজের মেয়ের বেতন	= ৪০ টাকা
		সঞ্চয়	= ৫০ টাকা
সর্বমোট আয়	= ১৬১০ টাকা	সর্বমোট ব্যয়	= ১৬১০ টাকা

আমাদের দেশে হঠাৎ চাউল, মাছ-তরকারী ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যায়, তাই সেইভাবে আমাদের ব্যয়ের খাতগুলো কমাতে হবে। তা না হলে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হয়ে যাবে। মোটামুটি কথা হ'ল অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। তবে কোন্ খাতে কত খরচ করতে হবে তা যদি শতকরা হারে ঠিক করা থাকে তবে, বাজারে দাম কমা বাড়াতে বাজেট পরিবর্তনের—প্রয়োজন হবে না।

১০। এই উদাহরণটি অনুসরণ করে আপনার নোট বই'এ নিজের আয়-ব্যয়ের আগাম হিসাবের একটি খসড়া তৈরী করুন।

ঈশ্বরকে প্রথমে স্থান দেওয়াঃ

লক্ষ্য ৫ঃ মাসিক আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়া থাকলে তার মধ্যে দশমাংশ কোন্‌টি তা খুঁজে বের করতে পারা।

আপনি হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে, 'আয়-ব্যয়ের আগাম হিসাবের' মধ্যে ব্যয়ের খাতগুলোর প্রথমেই দশমাংশ ও উপহার সম্পর্কে বলা হয়েছে। আমাদের প্রথমে ঈশ্বরকে দিতে হবে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দেওয়া হোল আমাদের প্রথম কর্তব্য। কেননা আমাদের যা কিছু সবই আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। পবিত্র বাইবেলে ঈশ্বর আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আয়ের একটা অংশ স্থির করে আমরা যেন তাঁর কাজের জন্য দেই। দশমাংশ এবং উপহার বলতে সেই অংশটিই বুঝায়।

দশমাংশ আমাদের যাবতীয় আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ। উপহার আপনার আয়ের আরও কিছু অংশ যা আপনি দশমাংশ ছাড়াও প্রভুর উদ্দেশ্যে দান করে থাকেন।

দশমাংশ দেওয়ার উৎপত্তি ও ইতিহাস ঃ

কখন থেকে দশমাংশ দেওয়া শুরু হয়, তা আমরা ঠিকমত জানিনা। অবশ্য আদি পুস্তক ৪ ঃ ৩-৫ পদ থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, কয়িন ও হেবলের সময় থেকেই ঈশ্বরের কাছে কিছু নিবেদন করবার বা উৎসর্গ করবার প্রথা চালু হয়ে আসছে।

অব্রামের সময়েই প্রথম দশমাংশ দেওয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুতঃ তিনি রাজা মল্কিষেদককে দশমাংশ দিয়েছিলেন (আদি পুস্তক ১৪ ঃ ২০)। ইতিহাস থেকে আমরা প্রমাণ পাই যে, দশমাংশ দেওয়া একটি প্রচলিত প্রথা হিসাবে চলে আসছে। কোন একটি বিশেষ সময়ে বা আনুষ্ঠানিক ভাবে এটি চালু হয়েছে তা নয়। এছাড়া, আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অব্রাহাম যে দেশের লোক ছিলেন, অর্থাৎ কলদীয়দের মধ্যেও দশমাংশ দেয়ার প্রথা চালু ছিল।

আদি পুস্তক ২৮ ঃ ২২ পদে আমরা দেখতে পাই, যাকোব ঈশ্বরের কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছিলেন, সেগুলোর দশমাংশ মানত হিসাবে ঈশ্বরকে দিয়েছিলেন। কয়েকশ বছর পর দশমাংশ দেওয়া ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল (লেবীয় ২৭ ঃ ৩০-৩২)। সিনয় পর্বতে মোশিকে ঈশ্বর এই আদেশ দেন।

দশমাংশ দেওয়ার প্রথা প্রভু যীশুও মেনে নিয়েছিলেন (মথি ২৩ ঃ ২৩)। দশমাংশ দেওয়ার জন্য তিনি ধর্মিয় নেতাদের তিরস্কার করেননি। তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়ে কেবল মাত্র দশমাংশ দিতে আগ্রহ দেখাতো। যীশু পরিস্কারভাবে বলেছিলেন, "আপনারা পুদিনা, মৌরী, আর জিরার দশ ভাগের একভাগ ঈশ্বরকে ঠিকমত দিয়ে থাকেন, কিন্তু ন্যায়, দয়া এবং বিশ্বস্ততা, যা মোশির আইন-কানুনের আরও দরকারী বিষয় তা আপনারা বাদ দিয়েছেন। আগেরগুলো পালন করার সংগে সংগে পরের গুলোও পালন করা আপনাদের উচিত।" অর্থাৎ দশমাংশ দেওয়ার কথা তিনি বলেছেন ও সেই সাথে অন্যান্য দরকারী বিষয়গুলিও পালন করতে বলেছেন।

ব্যবস্থার অনুসারে দশমাংশ তুলতে প্রেরিত পৌল মণ্ডলীগুলোকে নির্দেশ দিয়েছিলেন (১ করিন্থীয় ১৬ ঃ ১-২)। তিনি বলেছিলেন যেন তারা, ক) প্রভুর জন্য কিছু টাকা তুলে রাখে, খ) সপ্তার প্রথম দিনে তুলে রাখে ও গ) তাদের আয় অনুসারে তুলে রাখে (আয় অনুসারে তুলতে হলে দশমাংশই তুলে রাখতে হয়। সুতরাং দশমাংশ দেওয়ার চেয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিয়মিতভাবে দেওয়ার আর কোন সহজ ও ভাল উপায় নেই)।

১১। দশমাংশ দেওয়ার উল্লেখ বাইবেলে কখন প্রথম পাওয়া যায় ?

....

<u>দশমাংশের পরিমাণ নির্ধারণ ঃ</u>

টাকা না থাকলে ফসল, হাঁস-মুরগী বা ফলও দশমাংশ হিসাবে দেওয়া যায়। পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েলরা এভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করত। উদাহরণ স্বরূপ—সারা বছর ধরে কারো পালে যদি ২৭টি ছাগল হয়, তাহলে বছরে ৩টি ছাগল দশমাংশ হিসাবে দিতে হবে।

প্রত্যেককে তাদের আয়ের শতকরা ১০ ভাগ দান করতে হবে। যদি কারো আয় মাসিক মাহিনায় বা ভাতা হিসাবে হয়, তাহলে ১০০০ টাকার দশমাংশ ১০০ টাকা দেবে। এ ছাড়া অন্যভাবেও হয়ত সে আরও কিছু টাকা আয় করছে—তারও দশমাংশ দেওয়া উচিৎ। তাতে তারা হবে এ জগতে ঈশ্বরের আশীর্বাদ স্বরূপ। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সব সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা যদি জমিতে অল্প বীজ বুনি, তাহলে অল্প ফসল পাই ; আর যদি বেশী বীজ বুনি, তাহলে বেশী ফসল পাই (২ করিন্থীয় ৯ ঃ ৬)।

দশমাংশ দেওয়ার ফল ঃ

মালাখি ৩ ঃ ১০ পদে ঈশ্বর আমাদের এই কথাই বলছেন, যারা দশমাংশ দেয় তিনি তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়ে থাকেন। যদি কারো সন্দেহ থাকে, ঈশ্বর বলছেন "তোমরা ইহাতে আমার পরীক্ষা কর।" যারা দশমাংশ দেয় দশভাগের নয় ভাগ দিয়ে নিশ্চয় তারা তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারবে—তারা এজন্য অন্যদের চাইতে গরীব হয়ে যাবে, তা কখনই না। আপনি আমাকে এমন একজন বিশ্বাসীকে দেখান যে ঠিকমত খাওয়া পরা পাচ্ছেনা, আমি দেখিয়ে দিতে পারব যে, সেই লোক নিশ্চয় দশমাংশ দেন না। বস্তুতঃ যারা দশমাংশ দেয় তারা জানে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া দশভাগের চেয়ে বরং ঈশ্বরের আশীর্বাদ সহ দশ ভাগের নয় ভাগ দিয়ে সংসার চালান অনেক সহজ (হিতোপদেশ ৩ ঃ ৯)।

পরিশেষে, এ কথাই বলা যায় যে, ঈশ্বরকে দেওয়ার মনোভাব আমাদের থাকতে হবে। ২ করিন্থীয় ৯ ঃ ৭ পদ পড়ে আমাদের এভাবে দেওয়া উচিৎ, "কেউ যেন মনে দুঃখ নিয়ে না দেয় বা দিতে হবে বলে না দেয়, কারণ যে খুশী মনে দেয়, ঈশ্বর তাকে ভালবাসেন।" অর্থাৎ অসুখী হয়ে যদি আমরা ঈশ্বরকে দেই বা দিতে হয় বলে দেই তাহলে আমরা নিজেদের সাথে প্রতারণা করি মাত্র। অন্যভাবে বলতে গেলে

তা হবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ চুরি করা। অপরপক্ষে খুশী মনে আমরা যদি দেই তবে তা হবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রেম ও ভক্তি নিবেদন করারই মত। আর ঈশ্বরের পর্যাপ্ত আশীর্বাদের পথও আমাদের জন্য তাতে খোলা থাকবে।

১২। শচীন বাবুর মাসিক আয় ২৮০০ টাকা। এ ছাড়াও মাসে আরও ১৮০ টাকা টিউশনি করে তিনি আয় করেন। তার দশমাংশ কত হবে টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) ২৮০ টাকা
খ) ২৯০ টাকা
গ) ২৯৮ টাকা
ঘ) ৩০০ টাকা

১৩। বা দিকে দশমাংশ ও উপহার সম্পর্কে কয়েকটি উক্তি দেওয়া হোল। ডান দিকে কতকগুলি পদ আছে, উক্তিগুলির সাথে মিল দেখান।

......ক) যারা দশমাংশ দেয়, ঈশ্বরের আশীর্বাদ তারা অবশ্যই পাবে।	১। আদি পুস্তক ১৪ ঃ ২০
......খ) দশমাংশ দেবার যে নিয়ম, সেই অনুসারে প্রেরিত পৌল মণ্ডলীগুলোকে অর্থ সংগ্রহ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।	২। আদি পুস্তক ২৮ ঃ ২২
......গ) অব্রাম দশমাংশ দিয়েছিলেন।	৩। মালাখি ৩ ঃ ১০
......ঘ) যাকোব দশমাংশ দিতে ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।	৪। মথি ২৩ ঃ ২৩
......ঙ) যীশু দশমাংশ দেওয়ার বিষয় সমর্থন করেছেন।	৫। ১ করিন্থীয় ১৬ ঃ ১-২

১৪। ২ করিন্থীয় ৯ ঃ ৬-১৫ পদ পড়ুন। খুশী মনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কিছু দিলে কি কি ফল হয়, সেগুলোর একটি তালিকা আপনার নোট বই'এ লিখে রাখুন।

বুদ্ধি-বিবেচনার সাথে টাকা-পয়সা খরচ করা ঃ

লক্ষ্য ৬ ঃ যারা বুদ্ধি-বিবেচনার সাথে টাকা-পয়সা খরচ করার নীতি পালন করছে, এমন কয়েকজনের উদাহরণ বেছে নিতে পারা।

সম্ভব হলে সব সময় নগদ টাকায় জিনিষ-পত্র কিনতে হবে ঃ

অনেকেই দোকানে বাকীতে সওদা করে থাকে এবং দোকানদার নিজে বাকী মালের হিসাব রাখে। নগদ টাকা না পেয়ে বাকীতে বিক্রী করে বলে দোকানদার সব মালের দর বেশী করে লিখে রাখে। এভাবে যখন অনেক টাকা হয়ে যায়, তখন টাকা একসাথে দেওয়া খুব কষ্টকর হয়। এভাবে চলতে থাকলে কিছুদিন পর নানা প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। হামেশাই এগুলো ঘটছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে বাকীতে কেনার জন্য অতিরিক্ত দাম দিতে হয়। আবার অনেক সময়ে টাকার অংক বেশী হওয়ায়, পরিশোধ না করতে পারার জন্য অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। সুতরাং সম্ভব হলে সব সময় নগদ টাকায় জিনিষপত্র কেনা উচিত।

ঋণ না করে চলতে পারা ঃ

বাইবেলের শিক্ষা—কারো কাছে আমরা যেন ঋণী না থাকি (রোমীয় ১৩ ঃ ১৮)। এটি একটি বিরাট সত্য। টাকা-পয়সার প্রয়োজন থাকলে কারো কাছ থেকে ধার করে খুব সহজেই সমস্যার সমাধান করা যায় বলে মনে হয়, কিন্তু এটা মানুষকে দুরারোগ্য ব্যধির মত পেয়ে বসে, ধার করতে করতে তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করে ঠিক সময়ে শোধ করতে না পারলে তাতে নিজেকে ছোট বলে মনে হয়, লজ্জায় বন্ধুদের এড়িয়ে চলতে বাধ্য হতে হয়—ফলে অনেক বন্ধুকে হারাতে হয়—সামাজিক ও মাণ্ডলীক জীবনও হয়ে যায় সংকীর্ণ। যেমন—বন্ধুদের ধার-দেনা শোধ করতে না পারার জন্য লজ্জায় অনেকে মণ্ডলীর সভায় বা গির্জায়ও যায়না—সেখানে তাদের সাথে দেখা হবে তাই। তাই প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রয়োজন জানানোই সবচেয়ে ভাল। তিনি অবশ্যই আমাদের প্রয়োজনীয় খাবার ও জিনিষ-পত্র দিয়ে প্রতিপালন করবেন।

আমাদের সমস্ত দায়-দেনা সময় মত শোধ করে দিতে হবে। যদি কোন কারণে তা সম্ভব না হয়, যার কাছে দেনা আছেন, তার সাথে দেখা করে আপনার কথা তাকে জানান। সে নিশ্চয়ই আপনার সমস্যা বুঝতে পারবে ও ধার শোধ করতে আরও সময় দেবে। অর্থাৎ তার

কাছে আপনাকে ছোট হতে হবেনা বরং আগের মতই সম্মানিত থাকবেন ও সে আপনাকে একজন দায়িত্বশীল লোক বলে মনে করবে।

১৫। কারো কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করে যদি ঠিক সময়ে শোধ করতে না পারেন, তাহলে আপনার কি করা উচিত ?

....

প্রথমে প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র কিনতে হবে ঃ

খরচ করার আগে কোন্‌টি প্রথমে প্রয়োজন, তা চিন্তা করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ—প্রয়োজনীয় জিনিষ বাদ দিয়ে বিলাস দ্রব্য কিনে টাকা নষ্ট করা কি উচিত ? যার মাসিক আয় ও ব্যয় প্রায় সমান, সে মাইনে পেয়ে প্রথমেই যদি একটা রেডিও কেনে তাহলে বাকী টাকায় তার সংসার কিভাবে চলবে ? ঘর-ভাড়া, বাচ্চার দুধ, খাবার, এগুলো কিভাবে চলবে ? তাই প্রথমে প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র কিনতে হবে।

ব্যয় কমিয়ে চলতে পারা ঃ

কোন কিছু কিনে নেওয়ার আগে অবশ্যই দাম জেনে নিতে হবে। বাসা বা বাড়ীর কাছের দোকানে যে জিনিষের দাম দশ টাকা—একটু হেটে বাজারে গেলে আট টাকায় যদি তা কেনা যায়, তাহলে তাই করতে হবে। অবশ্য দর কষাকষি করেও আমরা একটু কম দামে কিনতে পারি। তবে সস্তা কিনতে গিয়ে খারাপ জিনিষ কিনলে কোন লাভ নাই।

এ ছাড়াও আমাদের যা কিছু আছে সেগুলো ঠিকমত যত্ন নেওয়া ও ব্যবহার করা উচিত। কাপড়-চোপড় আসবাব-পত্র ইত্যাদির যত্ন নিতে হবে, যাতে এগুলো অনেক দিন পর্যন্ত চলে। প্রয়োজন ছাড়া বাতি জ্বালিয়ে কেরোসিন পোড়ানো বা লাইট জ্বালিয়ে বিদ্যুৎ খরচ করা উচিত না। এতে শুধু টাকার অপচয় করাই হয়। জলের অপচয় করা উচিত না।

গৃহিনীরা ঠিকমত রান্না করে সংসারের খরচা কমাতে পারে, যাতে কিছু নষ্ট না যায়। অতিরিক্ত রান্না খাবার পরের বেলার জন্য তুলে রেখে বা গরীব প্রতিবেশীকে দিয়েও সাহায্য করতে পারে। যীশুর রুটি ও মাছ ভাগ করার উদাহরণ এ প্রসংগে আমাদের জন্য একটি চমৎকার শিক্ষা (যোহন ৬ ঃ ১২-১৩)।

১৬। বুদ্ধি-বিবেচনার সাথে টাকা খরচের যে সকল নীতি এই পাঠে আলোচনা করা হয়েছে—নীচের কোন উদাহরণ গুলোতে সেগুলো অনুসরণ করা হয়েছে টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) সবাই মোটামুটি ভালভাবে খেতে পারে এমনিভাবে বুদ্ধি করে মেরী রান্না করে থাকে।

খ) সমীরের কাছ থেকে পিন্টু কিছু টাকা ধার নেয়। পিন্টু টাকা শোধ করতে পারছেনা, তাই সে সমীরকে এড়িয়ে চলে। গির্জায় যাওয়াও পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে—কারণ সমীরের সাথে সেখানে তার দেখা হতে পারে।

গ) সুশান্ত বাবু বাচ্চার জন্য কাপড় কিনতে বাজারে গিয়ে প্রথম যে দোকানে ঢুকলেন সেখান থেকেই কাপড় কিনে নিলেন।

ঘ) সাধনের একটা রেডিও দরকার। প্রতি মাসের প্রথমে সে প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র কিনে নেয়-তারপর বাকী টাকা থেকে কিছু কিছু জমিয়ে কয়েক মাস পরে সে একটা রেডিও কিনল।

পরীক্ষা-৭

১। অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে বাইবেল অনুসারে নীচের যে সকল উক্তির সাথে আপনি একমত সেগুলোত পাশে টিক্ (√) চিহ্ন বসান।

ক) ধনীদের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে যাওয়া সম্ভব নয়।

খ) রাজা দাউদ বলেছেন, ঈশ্বরকে তিনি তার নিজের সম্পদ থেকে দিয়েছেন।

গ) অন্যদের জন্য আমরা যা করি, তা স্বর্গে জমা হয়।

ঘ) এই জগতের সমস্ত ধন-সম্পদ ঈশ্বরের, কিন্তু ঈশ্বর জায়গা-জমিগুলি মানুষকে দিয়েছেন।

ঙ) যারা নিজেদের জন্য অর্থ-সম্পদ জমা করে, তারা বোকার মত কাজ করে।

২। বা দিকের উক্তিগুলোর সাথে ডান দিকের মনোভাবের মিল দেখান।

…… ক) এই মনোভাব হোল সব সময় আরও বেশী চাই। (১) লোভ

……খ) এই মনোভাব মূর্তি পূজার মত। (২) দুশ্চিন্তা

……গ) মথি ৬ ঃ ২৫-৩৪ পদে যীশু কতগুলো কারণ দেখিয়েছেন যে, কেন আমাদের এ ধরনের মনোভাব থাকা উচিত না।

……ঘ) ১ পিতর ৫ ঃ ৭ পদ পড়ে আমরা জানতে পারি, কেন আমাদের এই মনোভাব থাকবেনা।

৩। নীচের উদাহরণগুলোর মধ্যে যেগুলোতে বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে অর্থ-সম্পদের প্রতি সঠিক মনোভাব আছে সেগুলির পাশে টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) সমীর বাবুর যদিও প্রয়োজনীয় সব কিছু আছে তবুও তিনি খুশী নন—তার আরও বেশী চাই।

খ) সুশান্ত বাবুর মাইনে খুব কম। তবুও এর মধ্যে দিয়ে তিনি চলেন। তার এই সামান্য বেতনের জন্যও তিনি সুখী।

গ) মনির খুব কম অর্থ-সম্পদ আছে-তাই কাউকে কিছু দিতে সে চায় না।

৪। বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে টাকা-পয়সা আয়ের নিচের উক্তিগুলোর সাথে আপনি নিশ্চয়ই একমত নন। কেন নন—বাইবেলের যে পদে এ বিষয় বলা হয়েছে, ডান দিকের খালি জায়গায় সেই পদগুলো উল্লেখ করুন।

ক) খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষদের লাভ করার চেষ্টা করা উচিত না। ………………………

খ) কিভাবে টাকা আয় করি তা এমন কোন ব্যাপারই নয়—যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সেই টাকা ব্যয় করা হয়। ………………………

গ) ধনীদের কাছ থেকে জোর করে অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া সৎলোকদের পক্ষে অন্যায় নয়। ………………………

ঘ) যদি কেউ কাজ করতে না চায়-অন্য-দের তাকে খাইয়ে পড়িয়ে বাঁচিয়ে রাখা উচিত। ....

ঙ) ঈশ্বরের আশীর্বাদগুলি সবসময় আধ্যাত্মিক প্রকৃতির, সুতরাং এ জগতের অর্থ-সম্পদগুলি কখনও ঈশ্বরের আশীর্বাদ হতে পারে না। ....

৫। নীহার বাবু বাড়ীর জন্য বেশ কিছু আসবাব-পত্র কিনতে চান। কিন্তু একসাথে এত টাকা দেবার সামর্থ তার নেই। বুদ্ধি-বিবেচনার সাথে টাকা ব্যয় করবার যে নীতিগুলি এই পাঠে আলোচনা করা হয়েছে, সেইভাবে যদি তিনি কিনতে চান তাহলে তাকে ঃ

ক) এক বন্ধুর কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা ধার করতে হবে।

খ) দোকানে বেশ কিছু টাকা বাকী রেখে সব আসবাব-পত্র একসাথে কিনে নিতে হবে।

গ) নগদ টাকার মধ্যে তিনি যা কিনতে পারেন, কেবল সেগুলো তাকে কিনতে হবে।

ঘ) বিপদের সময়ে কাজে লাগাবার জন্য যে টাকা জমা রেখেছিলেন, তাই দিয়ে সব আসবাব-পত্র কিনতে হবে।

৬। মনে করুন ৫ নম্বর প্রশ্নে নীহার বাবু সিদ্ধান্ত নিলেন যে "বন্ধুর কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা ধার করে-সব আসবাব-পত্র কিন নেবেন।" সিদ্ধান্তটি বুদ্ধি বিবেচনার সাথে টাকা ব্যয় করবার কোন্ নীতির বিরুদ্ধে—

ক) সম্ভব হলে সব সময় নগদ টাকায় জিনিষ-পত্র কিনতে হবে।

খ) ঋণ না করে চলতে পারা।

গ) প্রথমে প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র কিনতে হবে।

ঘ) ব্যয় কমিয়ে চলতে পারা।

★★★

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর ঃ

(উত্তরগুলো ধারাবাহিক নয়)

৯। খ) মিন্টু
গ) খোকন

১। এগুলো কিছুই আমাদের নয়—সবই ঈশ্বরের।

১০। আপনার নিজের উত্তর। আয়ের চেয়ে কি আপনার ব্যয় বেশী ? যদি তাই হয় তবে এমন কোন ব্যয় কি আছে, সেটা কমান সম্ভব ?

২। খ) লিলি।
ঘ) যোয়েল।

১১। অব্রাহামের সময়েই দশমাংশ দেওয়ার উল্লেখ বাইবেলে প্রথম পাওয়া যায়।

৩। কেননা মানুষের আসল জীবন এ জগতের ধন-সম্পদের মধ্যে নয়।

১২। ঘ) ৩০০ টাকা- উত্তরটি সঠিক। গ) উত্তরটিকে বেছে নিলেও টাকার সংখ্যা ঠিক হোত। (এখানে দশমাংশের সঠিক পরিমাণ ২৯৮'০০ টাকা। এই পাঠে এটাই বোঝান হয়েছে যে খুচরা অংশটিকে যেন আমরা পুরা ধরে নিই। যদি কোথাও দশমাংশের পরিমাণ ৫২'৬০ টাকা হয়, তবে তাকে ৫৩'০০ বলে ধরে নিতে হবে।)

৪। কেননা ঈশ্বরই আমাদের প্রতিপালন করেন।

১৩। ক- ৩) মালাখি ৩ ঃ ১০।
খ- ৫) ১ করিন্থীয় ১৬ ঃ ১-২।
গ- ১) আদিপুস্তক ১৪ ঃ ২০।
ঘ- ২) আদিপুস্তক ২৮ ঃ ২২।
ঙ- ৪) মথি ২৩ ঃ ২৩।

৫। সম্ভবত নোট বই'এ লিখেছেন যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আপনার অর্থ-সম্পদ, সময় ও যোগ্যতা দিয়ে আপনার দানশীলতা দেখাতে পারেন।

১৪। আপনার উত্তরে নীচের বিষয়গুলো থাকতে হবে ঃ

ক) প্রয়োজনীয় সব কিছুই আমরা পাবো (৮-১০ পদে)।

খ) ঈশ্বর আমাদের প্রচুর পরিমানে দেবেন যেন আমরা সব সময়ে খোলা হাতে অন্যদের দিতে পারি (১১ পদে)।

গ) আমাদের দানের জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব (১১ ও ১২ পদে)।

ঘ) তাতে ঈশ্বরের ধন্যবাদ প্রশংসা হবে (১৩ পদে)।

ঙ) অন্যেরা আপনার দানের দ্বারা আশীর্বাদ পেয়েছে, তার জন্য তারাও সমস্ত অন্তর দিয়ে আপনার জন্য প্রার্থনা করবে (১৪ পদে)।

৬। গ) "যীশু আমাদের এই জগতের ধন-সম্পদ পাওয়ার জন্য বেশী চিন্তা-ভাবনা করতে নিষেধ করেছেন।"

ঙ) "গরীবদের পক্ষেও দানশীল হওয়া সম্ভব।"

১৫। তার সাথে দেখা করে তাকে নিজের অবস্থা বুঝিয়ে বলতে হবে।

৭। ক) ভিন্নমত—১ তীমথিয় ৬ ঃ ৯ (কেননা গরীবরাও ধনী হতে চায়।)

খ) ভিন্নমত—১ তীমথিয় ৬ ঃ ১০ (টাকা-পয়সা সমস্ত পাপের উৎস নয় কিন্তু টাকা-পয়সার প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসাই সমস্ত পাপের উৎস)।

গ) একমত—মথি ৬ ঃ ২৫-৩৪।

ঘ) ভিন্নমত—প্রেরিত ২ ঃ ৪৫ ; ৪ ঃ ৩৪-৩৭ ; এবং ২ করিন্থীয় ৮ ঃ ১-৩ (যথেষ্ট অর্থ-সম্পদের উপর নয় কিন্তু এইগুলোর প্রতি আমাদের মনোভাব, ও কিভাবে এগুলো ব্যবহার করি তার উপর)।

ঙ) একমত—লূক ২১ ঃ ২-৪ ; ২ করিন্থীয় ৮ ঃ ১-৩।

১৬। ক) মেরী।

খ) সাধন।

৮। এই তিনটির যে কোন একটি আপনার উত্তর হতে পারে ঃ ঈশ্বরের কাজের জন্য দিয়ে, অভাবীদের সাহায্য করে ও নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে, আমাদের অর্থ-সম্পদ ঈশ্বরের আশীর্বাদযুক্ত হতে পারে।

৮ম পাঠ ঃ

আমাদের পরিবার

ঈশ্বরের কার্যকারী হিসেবে নিজেদের অর্থ-সম্পদ ঠিকমত পরিচালনা করতে জানাই যথেষ্ট নয়। প্রেরিত পৌল বলেছেন, নিজেদের ঘর-সংসার ঠিকমত পরিচালনা করা হোল মণ্ডলীর পরিচালকদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা। তিনি খুব সহজভাবেই বলেছেন যে, "যিনি তার নিজের বাড়ীর ব্যাপার পরিচালনা করতে জানেন না, তিনি কি করে ঈশ্বরের মণ্ডলীর দেখাশুনা করবেন" (১ তীমথিয় ৩ ঃ ৫)? এ কথার মধ্য দিয়ে পৌল ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে ঘর-সংসার পরিচালনা করতে আমাদের বলেছেন।

খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে, কিভাবে আমরা আমাদের ঘর-সংসারের উত্তম ধনাধ্যক্ষ হতে পারি। এই বিষয় ভালভাবে বুঝবার জন্যই এই পাঠঠি দেওয়া হ'ল। এই পাঠ পড়ে আশা করি আমরা প্রত্যেকেই আমাদের ঘর-সংসার, ঈশ্বর যেমন চান, তেমনভাবে পরিচালনা করতে পারব। তাছাড়া মণ্ডলী বা সমাজের মধ্যে অন্যদেরও আমরা এই বিষয় শেখাতে পারবো।

পাঠের খসড়া ঃ

খ্রীষ্টিয় পরিবার।

- পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা।
- পরিবারের গঠন।
- পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।
- পরিবারে ধনাধ্যক্ষের ভূমিকা।

খ্রীষ্টিয়ানের ঘর।

- প্রভুর বাসস্থান।
- অতিথীদের থাকবার জায়গা।
- প্রতিবেশীর কাছে সাক্ষ্য।

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ পড়ে শেষ করার পর আপনি ঃ

★ খ্রীষ্টিয়ান পরিবারের লোকদের ও এর পরিচর্যাকারীর কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

★ ঈশ্বরের গৌরবের জন্য আপনার পরিবার কি কি ভাবে ব্যবহার করা যায়, সেই সম্পর্কে কতকগুলো উপায় উদ্ভাবন করতে পারবেন।

★ পরিবারে আপনার পরিচর্যা কাজের গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ ঃ

১। এই পাঠের প্রত্যেকটি বিষয় খুব ভালভাবে পড়ুন।

২। পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখে সেগুলো পাঠের মধ্যে দেওয়া উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিন। তারপর পাঠটি আবার ভালভাবে পড়ুন। এবার পাঠের শেষে দেওয়া পরীক্ষার উত্তর লিখে বই'এর পেছনে দেওয়া উত্তরের সাথে মিলান।

৩। প্রার্থনা করুন যেন প্রভু এই পাঠের বিষয় বুঝতে ও ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ করতে আপনাকে ও আপনার পরিবারের সবাইকে সাহায্য করেন, এবং আজ থেকেই যেন এইভাবে জীবন শুরু করার জন্য কতকগুলো নীতি উদ্ভাবন করতে পারেন।

● ● ●

মূল শব্দাবলী ঃ

উদ্ভাবন	সর্বোপরি	একঘেয়েমি	কর্মকাণ্ড
অকৃতকার্য্য	আত্ম অস্বীকার মূলক	অত্যাধিক	ব্যবস্থাপনা
অপরাধ প্রবণ	অপরিহার্য	অভূতপূর্ব	উদ্ধৃত

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

খ্রীষ্টিয় পরিবার ঃ

পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্তা যে ঈশ্বর তা' বুঝতে পারা।

ঈশ্বরই হলেন পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। আদম ও হবাকে সৃষ্টি করে ঈশ্বর পরিবার প্রতিষ্ঠা করলেন (আদি পুস্তক ১ ঃ ২৭) ও তাদের বললেন, যেন তাদের সন্তান সন্ততি হয় (আদি পুস্তক ১ ঃ ২৮)। পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পরিবারের উপর রয়েছে তাঁর পরিপূর্ণ অধিকার, অর্থাৎ তিনিই পরিবারের কর্তা। এই পরিবার তাঁর—তিনিই এর কর্তা।

১। ঈশ্বর পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্তা, কেননা তিনি—

ক) জানতেন যে মানুষ অকৃতকার্য হবে।

খ) পরিবার সৃষ্টি করেছেন।

গ) তাঁকে মেনে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

পরিবারের গঠন ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ খ্রীষ্টিয় পরিবারের গঠন কেমন হবে তা বলতে পারা।

মানুষের জন্য ঈশ্বর পরিবার গঠনের যে পরিকল্পনা করেছেন—সেইভাবে যারা একসাথে বাস করছে, তাদের নিয়েই খ্রীষ্টিয় পরিবার। ১ করিন্থীয় ১১ ঃ ৩ পদে ও ইফিষীয় ৫ ঃ ২২ থেকে ৬ ঃ ৪ পদ পর্য্যন্ত পরিবার পরিচালনার যে নীতিগুলো দেওয়া হয়েছে, এবং পরিবারের মধ্যে প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের সম্পর্কের বিষয় যা বলা হয়েছে,

ঈশ্বর চান—এগুলো নিয়েই হবে খ্রীষ্টিয় পরিবারের গঠন। এখানে আরও বলা হয়েছে যে, খ্রীষ্ট যেমন স্বামীর মস্তক, ঠিক তেমনি স্বামী-স্ত্রীর মস্তক। ছেলেমেয়েরা মা-বাবার অধীন। অন্যভাবে বললে, ঈশ্বর পরিবারে যাকে যেখানে রেখেছেন, সে সেখানে তার দায়িত্ব বা কর্তব্য পালন করবে ও অন্যরা তাদের কর্তৃত্ব মেনে নেবে। নীচের নক্‌শাটিতে খ্রীষ্টিয় পরিবারের গঠন কেমন হবে তা দেখানো হয়েছে—

উপরের ঐ পদগুলো থেকে আমরা আরও অনেক কিছু জানতে পারি, যেমন—এই পদগুলোতে দেখানো হয়েছে যে, পরিবারের পরিচালক কিভাবে তার পরিবার পরিচালনা করবেন। খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর মধ্যে যে সম্পর্ক, সেই একই সম্পর্কের উপর ভিত্তি করেই পরিবারের গঠন। খ্রীষ্টের ভালবাসা, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব উদাহরণ স্বরূপ রেখে, পরিবারের পরিচালকেরা তাদের পরিবার পরিচালনা করবেন। যেমন—খ্রীষ্ট কখনও এক নায়ক ছিলেন না। জোর করে কাউকে দিয়ে কিছু করানোর মনোভাব তাঁর মধ্যে ছিলনা। ভালবাসাপূর্ণ নির্দেশ ও সহযোগীতা দিয়ে তিনি তাঁর শিষ্যদের পরিচালনা করেছিলেন ও নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে শিষ্যদের কাছে এক অভূতপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। পরিবারের মধ্যে যারা নেতৃত্ব দেন, তাদেরও এই একই আদর্শ, ভালবাসা ও সহানুভূতির দ্বারা নের্তৃত্ব দিতে হবে।

সর্বোপরি এ কথাই বলা যায় যে, একটি পরিবারের প্রতিটি সদস্য খ্রীষ্টকে তাদের পরিবারের সর্বময় কর্তা হিসাবে মেনে নেবে। আর

এভাবেই ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে পরিবার পরিচালিত হবে। পরিবারের মস্তক খ্রীষ্ট—তাঁকে বাদ দিয়ে খ্রীষ্টিয় পরিবার গঠিত হওয়া অসম্ভব।

২। খ্রীষ্টিয় পরিবারের গঠন কেমন হবে, সেই বিষয় আপনার নোট বই'এ দু-তিনটি উক্তি লিখুন। আপনার উক্তিগুলোর পক্ষে বাইবেল থেকে কতকগুলো পদের উল্লেখ করুন।

পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ পরিবারের সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয় বাইবেল যে শিক্ষা দেয়, তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উক্তিগুলো বুঝতে পারা।

কোন পরিবার যদি ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে চায়, তাহলে ঐ পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করে যেতে হবে।

বিবাহিত পুরুষ ও নারী ঃ

বিবাহিত পুরুষ ও নারীকে নিয়েই ঈশ্বরের পরিকল্পিত পরিবার। ঈশ্বর বলেছিলেন ঃ "মনুষ্যের একাকী থাকা ভাল নয়, আমি তাহার জন্য তাহার অনুরূপ সহকারিণী নির্ম্মাণ করি" (আদি পুস্তক ২ ঃ ১৮)। ঈশ্বর পুরুষ থেকেই নারী সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি বললেন যে বিয়ের মধ্য দিয়েই পুরুষ ও নারী আবার একাংগ হবে (আদি পুস্তক ২ ঃ ২৪)। ঈশ্বরের সৃষ্টির কি মহান রহস্যই না এর মধ্যে লুকিয়ে আছে (ইফিষীয় ৫ ঃ ৩২-৩৩)।

পুরুষ ও নারীর মিলন স্থায়ী করবার জন্য ঈশ্বর স্বামী ও স্ত্রী দুজনের জন্য কতকগুলো নিয়ম দিয়েছেন। সেগুলো এরূপ—

১। একে অন্যের সাথে দেহে মিলিত হতে অস্বীকার কোরো না। ১ করিন্থীয় ৭ ঃ ৩-৫ পদে প্রেরিত পৌল স্বামী-স্ত্রীর বিবাহিত জীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে এভাবেই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। দৈহিক সম্পর্কের অপব্যবহার সম্পর্কে বাইবেলে

ভূরি ভূরি সতর্কবাণী আছে, কিন্তু কেবল এই একটি জায়গায়ই এর সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে এভাবে বলা হয়েছে। আর বিবাহই একমাত্র পথ যার মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের এই দৈহিক সম্পর্ককে শুচি বা পবিত্র করা হয়।

নারী-পুরুষের দৈহিক মিলনের মধ্য দিয়েই বিবাহের শুরু (আদি পুস্তক ২ ঃ ২৪)। তাই শাস্ত্র যখন এই বিবাহ প্রথার প্রচলন সমর্থন করে ও এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দেয়, তখন আমাদের অবাক্ হবার কিছুই থাকেনা। এই আদর্শ বা ব্যবস্থা অনুসারে স্বামী-তার স্ত্রীর ও স্ত্রী তার স্বামীর দৈহিক চাহিদা মেটাবে—কেননা স্ত্রীর দেহ শুধু তার একার নয়, তার উপর তার স্বামীরও অধিকার আছে। সেইভাবে স্বামীর দেহ শুধু তার একার নয়, তার উপর তার স্ত্রীরও অধিকার রয়েছে। যারা এই নীতিটি মেনে চলে ও ঈশ্বরের এই ব্যবস্থা পালন করে, তাদের বিবাহিত জীবন সুখের হয় ও তারা একে অন্যের প্রতি অবিশ্বস্ত হয় না।

৩। ১ করিন্থীয় ৭ ঃ ৩-৫ পদ পড়ে নীচের প্রশ্ন দুটোর উত্তর দিন।

ক) একমাত্র কখন স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের সাথে মিলিত হতে অস্বীকার করতে পারে ?

....

খ) স্বামী-স্ত্রী একে অন্য থেকে আলাদা থাকবার জন্য তাদের প্রথমে কি করতে হবে ?

....

....

২। একে অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে। যখন একজন নারী ও পুরুষ প্রভুতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন তারা প্রতিজ্ঞা করে যে, সারাজীবন তারা একে অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। ঈশ্বর চান সমস্ত জীবন ব্যাপী তারা যেন তাদের এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে। তাই স্বামী-স্ত্রীর সবসময়ে মনে রাখতে হবে যে, তাদের দেহ প্রথমতঃ প্রভুর .... তারপর স্বামীর দেহ স্ত্রীর ও স্ত্রীর দেহ স্বামীর।

প্রেরিত পৌল স্পষ্টভাবে বলেছেন, যদি কেউ তার দেহ বেশ্যার দেহের সংগে যুক্ত করে তবে সে খ্রীষ্টের দেহের অংশ নিয়ে বেশ্যার দেহের সংগে যুক্ত হয়। কেননা তার দেহ খ্রীষ্টের দেহের অংশ (১ করিন্থীয় ৬ ঃ ১৫-১৭)। একইভাবে বলা যায়, স্বামী বা স্ত্রী যদি অন্যের দেহের সাথে যুক্ত হয়, তবে সে তার অংশীদারের দেহকে নিয়ে অন্যের দেহের সাথে যুক্ত করে। কেননা স্ত্রীর দেহ স্বামীর ও স্বামীর দেহ স্ত্রীর—তারা দুজন একদেহ।

ঈশ্বর চান না যে আমরা অবিশ্বস্ত হই। অবিশ্বস্ততা মোটেই স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এটি অন্যের দেহের সাথে নিজের দেহের অংশকে যুক্ত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই কারনেই বিবাহিত জীবনে অবিশ্বস্ততা চরম দুর্ভোগ বয়ে আনে।

৩। ঈশ্বর যা এক সংগে যোগ করেছেন, মানুষ তা আলাদা না করুক। যীশু বলেছেন, একজন নারী ও পুরুষ যখন থেকে বিবাহ বন্দনে আবদ্ধ হয়, অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত হয়, তখন থেকে তারা আর দুই নয়—জীবনে শেষ পর্য্যন্ত তারা একদেহ, কেননা ঈশ্বর তাদের একসংগে যোগ করেছেন (মথি ১৯ ঃ ৬)। সুতরাং তালাক বা বিবাহ-বিচ্ছেদ একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় এ হোল মানুষের অবৈধ হস্তক্ষেপ অর্থাৎ মহাপাপ।

যদিও পুরাতন নিয়মে আমরা দেখতে পাই যে, মোশি ত্যাগ-পত্র দিয়ে স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। এই বিষয়ে যীশু যা বলেছিলেন তা আমাদের ভুলে গেলে চলবেনা—যীশু বলেন, "আপনাদের মন কঠিন বলেই স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে মোশি আপনাদের অনুমতি দিয়েছিলেন-কিন্তু প্রথম থেকে এরকম ছিল না" (মথি ১৯ ঃ ৮)। তাই সৃষ্টির প্রথমে ঈশ্বর যে ব্যবস্থা দিয়েছিলেন, তা কখনই বাতিল হতে পারেনা।

৪। একে অন্যকে ভালবাসতে হবে। এ যুগে এ ধারনাই মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়েছে যে, নারী পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের ভিত্তিতে যে ভালাবাসা, সেই ভালবাসার কারণেই তারা বিবাহ বন্ধনে

আবদ্ধ হয়। আর এই আকর্ষণকেই তারা ভালবাসা বলে মনে করে। সুতরাং এই আকর্ষণ যখন তাদের মধ্যে আর থাকেনা তখন তারা বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে চায়। অপরপক্ষে বাইবেলের নির্দেশ, স্বামী-স্ত্রী যেন পরস্পরকে ভালবাসে (ইফিষীয় ৫ ঃ ২৫, তীত ২ ঃ ৪)। যদি কোন স্বামী-স্ত্রী মনে করে যে তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়া দরকার কেননা তারা আর পরস্পরকে ভালবাসেনা, তবে তখন থেকেই তাদের কর্তব্য হবে একে অন্যকে ভালবাসতে শুরু করা, কারণ এটাই আমাদের জন্য প্রভুর নির্দেশ।

স্বামী-স্ত্রী ভালবাসা সম্পর্কে বাইবেলে কি বলা হয়েছে-আসুন আমরা তা আলোচনা করি। এখানে যে ভালবাসার কথা বলা হয়েছে, তা কেবল মাত্র স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দৈহিক আকর্ষণ নয়। এধরনের ভালবাসা আত্মতৃপ্তি মূলক। অন্যদিকে বাইবেলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ভালবাসাকে এমন এক আত্ম অস্বীকার মূলক ভালবাসা বলে দেখানো হয়েছে, যেখানে নিজে নিঃস্ব হয়ে অপরকে সুখী করবার ইচ্ছাই প্রাধান্য লাভ করে। সহজভাবে বলতে গেলে, স্বামী-স্ত্রীর সব সময়ে ভাবতে হবে, কে কাকে কত বেশী দিতে পারে বা সুখী করতে পারে। ভালবাসার বিষয়ে প্রেরিত পৌল ১ করিন্থীয় ১৩ ঃ ৪-৭ পদে আমাদের এই শিক্ষাই দিচ্ছেন। কেবল মাত্র এই প্রকার ভালবাসাই আমাদের বিবাহিত জীবনকে সংসারের সমস্ত ঝড়-ঝাপটা থেকে রক্ষা করে জীবনের আসল লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে।

৫। একে অন্যের কাছে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত থাকা। খ্রীষ্টিয় বিবাহের অপরিহার্য দিকটি হোল একে অন্যের কাছে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত থাকা। এর অর্থ, পরস্পরের কাছে নিবেদিত থাকা এবং ঈশ্বরকেও জীবনের সাথী হিসাবে গ্রহণ করে নেওয়া। পরস্পরের প্রতি নিবেদিত থাকার অর্থ হোল, এমন একটি পথ বা উপায় খুঁজে বের করে নেওয়া, যার মধ্য দিয়ে বিবাহিত জীবনে উদ্‌ভূত সমস্যাদি আমরা বুঝতে পারি ও সেইমত সমাধানও করতে পারি। স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের প্রতি সম্পূর্ণ নিবেদিত না হলে, ও এটাই তাদের বিবাহিত জীবনের ভিত্তি না হলে, তাদের মধ্যে কখনই সমঝোতা ও

স্থায়ীত্ব আসতে পারে না। যারা তাঁর নিজের, তাদের জন্য যীশু যেভাবে আত্ম নিবেদন করেছিলেন, তা এই বিষয়ের জন্য একটি চমৎ-কার উদহরণ (যোহন ১৩ ঃ ১)।

৬। একে অন্যাকে সম্মান করতে হবে। যদিও অনেকে মনে করে যে, তার স্বামী বা তার স্ত্রী সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত নয়, তবুও একজন আর একজনকে সম্মান করতে হবে (ইফিষীয় ৫ ঃ ৩৩, ১ পিতর ৩ ঃ ৭)। স্বামীর আয় কম, বা স্ত্রী অল্প শিক্ষিতা বা সুন্দরী নয়, তবুও পরস্পরকে সম্মান করতে হবে, কেননা তারা দুই নয়, প্রভুতে তারা এখন একদেহে পরিণত হয়েছে। সুতরাং একজন আর একজনকে অসম্মান করা মানে নিজেকেই নিজে অসম্মান করা। ঈশ্বরই স্ত্রীকে স্বামীর অধীন করেছেন, তাই স্ত্রীর উচিৎ স্বামীকে সম্মান করা। আবার স্বামীরও উচিত স্ত্রীকে সম্মান করা কেননা স্ত্রী তার কাছে ঈশ্বরের দান ও তার উপযুক্ত সহকারিণী (আদি ২ ঃ ২৩) এবং তার সংগেই সে ঈশ্বরের দেওয়া জীবন লাভ করবে (১ পিতর ৩ ঃ ৭)।

৪। বিবাহিত নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিষয় বাইবেলের শিক্ষার সাথে নীচের যে উক্তি সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটি টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) স্বামী-স্ত্রী যারা একে অন্যাকে ভালবাসেনা তাদের উচিত বিবাহ-বিচ্ছেদ করা।

খ) স্বামী-স্ত্রী যারা একে অন্যাকে ভালবাসেনা তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ করা। উচিত না।

খ) স্বামী-স্ত্রীর একে অন্যের দৈহিক চাহিদা মেটাতে অস্বীকার করা উচিত না।

গ) তালাক বা বিবাহ-বিচ্ছেদ ঠিক নয়, কারণ এতে প্রধাণতঃ সন্তানদের জীবন ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

স্ত্রীর কর্তব্য ঃ

বাইবেলে খ্রীষ্টিয়ান স্ত্রীদের বিশেষ দুটো কর্তব্য পালন করতে বলা হয়েছে।

১। স্বামীর অধীনতা-মেনে নিতে হবে। আগের দিনে স্ত্রী ছিল স্বামীর দাসী, কিন্তু ইস্রায়েলদের সময় সময় থেকে স্ত্রীদের মর্যাদা অনেক

বেড়ে গিয়েছে। পরবর্তীকালে খ্রীষ্টই নারীকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। খ্রীষ্টে "স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে কোন তফাৎ নেই" (গালাতীয় ৩ ঃ ২৮)। কিন্তু বিবাহের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে-কার সম্পর্ক, দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

ইফিষীয় ৫ ঃ ২২-২৩ পদে আমরা দেখতে পাই স্বামীকে যেমন সংসার পরিচালনা ও নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, স্ত্রীকেও তেমনি স্বামীর কর্তৃত্ব ও পরিচালনার অধীনে থাকবার কথা বলা হয়েছে। মণ্ডলী যেমন খ্রীষ্টের অধীনে আছে, স্ত্রীরও একইভাবে স্বামীর অধীনে থাকা উচিত। (ইফিষীয় ৫ ঃ ২২, ২৪, কলসীয় ৩ ঃ ১৮, তীত ২ ঃ ৫ ; ১ পিতর ৫ ঃ ১, ৫)।

স্বামীর অধীনতা মেনে নেওয়া বলতে কি বোঝায়, তা অনেক স্ত্রীদের পক্ষে বোঝা বেশ কঠিন। তারা মনে করে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী সমান। কিন্তু বাস্তবে তা কখনই সম্ভব নয়, যেহেতু বিভিন্ন দিক থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে অনেক তফাৎ। এটি সত্য যে ঈশ্বরের সামনে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই সমান আত্মিক অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু একথাও সমান ভাবে সত্য যে, যে লোকদের মধ্যে সমান অধিকার রয়েছে তারাও কারও অধীনে থাকবার জন্য কোন একজনের নেতৃত্ব স্বাধীন ভাবে মেনে নেয়। সুতরাং বিবাহে স্ত্রী স্বাধীন ভাবেই একটি পরিবারের অংশ হিসাবে নিজেকে মেনে নেয়, এবং এভাবে সে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে পরিবারের কর্তার অধীনতা স্বীকার করে। ঈশ্বর চান না যে স্বামী স্ত্রী এ নিয়ে প্রতিযোগীতা করে, বরং তিনি চান যেন তারা একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে থাকে বা কাজ করে (১ করিন্থীয় ১১ ঃ ১১-১২)। এভাবে পরিবারে থাকবে সমঝোতা ও শান্তি—আর ঈশ্বরের সৃষ্টি ও পরিকল্পনা হবে সার্থক।

২। ভাল গৃহিনী হতে হবে। নিজের ঘর-সংসারের প্রতি যত্ন নেওয়া স্ত্রীর আর একটি কর্তব্য (তীত ২ ঃ ৫)। এ ব্যবস্থা ঈশ্বরই দিয়েছেন। হিতোপদেশ ৩১ ঃ ১০-৩১ পদে গুণবতী স্ত্রীর কি চমৎকার প্রশংসা করা হয়েছে।

৫। কোন মহিলা যদি নিজেকে এই প্রশ্নটি করে, "গালাতীয় ৩ ঃ ২৮ পদে বলা হয়েছে যে, স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, তাহলে কেন আমি আমার স্বামীর অধীনে থাকবো ?" তাকে যে উত্তর দিবেন তা আপনার নোট বই'এ লিখুন ও এই সম্পর্কে ব্যবহারোপযোগী কিছু শাস্ত্রীয় পদও উল্লেখ করবেন।

স্বামীর কর্তব্য ঃ

স্বামীর উপর ঈশ্বর এক প্রধান দায়িত্ব অর্পণ করেছেন ঃ তোমরাও প্রত্যেক স্ত্রীকে ভালবাসো (ইফিষীয় ৫ ঃ ২৫ ; কলসীয় ৩ ঃ ১৯)। এটি কি ধরনের ভালবাসা ? আসুন বাইবেলের আলোকে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা কেমন হতে হবে, তা বুঝবার চেষ্টা করি।

১। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা হবে নিস্বার্থ বা আত্মদান মূলক ভালবাসা। স্ত্রীর জন্য জীবন দিতেও স্বামীকে প্রস্তুত থাকতে হবে, যেমন মণ্ডলীর জন্য খ্রীষ্ট নিজেকে দান করেছিলেন। কি অভূতপূর্ব ভালবাসার উদাহরণ খ্রীষ্ট (ইফিষীয় ৫ ঃ ২৫)। কি নির্ভীক ভালবাসার চরম প্রকাশ !

২। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা হবে নিজেকে ভালবাসার মত। হয়ত আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন, বা মনে করছেন, এবুঝি উপরের আলোচনা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। বাইবেলে এ কথা বলা হয়েছে, "যে নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে, সে নিজেকেই ভালবাসে" (ইফিষীয় ৫ ঃ ২৮)। এই ভালবাসা প্রতিবেশীকে ভালবাসার মত নয়। স্বামী যেভাবে তার নিজের দেহকে ভালবাসে ও যত্ন নেয় ঠিক সেইভাবে নিজের স্ত্রীকেও তার ভালবাসা উচিত, কেননা তারা দুইজন এখন একদেহ হয়েছে (ইফিষীয় ৫ ঃ ২৯)। খ্রীষ্ট যেমন মণ্ডলীর প্রয়োজনেয় বিষয়ে ভাবেন, স্বামীরও তেমনিভাবে স্ত্রীর প্রয়োজনের বিষয় ভাবতে হবে, সহানুভূতিশীল হতে হবে ও তার সার্বিক মংগলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

৩। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা হবে মধুর ভালবাসা। স্ত্রীর সাথে স্বামী কখনও কঠোর ব্যবহার করবে না (কলসীয় ৩ ঃ ১৯)

বরং মৃদু ও নম্র ব্যবহার করতে হবে, কেননা স্ত্রী হচ্ছে স্বামীর দুর্বল সাথী (১ পিতর ৩ ঃ ৭)। স্বামী তার স্ত্রীকে প্রেম ও স্নেহের মধ্য দিয়ে পরিচালনা করবে।

যে স্বামী তার স্ত্রীকে এমনিভাবে ভালবাসে সেই স্ত্রী খুব সহজেই স্বামীর অধীনতা মেনে নেবে। অন্যভাবে আমরা বলতে পারি, যে স্বামী স্ত্রীকে এমনিভাবে ভালবাসে, স্বামীর অধীনতা মেনে না নেবার কোন কারণই তার থাকতে পারে না।

৬। নীচের যে উক্তিগুলো সত্য সেগুলোর ডানপাশে 'সত্য' ও যেগুলো মিথ্যা সেগুলোর পাশে 'মিথ্যা' লিখুন। আপনার মন্তব্যের পক্ষে বাইবেল থেকে কমপক্ষে একটি করে পদ উল্লেখ করে দেখান।

ক) যে স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে, সে নিজেকেই ভালবাসে। কেননা তারা আর দুজন নয়, তারা এক। ....

খ) স্বামীর প্রধান দায়িত্ব হোল স্ত্রীকে বলে দেওয়া যে, তাকে কি কি করতে হবে। ....

গ) যেহেতু স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা হবে আত্মদান মূলক সুতরাং এটি নিজেকে ভালবাসার মত হতে পারে না। ....

আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি যে, স্ত্রীর দায়িত্ব তার স্বামীর অধীনতা মেনে নেওয়া ও স্বামীর দায়িত্ব তার স্ত্রীকে নিজের মত ভাল-বাসা। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হোল, স্বামী ও স্ত্রী যে যার দায়িত্ব পালন করে যাবে ; এরা কেউ কাউকে এব্যাপারে জোর করতে পারে না। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে স্বামীর অধীনতা মেনে নিতে স্বামী কখনই স্ত্রীকে জোর করতে পারেনা এবং তা কখন সম্ভব নয়। একই-ভাবে স্ত্রীও তাকে ভাল বাসতে তার স্বামীকে জোর করতে পারেনা। স্বামী বা স্ত্রী যে যার দায়িত্ব সে নিজে পালন করুক ও অন্যের দায়িত্ব তার উপর ছেড়ে দিক। অন্যথায় স্ত্রী হয়ত গোঁ'ধরে বসতে পারে, স্বামী যে পর্য্যন্ত তাকে সম্পূর্ণভাবে ভালবাসা না দেখাবে, সে পর্য্যন্ত সে স্বামীর অধীনতা মেনে নেবেনা। আবার স্বামীও একইরকম

গোঁ ধরতে পারে। শেষ পর্যন্ত "কে আগে" তার দায়িত্ব পালন করবে, তাই নিয়েই সংসারে বিরাট অশান্তি লেগে থাকবে ও তাদের জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ব্যহত হবে।

ছেলে-মেয়েদের কর্তব্য ঃ

ঈশ্বরের ব্যবস্থা অনুসারে মা-বাবার বাধ্য থাকা, ছেলে-মেয়েদের প্রধান কর্তব্য (ইফিষীয় ৬ ঃ ১-৩ ; কলসীয় ৩ ঃ ২০)। ঈশ্বরই মা-বাবাকে পরিবার পরিচালনার জন্য কর্তৃত্ব দিয়েছেন। মা-বাবা ঈশ্বরের পক্ষে পরিবার পরিচালনা করেন। ছেলে-মেয়েরা কেন মা-বাবার বাধ্য থাকবে এ সম্পর্কে বাইবেল থেকে চারটি কারণ দেখান হোল ঃ—

১। যেহেতু বাধ্যতা তাদের জন্য একটি খ্রীষ্টিয় কর্তব্য।

২। যেহেতু বাধ্যতা আমাদের প্রয়োজন।

৩। যেহেতু বাধ্যতা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে।

৪। যেহেতু ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন, যারা মা-বাবাকে সম্মান করে, ঈশ্বর তাদের মংগল করেন ও তারা দীর্ঘায়ু হয়।

বাধ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। তিনি ক্রুশের উপর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর স্বর্গীয় পিতার বাধ্য ছিলেন (ফিলিপীয় ২ ঃ ৮) আবার একই সাথে এই জগতের মা-বাবারও তিনি বাধ্য ছিলেন (লূক ২ ঃ ৫১)।

মা-বাবার কর্তব্য ঃ

ঈশ্বর মা-বাবাকে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন তাদের সন্তানদের ভালবাসেন এবং প্রভুর শাসন ও শিক্ষায় তাদের মানুষ করে তোলেন (ইফিষীয় ৬ ঃ ৪ ; তীত ২ ঃ ৪)।

১। সন্তানদের সুশিক্ষা দিন। কিভাবে ছেলে-মেয়েরা জীবন-যাপন করবে, সেই বিষয়ে মা-বাবা অবশ্যই তাদের সন্তানদের শিক্ষা দেবে (হিতোপদেশ ২২ ঃ ৬)। সেই শিক্ষা হবে এইরূপ ঃ—

ক) সন্তানদের ঈশ্বরের বাক্য শেখাতে হবে (দ্বিতীয় বিবরণ ৬ ঃ ৭)। এ হোল সমস্ত শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ।

খ) সন্তানদের বাধ্যতা শেখাতে হবে (আদি পুস্তক ১৮ ঃ ১৯)। ছোট-বেলা থেকেই ছেলে-মেয়েরা মা-বাবার বাধ্য হয়ে চললে, বড় হয়ে তারা দেশের আইন-কানুনেরও বাধ্য থাকবে। এমনকি তারা ঈশ্বরের বাধ্য থাকবে।

গ) সন্তানদের কাজ করতে শেখাতে হবে। অলসভাবে বসিয়ে না রেখে ছোট বেলা থেকেই ছেলে-মেয়েদের দিয়ে অবসর সময়ে কাজ করাতে হবে। তাতে তাদের একঘেঁয়েমী জীবনের ক্লান্তি দূর হবে—দুষ্ট ছেলে-মেয়েদের সাথে মিশ্বার সময় ও সুযোগ পাবে না।

ঘ) সন্তানদের কিছু কিছু দায়িত্ব দিতে হবে। এর দ্বারা তারা ঈশ্বর ও মানুষের দৃষ্টিতে দায়িত্বশীল লোক হয়ে উঠবে।

ছোটবেলা থেকেই এই শিক্ষার প্রভাব তাদের জীবনে পড়লে বড় হয়ে তরো নিজেদের জীবনে সেগুলো প্রয়োগ করতে পারবে। ছেলে-মেয়েদের কতগুলো নিয়ম- কানুনের মধ্যে দিয়ে পরিচালনা করে মা-বাবা তাদের শিক্ষা দিতে পারে। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, মা-বাবা এমন কোন নিয়ম তাদের না দেয়, যা নিজেরাই পালন করতে পারে না (রোমীয় ২ ঃ ২১-২২)। ছেলে-মেয়েরা মা-বাবার ব্যাক্তিগত জীবন থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। মা-বাবার জীবনে যদি নিয়ম-শৃংখলা না থাকে—আর সেগুলো সন্তানদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তাহলে সন্তানদের মন তেতো হয়ে উঠবে এবং তারা উৎ-সাহহীন হয়ে পড়বে (কলসীয় ৩ ঃ ২১)।

২। সন্তানদের শাসন করতে হবে। যে সব ছেলে-মেয়েরা মা বাবার বাধ্য থাকেনা অর্থাৎ তাদের নির্দেশ মত চলেনা, তাদের শাস্তি দেওয়া দরকার (হিতোপদেশ ১৯ : ১৮ ; ২৯ : ১৭)। যারা সন্তানদের শাসন করে বস্তুতঃ তারাই সন্তানদের ভালবাসে (হিতোপদেশ ১৩ : ২৪)। অপর পক্ষে, যারা সন্তানদের শাসন করেনা, তারা তাদের সন্তানদের ভালবাসে না।

অবাধ্য সন্তানদের শারীরিক শাস্তি দেওয়ার অনুমতি বাইবেলে দেওয়া হয়েছে (হিতোপদেশ ২৩ : ১৩-১৪)। কিন্তু মা-বাবার অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, শাস্তি যেন অত্যাধিক না হয়। অত্যাধিক শাস্তি তাদের মনে ক্রোধ, তিক্ততা ও পরিশেষে পিতা-মাতার প্রতি ঘৃণা নিয়ে আসবে। (ইফিষীয় ৬ : ৪)। শাসন হোল প্রেমের সংগে তাদের সংশোধন করতে চেষ্টা করা। যখন সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়, কেলন মাত্র তখনই শারীরিক শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আপনি যদি তাদের অবাধ্যতাগুলি অবহেলা করে যেতে থাকেন ও কেবলমাত্র তখনই শাস্তি দেন যখন আপনার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, তখন আপনি শাসন না করে বরং রাগ মিটাচ্ছেন মাত্র। এতে তারা কখনোই সংশোধিত হতে পারবে না। তারা যখন অবাধ্য হবে কেবল তখনই তাদের শাস্তি দিন। এর ফলে অবাধ্যতা একটি অভ্যাসে পরিণত হতে পারবে না।

৭। যারা সন্তানদের শাসন করে ও সংশোধন করে তারাই সন্তানদের সত্যিকারভাবে ভালবাসে—আপনি কেন একথা সামর্থন করেন ?

....

....

ছেলে-মেয়েদের শাসন করার সময় তারা যেন বুঝতে পারে যে তাদের শাসন করবার অধিকার মা-বাবার আছে ও তারা উভয়ে একমত হয়ে শাসন করছে। আবার বাবা যখন সন্তানদের শাসন করে, তখন সন্তানদের ভুল-ত্রুটি চেপে যাওয়া বা তাদের প্রশ্রয় দেওয়া মায়ের উচিত না। এভাবে তাদের ভুল ত্রুটি চেপে গেলে তাদের আস্পর্ধা দিন দিন বেড়েই যাবে ও তারা আরও উশৃংখল হয়ে উঠবে। তারা বেশ বুঝতে পারবে যে 'মায়ের কাছে সাত খুন মাফ'। ফলতঃ তারা তাদের বাবার

শাসন মেনে চলবে না। সংসারে বাবার কর্তৃত্ব হয়ে পড়বে অকার্যকর। তাছাড়াও সন্তানদের বোঝাতে হবে যে কে বা কারা তাদের পরিচালক। তা না হলে, কাকে তারা মেনে চলবে? তাদের জীবন হবে নদীতে ভাসমান কচুরীপানার মত। তাদের জীবন সুষ্ঠ পথে প্রবাহিত হবেনা। খ্রীষ্টিয় পরিপূর্ণতাও তাদের জীবনে আসবেনা। আসল কথা হোল, মা হোক আর বাবাই হোক, যিনি সন্তানদের অবাধ্যতা বা উশৃংখলতা দেখবেন, সাথে সাথে তিনি তাদের শাসন করবেন, যেন তাদের সংশোধন হয়। এভাবে তাদের ভয় দেখানো ঠিক হবেনা, যেমন— "ঠিক আছে—তোমার বাবা আসলে পর সব তাকে বলে দেবো, তখন দেখো কেমন হয়। "বরং যখন ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অবাধ্যতা বা উশৃংখলতা দেখা যায়, তখনই তাদের শাসন করতে হবে ও সংশোধন করতে হবে।

ছেলে-মেয়েদের শাসন করার সময় তাদের বোঝাতে হবে, কেন তাদের শাসন করা হচ্ছে—এবং আরও বলে দিতে হবে ভবিষ্যতে যেন তারা এরকম. না করে বা এভাবে না চলে। ছেলে-মেয়েদের শাস্তি দেওয়ার পর তাদের প্রতি ভালবাসা ও ক্ষমা দেখাতে হবে। তাদের কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বোঝাতে হবে। ছেলে-মেয়েরা যেন কখনও না ভাবে যে সংশোধন হবার পরও মা-বাবা তাদের স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করছে না। ভাই ও বোনেরা—একবার ভেবে দেখুন, মানুষ পাপে পতিত হবার পরও কি স্বর্গস্থ পিতা মানুষকে প্রেম প্রদর্শন করেন নি? (নহিমিয় ৯ ঃ ১৭, মীখা ৭ ঃ ১৮, লূক ৭ ঃ ৩৬-৫০)।

সন্তানদের সাথে মা-বাবার সব সময় যোগাযোগ রাখতে হবে। তাদের কাছে গিয়ে, বা কাছে ডেকে এনে, তাদের কি দরকার, তারা কি বলতে চায়, মনযোগ দিয়ে তা শুনতে হবে। এমনকি ছেলে-মেয়েদের কারো বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ থাকে তাও শুনুন। তাহলে কাউকে ঠিকমত শাসন ও সংশোধন করতে মা-বাবার জন্য বরং সুবিধাই হবে। সন্তানেরা কি বলতে চায়, মা-বাবাকে তা শুনতে হবে। মাঝে মাঝে দেখা যায় যে কোন কোন বিষয় তাদের চিন্তা বা মত মা-বাবার চেয়েও অনেক ভাল।

৩। সন্তানদের ভালবাসতে হবে। প্রেরিত পৌল বলেছেন, আমরা যেন আমাদের সন্তানদের ভালবাসি (তীত ২ঃ৪)। এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি যে, সন্তানদের শাসন করা তাদের প্রতি ভালবাসার একটি দিক। শাসন করাই যে কেবল ভালবাসা তা নয়। খুব কঠোর-ভাবে শাসন করলেই যে ছেলে-মেয়েরা ভাল হবে এ কথাও ঠিক নয়। যে হাত দিয়ে আপনি ছেলে-মেয়েদের শাসন করেছেন সেই হাত দিয়েই ওদের আদর ও সোহাগ করুন।

মাঝে মাঝে দেখা যায়—কাজের চাপের জন্য মা-বাবা ছেলে-মেয়ে-দের দিকে খেয়াল দেবার, তাদের যত্ন নেবার বা তাদের কথা শোনার সময় পায়না, তাই মা-বাবার দৃষ্টি আকর্ষন করাবার জন্য ছেলে-মেয়েরা মা-বাবার সামনে অবাধ্যতা দেখায়। এ বিষয় মা-বাবার সচেতন থাকা দরকার ও তাদের চাওয়া-পাওয়া যথাসাধ্য মেটানো দর-কার। তাদের যত্ন নেওয়া উচিত ও তাদের আদর করা উচিত। অর্থাৎ শত ব্যস্ততার মধ্যেও তাদের জন্য কিছুটা সময় মা-বাবার করে নিতে হবে। তা না করলে এমন এক সময় আসবে, যখন মা-বাবা দেখবে, তাদের সন্তানদের উপর তাদের কোন প্রভাবই নেই বা মা-বাবার উপর ছেলে-মেয়েদেরও কোন টান নেই। তারা যেমন খুশী তেমন চলছে; তারা হয়ে উঠেছে অপরাধ প্রবণ।

প্রভুর কার্যকারীরা অনেক সময় উপরোক্ত ভুল করে থাকেন। অন্যদের উদ্ধারের জন্য তারা রাত দিন খাটেন অথচ নিজের পরিবারের লোকদের বা সন্তান সন্ততিদের হারাণ। এঁরা অন্যদের ভাল করবার জন্য সদা প্রস্তুত কিন্তু নিজের পরিবারের দিকে কোন খেয়াল নেই। তাদের প্রতিপালন করার দায়িত্ব কার? এক ভদ্রলোক একবার একজন খারাপ লোকের সম্পর্কে আলাপ প্রসংগে বলছিলেন, "এ আর এমন কি খারাপ কাজ করছে, আমাদের পালকের ছেলে এর চেয়েও কয়েক ধাপ উপরে"। আপনি কি প্রভুর একজন কার্যকারী? তাহলে আপনার পরিবারে এরূপ ঘটতে আপনি দিতে পারেন না। যে পালক নিজের পরিবারকে প্রভুর পথে প্রতিপালন করতে পারেনা, সে কেমন করে অন্যদের প্রতিপালন করবে?

৮। আপনার কি সন্তান সন্ততি আছে? এই পাঠের আলোচনার আলোকে নিজেকে পরীক্ষা করে দেখুন, আপনি আপনার সন্তানদের প্রতি কতটুকু দায়িত্ব পালন করেছেন। নীচে একটি তালিকা দেওয়া হোল – বাদিকে মা-বাবার দায়িত্ব বর্ণনা করা হয়েছে, আর ডান দিকে উপরে আপনারা সেগুলো কতটুকু পালন করছেন, তা বলা হয়েছে। যে দায়িত্ব আপনি করছেন বা করতে পারতেন বা করতে চান তা টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

মা-বাবার দায়িত্ব ঃ	এটি আমরা ঠিকমত পালন করছি।	এটি আমরা আর একটু ভালভাবে করতে পারতাম।	আজ থেকেই এটি আমাদের করা দরকার।
সন্তানদের ঈশ্বরের বাক্য শেখানো।			
সন্তানদের বাধ্যতা শেখানো।			
সন্তানদের কাজ করতে শেখানো।			
সন্তানদের কিছু কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করতে শেখানো।			
সন্তানদের শাসন করা ও তাদের সংশোধীত হতে শেখানো।			
সন্তানদের শাসনের ব্যাপারে মা-বাবার চিন্তা ও ক্ষমতা সম্পূর্ণ এক, তা তাদের বুঝতে শেখানো।			
সন্তানদের কাছে মা-বাবাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ হতে হবে।			
সন্তানদের জন্য কিছুটা সময় দিতে হবে, যাতে তারা বুঝতে পারে যে মা-বাবা তাদের কত ভালবাসেন।			

পরিবারে ধনাধ্যক্ষের ভূমিকাঃ

লক্ষ্য ৪ঃ খ্রীষ্টিয় পরিবারের ধনাধ্যক্ষ হিসাবে যারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিকমত পালন করছে, এমন কয়েকটি উদাহরণ বেছে নিতে পারা।

ঈশ্বর চান, প্রতিটি পরিবারই যেন পাপ থেকে উদ্ধার পায় (প্রেরিত ১১ঃ১৪; ১৬ঃ৩১-৩৩)। পরিবারের সদস্যরা পরিত্রাণ পেলে পর যাতে তারা প্রভুর সেবা করে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা ধনাধ্যক্ষের কর্তব্য।

আগের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, খ্রীষ্টিয় পরিবারে ধনাধ্যক্ষ একই সাথে দুটো ভূমিকা পালন করে থাকেঃ সে স্ত্রীর মস্তক স্বরূপ ও সন্তানদের পিতা। পরিবার উপযুক্ত ভাবে পরিচালনা করা ধনাধ্যক্ষের (বিশেষ ভাবে খ্রীষ্টিয় পরিচালকের) প্রধান দায়িত্ব (১ তীমথিয় ৩ঃ ৪, ১২)। এই দায়িত্বের প্রধানতঃ তিনটি দিক আছে— আসুন, সেগুলো আমরা বিস্তারিত আলোচনা করি।

১। পরিবারের অখণ্ডতা রক্ষা করবার জন্য ধনাধ্যক্ষ ঈশ্বরের কাছে দায়ী। অধিকাংশ পরিবার ভেংগে যাবার মূলে রয়েছে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনার অভাব।

২। সন্তানদের মন্দ আচরনের জন্য ধনাধ্যক্ষ দায়ী। হান্নার মত তার বুঝা উচিত যে ঈশ্বরই তাকে ছেলে-মেয়ে দিয়েছেন, তাই সন্তানদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা তার কর্তব্য। তারা যেন তাঁর উদ্দেশ্যেই গড়ে ওঠে এটাও তার দেখা উচিত (১ শমূয়েল ১ঃ২৭-২৮)। ঈশ্বর চান, তাঁর সন্তানেরা হবে খ্রীষ্টে বিশ্বাসী, বাধ্য ও ভদ্র (১ তীমথিয় ৩ঃ৪; তীত ১ঃ৬)। এলির সন্তানেরা মন্দ কাজ করত, তা জানা সত্বেও এলি তাদের সংশোধন করেনি, তাই ঈশ্বর এলি ও তার বংশকে শাস্তি দিয়েছিলেন (১ শমূয়েল ২ঃ২২-৩৬; ৩ঃ১১-১৪)।

দায়ূদের ঘটনা ছিল খুবই নাটকীয়। দায়ূদ ছিলেন ন্যায়বান রাজা। রাজ্য পরিচালনায় তিনি ছিলেন খুবই দক্ষ, কিন্তু নিজের পরিবার ঠিকমত তিনি পরিচালনা করতে পারেন নি।

৩। **পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু যোগাড় করা ও দেখাশুনা করবার জন্য ধনাধ্যক্ষ দায়ী।** ঈশ্বর আমাদের পিতা। তিনি সব সময় আমাদের ভাল করেন। পরিবারের সবার জন্য প্রয়োজনীয় ভরণ পোষণ দেওয়া ধনাধ্যক্ষের একটি অবশ্য করণীয় (মথি ২৪ : ৪৫)। কেননা নিজের পরিবারের যে দেখাশুনা করেনা, সে বিশ্বাস অস্বীকার করে ও অবিশ্বাসীর চেয়েও খারাপ হয় (১ তীমথিয় ৫ : ৮)।

৯। নীচের যে উক্তিগুলোর মধ্যে, যারা পরিবারে ধনাধ্যক্ষ হিসাবে তাদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করছে, সেই উক্তিগুলো টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনা করার দায়িত্ব স্ত্রীর উপর ফেলে হারাধন বাবু অধিকাংশ সময়ই বাইরে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে কাটান।

খ) মোহন বাবু খুব পরিশ্রম করে যথেষ্ট টাকা আয় করেন, এতে তার পরিবারের সবাই বেশ সচ্ছন্দে চলে।

গ) সবিতা ভাবে তার বিবাহিত জীবন তত সুখের নয়। তার স্বামী সুরঞ্জন বাবু অবশ্য স্ত্রীর মন বুঝবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, যাতে তাদের বিবাহিত জীবনের সব সমস্যা দূর করতে পারেন।

১০। উপরে ৯ নম্বর প্রশ্নে ধনাধ্যক্ষের দায়িত্বগুলির মধ্যে সুরঞ্জন বাবু যে ভূমিকাটি পালন করছেন, নীচের নীতিগুলির কোন্‌টিতে সে বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) পরিবারের অখণ্ডতা রক্ষা করছেন।

খ) সন্তানদের আচরণের দিকে লক্ষ্য রাখছেন।

গ) পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু যোগাড় করছেন।

খ্রীষ্টিয়ানের ঘর ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ এই পাঠের নির্দেশগুলো অনুসরণ করে নিজের ঘর ঈশ্বরের গৌরবের জন্য ব্যবহার করবার কতগুলি নির্দিষ্ট উপায় বের করতে পারা।

প্রভুর বাসস্থান ঃ

অনেকের ঘরে এ লেখাটি দেখা যায় ঃ "খ্রীষ্টই এ পরিবারের কর্তা, প্রতি বেলার অদৃশ্য অতিথী ও সমস্ত কথাবার্তার নিরব শ্রোতা।" কত সুন্দর কথা। আর এই কথাগুলোই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, খ্রীষ্ট সব সময়ই আমাদের ঘরে উপস্থিত আছেন। তাহলে সব কিছু আমাদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে থাকতে হবে, ছেলে-মেয়েদের মা-বাবার বাধ্য থাকতে হবে এবং আমাদের সমস্ত আলাপ আলোচনা বা কথাবার্তা হবে মার্জিত ও পবিত্র।

যীশু যখন সক্কেয়কে বললেন যে, তিনি তার বাড়ীতে বেড়াতে যাবেন, তখন সক্কেয় আনন্দে আটখানা হয়ে পড়েছিল। তার বাড়ীতে যীশুকে নিয়ে যাবার জন্য সে তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে এলো (লূক ১৯ ঃ ৫-৬)। সক্কেয়র বাড়ীতে যীশু গিয়েছিলেন, এতেই সক্কেয় এত আনন্দিত হয়েছিল। আর খ্রীষ্ট সব সময়ই আমাদের ঘরে থাকেন, কাজেই আমাদের আরও কত বেশী আনন্দিত হওয়া উচিত! আমাদের ঘর হবে শান্তি ও আনন্দে পরিপূর্ণ। খুব দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, এই বিশ্বাস অধিকাংশ খ্রীষ্টিয়ানদেরই নেই। তাদের ধারণা খ্রীষ্ট কেবল গীর্জা-ঘরেই থাকেন, যেখানে তারা তাঁর উপাসনা করে। তাদের ছেলে-মেয়েরা হয়ত ভাবতে পারে, মা-বাবা গির্জায় গিয়ে এত নম্র ও ভদ্র হয় কিন্তুঘরে আসলেই অন্য রকম—কি ব্যাপার?

খ্রীষ্টকে আমাদের ঘরে রাখবার সবচেয়ে সুন্দর পথ হোল পারিবারিক প্রার্থনা। মা-বাবা ও ছেলে-মেয়েরা একসাথে বসে বাইবেল পড়া, ঈশ্বরের বিষয় আলোচনা করা ও একসাথে তাঁর উপাসনা করা হোল পারিবারিক প্রার্থনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিল ও ভালবাসা রক্ষা করতে এবং ছেলে-মেয়েদের মা-বাবা ও প্রভুর বাধ্য হয়ে থাকতে পারিবারিক প্রার্থনা যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে।

১১। পারিবারিক প্রার্থনায় পরিবারের সবাই কি করে ?

....

....

অতিথিদের থাকবার জায়গা ঃ

বাইবেল থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই, অতিথিদের যেন আমরা আদর যত্ন করি। তাতে ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করবেন। অনেক সময় অনেকে না জেনে স্বর্গ দূতদের আতিথ্য করেছেন বা আদর যত্ন করেছেন (ইব্রীয় ১৩ ঃ ২)।

খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হওয়ার পর মথি, যীশু ও শিষ্যদের সাথে তার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে এক ভোজ দিয়েছিলেন—সেই ভোজে মথি খ্রীষ্টের পক্ষে বস্তুতঃ সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। মথি তার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন, যেন তারা খ্রীষ্টকে দেখতে পারে ও চিনতে পারে। আমরাও এই রকম করতে পারি। অবিশ্বাসী বন্ধুদের আমাদের ঘরে নিমন্ত্রণ করে এনে তাদের যীশুর গল্প বলতে পারি। নূতন বিশ্বাসীদের ডেকে এনে বিশ্বাসে বলবান হয়ে উঠতে তাদের উৎসাহ দিতে পারি। পাড়ার যুবক-যুবতীদের বাসায় এনে বিশ্বাসী ভাই-বোনদের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারি এবং পরিশেষে একসাথে প্রভুর প্রশংসা করতে পারি—তাতে আমাদের সকলের মধ্যে এক নূতন সহভাগীতা সৃষ্টি হবে। একমাত্র মেয়ে মারা যাওয়ায় একবার এক বিধবা বৃদ্ধা শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। কিছুদিন পর তিনি পাশের একটি মেয়েকে তার বাসায় রবিবার দুপুরে খেতে নিমন্ত্রণ করলেন। মেয়েটিও বাড়ী থেকে অনেক দূরে থাকত ও বাড়ীর জন্য তার খুবই কষ্ট হোত। দুজনে মিলে ঐ রবিবারটা বেশ কেটেছিল। এরপর থেকে প্রায় রবিবারই ঐ মেয়েটি বৃদ্ধার বাসায় বেড়াতে আসত। আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব গড়ে উঠল ও এভাবে একদিন মেয়েটি খ্রীষ্টকে তার ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করল।

ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ হিসাবে অতিথি সেবা করবার যথেষ্ট সুযোগ আমরা পেয়ে থাকি। কোন রকম বিরক্তি প্রকাশ না করে আমরা পালকদের, প্রচারকদের ও প্রভুর অন্যান্য পরিচর্যাকারীদের সেবা-যত্ন

করতে পারি। এ আমাদের একটি দায়িত্ব (১ পিতর ৪ ঃ ৯, রোমীয় ১২ ঃ ১৩)। সর্বোপরি বলা যায়, প্রভুর কার্যকারীদের অতিথি সেবার স্বভাব থাকতে হবে (১ তীমথিয় ৩ ঃ ২, তীত ১ ঃ ৮)। শূনেম দেশের যে মহিলা ভাববাদী ইলীশায়ের থাকবার জন্য ঘর তৈরী করে দিয়েছিলেন, তা আমাদের কাছে অতিথি সেবার এক উজ্জ্বল উদাহরণ (২ রাজাবলি ৪ ঃ ৮-১১)। নূতন নিয়মে—থুয়াতীরা শহরের লুদিয়া স্ত্রীলোকটি অতিথি পরায়ণতার জন্য আমাদের কাছে আর একটি বাস্তব উদাহরণ (প্রেরিত ১৬ ঃ ১৪-১৫)। প্রেরিত পৌল ও তাঁর সংগীদের তার বাড়ীতে থাকতে দিয়ে সে অতিথি সেবার এক চমৎকার মনোভাব দেখিয়েছে।

প্রতিবেশীর কাছে সাক্ষ্য ঃ

প্রতিবেশী ও অন্যদের কাছে খ্রীষ্টিয়ানদের পরিবার হবে আদর্শ-স্বরূপ। তাদের পরিবারের জন্য খ্রীষ্ট কি করেছেন, বাইরের লোকদের কাছে তারা তার সাক্ষ্য দেবে। আমাদের খ্রীষ্টিয় চরিত্র প্রতিবেশীদের কাছে আলোর মত জ্বল্‌তে থাকবে (মথি ৫ ঃ ১৬)।

প্রেরিতদের সময়ে বিশ্বাসীদের বাড়ী ছিল সমস্ত কর্ম কাণ্ডের উৎস, তারা বাড়ীতে বাড়ীতে পরস্পর পরস্পরের সংগে মিলিত হত ও আনন্দের সংগে ও সরল মনে খাওয়া দাওয়া করত (প্রেরিত ২ ঃ ৪৬)। তারা অনেকে একসংগে মিলিত হয়ে প্রার্থনা করত (প্রেরিত ১২ ঃ ১২), এমনকি তাদের আরাধনা বা উপাসনাও বাড়ীতে বাড়ীতেই হোত (রোমীয় ১৬ ঃ ৫, ২৩ ; ১ করিন্থীয় ১৬ ঃ ১৯ ; কলসীয় ৪ ঃ ১৫)। তাহলে সংক্ষেপে বলা যায় যে, মণ্ডলীর কাজ বিশ্বাসীদের বাড়ীতেই প্রথম শুরু

হয়। আমাদের আজকের খ্রীষ্টিয় পরিবার হবে অন্ধকারের মধ্যে প্রদীপের মত। সুসমাচারের আলো ছড়িয়ে দিতে হবে বিজাতীয় প্রতি-বেশীদের মধ্যে (ফিলিপীয় ২ঃ ১৫-১৬)। আজকের দিনেও খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের বাড়ী থেকে অনেক মণ্ডলী শুরু হতে দেখা যায়। প্রতিদিন আমাদের বাড়ীতে আমরা প্রার্থনা সভা ও প্রচার কাজ করতে পারি ও মাঝে মাঝে সাণ্ডে স্কুল চালাতে পারি। আমাদের হয়ত এমন অনেক অবিশ্বাসী বন্ধু আছে, যারা যীশুর বিষয়ে জানতে আগ্রহী কিন্তু গির্জাবাড়ীতে যেতে লজ্জা পায়, তাদের আমরা আমাদের বাড়ীতে প্রার্থনা সভা বা প্রচার কাজের সময় নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনে যীশুর বিষয় জানাতে পারি।

১২। এই পাঠে খ্রীষ্টিয়ানদের পরিবারের বিষয় আলোচনা প্রসংগে যে তিনটি বিশেষ দিক আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো আপনার নোট বই'এ লিখুনঃ ১) প্রভুর বাসস্থান, ২) অতিথিদের থাকবার জায়গা ও ৩) প্রতিবেশীর কাছে সাক্ষ্য। নোট বই'এ এর প্রতিটি দিক আলোচনা করার জন্য কিছুটা জায়গা ফাঁকা রাখুন। ফাঁকা জায়গায় এমন কতকগুলো নির্দিষ্ট বিষয় লিখুন, যেগুলো আপনার ঘরে বাস্তবায়িত করতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপঃ ২) অতিথিদের থাকবার জায়গা —এখানে এমন কয়েকজন লোকের নাম লিখে নিন, যাদের আপনি আপনার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে এনে সেবা যত্ন করতে পারেন।

পরীক্ষা-৮

১। সঠিক উক্তিগুলো টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) ঘর-সংসারে স্ত্রীর কাজের বিষয় বাইবেলে কিছু বলা হয়নি।

খ) ঈশ্বর পরিবার গঠনের যে পরিকল্পনা দিয়েছেন, সেই অনুসারে পরিবারের পরিচালক স্বামীকে অবশ্যই তার দায়িত্ব সকল পালন করতে হবে।

গ) যেহেতু স্বামীই পরিবারের পরিচালক, সেহেতু, পরিবারের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তা বুঝতে চেষ্টা করবার স্ত্রীর কোন দরকার নেই।

ঘ) খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর মধ্যে যে সম্পর্ক, খ্রীষ্টিয়ান স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সেই একই সম্পর্ক।

২। খ্রীষ্টিয় পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের নাম ডানদিকে দেওয়া হয়েছে। বা দিকের উক্তি বা পদগুলোর সাথে এদের মিল দেখান।

......ক) ভালবাসে যেমন খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে ভালবেসেছিলেন।	১। বিবাহিত নারী পুরুষ
..... খ) ইফিষীয় ৬ ঃ ১-৩।	২। স্বামী
......গ) ঈশ্বর যা যুক্ত করেছেন, তা আলাদা কোর না।	৩। স্ত্রী
	৪। ছেলে-মেয়ে
......ঘ) ঘরকন্নার যত্ন নেন।	৫। মা-বাবা
.. ...ঙ) ঈশ্বরের বাক্য শেখান।	
......চ) ১ করিন্থীয় ৭ ঃ ৩-৫।	
..... ছ) ইফিষীয় ৫ ঃ ২৫।	

৩। খ্রীষ্টিয় পরিবারে একজন ধনাধ্যক্ষের একই সাথে দুটো ভূমিকা বলতে বুঝায়—

ক) কার্যকারী ও পরিচালকের দায়িত্ব পালন করা।

খ) শিক্ষক ও পরিচালকের দায়িত্ব পালন করা।

গ) স্বামী ও পিতার দায়িত্ব পালন করা।

৪। মনে করুন আপনি কাউকে বুঝাতে গেছেন যে, খ্রীষ্টিয় পরিবার কেন অতিথি সেবা করা উচিত। বা দিকে এবিষয়ে কতগুলি পদ দেওয়া হয়েছে এবং কিভাবে এগুলি ব্যবহার করবেন সে বিষয়ে ডান দিকে লেখা হয়েছে। এগুলির মধ্যে মিল দেখান।

......ক) ২ রাজাবলি ৪ ঃ ৮-১১।	১। অতিথিসেবার উদাহরণ দিতে।
......খ) প্রেরিত ১৬ ঃ ১৪-১৫।	২। খ্রীষ্টিয় কার্যকারীর জীবনে অতিথি পরায়নতা একটি বিশেষ গুণ হিসাবে দেখাতে।
......গ) রোমীয় ১২ ঃ ১৩।	
......ঘ) ১ তীমথিয় ৩ ঃ ২।	
......ঙ) তীত ১ ঃ ৮।	৩। খ্রীষ্টিয়ানদের যে অতিথিদের সেবা করতে বলা হয়েছে তা দেখাতে।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলোর উত্তর ঃ

(উত্তরগুলো ধারাবাহিক নয়)

আপনার উত্তর এধরণের হবে ঃ—

৭। যারা সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভাবে, ও তাদের মংগল কামনা করে তারাই ছেলে-মেয়েদের শাসন করে, ও সংশোধন করে।

১। খ) পরিবার সৃষ্টি করেছেন।

৮। আপনার নিজের উত্তর। কোন দায়িত্ব যদি সঠিকভাবে পালন করতে না পারেন, তাহলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনাদের আরও ভাল মাতা-পিতা রূপে গড়ে তোলেন।

২। আপনার উত্তরটি এরকম হতে পারে ঃ ১ করিন্থীয় ১১ ঃ ৩ পদে ও ইফিষীয় ৫ ঃ ২২-৬ ঃ ৪ পদে খ্রীষ্টিয় পরিবারের সব সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক যেমন হতে হবে, সেই বিষয় বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই পদগুলোতে দেখানো হয়েছে যে, ঈশ্বর পরিবারের মধ্যে যার যার ক্ষমতা বা দায়িত্ব নিরূপণ করে দিয়েছেন। পরিবারের মধ্যে খ্রীষ্টের কর্তৃত্বই সর্বপ্রধান। স্বামী, স্ত্রীর মস্তক স্বরূপ। এইভাবে যারা যারা পরিবারের কর্তৃত্ব করেন তাদের খ্রীষ্টের আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।

৯। খ) মোহন বাবু
গ) সুরঞ্জন বাবু

৩। ক) কেবল যখন তারা প্রার্থনায় থাকে।
খ) আলাদা থাকার আগেই একমত হতে হবে।

১০। ক) পরিবারের অখণ্ডতা রক্ষা করছেন।

৪। ক) 'মিথ্যা'
খ) 'সত্য'
গ) 'মিথ্যা' (স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ সন্তানদের জন্য নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর কিন্তু এটা আসল কথা নয়, আসল কথা হোল বিবাহ-বিচ্ছেদ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ। নারী পুরুষের জন্য ঈশ্বর যে ব্যবস্থা দিয়েছেন এটা সেখানে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। ঈশ্বর মানুষকে এই অধিকার দেননি—মথি ১৯ ঃ ৬ পদ)।

১১। পরিবারের সবাই একসংগে ঈশ্বরের বাক্য শুনবে ও একসংগে তাঁর উপাসনা করবে।

৫। আপনি এভাবে ঐ মহিলাকে বোঝাতে পারেন যে, গালাতীয় ৩ ঃ ২৮ পদে নারী-পুরুষে কোন তফাৎ নেই বলা হয়েছে বটে কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বিবাহিত নারী-পুরুষের একের প্রতি অন্যের সম্পর্কের বিষয় ইফিষীয় ৫ ঃ ২২-২৪ পদে ঈশ্বর যে, আদর্শ দিয়েছেন, তা বাতিল করা হয়েছে। এসম্পর্কে এই পাঠের মধ্য থেকে অন্যান্য পদও দেখাতে পারেন যেখানে "দায়িত্ব সম্পর্কে লেখা আছে।

১২। আপনার নিজের উত্তর। এই পাঠে আপনি যা পড়েছেন ও বুঝেছেন সেইভাবে আপনার ঘরকে ব্যবহার করে ঈশ্বরের গৌরব প্রশংসা করতে পারেন।

৬। ক) সত্য—ইফিষীয় ৫ ঃ ২৮।
খ) মিথ্যা—ইফিষীয় ৫ ঃ ২৫, কলসীয় ৩ ঃ ১৯।
গ) মিথ্যা—ইফিষীয় ৫ ঃ ২৮-২৯ (কেননা স্বামী-স্ত্রী দুই নয়, এখন তারা একদেহে পরিণত হয়েছে সুতরাং স্ত্রীকে ভালবাসা মানে কেবল আত্ম দানই নয় এর অর্থ নিজেকেই ভালবাসা)।

★
★ ★

নোট

(আপনার কোন মন্তব্য থাকলে এখানে লিখতে পারেন)

৯ম পাঠ ঃ

আমাদের মণ্ডলী

সুসমাচার হচ্ছে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষের জন্য ঈশ্বরের শুভ বারতা। সুসমাচার একটি মহান দান যা ঈশ্বর মণ্ডলীকে দিয়েছেন। যাদের কাছে ঈশ্বরের এ শুভ বারতা পেঁাছেনি, তাদের কাছে তা পেঁাছে দেওয়া মণ্ডলীর সদস্য হিসাবে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া চলবেনা। অন্যভাবে বলতে গেলে, মণ্ডলীর সবচেয়ে প্রধান ও অবশ্যকরণীয় কাজ হোল, সমগ্র মানুষের কাছে সুসমাচার পেঁাছে দেওয়া। অর্থাৎ ঈশ্বরের শুভ বারতা প্রচারের মাধ্যম হোল মণ্ডলী। এ কাজটি করতে ঈশ্বর মণ্ডলীকেই নিরূপণ করেছেন।

ঈশ্বরের কার্যকারী হিসাবে আপনি হয়ত ভাবতে পারেন, এ মহান দায়িত্ব পালন করার জন্য কি ধরনের যোগ্যতা আমার থাকা দরকার? আপনার এ প্রশ্নের জবাব হিসাবেই এই পাঠটি দেওয়া হোল। এই পাঠের প্রথম দিকে কতকগুলো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কিভাবে আমাদের উপর ঈশ্বরের নিরুপিত এই মহান কাজটি সম্পন্ন করবার জন্য আমরা মণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যদের উৎসাহিত করতে পারি। তার-পর কতকগুলো উপায় দেওয়া হয়েছে যে, কিভাবে আমরা মণ্ডলীর আর্থিক উন্নতি সাধন করতে পারি, যাতে ঈশ্বরের নিরূপিত এই মহান কাজটি যথাসময়ে সুসম্পন্ন হতে পারে।

পাঠের খসড়া ঃ

সদস্যদের সংঘবদ্ধ করা।
আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ শেষ করার পর আপনি ঃ

★ এমন কতকগুলো উপায় উদ্ভাবন করতে পারবেন, তাতে সুসমাচার প্রচারক হিসাবে খ্রীষ্টিয়ানরা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সমর্থ হয়।

★ এমন কতকগুলো সুনির্দিষ্ট উপায় দেখাতে পারবেন, যেগুলো মণ্ডলীর আর্থিক বিষয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করবে।

আপনার জন্য কিছু কাজ ঃ

১। আগের পাঠগুলো যেভাবে পড়েছেন, এটিও সেভাবে পড়ে যান। পাঠের খসড়া, পাঠের লক্ষ্য, মূল শব্দাবলী, পাঠের মধ্যকার ভিন্ন ভিন্ন নক্শা ও ভিন্ন ভিন্ন উপায়গুলো খুব মনযোগের সাথে পড়ুন ও দেখুন। পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। পাঠের শেষে পরীক্ষাটি দিতে ও যেসব শব্দের অর্থ জানেন না বই'এ শেষের দিকে 'পরিভাষায়' তা দেখে নিতে ভুল করবেন না।

২। এই পাঠে যে সব উপায় ও কার্যপ্রণালী দেওয়া হয়েছে—ভেবে দেখুন কিভাবে সেগুলো আপনার জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন।

যে সব কার্যপ্রণালী এই পাঠে দেওয়া হয়েছে, মণ্ডলীতে সেগুলো খুবই ফলপ্রসু হয়েছে। প্রার্থনা করি ও আশা করি আপনার মণ্ডলীতেও সেগুলো ফলপ্রসু হবে।

মূল শব্দাবলী ঃ

পর্যবেক্ষন	অত্যাবশ্যকীয়	ঘূর্ণায়মান	সমন্বয়
বিশ্লেষণ	নিগূঢ়	পরিপ্রেক্ষিতে	মূল্যায়ন
ক্রমিক পর্যায়	ট্রাকটর	সুষম	সম্পূরক
প্রযোজ্য	ওয়াকিফহাল	মুদ্রাস্ফীতি	সম্প্রসারণ
অংগাংগিভাবে	অবিচ্ছেদ্য	অপ্রত্যাশিত	

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

সদস্যদের সংঘবদ্ধ করা ঃ

সুসমাচার প্রচার কাজের দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ সুসমাচার প্রচার কাজের দায়িত্ব বলতে কি বোঝায়, তা বুঝতে পারা।

কোন কোন মণ্ডলী আছে যেখানে গুটিকতক সদস্য নিয়েই তারা সন্তুষ্ট। মণ্ডলী বৃদ্ধির জন্য তাদের বিশেষ কোন চিন্তা নাই। পালকের বেতন দেওয়া ও গীর্জায় গিয়ে তার প্রচার শোনাই যথেষ্ট বলে তারা মনে করে।

সুসমাচারের ধনাধ্যক্ষতা সম্পর্কে এই মণ্ডলীগুলো কখনই শিক্ষা দেয় না। লোকেরা জানেনা যে সুসমাচার প্রচার কাজ, ঈশ্বর কর্তৃক মণ্ডলীর সদস্যদের উপর অর্পিত এক মহান ও অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। এই ভ্রান্তি দূর করতে হলে মণ্ডলীর মধ্যে বিশ্বাসীদের এই দায়িত্ব সম্পর্কে যে মৌলিক শিক্ষাগুলি আছে, সেগুলি ভাল করে শিক্ষা দিতে হবে। এবিষয়ে নীচে কিছু সাহায্য দেওয়া গেল ঃ

১। সুসমাচার ঈশ্বরের কাছ থেকেই এসেছে। মানবজাতির মুক্তির জন্য এটি তাঁরই সুখবর (রোমীয় ১ ঃ ১)। এই সুখবরের উৎপত্তি তাঁরই মধ্যে (১ তীমথিয় ১ ঃ ১১)।

২। আমরা সুসমাচারের ধনাধ্যক্ষ। ঈশ্বরের সংগে আমাদের একসাথে কাজ করতে হবে (১ করিন্থীয় ৩ : ৯)। ঈশ্বরের নিগূঢ় সত্যগুলি অর্থাৎ সুসমাচারের রহস্য, ঈশ্বর আমাদের উপর দিয়েছেন (১ করিন্থীয় ৪ : ১, ইফিষীয় ৬ : ১৯)। বিশ্বাস করেই তিনি আমাদের উপর এই মহান দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন (১ করিন্থীয় ৯ : ১৭-১৮ ; মথি ১০ : ৭-৮)।

৩। সুসমাচার আমাদের জানতে হবে। সহজ কথায়, আমরা নিজেরা যা জানিনা তা অন্যদের কেমন করে জানাবো? অধিকাংশ খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে এই সমস্যাটি দেখা যায়। যারা নিজেরাই সুসমাচারের কোন একটি বিশেষ বিষয়ে ভালভাবে বোঝেনা, তারা অন্যদের সেই বিষয়ে কি করে বোঝাবে?

খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে সুসমাচার শিক্ষা দেওয়ার একটি উপায় হচ্ছে যীশুর বিষয়ে ছোট ছোট গল্প বলা, যেভাবে সুসমাচার লেখকেরা করেছেন। আই, সি, আই-এর "যীশু খ্রীষ্টের জীবনের প্রধান কয়েকটি অধ্যায়" নামক পাঠ্যক্রমটি এর একটি সুন্দর উদাহরণ। এভাবে শিষ্যদেরকেও দেখা যায়, তারা যীশু খ্রীষ্টের জীবনের প্রধান অধ্যায়গুলি তুলে ধরেছেন (প্রেরিত ২ : ২২-২৪, ৩২-৩৩ ; ১০ : ৩৬-৪২ ; ১৩ : ২৩-৩২ ; ১ করিন্থীয় ১৫ : ১-৭)। এখনও অনেক দেশে যীশুর বিষয়ে গল্প বলা সুসমাচার প্রচারের একটি সহজ পথ বলে মনে করা হয়।

পরিত্রাণ সম্পর্কীয় মূল সত্যগুলি শিক্ষা দেওয়া সুসমাচার প্রচারের আর একটি উপায়। ক) মানুষ মাত্রই পাপী এবং কেউই নির্দোষ নয় (রোমীয় ৩ : ১০-১২, ২৩ ; ৬ : ২৩)। খ) মানুষ নিজেকে নিজে রক্ষা করতে পারেনা (যিরমিয় ২ : ২২)। গ) কেবল খ্রীষ্ট যীশুই পাপীদের উদ্ধার করতে পারেন (প্রেরিত ৪ : ১২, ১ তীমথিত ১ : ১৫)। ঘ) পাপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য মানুষকে অবশ্যই খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করতে হবে (যোহন ৩ : ১৬, প্রেরিত ১৬ : ৩১)।

৪। আমাদের সুসমাচার প্রচার করতে হবে। কেন আমাদের সুসমাচার প্রচার করতে হবে, সেই বিষয়ে বিশেষ তিনটি কারণ আছে :

ক) সুসমাচার প্রচার করতে যীশু নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন (মথি ২৮ : ১০-২০ ; মার্ক ১৬ : ১৫, লূক ২৪ : ৪৭, প্রেরিত ১ : ৮)। খ) সুসমাচার হ'ল পাপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ঈশ্বরের শক্তি (রোমীয় ১ : ১৬)। গ) আমরা দোষী হবো, যদি আমরা সুসমাচার প্রচার না করি (১ করিন্থীয় ৯ : ১৬)।

১। সুসমাচারের ধনাধ্যক্ষতা অর্থাৎ মণ্ডলীর :

ক) কাছ থেকে সুসমাচার আসা।

খ) উপরই সুসমাচার প্রচারের দায়িত্বভার দেওয়া।

গ) কাছ থেকে সুসমাচার প্রচার শুরু হওয়া।

আত্মিক দানগুলোর ব্যবহার :

লক্ষ্য ২ : এমন উক্তিগুলো বেছে নিতে পারা, যেগুলো মণ্ডলীর কাজের সাথে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম ও আত্মিক দানগুলো কিভাবে সম্পর্কযুক্ত, তা দেখায়।

ঈশ্বর মণ্ডলীর উপর কতকগুলো মহৎ কাজের ভার দিয়েছেন এই কাজগুলো যথেষ্ট কঠিনও বটে। সাথে সাথে তিনি খ্রীষ্টে বিশ্বাসীদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতাও দিয়েছেন, যেন তারা ঈশ্বরের দেওয়া কাজগুলো খুব ভালভাবে সম্পন্ন করতে পারেন। এই যোগ্যতাগুলোই হচ্ছে বিভিন্ন আত্মিক দান। সুসমাচারের সত্যের সমর্থনে কোন কোন আত্মিক দান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় (মার্ক ১৬ : ১৭-১৮, ২০)।

মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই আছে, যারা এখনও পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম পায়নি। এধরনের লোকদের প্রার্থনায় অপেক্ষা করতে হবে ও যে পর্যন্ত পবিত্র আত্মার শক্তি তারা না পায়, সেই পর্যন্ত তারা যেন ঈশ্বরের কাছে সেই শক্তির জন্য প্রার্থনা চালিয়ে যায় (লূক ২৪ : ৪৯, পেরিত ১ : ৪-৫)। যে কেউ সুসমাচার প্রচার করতে চায়, প্রথমে তাকে পবিত্র আত্মার শক্তিলাভ করতে হবে—তা না হলে তার প্রচার হবে নিষ্ফল। এটা হবে সেই চাষীর মত, যে কয়েক শত একর জমি চাষ করবার জন্য, তাকে দেওয়া ট্রাক্টর ব্যবহার না করে নিজের হাতে চাষ করতে চাইল ও পরে এই কাজ সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে বচসা করতে লাগল।

খ্রীষ্টে বিশ্বাসীরা যদি পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম পেয়ে থাকেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা অন্যান্য আত্মিক দানগুলোর মধ্যেও দুএকটি লাভ করেছেন। আত্মিক দানগুলো লাভকরে তারা যেন সেগুলো মানুষের পরিত্রাণের জন্য এবং খ্রীষ্টের দেহ (মণ্ডলী) গেঁথে তোলার জন্য ব্যবহার করেন (রোমীয় ১২ ঃ ৪-৮); অর্থাৎ তারা যেন সব সময়ে এই আত্মিক দানগুলোর ব্যবহার করেন ও অবহেলা করে হারিয়ে না ফেলেন (১ তীমথিয় ৪ ঃ ১৪ ; ২ তীমথিয় ১ ঃ ৬)। ঈশ্বর যেমন সুসমাচারের ধনাধ্যক্ষতা আমাদের উপর অর্পণ করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে এই আত্মিক দানগুলিও আমাদের দিয়েছেন। এগুলি আমাদের বিশ্বস্তভাবে রক্ষা ও ব্যবহার করতে হবে (১ পিতর ৪ ঃ ১০-১১)।

২। পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম ও আত্মিক দানগুলো মণ্ডলীর কাজের সাথে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত ?

ক) এগুলো প্রচার করার বিষয়।

খ) এগুলোই মণ্ডলীর লক্ষ্য।

গ) এগুলোই হচ্ছে মণ্ডলীর কাজ সফল হওয়ার উপায়।

পরিকল্পনা করা ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ এই পাঠের মধ্যে যে উপায়গুলো দেখান হয়েছে, সেই অনুসারে পরিকল্পনা তৈরী করতে পারা।

মণ্ডলীর প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারা ঃ

মণ্ডলীর সমস্ত কাজগুলো মোটামুটিভাবে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ—

১। আরাধনা ঃ

উপাসনা
প্রার্থনা সভা
বিশেষ সহভাগিতা সভা
রাত্রি জাগরণী সভা
উদ্দীপনা সভা, ইত্যাদি

২। অন্যান্য পরিচর্যা ঃ

সুসমাচার প্রচার
গৃহ পরিদর্শন
ঘর-দোর তৈরী ও মেরামত
সংগীত ও বাদ্য যন্ত্র
মহিলা কর্ম সংগঠন, ইত্যাদি

৩। **শিক্ষা দেওয়া ঃ**

নূতন বিশ্বাসীদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা
কার্যকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
বাইবেল ক্লাস, ইত্যাদি।

৪। **সহভাগিতা ঃ**

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা
বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যাওয়া
খেলাধুলার ব্যবস্থা

মণ্ডলীর কাজের জন্য যে কোন পরিকল্পনা তৈরী করার আগে প্রথমে মণ্ডলীটির প্রকৃত অবস্থা বুঝতে হবে। উপরে দেখানো হয়েছে যে মণ্ডলীর কাজগুলো চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। মণ্ডলীটি যে সব কাজ করছে সেগুলোর একটি খসড়া তৈরী করুন ও পরে ভাল-ভাবে লক্ষ্য করে দেখুন কোন্ কাজ খুব নিস্তেজভাবে চলছে, বা মোটেই চলছেনা। মণ্ডলী কি কেবলমাত্র একটি সামাজিক সেবামূলক সংগঠন হয়ে পড়েছে? মণ্ডলীটিতে কি কেবল উপাসনার কাজ হয়, না কিছু কিছু সামাজিক সেবামূলক কাজও চলে; না-কোনটাই ভালভাবে চলছেনা। এগুলো সব নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষন করুন। মণ্ডলীর সদস্যদের আত্মিক ও সামাজিক উন্নতি হচ্ছে কিনা? অন্যভাবে বলতে গেলে মণ্ডলী কি গতিহীন? মণ্ডলীর কাজের জন্য যে কোন পরিকল্পনায়, এই পর্যবেক্ষন খুবই প্রয়োজনীয়। উপরোক্ত চারটি বিষয়, তাদের গুরুত্বের দিক থেকে প্রথমটি প্রথমে, দ্বিতীয়টি দ্বিতীয়তে এই ভাবে ক্রমিক পর্যায়ে সাজিয়ে লেখা হয়েছে, সুতরাং এর কোন্‌টিকে কত গুরুত্ব দিতে হবে, সে সম্পর্কে এখান থেকেই একটা ধারনা পেতে পারবেন।

৩। উপরোক্ত কাজগুলির মধ্যে আপনার মণ্ডলীতে যে যে কাজ হয়ে থাকে, সেগুলি নোট খাতায় লিখুন ও সেগুলির মূল্যায়ন করুন।

পরিকল্পনা সভা ঃ

মণ্ডলীর প্রকৃত অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর, পালক মণ্ডলীর পরিচারকবর্গ বা ডিকন বোর্ড ও যারা মণ্ডলীর ভিন্ন ভিন্ন শাখার পরিচালক তাদের ডাকবেন, তাদের কাছে মণ্ডলীর প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করবেন ও তাদের সংগে চিন্তা পরামর্শ করবেন। এই ধরনের সভায় নীচের কাজগুলি করা যেতে পারে।

১। সম্মিলনী, সংঘ বা ইউনিয়নের পরিকল্পনাগুলিকে স্থানীয় মণ্ডলীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ও গ্রহণ করতে হবে। এগুলি অকেজো বা বাতিল বলে একেবারে ফেলে দিলে চলবে না।

২। এক সংগে বসে চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন। মণ্ডলীর বিভিন্ন প্রকল্পগুলি বা শাখাগুলি একে অন্যের কাজে সমস্যার সৃষ্টি না করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। বরং কাজগুলি যেন একে অন্যের সম্পূরক হয় বা তাদের মধ্যে সমন্বয় থাকে।

যেহেতু সম্মিলনী, সংঘ বা ইউনিয়ন সাধারণতঃ বাৎসরিক চিন্তার ভিত্তিতেই তাদের পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করে, সুতরাং, এই পরিকল্পনা সভাগুলিও বৎসরে একবার করে বসা ভাল। অবশ্য ছোট ছোট পরিকল্পনার জন্য মাঝে মাঝে পরিকল্পনা সভায় অবশ্যই বসা দরকার। পরিস্থিতি অনুসারে এ ধরনের সভা প্রতি মাসে বা ২/৩ মাস পর পরও হতে পারে। অনেক সময়ে জরুরী সভাও ডাকা যেতে পারে।

এধরনের পরিকল্পনা গ্রহণের পর এগুলি মণ্ডলীর ক্যালেণ্ডারে বা পঞ্জিকায় লিখে রাখা প্রয়োজন। যেন বছরের প্রথম থেকেই এই দিনগুলি বিশেষ দিনরূপে নির্দিষ্ট করা থাকে। ছোট ছোট পরিকল্পনার জন্য মাঝে মাঝে ডিকন বোর্ডের বৈঠক বসতে পারে ও প্রয়োজন মত এদিনগুলিও ধার্য করা যেতে পারে।

উপায়গুলির সদ্ব্যবহার ঃ

পরিকল্পনা কার্যকারী করার জন্য তৃতীয় পাঠে যে উপায়গুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি খুবই ফলপ্রসু। এই বছরে যে কাজগুলি করা হবে, সেগুলি প্রথমেই স্থির করা দরকার। উদাহরণ সরূপ, পরিকল্পিত বছরে কমপক্ষে নূতন ত্রিশজন সদস্য বাড়াতে হবে বা একটা শাখা

মণ্ডলী উদ্বোধন করতে হবে বা একটা প্রচার কেন্দ্র শুরু করতে হবে। গুরুত্বের দিক থেকে লক্ষ্য রেখে আগের গুলি আগে ও তারপর হবে অন্যগুলি, এই ভাবে পর্যায়ক্রমে করে যেতে হবে। উপাসনা ও প্রচার-কাজ, পরিকল্পনার মধ্যে গুরুত্বের দিক থেকে সব সময় প্রথমে থাকতে হবে। তারপর পরিকল্পনা অনুসারে স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য কাজগুলি চলতে থাকবে। পরিকল্পিত বছরের মধ্যে কমপক্ষে নূতন ত্রিশজন সদস্য লাভ করা চারটিখানি কথা নয়। এর জন্য প্রয়োজনীয় কার্য-কারী তৈরী করতে হবে, প্রচারমূলক সভার আয়োজন করতে হবে, নূতন বিশ্বাসীদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে হবে ও তাদের বাপ্তিস্ম দিতে হবে।

৪। কোন একটি মণ্ডলীতে পরিকল্পনা কার্যকারী করার জন্য নীচে কতগুলো পর্যায় দেওয়া হোল। উপরে দেওয়া উদাহরণ অনুসারে এগুলো পর পর সাজান ও ১ থেকে ৭ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যাগুলো পর পর বসিয়ে দেখান।

……ক) প্রশিক্ষণ দেওয়ার মত কয়েকজন যোগ্য খ্রীষ্টিয়ান বেছে নিতে হবে।

……খ) মণ্ডলীর সমস্ত পরিচালকদের একটি সভার জন্য ডাকতে হবে।

……গ) শিক্ষা দেওয়ার কাজ যে খুবই কম হচ্ছে, তা বুঝতে হবে।

…… ঘ) মণ্ডলীর সমস্ত কাজগুলো বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে হবে।

……ঙ) প্রশিক্ষণের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করতে হবে।

……চ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের দিনগুলো ক্যালেণ্ডারে বা পঞ্জিকায় লিখে নিতে হবে।

……ছ) নূতন ভাবে তিনটি বাইবেল ক্লাশ শুরু করার পরিকল্পনা করতে হবে।

প্রচার বা সাক্ষ্যদান ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ <u>অনেক কাজের মধ্যে মণ্ডলীর প্রথম কাজ কি হবে, তা স্থির করতে পারা ও এই ব্যাপারে প্রেরিত ১ ঃ ৮ পদে মণ্ডলীর প্রচারকাজ ও এর সম্প্রসারণের যে পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে, তা অনুসরণ করতে পারা।</u>

কোন পরিকল্পনা নিলে তা মণ্ডলীর ঠিকমত পালন করা উচিত। সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে প্রধান কাজ হোল সুসমাচার প্রচার। অবশ্য মণ্ডলীকে জানতে হবে যে, কোথা থেকে প্রচার কাজ শুরু করতে হবে। সুসমাচার প্রচার ও এর সম্প্রসারণের পরিকল্পনা যীশু তাঁর প্রথম মণ্ডলীর কাছেই দিয়ে গিয়েছেন, যা আজকের মণ্ডলীর জন্যও প্রযোজ্য। প্রেরিত ১ ঃ ৮ পদে আমরা এ বিষয়ে দেখতে পাই।

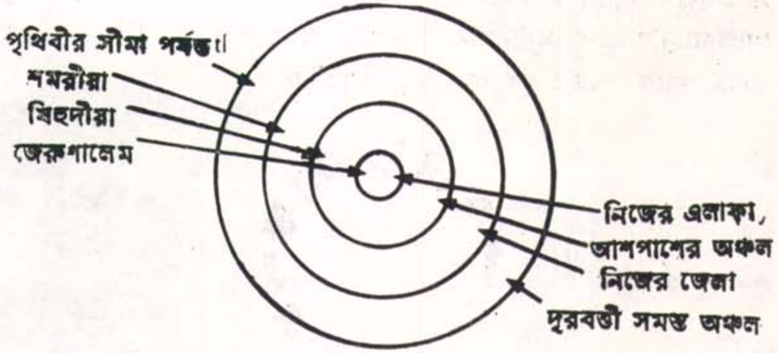

উপরের এই নক্‌শাটিতে আমরা দেখতে পাই যে, মণ্ডলীকে তার নিজের এলাকা থেকে প্রচার কাজ শুরু করতে হবে এবং ক্রমে একটু একটু করে দূর দুরান্তে প্রচার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এই কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচার প্রণালী প্রয়োগ করা যেতে পারে, উদাহরণ স্বরূপ ঃ ক) মণ্ডলীর মধ্যে সংঘবদ্ধভাবে প্রচার চালিয়ে ; খ) মণ্ডলীর আশে পাশে প্রচার অভিযান চালিয়ে ; গ) নূতন নূতন প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করে ; ঘ) পথপ্রচার পদ্ধতিতে বা খোলা পাঠে প্রচারমূলক সভা করে ; ঙ) বাড়ী বাড়ী খ্রীষ্টিয় পুস্তিকা বিতরণ করে ; চ) হাসপাতালে রোগীদের পরিদর্শনের মাধ্যমে ; ছ) জেলখানায় কয়েদীদের পরিদর্শন করে ; অন্যদের সামনে ব্যক্তিগত জীবনের সাক্ষ্য দিয়ে ও ঝ) রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার করে।

প্রচার কাজ যে কেবল মাত্র বিশেষ সময়ে করতে হবে ও অন্যান্য সময় এই কাজ বদ্ধ থাকবে এ ধরনের প্রশ্নই উঠেনা। কেননা প্রভুর পরিকল্পনা, মণ্ডলী সব সময়ই সুসমাচার প্রচার করবে। অর্থাৎ সুসমাচার

প্রচার করাই মণ্ডলীর প্রথম ও প্রধান কাজ। প্রথম মণ্ডলীগুলোতে প্রতিদিনই সুখবর প্রচার করা হোত (প্রেরিত ৫ ঃ ৪২)। তার ফলে যারা পাপ থেকে উদ্ধার পাচ্ছিল, প্রভু বিশ্বাসী দলের সংগে প্রত্যেক দিনই তাদের যোগ করতেন (প্রেরিত ২ ঃ ৪৭)।

নূতন বিশ্বাসীরা অন্যদের কাছে যেন সাক্ষ্য দেয় অর্থাৎ তারা যা শিখেছেন, তা যেন তারা অন্যদের শেখায়। অর্থাৎ তারা প্রভুর পক্ষে সাক্ষ্যস্বরূপ হবে (২ তীমথিয় ২ ঃ ২)। মণ্ডলী হচ্ছে 'প্রচারকাজ' ও 'সাক্ষ্যদানে'র এক ঘূর্ণায়মান বা গতিশীল চাকার মত যা সব সময়ই চলতে থাকে, এর চালক স্বয়ং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট।

৫। কোন একটি মণ্ডলী প্রেরিত ১ ঃ ৮ পদের পরিকল্পনা অনুযায়ী পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত তাঁর সাক্ষী হতে চায়। নীচের কোন্ কাজটি দিয়ে শুরু করলে এই ব্যাপারে সফলকাম হওয়া যায়, তা টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) মণ্ডলীর আশে-পাশের বাড়ীগুলোতে খ্রীষ্টিয় সাহিত্য বিতরণ ক'রে।
খ) একটি প্রতিবেশী দেশে সুসমাচার প্রচারক বা মিশনারীদের পাঠিয়ে।
গ) পার্শ্ববর্তী জেলার কোন একটি শহরে সুসমাচার প্রচার অভিযান চালিয়ে।

দায়িত্ব ভাগকরে দেওয়া ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ <u>যোগ্যতা অনুসারে কাজ ভাগ করে দেওয়ার নীতি অনুসারে খ্রীষ্টিয় পরিচর্যাকাজে কোন্ ধরনের যোগ্য লোকদের দরকার, তাদের বেছে নিতে পারা।</u>

মণ্ডলীর সমস্ত কাজ সফল হওয়ার জন্য মণ্ডলীর সমস্ত সদস্যদের কাজে নিয়োগ করতে হবে। একদল কাজ করবে ও একদল কেবল তাকিয়ে দেখবে, তা হতে পারে না। সকলকেই কাজ করতে হবে।

মণ্ডলী হচ্ছে খ্রীষ্টের দেহ (১ করিন্থীয় ১২ ঃ ২৭)। দেহ কেবল একটি মাত্র অংশ দিয়ে গড়া নয়, তা অনেক অংশ দিয়েই গড়া। প্রতিটি অংশ একটি বিশেষ কাজ করে থাকে, যেমন, চোখ দিয়ে দেখি কিন্তু চোখ দিয়ে আমরা শুনি না। একইভাবে কেউ হয়ত বয়স্কদের শেখাতে খুবই ভাল কিন্তু গান শেখাতে হয়ত পারেনা। সুতরাং, ঈশ্বর প্রত্যেককে যে যোগ্যতা বা দান দিয়েছেন, সেই অনুসারে প্রত্যেককে কাজ ভাগ করে দেওয়া দরকার। সংক্ষেপে বলতে গেলে যোগ্য লোককে যোগ্য জায়গায়ই নিয়োগ করতে হবে।

কোন কোন লোকের প্রতিভা ও আত্মিক দানগুলো স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়—আবার অনেকের মধ্যে লুক্কায়িত প্রতিভা আছে। তাদের দেখে বা কয়েক মিনিট কথা বলে বোঝা যায় যে, কত প্রতিভাবান তারা! যাদের প্রতিভা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, তাদের যোগ্যতা অনুসারে যোগ্য জায়গায় নিয়োগ করতে কোন সমস্যাই থাকেনা। কিন্তু যাদের প্রতিভা লুক্কায়িত তাদের সাথে অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে, বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে, যাচাই করে বা ছোট ছোট পরীক্ষামূলক কাজ দিয়ে, সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার পর, যোগ্য জায়গায় নিয়োগ করতে হবে। অন্যভাবেও এদের যাচাই করা যায়; কতকগুলো কাজের তালিকা তৈরী করে, প্রত্যেক সদস্যের হাতে এক কপি করে দিতে হবে। যে যেমন কাজ করতে পছন্দ করে, সেইভাবে তারা তালিকায় টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দেবে। একবার এভাবে পরীক্ষা করে দেখুন! আশা করি এটা খুবই ফলপ্রসু হবে।

৬। যুবক-যুবতীদের বাইবেল ক্লাস নেওয়ার জন্য একজন শিক্ষকের দরকার। মণ্ডলীর পালক হিসাবে শিক্ষক নির্বাচনে আপনি প্রথমে কি করবেন, নীচের উক্তিগুলোর মধ্যে সেইটি টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) যিনি মাঝে মাঝে হাতপাতালে রোগী পরিদর্শন করেন, তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, তিনি বাইবেল ক্লাশ নিতে পারবেন কিনা।

খ) পালক হিসাবে যদিও আপনার আরও অনেক দায়িত্ব আছে, তবু সময় করে নিজেই বাইবেল ক্লাশ নেবেন।

গ) মণ্ডলীর সব সদস্যদের কাছে একখণ্ড কাগজ দেবেন, যেন যারা আগ্রহী তারা তাদের যোগ্যতার বর্ণনা দিয়ে কাগজটি পূরণ করে দেন।

আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন করা ঃ

মণ্ডলীর জন্য ঈশ্বরের আর্থিক পরিকল্পনার বিষয় শিক্ষা দেওয়া ঃ

লক্ষ্য ৬ ঃ যে উক্তিগুলোতে মণ্ডলীর জন্য ঈশ্বরের আর্থিক পরিকল্পনার বিষয় বলা হয়েছে, সেগুলোর সাথে ঐ ধরনের পদের মিল দেখাতে পারা।

আর্থিক পরিকল্পনা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ঃ

ঈশ্বরের দেওয়া মহান আদেশের পরিপূর্ণতার সঙ্গে মণ্ডলীর আর্থিক পরিকল্পনা অংগাংগিভাবে জড়িত। যে মণ্ডলীগুলো ঈশ্বরের এই আর্থিক পরিকল্পনা সম্পর্কে ওয়াকিফ্হাল নয়, সেগুলো ঈশ্বর কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনে অক্ষম। বস্তুত ঈশ্বরের আর্থিক পরিকল্পনা সম্পর্কে খ্রীষ্টিয়ানদের শিক্ষা না দেওয়া হলে খুব মারাত্মক তিনটি ক্ষতি হয়ে থাকে ঃ

১। খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য ক্ষতিকর কারণ, যারা ঈশ্বরের পরিকল্পনার মধ্যে আছে, তারা যে আশীর্বাদ পায়, তারা তা থেকে বঞ্চিত হয়।

২। মণ্ডলীর জন্য ক্ষতিকর কারণ, ঈশ্বর কর্তৃক অর্পিত মহান দায়িত্ব পালন করবার জন্য যে প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্বল, তা তারা পেতে পারে না।

৩। পালকের জন্য ক্ষতিকর কারণ, সে তার নিজের প্রয়োজনগুলি ঠিকমত মেটাতে পারে না।

ঈশ্বরের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ঃ

ঈশ্বরের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিশেষ ছয়টি দিক আমরা দেখতে পাই। নীচের প্রশ্নটির মধ্য দিয়ে এই দিকগুলো আলোচনা করা হোল ঃ

৭। নীচে ডানদিকে ছয়টি পদ ও বা-দিকে ঈশ্বরের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিশেষ ছয়টি দিক দেওয়া হোল ; অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দিকগুলো ও পদগুলো ভালভাবে পড়ে মিল দেখান।

..... ক) খ্রীষ্টিয়ানদের দশমাংশ ও উপহারের দ্বারাই ঈশ্বরের কাজ চলতে থাকবে।	১) গননাপুস্তক ১৮ ঃ ২৫-২৯।
..... খ) খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের সাহায্য দ্বারা পালক প্রচারকদের ভরণ-পোষণ চলবে।	২) হিতোপদেশ ৩ ঃ ৯-১০ ; মালাখী ৩ ঃ ১০ ; ২ ; করিন্থীয় ৯ ঃ ৬-৭, ১০-১১।
......গ) পালক প্রচারকরাও ঈশ্বরের কাজ চালিয়ে যেতে যথা সাধ্য দান করবেন।	৩) লেবীয় ২৭ ঃ ৩০ ; মালাখি ৩ ঃ ৮-১০ ; ১ করিন্থীয় ১৬ ঃ ১-২।
..... ঘ) ঈশ্বরের কজে সাহায্য করতে কারুরই অমত করা উচিত না।	৪) দ্বিতীয় বিবরণ ১৬ ঃ ১৬-১৭।
...ঙ) ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করেন যারা ঈশ্বরের কাজ ও তাঁর কার্যকারীদের জন্য দান করেন।	৫) আদি ১৪ ঃ ১৮-২০ ; গণনা ১৮ ঃ ১-২৪ ; দ্বিঃ বিবরণ ১৮ ঃ ১-৫ ; ১ করিন্থীয় ৯ ঃ ১১-১৪।
......চ) ঈশ্বরের কাজে প্রতিটি বিশেষ পরিকল্পনার জন্য বিশেষ দানেরও প্রয়োজন আছে।	৬) যাত্রা ২৫ ঃ ১-৯ ; গণনা ৭ ঃ ১-৮৯, ইস্রা ২ ঃ ৬৮-৬৯, রোমীয় ১৫ ঃ ২৫-২৭ ; ২ করিন্থীয় ৮ ঃ ১-৪।

কিছু পরামর্শ ঃ

খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতা সম্পর্কে মৌলিক সত্যগুলি নূতন বিশ্বাসীদের শিক্ষা দিতে হবে। এই শিক্ষা তাদের বাপ্তিস্ম দেওয়ার আগে প্রস্তুতির অংশ বিশেষ হিসাবে দেওয়া চলতে পারে। এইভাবে তারা

১৬—

শিখতে পারবে যে দান করা—প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ ও গীর্জায় যাওয়ার মতই খ্রীষ্টিয় জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

অন্যান্য বিশ্বাসীদের বাইবেল শিক্ষার মাধ্যমে খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতা-সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। এ ধরনের শিক্ষা মণ্ডলীর সমস্ত সদস্যদের এমন কি কার্যকারীদেরও দেওয়া দরকার।

এই শিক্ষার আসল লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বাসীদের দশমাংশ দিতে শিক্ষা দেওয়া বা অভ্যস্ত করান। দশমাংশ না দেবার মাত্র একটি কারণই থাকতে পারে, আর তা হোল কোন রকম আয় না থাকা। সামান্য-তম আয় থাকলেও বুঝতে হবে যে, সেই আয় হোল ঈশ্বরের অনুগ্রহ, সুতরাং, তার থেকে দশমাংশ দেওয়া প্রয়োজন।

আর্থিক কমিটি নিয়োগ করা ঃ

লক্ষ্য ৭ ঃ <u>আর্থিক কমিটির দায়িত্বের বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ বেছে নিতে পারা।</u>

প্রেরিত ৬ ঃ ১-৬ পদে আমরা দেখতে পাই যে, মণ্ডলীর মধ্যে থেকে বিধবাদের তত্ত্বাবধান করবার জন্য সাতজন ভাইদের বেছে নেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে বিধবাদের বিষয়ে প্রেরিতদের চিন্তা-ভাবনার আর কোন কারণ ছিলনা—তাঁরা সব সময় প্রার্থনা ও প্রচার কাজের মধ্যেই থাকতেন। একই ভাবে পরবর্তি পর্যায়ে কিছু কিছু মণ্ডলী দেখলো যে মণ্ডলীতে একটি আর্থিক কমিটি নিয়োগ করার দরকার। তারা মণ্ডলীর আর্থিক ব্যাপারে পালককে তার দায়িত্ব যথা-যথাভাবে পালন করতে সাহায্য করবে।

এই আর্থিক কমিটির মধ্যে মণ্ডলীর কোষাধ্যক্ষ এবং কয়েকজন উপদেষ্টা থাকবেন। মণ্ডলীর পালক সাধারণতঃ সেই আর্থিক কমিটির সভাপতি হয়ে থাকেন।

এই কমিটির কার্যাবলী সাধারণতঃ এইরূপ ১) মণ্ডলীর জন্য বাজেট তৈরী ও তা বাস্তবায়ন করা। ২) মণ্ডলীর তহবিল বাড়ানোর জন্য নূতন পরিকল্পনা তৈরী করা ও ৩) দশমাংশ উপহার ও সেচ্ছাদান ইত্যাদির হিসাব রাখা।

৮। এই পাঠ অনুসারে আর্থিক কমিটির নির্দিষ্ট কাজটি হচ্ছে—

ক) মণ্ডলীর টাকা-পয়সা কোন্ কোন্ খাতে ও কিভাবে ব্যয় করতে হবে, তা স্থির করে দেওয়া।

খ) নূতন বিশ্বাসীদের দশমাংশের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া।

গ) মণ্ডলীর মধ্যে কাকে দিয়ে কি কাজ করানো হবে, সেই বিষয় পরিকল্পনা করা।

মণ্ডলীর তহবিল ঠিকমত রক্ষণা-বেক্ষণ করা ঃ

লক্ষ্য ৮ ঃ এই পাঠের নির্দেশাবলী অনুসরণ করে মণ্ডলীর তহবিল রক্ষণা-বেক্ষণ করবার কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করতে পারা।

মণ্ডলীর টাকা-পয়সা সংগ্রহ, রক্ষা ও ঠিকমত খরচ করাকেই মণ্ডলীর তহবীল রক্ষণা-বেক্ষণ করা বলে। কিভাবে দক্ষিণ আমেরিকার চিলির মণ্ডলীগুলোতে তহবীল রক্ষণা-বেক্ষণ করা হয়, এই অধ্যায়ে (এবং এর পরের অধ্যায়গুলিতে) সে সম্পর্কে কতকগুলো বাস্তব নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছে। এই দেশের মণ্ডলীগুলোর বেলায়ও সেগুলো কাজে লাগবে বলে মনে হয়।

অর্থ সংগ্রহ করা ঃ

উপাসনার সময়ে ও অন্যান্য সভা-সমিতি থেকে যে উপহার বা সেচ্ছাদান সংগ্রহ করা হয় এবং মণ্ডলীর সদস্যরা যে দশমাংশ দেয়, কমিটি সেইগুলোর হিসাব রাখবে। কমিটির মধ্যে থেকে কমপক্ষে দুই কি তিনজন লোক এই হিসাব-নিকাশ রাখবে। কমিটির কোষাধ্যক্ষ এদের মধ্যে থাকবেন। সবচেয়ে ভাল হবে যদি 'স্বেচ্ছাদানের' 'জন্য ও 'দশমাংশের' জন্য আলাদা আলাদা হিসাব বই রাখা হয়। দশমাংশের জন্য হিসাব বইয়ে প্রত্যেকের নামের নীচে দশমাংশের অংকটি লেখা থাকবে। কেউ যদি বেশ কিছু টাকা স্বেচ্ছাদান হিসাবে দেন, তবে তাকে একটি রশীদ দেওয়া ভাল। বিশেষভাবে কোন লোক যখন কিছু দিন পর পর নির্দিষ্ট অংকের অর্থ দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। স্বেচ্ছাদান ও দশমাংশ পাওয়ার সাথে সাথে কমিটির কর্তব্য সেই টাকা ঠিকমত গুণে ও হিসাব করে কোষাধ্যক্ষের কাছে জমা দেওয়া।

নিরাপদে রক্ষা করা ঃ

টাকার পরিমান যদি বেশী হয়, তাহলে তা কোন ব্যাংকে হিসাব খুলে নিরাপদে রাখা উচিত। আর তাতে টাকা চুরি হওয়ার বা অন্যভাবে ক্ষতি হবার ভয় থাকেনা। পালক বা কোষাধ্যক্ষ মণ্ডলীর নামে ব্যাংকে হিসাব খুলবে। কেবলমাত্র পালক ও কোষাধ্যক্ষের দুজনের যুগ্ম স্বাক্ষরে টাকা তোলা যাবে।

অনেক মণ্ডলীর কাছাকাছি কোন ব্যাংক নেই। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকের ব্যবস্থা নেই। সেই ক্ষেত্রে লোহার খুব শক্ত বাক্‌স বা সিন্ধুক তৈরী করে নিরাপদে টাকা রাখতে হবে। পালক বা কমিটির অন্য সদস্যদের কাছে ঐ সিন্ধুকের চাবি থাকবে। যখন টাকার প্রয়োজন হবে, তখন কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে কমপক্ষে দুজন বাক্‌স খোলার সময়ে উপস্থিত থাকবে।

ঠিকমত ব্যয় করা ঃ

মণ্ডলীর তহবিলের টাকা মন্ডলীর পরিচারকবর্গ একমত হয়ে অনুমোদন করলেই কেবল খরচ করা যেতে পারে। পালকের ভরণ পোষণের জন্য মাসে কত টাকা তাকে দিতে হবে, তা মন্ডলীর পরিচারকবর্গই কোষাধ্যক্ষকে বলে দেবে। ছোট ছোট খরচের বেলায় যেমন-জলের বিল, ইলেক্‌ট্রিকের বিল, ইত্যাদির জন্য সব সময় পরিচারকবর্গের অনুমোদনের দরকার হয়না। কিন্তু বড় ধরনের খরচের জন্য মন্ডলীর পরিচারকবর্গের অনুমোদনের একান্ত দরকার।

৯। মন্ডলীর তহবিল থেকে টাকা দেওয়ার অর্থ হোল—

....

যে সব মন্ডলীর টাকা ব্যাংকে জমা থাকে, সেখানে বড় বড় খরচের বিল ব্যাংক-চেকের মারফৎ লেন-দেন করাই ভাল, কিন্তু ছোট খরচের জন্য টাকা দিলে চলে। প্রয়োজনবোধে কোষাধ্যক্ষ খরচের ভাউচারগুলো পরীক্ষা করে দেখবেন (মালের চালান, বিল, বিক্রয় টিকেট অথবা রশীদ)।

১০। এই পাঠে মন্ডলীর তহবিল খরচ করার যে সব নিয়মাবলী দেখানো হয়েছে, সেগুলোর সাথে নীচের যে পদ্ধতি সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করেন সেটি টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) কোন একটি মন্ডলীর পক্ষে ব্যাংকে হিসাব খোলা সম্ভব নয়; কাজেই পালকের ঘরে নিরাপদ জায়গায় মন্ডলীর টাকা-পয়সা রাখতে হবে।

খ) কোন একটি মন্ডলীতে জলের বিল, ইলেট্রিক বিল—এধরনের ছোট ছোট বিল দেওয়ার জন্য সব সময়ে আর্থিক কমিটির অনুষ্ঠানিক অনুমতির দরকার হয়না।

গ) কোন একটি মন্ডলীতে দশমাংশ ও রাবিবারিক দান সংগ্রহ করার সাথে সাথেই কোষাধ্যক্ষ একাই গুণে রেখে দেবে।

বিশ্বস্ত হওয়া ঃ

লক্ষ্য ৯ ঃ বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও কেমন করে মন্ডলীর আর্থিক কমিটি বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করে যেতে পারে, এ বিষয়ে যে বর্ণনাগুলি আছে, সেগুলি খুঁজে বের করতে পারা।

মন্ডলীর পরিচারকবর্গ, আর্থিক কমিটির সদস্যবর্গ, এমনকি পালক-কেও একথা ভাবতে হবে যে, তাদেরই দায়িত্ব মন্ডলীর টাকা-পয়সা রক্ষণা-বেক্ষণ করা (২ করিন্থীয় ৮ ঃ ১৯-২০)। প্রভুই মন্ডলীর অর্থ-সম্পদের মালিক। যেহেতু এই অর্থ-সম্পদের মালিক প্রভু—সেহেতু মন্ডলীর পরিচারকবর্গকে বিশ্বস্ততার সাথে মন্ডলীর এই অর্থ-সম্পদ রক্ষণা-বেক্ষণ ও খরচ করতে হবে (১ করিন্থীয় ৪ ঃ ২)। সহজভাবে বলতে গেলে মন্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মন্ডলীর পরিচর্যাকারীরা মন্ডলীর অর্থ-সম্পদ রক্ষণা-বেক্ষণ ও ব্যয় করবেন।

নিজ নিজ পরিচর্যাকাজ সম্পাদন করার জন্য মন্ডলীর পরি-চারকবর্গকে বিশ্বস্ত হতে হবে। যে পালক নিজেই দশমাংশ দেননা, তিনি কেমন, করে অন্যদের দশমাংশ দিতে উপদেশ দেবেন (রোমীয় ২ ঃ ২১-২২)? একইভাবে যে কোষাধাক্ষ্য নিজেই দশমাংশ দেন না,

তিনি কেমন করে প্রভুর অর্থ-সম্পদের তত্ত্বাবধান করবেন ? যে লোক নিজে ঈশ্বরকে ঠকায়, সে কিভাবে প্রভুর অর্থ-সম্পদের পরিচর্যাকারী হতে পারে (মালাখি ৩ ঃ ৮) ?

মণ্ডলীর পরিচারকবর্গ যদি তাদের কাজে দায়িত্বশীল হন এবং এই পাঠে যে সব মন্দ বিষয় থেকে তাদের দূরে থাকতে বলা হয়েছে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, তাহলে মণ্ডলীর সদস্যদের পূর্ণ আস্থা তারা অর্জন করতে পারবেন, এবং সদস্যরা আরও অধিক দান করবেন। ফলতঃ দিন দিন মণ্ডলীর তহবিল বেড়েই চলবে। এইভাবে মণ্ডলীর উপর ঈশ্বরের অর্পিত মহান দায়িত্বও যথাযথভাবে সুসম্পন্ন হবে। আসল কথা হোল—পরিচারকবর্গের সততাই মণ্ডলীর সদস্যদের বিশ্বাস দৃঢ় করতে সাহায্য করে।

১১। নীচের কোন্ মণ্ডলীতে বিশ্বস্ততার সাথে মণ্ডলীর তহবিল ব্যবহৃত হচ্ছে।

ক) কোন এক মণ্ডলীর সদস্যরা সুসমাচার প্রচার-কাজের জন্য বেশ কিছু টাকা দান করেছিল। মণ্ডলীর আর্থিক কমিটি সিদ্ধান্ত করল যে, ঐ টাকা থেকে কিছু টাকা তারা গীর্জাঘর মেরামতের জন্য ব্যয় করবে।

খ) কোন এক মণ্ডলীর সদস্য কোষাধ্যক্ষের কাজ করবার জন্য মণ্ডলীর কাছে জানালেন, কিন্তু মণ্ডলী বলল যে, যে পর্যন্ত সে নিজে দশমাংশ না দিচ্ছে, সে পর্যন্ত এই কাজ কর বার যোগ্যতা তার নেই।

হিসাব বই' এর ব্যবহার ঃ

লক্ষ্য ১০ ঃ মণ্ডলীতে 'হিসাব বই' ব্যবহার করার জন্য হিসাবের জন্য হিসাবের বিভিন্ন দিক্ বুঝতে পারা।

টাকা পয়সার সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার জন্য হিসাব বই'এর একান্ত প্রয়োজন। যদিও মণ্ডলীতে আয় ব্যয়ের হিসাব রাখার জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মত অনেক ধরনের হিসাব বই' এর দরকার হয়না। মণ্ডলীর কোষাধ্যক্ষ মণ্ডলীর আয়-ব্যয়ের হিসাবের জন্য একটা ক্যাশ বই ব্যবহার করলে, তাই যথেষ্ট।

প্রতি মাসে যে পরিমান টাকা আয় ও ব্যয় হচ্ছে সে গুলোর বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্যই ক্যাশ বই ব্যবহার করা হয়। ক্যাশ বই' এর পাতার দুদিকেই আয়-ব্যয়ের হিসাব লিখতে হবে— যেমন বা-হাতে 'আয়ের' হিসাব ও ডানহাতে 'খরচের' হিসাব লিখতে হবে। 'খরচের' হিসাবে কোন্ কোন্ খাতে কত টাকা খরচ হোল, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখতে হবে।

'আয়ের' হিসাবের মধ্যে দশমাংশ ও পরিবারিক উপহারই সাধারণতঃ দেখা যায়। কোন কিছু বিক্রীর টাকা 'আয়ের' হিসাবে মাঝে মাঝে আসতে পারে। 'খরচের' হিসাবের মধ্যে সাধারণতঃ দেখা যায়, পালকের ভরণ-পোষণের খরচ বা তার বেতন ও মণ্ডলীর অন্যান্য খরচ, যেমন—মণ্ডলীর জন্য গান বই, বাইবেল, চেয়ার, প্রভুর ভোজের রুটি ও দ্রাক্ষারস ইত্যাদি।

দশমাংশ দেওয়ার বই'এ দশমাংশের হিসাব রাখা হবে—মাসের শেষে যোগ করে তা ক্যাশ বই'এ তুলতে হবে। প্রচার কেন্দ্র ও শাখা মণ্ডলী গুলোতে একইভাবে আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতে হবে।

১২। ক্যাশ বই'এর প্রয়োজনীয়তা কি ?

....

....

বিশেষ কারণে তোলা দান সরাসরি সেই কারণেই ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন—কোন অতিথি প্রচারকের জন্য, কোন মিশনের জন্য বা কোন বাইবেল স্কুলের জন্য তোলা দান, সরাসরি সেই কারণেই ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু ঐ অতিথি প্রচারক বা মিশনকে দেবার জন্য তোলা টাকা, আয়ের হিসাবে লিখে রাখতে হবে, এবং গরীব পরিবারকে সাহায্য বা কোন বাইবেল স্কুলের জন্য দেওয়া বলে 'খরচের, হিসাবও লিখে রাখতে হবে। এইভাবে সব আয়-ব্যয়ের লিখিত প্রমাণ মণ্ডলীতে রাখতে হবে।

ক্যাশ বই'এ কিভাবে আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতে হয়, নীচে তার একটি নমুনা দেওয়া গেল।

১	আয়		জুন ১৯………	তাং		ব্যয়	১
তাং				তাং			
১	উপহার সংগ্রহ	১৫০'৭৫		৩	যাতায়াত বাবদ	৯০'০০	
৮	”	১৭০'২৫		৫	জিনিস পত্র ক্রয়	১৭৩'০০	
১৫	”	১০৫'০০		৮	খাম ও টিকিট ক্রয়	২০'০০	
২০	প্রচার তহবিল	৫৯০'০০		২৫	রেভাঃ সরকারকে দান	৩৫০'০০	
২২	উপহার সংগ্রহ	১৬৫'৭০		২৫	কেন্দ্রিয় প্রচার তহবিল	৫৯০'০০	
২২	রেভাঃ সরকারের জন্য সংগ্রহ	৩৫০'০০		৩০	পালকের বেতন	১৫০০'০০	
				৩০	গির্জাবাড়ী তদারক-কারীর বেতন	৮৫০'০০	
২৯	উপহার সংগ্রহ	১৫০'০০					
৩০	সাণ্ডে স্কুল থেকে	৬০'০০					
৩০	শাখা মণ্ডলী থেকে	১০০'০০					
৩০	যুব সমিতি থেকে	১৫০'০০					
৩০	মহিলা সমিতি থেকে	২০০'০০					
৩০	মাসিক দশমাংশ	১৫৫০'০০					
	মাসিক সংগ্রহ		৩৭৪১'৭০		মাসিক খরচ		৩৫৭৫'০০
	মে মাসের থেকে উদ্বৃত্ত টাকা		১৬৮'৩০		জুলাই মাসের জন্য উদ্বৃত্ত টাকা		৩৩৫'০০
	মোট		৩৯১০'০০		মোট		৩৯১০'০০

উপরে যে ভাবে দেখানো হয়েছে সেইভাবে মাসের শেষে আয়-ব্যয়ের হিসাব মিলিয়ে রাখতে হবে। বাদিকের 'আয়ের' হিসাবের সাথে আগের মাসের উদ্বৃত্ত টাকা সহ টাকার মোট পরিমান, 'ব্যয়ের' হিসাবের সাথে সামনের মাসের জন্য উদ্বৃত্ত টাকা সহ টাকার মোট পরিমান এক হতে হবে।

প্রত্যেক মণ্ডলীতে সমস্ত জিনিষ পত্রের হিসাবের জন্য একটি খাতা থাকতে হবে। মণ্ডলীর প্রতিটি জিনিস ও আসবাব পত্রের লিখিত হিসাব থাকবে এই খাতায়। কোন জিনিস কাউকে দিয়ে দেওয়া হলে, নূতন কিছু কেনা বা তৈরী করা হলে বা নষ্ট হয়ে গেলে অথবা বিক্রী করে দেওয়া হলে, তার বিস্তারিত বিবরণ থাকবে এই খাতায়।

মাঝে মাঝে জিনিস পত্র এই খাতার সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে, সেগুলি সব ঠিকমত আছে কিনা। আরও ভালভাবে বলতে গেলে, তালিকায় যে সব জিনিসের উল্লেখ আছে, বস্তুত সেগুলো আছে কি নেই, তা মাঝে মাঝে যাচাই করে নেওয়া উচিত। মণ্ডলীর নূতন পালকের সুবিধার জন্য, মণ্ডলীতে কি কি জিনিস আছে, তা জানবার জন্য এই ধরনের একটি খাতা রাখা একান্তভাবে দরকার।

১৩। বা দিকের আয়-ব্যয়ের কাজগুলো ডান দিকের কোন্ বই'এর কোন্ পৃষ্ঠায় তালিকাভুক্ত করা হবে, সেগুলো ঠিকমত সাজান।

......ক) বাইবেল স্কুলের জন্য দু'শ টাকা স্বেচ্ছাদান পাওয়া।	১) দশমাংশ হিসাব রাখার বই'এ।
......খ) নূতন তিনটি চেয়ার কেনা।	২) ক্যাশ বই'এর বাদিকের পাতায়।
......গ) শাখা মণ্ডলী থেকে মাসে দেড়'শ টাকা স্বেচ্ছাদান পাওয়া।	৩) ক্যাশ বই'এর ডানদিকের পাতায়।
......ঘ) পালকের মাইনে বাবদ পনে-রশো টাকা দেওয়া।	৪) জিনিস-পত্রের হিসাবের খাতায়।
......ঙ) বাইবেল স্কুলের জন্য দু'শ টাকা দেওয়া।	

……চ) সমর বাবুর কাছ থেকে দশমাংশ হিসাবে দু'শো টাকা পাওয়া।

……ছ) দু'টো পুরানো গীটার বিক্রী।

হিসাব-নিকাশ দেওয়া ঃ

লক্ষ্য ১১ ঃ কোষাধ্যক্ষের টাকা পয়সার হিসাবের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয় থাকতে হবে, সেই সম্পর্কে কতকগুলো উদাহরণ চিনে নিতে পারা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, প্রত্যেককেই তার পরিচর্যা-কাজের হিসাব দিতে হবে। একইভাবে বলা যায় যে, মণ্ডলীর কোষাধ্যক্ষকেও প্রত্যেক মাসে মণ্ডলীর পরিচারকবর্গের বা ডিকন বোর্ডের কাছে মণ্ডলীর টাকা পয়সার হিসাব দিতে হবে। যতদিন পর্যন্ত মণ্ডলী বিস্তারিত হিসাব না চায়, ততদিন পর্যন্ত কোষাধ্যক্ষ মণ্ডলীর পরিচারকবর্গের কাছে প্রতি মাসে সাধারণ সংক্ষিপ্ত হিসাব দিয়ে যাবেন। এই সাধারণ সংক্ষিপ্ত হিসাব হবে এরূপ ঃ ১) দশমাংশ দানকারীদের তালিকা ও তাদের দেওয়া টাকার পরিমান। ও ২) মণ্ডলীর বর্তমান আর্থিক অবস্থা।

উপরের আলোচনার আলোকে নীচে প্রতিমাসে সাধারণ সংক্ষিপ্ত হিসাবের একটি নক্শা দেওয়া হোল ঃ—

জুন, ১৯

আয় ঃ		ব্যয় ঃ	
রাবিবারিক উপহার	৭৪১'৭০	বিশেষ উপহার	৯৪০'০০
বিশেষ উপহার	৯৪০'০০	সাধারণ খরচ	১৯৫'০০
শাখা সংগঠন থেকে	৫১০'০০	যাতায়ত খরচ	৯০'০০
দশমাংশ	১৫৫০'০০	বেতন	২৩৫০'০০
মোট সংগ্রহ	৩৭৪১'৭০	মোট খরচ	৩৫৭৫'০০
মে মাসের থেকে উদ্বৃত্ত টাকা	১৬৮'৩০	জুলাই মাসের জন্য উদ্বৃত্ত টাকা	৩৩৫'০০
মোট	৩৯১০'০০	মোট	৩৯১০'০০

এই একই ধরনের রিপোর্ট বাৎসরিক মণ্ডলীর সভায়ও পেশ করতে হবে। তাই প্রত্যেক মাসের হিসাব প্রত্যেক মাসে করে রাখলে বাৎসরিক হিসাব দেওয়া খুবই সহজ হবে।

১৪। এই পাঠে কোষাধ্যক্ষের মাসিক হিসাবের যে নক্‌শা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে নীচের কোন্ খাতগুলো থাকবে, তা টিক্ চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) সাধারণ আয়ের পরিমান।
খ) মণ্ডলীর আস্‌বাব-পত্রের তালিকা।
গ) মাসিক মোট ব্যয়।
ঘ) বিশেষ দানের পরিমান।
ঙ) মাসিক মাইনের জন্য সর্বমোট ব্যয়।

পালকের ভরণ-পোষণ ঃ

লক্ষ্য ১২ ঃ পালকের ভরণ-পোষণের জন্য টাকার যে ভিন্ন ভিন্ন পরিমান দেওয়া হয়েছে, তার থেকে কোন একটি বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একজন পালকের উপযুক্ত ভরণ-পোষণের জন্য টাকার পরিমান নির্ধারণ করতে পারা।

পালকের ভরণ-পোষণের বিভিন্ন উপায় ঃ

পালকের ভরণ-পোষণ চালাবার জন্য বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে প্রধান উপায়গুলো হচ্ছে ঃ— ১) মণ্ডলীর সদস্যদের দশমাংশ দেওয়া, ২) স্বেচ্ছা-দান ও দশমাংশের থেকে কিছুটা দেওয়া, ৩) অল্প কিছু কিছু দিয়ে তাকে সম্মান করা, ৪) মাসিক বেতন দেওয়া, ও ৫) কিছু দান করা।

উপযুক্ত ভরণ-পোষণ ঃ

পালকের উপযুক্ত ভরণ-পোষণ কেমন হবে, অর্থাৎ কত টাকার মধ্যে মোটামুটিভাবে সে চলতে পারে তা স্থির করা, অনেক সময়ে, অনেক মণ্ডলীর পক্ষে সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সমস্যার প্রথম কারণ হোল—মণ্ডলীর পরিচারকবর্গ বা ডিকন বোর্ডের পক্ষে স্থির করা একটু কঠিন হয় যে, কত টাকার মধ্যে পালক তার সংসার

চালাতে পারবেন। পালক যে খুব বিলাসীতায় জীবন যাপন করবেন তা নয়, তবে তিনি যাতে একটু ভালভাবে জীবন যাপন করতে পারেন, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তার ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত করতে হবে। যাতে পালক তার কাজ "আনন্দের সংগে" করতে পারেন, "দুঃখের সংগে নয়" (ইব্রীয় ১৩ ঃ ১৭)।

মণ্ডলীর সদস্যদের সব সময় এই বিষয় মনে রাখতে হবে যে, দিনের মধ্যে অনেক লোকই পালকের কাছে এসে থাকে, এবং তাকে ভদ্রতার খাতিরে তাদের আতিথেয়তা করতে হয়। এ ছাড়া, পালকীয় কাজে প্রায় তাকে সদস্যদের বাড়ী যেতে হয়—অনেক কাজে বাইরেও যেতে হয়। এসব আজকের দিনে যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ। জাঁক-জমক-তায় পূর্ণ না হলেও সব ধরনের লোকের সাথে মিশবার মত কাপড় চোপড় দরকার। নিজের জ্ঞান বাড়ানোর জন্য, ও মণ্ডলীতে আরও শক্তিশালী প্রচারের জন্য তাকে যথেষ্ট লেখা-পড়াও করতে হয়। এজন্য নূতন নূতন বই তাকে কিনতে হয়—এরপর পালকের পরিবার যদি বড় হয়, তাহলে তার পরিবারের খরচ একটা ছোট পরিবারের চেয়ে অনেক বেশী হবে।

মণ্ডলীর পালকের পারিবারিক ভরণ-পোষণের বিষয় এ যাবৎ যা আলাপ-আলোচনা করা হোল, সেই সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে আমরা মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে পেঁছিতে পারি যে, একজন সরকারী অফিসার যে পরিমান মাইনে ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন, একজন পালককেও সেই পরিমান মাইনে ও সেইসব সুযোগ সুবিধা দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে।

১৫। কোন এক মণ্ডলীর সদস্যরা তাদের পালকের জন্য মাসিক ভরণ-পোষ-ণের পরিমান ধার্য করতে চায়। এই পাঠে এ সম্পর্কে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে নীচের কোন্‌টি আপনি সঠিক বলে মনে করেন?

ক) একজন সরকারী অফিসার যে মাইনে ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন সেই অনুসারে—

খ) মণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্যদের আয়ের অনুপাতে—

গ) এই দেশের একজন ডাক্তার বা আইনজীবির জীবন-যাপনের মান অনুসারে—

বাজেট তৈরীর কাজ ঃ

লক্ষ্য ১৩ ঃ বাৎসরিক একটি নির্দিষ্ট আয়ের মধ্যে ও এই পাঠে যেভাবে দেখান হয়েছে সেইভাবে, মণ্ডলীর জন্য একটি বাজেট তৈরী করতে পারা।

প্রত্যেক ব্যক্তির আয় অনুসারে বাজেট তৈরী করবার গুরুত্ব সম্পর্কে সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে—একটি মণ্ডলীর জন্য ও তার সুষ্ঠ পরিচালনার জন্যও একটি বাজেটের অত্যন্ত প্রয়োজন।

যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে প্রথমে একটি বাজেট কমিটি তৈরী করতে হবে। কমিটি বাজেটের একটি খসড়া তৈরী করে পালক ও মণ্ডলীর পরিচারকবর্গ বা ডিকন বোর্ডের কাছে পেশ করবেন। ডিকন বোর্ড বাজেটের বিভিন্ন দিক আলাপ-আলোচনা করে মণ্ডলীর সাধারণ সভায় তা অনুমোদনের জন্য পেশ করতে পারেন। অনেক সময় পালক তার ডিকন বোর্ডকে নিয়ে এই বাজেট কমিটির কাজ করে থাকেন।

মণ্ডলীর স্থায়ী আয়ের উৎসগুলোর সাথে ছোট ছোট বা অস্থায়ী আয়ের উৎসগুলোও বাজেট কমিটি পরীক্ষা করে দেখবেন। এইভাবে মণ্ডলীর নিত্য-নৈমিত্তিক খরচের সাথে অপ্রত্যাশিত খরচের আনুমানিক ধারণা, নূতন কোন ধরনের বিনিয়োগের জন্য খরচ, এগুলো সবই বাজেট কমিটি আগাম হিসাব করে দেখবেন—এই ভাবে বাজেট তৈরী হলে, আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পরিমান বেশী হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকবেনা।

এক এক বছরের ভিত্তিতেই সাধারণত বাজেট তৈরী করা হয়ে থাকে। মাসে কত খরচ করতে হবে, তা জানবার জন্য সমগ্র বাজেটের অংকটা ২ দিয়ে ভাগ করলেই পাওয়া যাবে। মুদ্রাস্ফীতির জন্য যদি বাজেট ফেল করে, তাহলে, সেইভাবে বাজেটের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সাধন করা যেতে পারে। কিন্তু প্রতিটি বিষয়ে আপনি আয়ের শতকরা কতভাগ ব্যয় করবেন, এভাবে যদি বাজেট তৈরী করেন, তবে বাজেটের পরিবর্তনের দরকার হবে না।

১৬। একটি মণ্ডলীর বাজেট যদি বছরে আটচল্লিশ হাজার টাকা হয়, তাহলে ঐ মণ্ডলীর মাসিক আয় গড়ে কত টাকা হতে হবে—

ক) ২৮০০ টাকা।

খ) ৪,০০০ টাকা।

গ) ৬,০০০ টাকা।

ঘ) ১০,০০০ টাকা।

নীচে বাজেটের একটি নক্‌শা দেওয়া হোল আপনার মণ্ডলীর আয় ব্যয়ের প্রয়োজন অনুসারে এটি ব্যবহার করুন।

আয়	বাৎসরিক	মাসিক
দশমাংশ		
মণ্ডলীভুক্ত সদস্যদের থেকে	....	....
নূতন সদস্যদের থেকে	....	....
যোগদানকারী লোকদের থেকে	....	....
উপহার		
সাধারণ	....	....
বিশেষ	....	....
অন্যান্য আয়		
বিক্রয় থেকে	....	....
বিশেষ দান	....	....
	....	....
মোট আয়	....	....

ব্যয়	বাৎসরিক	মাসিক
আন্তঃ সাম্প্রদায়িক পর্যায়ে		
বাইবেল সোসাইটির জন্য	....	....
বিভিন্ন সংগঠনের জন্য	....	....

ইউনিয়ন পর্যায়ে

প্রচার কাজের জন্য	....	....
ইউনিয়ন তহবিলের জন্য	....	....
আঞ্চলিক তহবিলের জন্য	....	....
বাইবেল স্কুলের জন্য	....	....

স্থানীয় পর্যায়ে

সাধারণ খরচ	....	....
যাতায়াত খরচ	....	....
সাহিত্য	....	....
প্রচার মূলক	....	....
ঘর-দোর তোলা ও মেরামত	....	....
মাইনে	....	....
আসবাব-পত্র	....	....
জরুরীভিত্তিক (বিবিধ)	....	....
মোট খরচ	....	....

বৎসরের শেষে মণ্ডলীর ডিকন বোর্ড ও বাজেটের ফলাফল অবশ্যই পর্যালোচনা বা মূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়নের প্রধান বিষয়-গুলো এরূপ ঃ মণ্ডলীর আয় কি আশানুরূপ হয়েছিল ? কিছু কিছু খরচা কি বাদ দেওয়া যেত ? কোন কোন প্রয়োজনে আরও কোন আয়ের উৎস ছিল কি ? এই ধরনের আরো কিছু প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে পাবার পরেই পরবর্তি বছরের জন্য বাজেট তৈরীর কাজ শুরু করতে হবে।

১৭। 'হিসাব বই এর ব্যবহার' এ দেওয়া জুন মাসের হিসাবের নক্শাটি ভালভাবে দেখুন। মনে করুন ঐ মণ্ডলীর সমস্ত বছরের আয় ছিল মোট ৪৫,৫০০ টাকা (জুন মাসের ৩৭২১'৭০ সহ)। উপরে দেওয়া বাজেট অনুযায়ী আপনার নোট বই'এ মণ্ডলীর জন্য আগামী বছরের সম্ভাব্য বাৎসরিক বাজেটটি তৈরী করুন।

● ● ●

পরীক্ষা—৯

১। সুসমাচারের ধনাধ্যক্ষতা বলতে কি বুঝায়, তা আপনি কয়েকজন যুবক-যুবতীদের বোঝাতে চান। ডানদিকে এই ধনাধ্যক্ষতার বিভিন্ন দিক দেখানো হয়েছে, ও বাদিকে কতগুলি বাইবেলের পদ দেওয়া আছে, এবার এগুলির মধ্যে মিল দেখান।

……ক) মথি ১০ ঃ ৭-৮	১) সুসমাচার ঈশ্বরের কাছ থেকেই এসেছে।
……খ) মার্ক ১৬ ঃ ১৫	২) আমরা সুসমাচারের ধনাধ্যক্ষ মাত্র।
……গ) প্রেরিত ৪ ঃ ১২	৩) সুসমাচার আমাদের জানতে হবে।
……ঘ) প্রেরিত ১০ ঃ ৩৬-৪২	৪) আমাদের সুসমাচার প্রচার করতে হবে।
……ঙ) রোমীয় ১ ঃ ১	
……চ) ১ করিন্থীয় ৩ ঃ ৯	
……ছ) ১ তীমথিয় ১ ঃ ১১	

২। কাজের একটি তালিকা আপনার নোট বই'এ তৈরী করে নিন …… যাতে মণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দিতে মণ্ডলীর পরিচারকবর্গের পক্ষে সহায়ক হয়। কমপক্ষে দশটি বিশেষ কাজের নাম লিখুন ; যেমন—রোগীদের কাছে যাওয়া, সহভাগীতা সভার আয়োজন, ইত্যাদি।

৩। মনে করুন কয়েকজন নূতন বিশ্বাসীকে মণ্ডলীর জন্য ঈশ্বরের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কি, তা বুঝাতে চাচ্ছেন। এ সম্পর্কে কমপক্ষে যে ছয়টি দিকের উপর আপনি জোর দিতে চান, সেগুলি আপনার নোট বই'এ লিখুন। প্রতিটি দিকের জন্য একটি করে পদ উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

১৩। ক—২) 'ক্যাশ বই' এর বা-দিকের পাতায়।
খ—৪) 'জিনিষ-পত্রের হিসাব খাতায়।
গ—২) 'ক্যাশ বই'এর বা-দিকের পাতায়।
ঘ—৩) 'ক্যাশ বই'এর ডান-দিকের পাতায়।
ঙ - ৩) 'ক্যাশ বই'এর ডান-দিকের পাতায়।
চ—১) 'দশমাংশ হিসাব রাখার বই'এ।
ছ—৪) 'জিনিষ-পত্রের হিসাব খাতায়।

৫। ক) মণ্ডলীর আশে-পাশের বাড়ীগুলোতে খ্রীষ্টিয় সাহিত্য বিতরণ করে।

১৪। ক) সাধারণ আয়ের পরিমান।
গ) মাসিক মোট ব্যয়।
ঙ) মাসিক মাইনের জন্য সর্ব মোট ব্যয়।

৬। গ) মণ্ডলীর সব সদস্যদের কাছে একখণ্ড কাগজ দেবেন, যেন যারা আগ্রহী তারা তাদের যোগ্যতার বর্ণনা দিয়ে কাগজটি পূরণ করে দেন। (এ ভাবে প্রকৃতভাবে আগ্রহশীল ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোক বেছে নিতে সহজ হবে। এটিই মণ্ডলীর কাজগুলি সকল সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার সহজ উপায়।

১৫। ক) একজন সরকারী অফিসার যে মাইনে ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন সেই অনুসারে—(পালকেরা অনেক সময় বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব পালন করে থাকেন, তাই তাদের প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণের জন্য যা দরকার, তা তাদের দিতে হবে।)

৭। ক—৩) লেবীয় ২৭ ঃ ৩০ ; মালাখি ৩ ঃ ৮-১০ ; ১ করিন্থীয় ১৬ ঃ ১-২।
খ—৫) আদি ১৪ ঃ ১৮-২০ ; গণনা ১৮ ঃ ১-২৪ ; দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ ঃ ১-৫ ; ১ করিন্থীয় ৯ ঃ ১১-১৪।
গ—১) গণনা ১৮ ঃ ২৫-২৯।
ঘ—৪) দ্বিতীয় বিবরণ ১৬ ঃ ১৬-১৭।

ঙ—২) হিতোপদেশ ৩ ঃ ৯-১০ ; মালাখি ৩ ঃ ১০ ; ২ করিন্থীয় ৯ ঃ ৬-৭, ১০-১১ ।

চ—৬) যাত্রা ২৫ ঃ ১-৯ ; গণনা ৭ ঃ ১-৮৯ ; ইস্রা ২ ঃ ৬৮-৬৯ ; রোমীয় ১৫ ঃ ২৫-২৭ ; ২ করিন্থীয় ৮ ঃ ১-৪ ।

১৬। খ) ৪,০০০ টাকা। (বাৎসরিক বাজেট ৪৮,০০০ টাকা'কে যদি ১২ দিয়ে ভাগ করা হয়, তাহলে মাসিক আয় হতে হবে ৪,০০০ টাকা।)

৮। ক) মণ্ডলীর টাকা-পয়সা কোন্ কোন্ খাতে ও কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, তা স্থির করে দেওয়া।

১৭। নোট বই এ আপনার উত্তর লিখুন। আপনি যদি কোন একটি মণ্ডলীর কোষাধ্যক্ষ হন, তাহলে হয়ত আপনি আপনার মণ্ডলীর জন্য বই' এ দেওয়া বাজেটটিকে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক হতে পারেন, বাজেট আপনাকে সাহায্য করবে কিভাবে, আপনি মণ্ডলীর অর্থসম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন ও মণ্ডলীর উপর অর্পিত ধনাধ্যক্ষতার সু-মহান দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করে ঈশ্বরের গৌবর করবেন।

৪। ধরুন আপনাকে এমন একটি মণ্ডলীর নেতৃত্ব দিতে বলা হয়েছে, যে মণ্ডলীতে দশমাংশ সম্পর্কে কোন দিন কোন শিক্ষা দেওয়া হয়নি ও মণ্ডলীর টাকা-পয়সা রক্ষণা বেক্ষনের কোন সুষ্ঠ ব্যবস্থা নেই ও কোন হিসাব বইও রাখা হয়না। এদের সাহায্যের জন্য আপনি যে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চান, সেগুলি নোট বই'এ লিখুন।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর ঃ

(উত্তরগুলো ধারাবাহিক নয়)

৯। মণ্ডলীর বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যয় করা।

১। খ) উপরই সুসমাচার প্রচারের দায়িত্বভার দেওয়া।

১০। খ) কোন একটি মণ্ডলীতে জলের বিল, ইলেকট্রিক বিল—এধরনের ছোট ছোট বিল দেওয়ার জন্য সব সময়ে আর্থিক কমিটির আনুষ্ঠানিক অনুমতির দরকার হয়। ('ক' ও 'গ' পদ্ধতি দুটোর মধ্যে ভুল বের করে দেখাতে পারেন কি ?)

২। গ) এগুলোই হচ্ছে মণ্ডলীর কাজ সফল হওয়ার উপায়।

১১। খ) কোন এক মণ্ডলীর সদস্য কোষাধ্যক্ষর কাজ করবার জন্য মণ্ডলীর কাছে জানালেন, কিন্তু মণ্ডলী তাকে বলল যে, যে পর্যন্ত সে নিজে দশমাংশ না দিচ্ছে, সে পর্যন্ত এই কাজ করবার যোগ্যতা তার নেই। (আর্থিক কমিটির "ক" সিদ্ধান্তটিতে কি অবিশ্বস্ততা আমরা দেখতে পাই ?)

৩। নোট বই'এ আপনার উত্তর লিখুন। আপনার মণ্ডলীর পরিকল্পনাগুলি কি সুষম ?

১২। প্রতিমাসে যে পরিমাণ টাকা আয় ও ব্যয় হচ্ছে সেইগুলোর বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্যই ক্যাশ বই'এর প্রয়োজনীয়তা।

৪। ক) ৫   ঙ) ৬
খ) ৩   চ) ৭
গ) ২   ছ) ৪
ঘ) ১

আমাদের সমাজ

বাইবেল অনুসারে খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতার ভিত্তি, এবং কিভাবে আমরা সেগুলো প্রয়োগ করতে পারি সেই সব বিষয় এযাবৎ আলোচনা করা হয়েছে। আশা করি ইতিমধ্যেই ছাত্র-ছাত্রীরা এগুলি ব্যক্তিগত জীবনে অভ্যাস করতে শুরু করেছেন। যে সমাজে আমরা বাস করছি, সেই সমাজের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হতে হবে, সেই বিষয় এখন এই পাঠে আমরা আলোচনা করবো। এই বই'এর এটিই শেষ পাঠ।

ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ হিসাবে যে সমাজে আমরা বাস করছি, সেই সমাজের প্রতি আমাদের যথেষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এই দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রথমে ওয়াকিফ্‌হাল হতে হবে। সেদিক থেকে এই পাঠটি আমাদের জন্য খুবই উপযোগী হবে বলে মনে করি। ভালভাবে এই পাঠটি পড়ে একজন উপযুক্ত ধনাধ্যক্ষের মত সমাজ বা দেশের আদর্শ নাগরিকের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ হতে পারবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

পাঠের খসড়া ঃ

খ্রীষ্টিয় সাক্ষ্য।

- সৎজীবন-যাপন করা।
- মণ্ডলীকে সমাজের সামনে তুলে ধরা।

নাগরিক দায়িত্ব।

- কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য।
- কর দেওয়া।
- ভোট দেবার অধিকার পালন করা।
- সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করা।
- কর্তৃপক্ষের জন্য প্রার্থনা করা।

সমাজ কল্যান মূলক কাজ করা।

- সমাজের উপর আমাদের প্রভাব।
- প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা।

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ পড়ে শেষ করার পর আপনি ঃ

★ একজন খ্রীষ্টিয়ান কি কি উপায় তার সমাজে খ্রীষ্টের সাক্ষ্যস্বরূপ হতে পারবে, সেই ব্যাপারে ভাল করে বুঝতে পারবেন।

★ একজন সৎ নাগরিক হিসাবে সমাজ বা দেশের প্রতি একজন খ্রীষ্টিয়ানের দায়িত্বগুলি বলতে পারবেন।

★ একজন খ্রীষ্টিয়ান তার সমাজে কিভাবে ভাল প্রতিবেশীর মত চলতে পারবে, তাকে তা বোঝাতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ ঃ

১। এই বই এর এটাই হ'ল শেষ পাঠ। আগের পাঠগুলো যেভাবে পড়েছেন, এটিও সেইভাবে খুব মনযোগের সাথে পড়ুন।

২। সম্পূর্ণ পাঠটি ভালভাবে পড়ার পর পাঠের শেষের পরীক্ষাটি দিন। তৃতীয় খণ্ডের সাত থেকে দশ পর্যন্ত পাঠগুলো আগাগোড়া আবার ভালভাবে পড়ুন। তারপর তৃতীয় খণ্ডের ছাত্র-রিপোর্ট প্রস্তুত করে আপনার আই, সি, আই, শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দিন।

মূল শব্দাবলী ঃ

ওয়াকিফ্‌হাল

আনুগত্য

ওয়াদা

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

খ্রীষ্টিয় সাক্ষ্য ঃ

সৎ জীবন-যাপন করা।

লক্ষ্য ১ ঃ খ্রীষ্টিয়ানদের জীবন ও ন্যায় বিচার মূলক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক আছে, এমন কতকগুলো উক্তি বেছে নিতে পারা।

ন্যায়-বিচারই হোল আজকের জগতের তীব্র আকাংক্ষা। মানুষ চায় এমন একটি সমাজ যেখানে ন্যায় বিচার আছে, কিন্তু তারা নিজেরা সৎ জীবন-যাপন করতে চায়না। তারা এই সহজ কথাটাই বুঝতে পারছেনা যে, প্রত্যেকে যখন সৎ জীবন যাপন করবে কেবল তখনই একটি ন্যায়-বিচার মূলক সমাজ গড়ে উঠতে পারে। মাটির তৈরী মানুষ দিয়ে কি সোনার সমাজ গড়ে তোলা যায় ?

যীশু বলেছেন, "যারা মনে-প্রাণে ঈশ্বরের ইচ্ছামত চলতে চায়, তারা ধন্য ; কারণ তাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হবে" (মথি ৫ ঃ ৬)। যীশু তাদের সম্পর্কেই বলেছেন, যাদের নিজেদের মধ্যে ন্যায়-বিচার আছে। তিনি তাদের কথা বলেননি, যারা অন্যদের মধ্যে ন্যায়-বিচার আছে কিনা, কেবল তা খুঁজে বেড়ায়। যীশুর শিক্ষানুসারে তাহলে বলা যায়, ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার বাস্তব প্রয়াস কেবলমাত্র খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যেই আছে।

খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আমরা আমাদের সমাজের হিতের জন্য এক বিরাট প্রভাব স্বরূপ। মানুষের কাছে আমরা হচ্ছি লবনের মত, স্বাদ যুক্ত (মথি ৫ ঃ ১৩)। খ্রীষ্টিয়ানরা আছে বলেই আজও আমাদের সমাজ অতখানি জঘন্য হয়নি। ভাই ও বোনেরা,—আসুন-আজ থেকে প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ানের মত জীবন যাপন করে সমাজের অন্যান্যদের সামনে আমরা আলো জ্বালিয়ে দেই, যেন তারা আমাদের ভাল কাজ দেখে আমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে (মথি ৫ ঃ ১৬)। আমরা প্রত্যেকে যদি খ্রীষ্টির জীবন যাপন করি তাহলে সমাজে তার কতই না সুন্দর প্রভাব পড়বে।

১। নীচের কোন্ উক্তিটিতে খ্রীষ্টিয়ানদের জীবন ও ন্যায়-বিচার-মূলক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক আছে, টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) ন্যায়-বিচারমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য খ্রীষ্টিয়ানদের অবশ্যই সরকারের অধীনে উচ্চ উচ্চ পদে থাকতে বা চাক্‌রী করতে হবে।

খ) ন্যায়-বিচারমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্যদের মত খ্রীষ্টিয়ানদেরও যেটি ঠিক বা ভাল, তার জন্য আকাংক্ষা করতে হবে।

গ) খ্রীষ্টিয়ানরা খ্রীষ্টিয় জীবন-যাপন করে একটি ন্যায়-বিচারমূলক সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

মণ্ডলীকে সমাজের সামনে তুলে ধরা ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ মণ্ডলীকে সমাজের সামনে তুলে ধরার কয়েকটি উপায় বা পথ জানতে পারা।

সমাজে অনেক লোকই আছে যারা আমাদের মণ্ডলীর অস্তিত্ব সম্পর্কে আদৌ অবগত নয়। হয়ত আপনি আপনার বাতি জ্বেলে তা ঝুড়ির নিচেই রেখে দিয়েছেন (মথি ৫ ঃ ১৫)। তাই বিভিন্ন ভাবে মণ্ডলীকে সমাজের সামনে তুলে ধরতে হবে। রেডিও প্রোগ্রাম বা খবরের কাগজের মাধ্যমে তুলে ধরা যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। কিন্তু রিপোর্টের আকারে অনেক খবর আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দিতে পারি। সম্পাদকেরা এগুলোর যথেষ্ট মূল্যও দেবেন, যেমন ঃ সংঘবদ্ধভাবে কোন একটি প্রচার অভিযানের বিষয়, সাণ্ডে স্কুলের প্রোগ্রাম, কন্‌ভেনসন বা বাৎসরিক বড় সভার বিষয়, নূতন প্রচারকেন্দ্র স্থাপন, কোন একটি বিবাহ, বিশেষ বিশেষ প্রচারকদের ডেকে সভার আয়োজন করা অথবা মণ্ডলীতে অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিষয়। এগুলি মণ্ডলীকে সমাজের সামনে তুলে ধরতে সাহায্য করবে।

★
★ ★

২। আপনার মণ্ডলীকে সমাজের সামনে তুলে ধরবার কমপক্ষে তিনটি মাধ্যম আপনার নোট বই'এ লিখুন। রিপোর্ট আকারে কিছু হলে তাও লিখে নিতে পারেন।

নাগরিক দায়িত্ব ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ নাগরিক হিসাবে খ্রীষ্টিয়ানদের দায়িত্বের বিষয়ে যে উক্তিগুলো আছে, সেগুলি বুঝতে পারা।

কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য ঃ

রোমীয় ১৩ ঃ ১-৬ পদে প্রেরিত পৌল আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, শাসনকর্তারা ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত হন। সুতরাং খ্রীষ্টিয়ানদের অবশ্যই সরকার ও আইনের প্রতি আনুগত্যশীল থাকতে হবে। খ্রীষ্টিয়ানদের সরকার ও আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো উচিত না, কেননা তাতে তারা ঈশ্বরের ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই দাঁড়ায়। যত বড় সংগত কারণই থাকুক না কেন, খ্রীষ্টিয়ানেরা কখনই সরকারের বিরুদ্ধে যাবে না। যারা সরকারের উচ্ছেদ করতে বিপ্লবী হয়ে উঠেছে, তাদের সমর্থন করাও খ্রীষ্টিয়ানদের উচিত না। উদাহরণ স্বরূপ—শৌলের প্রতি দায়ূদ কি গভীর শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন। কেননা শৌল ছিলেন ঈশ্বরের অভিষিক্ত। পরবর্তী সময়ে ঈশ্বরই শৌলকে দূর করে দিয়েছিলেন, কিন্তু দায়ূদ কখনও শৌলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চেষ্টা করেননি। দায়ূদ দুই দুই বার শৌলকে হত্যা করার সুযোগ পেয়েছিলেন কিন্তু

দায়ূদ তা করেননি (১ শমূয়েল ২৪ ঃ ৬, ২৬ ঃ ৯-১১)। ঈশ্বর শৌলকে শাসনকর্তারূপে অভিষিক্ত করেছিলেন, সুতরাং যে পর্যন্ত ঈশ্বর তাকে ক্ষমতাচ্যুত না করেন, সেই পর্যন্ত দায়ূদ শৌলের বিরুদ্ধে কিছু করতে চাননি, কারণ, শৌলকে ঈশ্বরই রাজারূপে স্থাপন করেছিলেন।

কর দেওয়া ঃ

সরকারী অনেক সুযোগ-সুবিধা আমরা ভোগ করে থাকি। যেমন ফ্রি প্রাইমারী স্কুল, রাস্তার লাইট, পুলিশের পাহারা, ইত্যাদি। আমরা যে কর সরকারকে দিয়ে থাকি সেই টাকা দিয়েই এই সব খরচা সরকার বহন করেন এবং রাস্তা ঘাট তৈরী করে থাকেন। যারা কর ফাঁকি দেয় তারা বস্তুতঃ সমাজের ক্ষতিসাধন করছে। খ্রীষ্টিয়ানদের উচিত তাদের উপর নিরূপিত কর যথাযথভাবে দিয়ে সমাজকে কল্যানমূলক কাজে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করা।

সরকারকে কর দিতে যীশুও আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, "যা সম্রাটের তা সম্রাটকে দাও, আর যা ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দাও" (মথি ২২ ঃ ২১)। শুধু তাই নয়, যীশু নিজে কর দিয়ে আমাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন (মথি ১৭ ঃ ২৪-২৭)। প্রেরিত পৌলও পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, খ্রীষ্টিয়ানদের কর দেওয়া উচিত (রোমীয় ১৩ ঃ ৬-৭)।

ভোট দেবার অধিকার পালন করা ঃ

প্রত্যেক সরকার ঈশ্বরের কাছেই দায়ী কেননা ঈশ্বর সরকারকে ক্ষমতায় বসান। একইভাবে দেশের সমস্ত মানুষের কাছেও সরকার দায়ী, কেননা, দেশের লোকেরাও তাদের নির্বাচন করে থাকেন। আবার

সরকার নির্বাচনের জন্য দেশের লোকেরাও ঈশ্বরের কাছে দায়ী। কোন সরকার যদি ভাল না হয়, অত্যাচারী হয়, মানুষের কল্যানের চেয়ে অকল্যানই বেশী করে তাহলে সেই সরকারের জন্য দায়ী তারাই, যারা তাদের নির্বাচিত করেছেন। সুতরাং, ভোট দেবার আগে আমাদের বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে যে যাকে বা যাদের আমরা ভোট দিতে যাচ্ছি, তারা মানুষের জন্য কল্যান না অকল্যান বয়ে আনবে। আমাদের বেতন বাড়ানর জন্য বা সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য কি আমরা কোন প্রার্থীকে ভোট দিচ্ছি, না এমন কোন প্রার্থীকে ভোট দিচ্ছি, যিনি দেশের কাজ কর্ম চালিয়ে যাবার জন্য সব চাইতে উপ-যোগী? এই সব দিক বিচার বিবেচনা করে আমরা যদি এমন কোন যোগ্য, দায়িত্বশীল, কর্মঠ, ও পরোপকারী প্রার্থীকে নির্বাচন করি, তাহলে পরে আমাদের দুঃখ করতে হবেনা, বরং তা হবে আমাদের জন্য কল্যানকর। আর ঈশ্বরও তাতে খুশী হবেন।

খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা করতে হবে যেন যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিতে তিনি আমাদের সাহায্য করেন। যারা ক্ষমতালোভী তারা সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে তাদের সামনে মিথ্যা ওয়াদা করে—যেমন "আমাদের ভোট দিলে, নির্বাচিত হওয়ার পর এটা দেবো—সেটা দেবো; আমরা গরীবের বন্ধু "ইত্যাদি বলে—ভোট সংগ্রহ করে থাকে। অথচ নির্বাচিত হওয়ার পর ক্ষমতায় বসে তারা তাদের ওয়াদার কথা ভুলে যায়। এরা মুখে ভাল কথা বলে, কিন্তু অন্তরে থাকে অসৎ উদ্দেশ্য লুকিয়ে। আমরা নিশ্চয়ই সেই যিহূদার কথা ভুলিনি, যে গরীব দুঃখীদের কথা চিন্তা করে কি সুন্দর কথাই না বলেছিল, কিন্তু আসলে সে ছিল চোর, প্রতারক ও প্রবঞ্চক (যোহন ১২ঃ ৪-৬)।

সরকারী কাজে অংশগ্রহণ করাঃ

খুব কম সরকারই ভাল দেখতে পাওয়া যায়, এর কারণ যারা সরকারী কর্মকর্তা তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই নখ্রীষ্টিয়ান। খ্রীষ্টি-য়ানরা যদি সরকারী কাজে অংশগ্রহণ করে, তাহলে তারা এই সব সরকারকে অনেক মংগলকর কাজ করতে সাহায্য করতে পারে।

খুবই সত্য কথা যে সরকারী কাজে প্রায়ই বিভিন্ন প্রলোভন আসে, যেমন ঘুষ, স্বজন-প্রীতি ইত্যাদি। এই বিষয়ে নবী দানিয়েল এক চমৎকার উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন। বস্তুতঃ দানিয়েল খুব ঈশ্বর-ভক্ত লোক ছিলেন, এবং একই সাথে রাজ কার্যে অধিষ্ঠিত এক মহান ব্যক্তি ছিলেন (দানিয়েল ১ ঃ ১-৬ ঃ ২৮)। অসৎ পারিষদবর্গের মধ্যে থেকেও দানিয়েল ঈশ্বরের কাছে নিজেকে বিশ্বস্ত রেখেছিলেন। আর তাতে ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

রোমীয় ১৬ ঃ ২৩ পদে প্রেরিত পৌল ইরাস্তের কথা বলেছেন যাঁর উপর ঐ "শহরের টাকা-পয়সার হিসাব রাখবার ভার ছিল"। সরকারী কাজে অংশগ্রহণ করে ইরাস্ত যেমন ঈশ্বরের সেবা করেছেন, আমরাও তেমন করতে পারি। সুতরাং ঈশ্বর যদি আপনার দেশের সরকারী কাজের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আপনাকে সুযোগ করে দিয়ে থাকেন, আগ্রহের সাথে তা পালন করুন। একইভাবে খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আপনার প্রভাব বিস্তার করে সমাজ কল্যানকর কাজ পরিচালনা করতে পারেন।

কর্তৃপক্ষের জন্য প্রার্থনা করা ঃ

সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে কাজ-কর্ম করে সমাজ ও মানুষের অধিক মংগল সাধন করাই যথেষ্ট নয়—তাদের জন্য আমাদের প্রার্থনাও করতে হবে। বাইবেলে এ কথা লেখা আছে—সরকারী কর্মকর্তা, যাদের হাতে সমাজ ও দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাদের জন্য আমরা যেন প্রার্থনা করি (১ তীমথিয় ২ ঃ ১-২)। বাইবেলে লেখা আছে বলেই যে আমরা সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য প্রার্থনা করবো তা নয়, তাতে বরং আমাদের নিজেদেরও মংগল হবে, "যাতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দেখিয়ে এবং সৎভাবে চলে আমরা স্থির ও শান্তিপূর্ণ জীবন কাটাতে পারি" (১ তীমথিয় ২ ঃ ২)। দেশে বা সমাজে হঠাৎ যখন কোনরূপ বিশৃংখলা দেখা দেয়, তখন দেশ ও সমাজের পরিচালক বর্গের জন্য আমাদের কত না প্রার্থনা করা দরকার। ভাই ও বোনেরা আসুন, আমাদের দেশ ও সমাজের পরিচালকবর্গের জন্য প্রার্থনা করি।

৩। কোন্ নেতাদের জন্য আমাদের প্রার্থনা করতে হবে? আপনার নোট বই'এ সেই নেতাদের নামের তালিকা তৈরী করুন, এবং তাদের জন্য রীতিমত প্রার্থনা করুন। তারা ভাল হন কি না হন, সেটা বড়কথা নয়, বরং আমরা প্রার্থনা করবো ঈশ্বর যেন তাদের এমন প্রজ্ঞা দেন, যাতে দেশ ও সমাজকে তারা ভালভাবে পরিচালনা করতে পারেন।

৪। নীচের 'সত্য' উক্তিটি টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) রোমীয় ১৩ ঃ ১-৩ পদ অনুসারে স্বেচ্ছাচারী বা অত্যাচারী সরকারকে উচ্ছেদ করা খ্রীষ্টিয়ানদের একটি বিশেষ দায়িত্ব।

খ) যখন যে সরকার থাকে, সেই সরকারকে কর দেওয়া খ্রীটিয়ানদের দায়িত্ব।

গ) একজন খ্রীষ্টিয়ান যদি প্রার্থনা করে যে, সরকারের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তাহলে তার ভোট দেবার দরকার নেই।

সমাজ কল্যানমূলক কাজ করা ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ খ্রীষ্টিয়ানরা সমাজ কল্যানমূলক কাজ করছে, এমন কয়েকটি উদাহরণ বেছে নিতে পারা।

সমাজের উপর আমাদের প্রভাব ঃ

প্রভু যীশুর শিষ্যরা তখনকার সমাজের পক্ষে খুবই ক্ষতিকত লোক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তাদের দোষারোপ করা হয়েছিল যে তারা "সারা দুনিয়া তোলপাড় করে তুলেছে" (প্রেরিত ১৭ ঃ ৬)। তখনকার সমাজের অবস্থা মোটেই ন্যায় ভিত্তিক ছিলনা। কিন্তু শিষ্যদের ও প্রেরিতদের দ্বারা প্রচারিত খ্রীষ্টের শিক্ষা সমাজের অন্যায় অবিচারকে ধ্বংস করে দিতে লাগল।

আজকে আমরা অনেক সামাজিক সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছি, মনে হতে পারে প্রথম থেকে এগুলো বুঝি জগতে এভাবেই চলে আসছে। কোন কোন সরকারের সামাজিক কার্যসূচীর মধেও এগুলি অন্তর্ভূক্ত। যারা এসকল মংগলজনক কাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন বা প্রথম

পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তারা কারা? তারা হলেন যীশুর শিষ্যরা, প্রেরিতরা, ও অনেক খ্রীষ্টিয়ান পুরুষ ও মহিলারা। উদাহরণ স্বরূপ—ক্রীতদাস প্রথা রহিত করণ, শিশুদের রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইন তৈরী, মহিলা-দের ভোটাধিকার, হাসপাতাল ও রেডক্রস প্রতিষ্ঠা—এধরনের সমাজ কল্যানমূলক কাজের প্রথম পদক্ষেপ খ্রীষ্টিয়ানরাই নিয়েছিলেন।

যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে এখন আমরা আছি এর চেয়ে আরও সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা আমাদের খুঁজে বের করা দরকার। এ ব্যাপারে আমাদের আরও অনেক কাজ আছে। প্রথম মণ্ডলীর সদস্যদের জীবন ও কাজ তৎকালীন সমাজে খুবই ফলপ্রদ ছিল; আমাদেরও ঠিক তেমনি ফলপ্রদ হতে হবে। আজকের জগতের সব সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে ও ন্যায় বিচারের পক্ষে আমাদের কণ্ঠস্বর হবে সোচ্চার। কেননা, "ধার্মিকতা জাতিকে উন্নত করে, কিন্তু পাপ লোক বৃন্দের কলংক" (হিতোপদেশ ১৪ : ৩৪)।

৫। সমাজের উপর আমাদের 'প্রভাব' বা 'ফল' বলতে কি বুঝায়?

....

প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা :

যীশু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, প্রতিবেশীকে ভাল বাসা ঈশ্বরকে ভালবাসার মতই গুরুত্বপূর্ণ (মথি ২২ : ৩৭-৩৯, মার্ক ১২ : ৩০-৩১)। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে 'প্রতিবেশীকে ভালবাসা' আর 'ঈশ্বরকে ভালবাসা' যীশুর এই দুটো আদেশ এত বেশী সম্পর্কযুক্ত যে কেউ বলতে পারেনা যে, প্রতিবেশীকে ভাল না বেসে সে ঈশ্বরকে ভাল-বাসছে। যীশুর বলা দয়ালু শমরীয় গল্পটির বিবরণ এই বিষয়ের একটি চমৎকার উদাহরণ (লূক ১০ : ৩০-৩৭)। আমরা যেন কখনও সেই লেবীয় ও সেই পুরোহিতের মত একই ভুল না করি। সেই লেবীয় ও পুরোহিত তাদের ধর্মিয় কাজ নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত ছিল যে, প্রতি-বেশীর প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করার সময় তারা পায়নি—

● ★ ●

প্রত্যেকের মংগল করাই খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আমাদের দায়িত্ব, এবং বিশেষভাবে ঈশ্বরের পরিবারের লোকদের আমরা যেন উপকার করি (গালাতীয় ৬ : ১০)। আরও ভালভাবে বলতে গেলে, অভাবী ভাই-বোনদের আমাদের সাহায্য করতে হবে (প্রেরিত ৪ : ৩৪ ; যাকোব ২ : ১৫-১৬ ; ১ যোহন ৩ : ১৭)। একইভাবে অতিথিদেরও আমাদের সাহায্য করা উচিত (মথি ২৫ : ৩৪-৪০ ; যাকোব ১ : ২৭)। যে পড়তে পারেনা, তাকে পড়া শিখিয়ে ; মদ্‌খোর, মাতাল, খুনী-আসামী ও অবাধ্য ছেলেমেয়েদের মন পরিবর্তন করতে সাহায্য ক'রে, এইভাবে অনেক ভাল কাজ ক'রে, খ্রীষ্টিয়ানরা প্রতিবেসীদের সাহায্য করবার সুযোগ পেতে পারে।

৬। নীচের উদাহরণগুলোর মধ্যে খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে সমাজে কে তার দায়িত্ব ঠিকমত পালন করছে, টিক্ (✓) দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) সমাজের উন্নতি সাধন করবার জন্য ও প্রতিবেশীদের মংগলের জন্য অধীর বাবু অনেকগুলো উপায় খুঁজে পেয়েছেন ও সেইমত কাজ করে যাচ্ছেন।

খ) সবিতা সভা প্রার্থনার ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্যোগী কিন্তু তার আশ-পাশে যে সব অসামাজিক তৎপরতা চলছে সে বিষয় সে উদাসীন।

গ) আইন অমান্য করে শ্যামল সমাজের উপর তার কাজের প্রভাব বিস্তার করতে চায়।

আমরা "দায়িত্বশীল খ্রীষ্টিয়ান "নামক বইটির শেষে এসে পৌছেছি। খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতা শিক্ষাই বইটির মূল বিষয়। বস্তুত বইটির শেষে এসে পেঁাছেছি বললে ভুল হবে, বরং বইটির শিক্ষনীয় বিষয়গুলো

এখন থেকে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ করতে আরম্ভ করতে পারি। বাস্তবিকভাবে খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষের দায়িত্ব খুবই মহান, কিন্তু আমাদের এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, এই কাজে দায়িত্ব যত মহান, পুরস্কারও তত মহান। ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ হিসাবে যদি আমরা তাঁকে ভক্তি করি, তাঁর পক্ষে কাজ করি, বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর দেওয়া দানগুলো বিনিয়োগ করি ও সেইগুলো ঠিকমত ব্যবহার করি, তাহলে মধুর আনন্দের আস্বাদ পাবো। ভাই ও বোনেরা-আসুন, আমরা প্রার্থনা করি, ঈশ্বর যেন আমাদের তেমনভাবে অনুপ্রেরণা দেন, যাতে আমরা তার পরিকল্পিত জীবন-যাপন করতে পারি। ঈশ্বর আপনাকে অশীর্বাদ করুন।

পরীক্ষা—১০

১। 'সমাজে খ্রীষ্টানরা উদাহরণস্বরূপ'—এটি কাউকে বুঝাবার জন্য নীচের পদগুলোর মধ্যে কোনগুলো সবচেয়ে উপযোগী হবে, টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) ১ শমুয়েল ২৪ ঃ ৬ ; ২৬ ঃ ৯-১১।

খ) মথি ৫ ঃ ১৩-১৬।

গ) মথি ২২ ঃ ২১।

ঘ) ১ তীমথিয় ২ ঃ ১-২।

২। আপনার মণ্ডলীর সদস্যরা কিভাবে' সমাজে সাক্ষ্যস্বরূপ' হতে পারে সেই সম্পর্কে কয়েকটি উপায় আপনার নোট বই'এ লিখুন।

৩। কোন এক বন্ধু যদি আপনাকে বলে যে, অধিকাংশ সরকারই নীতিহীন কার্যকলাপ করে থাকে, সুতরাং, খ্রীষ্টিয়ানদের সরকারী কাজে যোগ দেওয়া ঠিক হবে না। এধরণের কথার যে জবাব আপনি দেবেন, তা আপনার নোট বই'এ লিখুন। অন্ততঃ একটি পদ, এর পক্ষে লিখতে ভুল করবেন না।

৪। মনে করুন, কাউকে হয়ত আপনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে, খ্রীষ্টিয়ানদের পাঁচটি প্রধান নাগরিক দায়িত্ব আছে। আপনার নোট বই'এ

সেগুলো লিখুন, ও প্রত্যেকটির পাশে এ ব্যাপারে বাইবেলের কোন শিক্ষা বা উদাহরণ যেখানে আছে, তা উল্লেখ করুন।

৫। একজন উত্তম প্রতিবেশীরূপে সমাজে তার আচরণ কেমন হবে, এবিষয় আপনি কাউকে বুঝাতে চাইছেন; এ সম্পর্কে যে বিষয়গুলি আপনি তাকে বলবেন, সেগুলি নোট বই'এ পর পর সাজিয়ে লিখুন ও বাইবেলের যে পদগুলো আপনার বক্তব্য সমর্থন করে বা শিক্ষা দেয়, সেগুলোও পাশে লিখে রাখুন।

তৃতীয় খণ্ডের পাঠগুলো আগা-গোড়া ভালভাবে পড়ে ছাত্র-রিপোর্ট তৈরী করুন ও আপনার আই, সি, আই, শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দিন।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলোর উত্তর ঃ

৪। ক) মিথ্যা।

খ) সত্য।

গ) মিথ্যা। (একজন খ্রীষ্টিয়ান ঈশ্বরের ইচ্ছাপূর্ণ হবার জন্য প্রার্থনা করে এবং সাথে সাথে ভোট ও দান করবে।)

১। গ) খ্রীষ্টিয়ানরা খ্রীষ্টিয় জীবন-যাপন করে একটি ন্যায়-বিচার-মূলক সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

৫। অর্থাৎ সে সমাজে এমন ধরনের পরিবর্তন আনবে যা অন্যদের জন্য উপকার বা সুফল আনয়ন করতে সাহায্য করবে।

২। নোট বই'এ আপনার উত্তর লিখুন। আপনার মণ্ডলী যদি বড়দিন বা পুনরুত্থানের সময় বিশেষ সভার আয়োজন করে তাহলে তা লোকের কাছে বা সমাজের সামনে তুলে ধরা সহজ হবে। অন্যভাবেও আপনি আপনার মণ্ডলীকে সমাজে পরিচিত করতে পারেন।

৬। ক) অধীর বাবু।

৩। নোট বই'এ আপনার উত্তর লিখুন।

পরিভাষা

অকৃতকার্য	... ফেল, পরাজিত, ব্যর্থ, বিফল
অংগাংগিভাবে	... পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে, ঘনিষ্ঠভাবে, গলাগলি, নিবিড় ভাবে
অজানিত	... অজ্ঞাত, অজানা, অপরিচিত
অত্যাধিক	... অত্যন্ত অধিক, বা বেশী
অত্যাবশ্যকীয়	... অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।
অপরাধ প্রবন	... অন্যায় বা অপরাধ করার স্বভাব
অপরিহার্য	... অবশ্য প্রয়োজনীয়, যা বাদ দেওয়া যায় না, অনিবার্য
অপ্রকৃত মালিকানা	... অবৈধ অধিকার, জবরদখল
অপ্রত্যাশিত	... অভাবিত, অচিন্তনীয়, আশা করা যায় নি এমন কিছু
অবগত	... জানা-শোনা, সচেতন, ওয়াকিফ্‌হাল
অবিচ্ছেদ্য	... পরস্পর সংযুক্ত, যুক্ত, বিচ্ছেদ বা বিচ্ছিন্ন করা যায় না এমন কিছু
অভূত পূর্ব	... যা আগে কখনও দেখা যায় নি, অদ্ভুত, অভিনব, অপূর্ব
অসংযমী	... উচ্ছৃংখল, অমিতাচারী, স্বেচ্ছাচারী
অসংগত	... অমিল, পরস্পর সম্পর্কশূণ্য, অন্যায্য, সঠিক নয়
আগাম হিসাব	... আগে থেকে করা হিসাব
আত্ম অস্বীকার মূলক	... নিজেকে শূণ্য করা, স্বার্থত্যাগ মূলক, স্ববিরোধীতা

আধ্যাতিক	... আত্মিক, অপার্থিব
আনুগত্য	... বাধ্যতা, বশ্যতা
উচ্ছ্বসিত	... শিহরিত, উদ্দীপিত, উৎসাহিত
উদ্ভাবন	... আবিষ্কার
উদ্ভুত	... সংঘটিত, আগত, উৎপন্ন, প্রকাশিত
উপনিত	... উপস্থিত, আনিত
একঘেঁয়েমী	... একই প্রকারের, একই ধরনের, অরুচিকর
এ্যাপয়েন্টমেন্ট বই	... যে বইয়ে কখন কার সাথে দেখা করতে হবে এগুলি লেখা থাকে
ওয়াকিফ্‌হাল	... সজ্ঞান, অবগত, জানা, সচেতন
ওয়াদা	... প্রতিশ্রুতি, কথা দেওয়া, নিশ্চয়তা, প্রতিজ্ঞা
কর্মকাণ্ড	... কাজ-কারবার
কৃষ্টি	... সংস্কৃতি, আচার ব্যবহার, সামাজিক প্রথা
কৈফিয়ৎ	... জবাবদিহি, ব্যাখ্যা দেওয়া, কারণ দর্শান
কোটি পতি	... কোটি কোটি টাকার মালিক, ধনী
ক্রমিক পর্য্যায়	... পর পর, ক্রমশঃ, একের পর এক
ঘূর্ণায়মান	... যা অনবরত ঘুরছে
চিরচরাগত	... চিরন্তন, আবহমান, বহুদিনের
ট্রাক্টর	... চাষ করার মেশিন বা যন্ত্র
তত্ত্বাবধায়ক	... যিনি দেখাশুনা করেন, পরিচালক, ব্যবস্থাপক
তাৎপর্যপূর্ণ	... গুরুত্বপূর্ণ, মূল্যবান
দুরদর্শিতা	... বিচক্ষনতা, বুদ্ধি, পরিমান জ্ঞান
দৃষ্টিভংগি	... মত, অভিমত
দৈনন্দিন	... প্রতিদিনকার, নিত্যদিনের

দ্বন্দ্ব	...	সংঘাত, গণ্ডগোল, সংঘর্ষ, বিরোধ
ধনাধ্যক্ষতা	...	যে ধন দৌলত দেখাশুনা করে, কোষাধ্যক্ষ, হিসাব রক্ষক
নিগূঢ়	...	গভীর, আন্তর্নিহিত, গুরুত্বপূর্ণ, মূল
নিন্দনীয়	...	নিন্দার যোগ্য, তিরস্কারের যোগ্য
নির্ধারণ	...	নিরূপন, নির্দিষ্টকরণ
নৈতিক ভ্রষ্টতা	...	লম্পটতা, নীতিহীনতা
নৈশ বিদ্যালয়	...	রাত্রিকালীন বিদ্যালয়
পরিপন্থি	...	বিরোধ, উল্টো, অমিল
পরিপ্রেক্ষিতে	...	কারণে, জন্যে
পর্যবেক্ষণ	...	পরীক্ষা, কোন কিছু লক্ষ্য করা, বিচার বিবেচনা
পৃথকিকৃত	...	যাহাকে আলাদা বা পৃথক করা হইয়াছে
প্রযোজ্য	...	উপযুক্ত, ব্যবহার যোগ্য, খাটানোর মত
প্রলুব্ধ	...	লোভে পড়া, আকৃষ্ট হওয়া
প্রাধান্য	...	সর্ব্বোচ্চতা, নেতৃত্ব, অগ্রাধিকার পাওয়া
প্রাধান্যের ক্রমপর্যায়	...	বড় থেকে ক্রমশঃ ছোট
বিনিয়োগ	...	খাটান, কাজে লাগান, ব্যবহার করা
বিরূপ	...	অসন্তুষ্ট, বিরক্তি, বিরোধী
বিশ্লেষণ	...	ব্যাখ্যা, প্রত্যেকে বিষয়ক পৃথক পৃথক করা, নিরীক্ষণ
বুদ্ধিবৃত্তি	...	মানুষিক শক্তি, জ্ঞানবুদ্ধি, বুদ্ধিমত্তা
ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা	...	স্বার্থপরতা, নিজের মধ্যে সিমাবদ্ধ থাকা
ব্যক্তির সত্ত্বা	...	ব্যক্তিত্ব, কোন ব্যক্তির বৈশিষ্ট
ব্যবস্থাপক	...	পরিচালক, নির্বাহক, ম্যানেজার

ব্যবস্থাপনা ... পরিচালনা, দেখাশুনা, তত্ত্বাবধান
ব্যবহারিক ... ব্যবহারের উপযোগী, কার্যকরী, বাস্তব
মনঃস্তাপ ... মনের দুঃখ, অনুতাপ, দুঃখবোধ
মুদ্রাস্ফীতি ... জিনিষ পত্রের বৃদ্ধির তুলনায় টাকা পয়-সার অতিরিক্ত বৃদ্ধি
মূল্যায়ন ... মূল্য বা গুরুত্ব বের করা, বিচার বিবে-চনা, পর্যালোচনা
যুদ্ধংদেহী ... মারমুখি, প্রচণ্ড, রাগী
রফা ... সমঝোতা, সমাধান, দেন দরবার, হিসাব
শালীনতা ... সভ্যতা. ভদ্রতা, শিষ্টতা
শিল্পকার ... শিল্প, স্থপতি, যে শিল্প সৃষ্টি করে
সমন্বয় ... সংযোগ, মিল, সম্মিলন
সম্পূরক ... পরিপূরক, যা সম্পূর্ণ করে
সম্প্রসারণ ... প্রসার, বৃদ্ধি, বাড়ান
সর্ব্বশান্ত ... সবকিছু হারাণ, নিঃস্ব, দরিদ্র
সর্ব্বোপরি ... সব কিছুর উপরে
সাদৃশ্য ... মিল, একরূপ, একরকম
সামঞ্জস্যপূর্ণ ... মিল, সমতা
সামর্থ ... ক্ষমতা
সার্বভৌম ... চুড়ান্ত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব প্রধান
সুপ্ত-প্রতিভা ... অপ্রকাশিত গুণ, অব্যবহৃত যোগ্যতা
সুষম ... সমতা, সামঞ্জস্য সুসৃংখল
স্নায়ু মণ্ডলী ... মানুষের দেহের সুক্ষ্ম অংশ যা তাকে দেখতে, স্পর্শ করতে শুনতে ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে

উত্তর মালা

পরীক্ষা—১

১। ক) এক বন্ধুর কাছ থেকে মেরী একটা সাইকেল চালাতে আনল। বন্ধুটি তাকে বার বার বলে দিল সাইকেলটি যেন রাতে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে রাখা হয়। মেরী তাই করল।

২। ক) যাত্রা পুস্তক ১৯ ঃ ৫
গ) ১ পিতর ২ ঃ ৯-১০

৩। খ) মালিক তার নিজের জিনিষ-পত্র ব্যবহার করা থেকে অন্যদের বিরত রাখতে পারে।

৪। ঘ) ইব্রীয় ১ ঃ ২

৫। ক) উক্তিটি ঠিক বলে দেখাবেন না, কারণ প্রেরিত ২ ও ৪ অধ্যায় থেকে এটা প্রমাণিত হয়না। সুতরাং এখান থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। এখানে সঠিক উত্তর হল খ) তারা এই ভুল ধারণা করেছিল ঃ খ্রীষ্টিয়ানদের বিষয় সম্পত্তি একসংগে ছিল, সুতরাং খ্রীষ্টিয় সমাজকেই সবকিছুর মালিক বলা যায়। যারা এই ধারণা করেন তারা আসলে শিষ্যদের কাজ ও তাদের চিন্তা একসংগে গুলিয়ে ফেলেন, যেমন এই পাঠে বলা হয়েছে।

৬। গ) গীতসংহিতা ১০০ ঃ ৩
ঘ) তীত ২ ঃ ১৪

৭। ঘ) ঈশ্বর, যিনি কারো কাছ থেকে কিছু না নিয়েই মালিক হয়েছেন।

৮। খ) মথি ২২ ঃ ২১।
গ) ১ থিষলনীকীয় ৫ ঃ ১৮।

৯। ক) 'মিথ্যা' গ) 'মিথ্যা'
খ) 'সত্য' ঘ) 'সত্য'

১০। ক) ও গ) উক্তিদুটো এমন বিষয় বর্ণনা করে যেগুলি আপনার জানা বা বুঝা-উচিত। এগুলি ভাল বিষয়। কিন্তু খ) উক্তিটি এমন দুইটি বিষয় বর্ণনা করে যা আপনি জীবনে সত্য প্রয়োগের কারণে বাস্তবে ব্যবহার করবেন। এটিই সঠিক উত্তর।

পরীক্ষা—২

১। গ) মালিকের ইচ্ছাই পূর্ণ করেন।

২। ক) 'সত্য' গ) 'মিথ্যা'
খ) 'মিথ্যা' ঘ) 'সত্য'

৩। খ) তাঁর পিতার কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

৪। ক) বিষয়-সম্পত্তি ঠিকমত দেখাশুনা করে যেন আরও উন্নতি হয়।

৫। খ) ১ করিন্থীয় ৪ ঃ ১-২।

৬। ক-১) নির্দেশ মেনে চলা।
খ-৪) হিসাব দেওয়া।
গ-৩) বিনিয়োগ করা।
ঘ-৩) বিনিয়োগ করা।
ঙ-২) আরও নির্দেশ চাওয়া।

৭। ক) মথি ২৫ ঃ ১৪-২৩।

৮। ক) উত্তরটি এ ক্ষেত্রে উপযুক্ত নয়। এটা অবশ্য সত্য কথা যে, প্রত্যেককেই একদিন ঈশ্বরের কাছে হিসাব দিতে হবে, কিন্তু প্রশ্নের সাথে সরাসরি এর কোন মিল নেই। কিন্তু খ) উত্তরটিই এই ক্ষেত্রে যথাযথ উত্তর। খ) উত্তরটি বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সে কি বিনিয়োগ করতে পারবে তা খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

পরীক্ষা—৩

১। ক) "ঈশ্বর আমাদের যীশুর মত গড়ে তুলতে চান, তাই মাঝে মাঝে তিনি আমাদের দুঃখ দুর্দশা ও পরীক্ষার মধ্যদিয়ে যেতে দেন"। এটিই সঠিক উত্তর। খ) উক্তিটি অনন্তকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং গ) উক্তিটি আমাদের জন্মের সাথে সম্পর্ক যুক্ত।

২। খ) ব্যর্থ হওয়ার পরও ঈশ্বর দায়ূদ ও মোশিকে কিভাবে ব্যবহার করেছেন, বাইবেল থেকে তা তাকে দেখাতে হবে······ (এই উক্তিটিই তাকে বোঝাবার জন্য সবচেয়ে উপযোগী।)

৩। খ) ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে অপেক্ষা করতে থাকা, এটি সঠিক উত্তর, কিন্তু ক) সঠিক উত্তর নয়, কেননা বাইবেলের নির্দেশগুলো সাধারণ ভাবে সকলের জন্য দেওয়া, কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য দেওয়া নয়। আবার

গ) উত্তরটিও সঠিক নয়-কেননা ঈশ্বরের হয়ত আপনাকে নিয়ে অন্য পরিকল্পনা আছে।

৪। গ) ঈশ্বরের কাজের জন্য যে ধরণের লোকের দরকার সেইভাবে মোশিকে প্রস্তুত করতে হয়েছে।

৫। খ) ঈশ্বরের পরিকল্পনা-আমি যেন যীশুর মত হই। তাই, পরিকল্পনা করে এমনভাবে জীবন-যাপন করবো, যেন অন্যাদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ হতে পারি।

৬। ক-২) প্রাধান্য।
খ-৩) পরিকল্পনা।
গ-২) প্রাধান্য।
ঘ-১) লক্ষ্য।

৭। খ) প্রথমতঃ মেরী হিসাব করে দেখতে চাইল যে, অতগুলো ছেলে-মেয়েদের জন্য কাপড় কেনার সামর্থ তার আছে কিনা........। সুতরাং "খ" পরিকল্পনার মধ্যে এই পাঠের উপায়গুলো অনুসরণ করা হয়েছে ("ক" পরিকল্পনার মধ্যে এই পাঠে যে উপায়গুলো দেওয়া আছে সেইগুলো অনুসরণ করা হয়নি। যেমন-মেরীর প্রথমতঃ তার নিজের অবস্থা বিবেচনা করা উচিত ছিল-অর্থাৎ কতটা কাপড় কেনবার সামর্থ তার আছে, তারপর তার উচিত ছিল ঐ পরিবারকে জানানো)।

৮। খ) উত্তরটিই সবচেয়ে উপযুক্ত—তাকে বুঝাতে হবে যে, সৃষ্টির প্রথম থেকেই ঈশ্বরের পরিকল্পনা এই যে "মানুষকে কাজ করতে হবে" .... (ক) উত্তরটি এ ক্ষেত্রে মোটেই উপযোগী নয়। 'মানুষ পাপ করেছে বলেই তাকে কাজ করতে হচ্ছে,' আদিপুস্তক-২ ঃ ১৫ পদে একথা বলা হয়নি।

পরীক্ষা—৪

১। গ) সমস্ত প্রকার মন্দ চিন্তা পরিহার করা।

২। খ) উত্তরটি সঠিক—কোন ধরনের অসৎ অলাপ-আলোচনা শোনা বা তার

মধ্যে থাকার আমাদের প্রয়োজন নেই ... .। আমরা যদি কুৎসিৎ বা মন্দ আলাপ-আলোচনার মধ্যে থাকি, তাহলে মন্দতা দিয়ে আমাদের মন পরিপূর্ণ হবে।

৩। খ) প্রভুর উত্তম ধনাধ্যক্ষ হতে তা' সাহায্য করে।

৪। ক) উত্তরটি সঠিক-সুব্রত তার মনকে প্রার্থনায় ঠিকমত ব্যবহার করছে। অন্য-দিকে খ) উত্তরটিতে সুনীল প্রার্থনার সময়ে যা মনে আসে তাই বলেছে যেগুলোর কোন অর্থ নেই।

৫। গ) মথি ৬ ঃ ৭ পদ।

৬। ক) মিথ্যা।
খ) সত্য।
গ) মিথ্যা।

৭। ঘ) ইব্রীয় ৫ ঃ ১১-১৪ পদ। এই পদগুলো নূতন খ্রীষ্টিয়ানদের মানসিক শক্তির উন্নতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবে।

৮। ক-২) সব রকম মন্দতা থেকে দূরে থাকা।
খ-৪) ভাল কাজ করা।
গ-১) ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা।
ঘ-৩) ভাল বিষয় বেছে নেওয়া।
ঙ-৪) ভাল কাজ করা।
(উত্তরগুলো যেভাবে সাজান হোল-আপনার উত্তর একটু অন্যরকমও হতে পারে। তাতে এমন কিছু যায় আসে-না। উদাহরণগুলো নিশ্চিত-ভাবে আমাদের সাহায্য করবে কিভাবে আমাদের ইচ্ছাশক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করতে হবে সেই বিষয়ে)।

৯। ক) মিথ্যা। গ) সত্য
খ) মিথ্যা।

১০। খ) যারা উদ্ধার পায়নি তাদের খ্রীষ্টের পথে আনবার জন্য সব সময়ে আমরা স্বচেষ্ট থাকব।

পরীক্ষা—৫

১। ক) আর পাপের দাস নয়।

২। ক) যাত্রাপুস্তক ১৫ ঃ ২৬ পদ।
গ) যিশাইয় ৪০ ঃ ২৯, ৩১ পদ।

ঘ) মথি ৬ঃ ৩১-৩৩ পদ।
চ) ১ করিন্থীয় ৬ঃ১৩ পদ।

৩। গ) বিভিন্ন ধরনের খাবার খাওয়া।

৪। ক 'মিথ্যা' গ 'সত্য'
খ 'মিথ্যা'

৫। খ) ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করবার জন্য। (আদিপুস্তক ঃ ৩ ৭, ২১ পদে আমরা এই সম্পর্কে জানতে পারি)।

৬। ক) ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্যঃ আদিপুস্তক ৩ ঃ ৭, ২১।

খ) পোষাকের মধ্যে পার্থক্য থাকা ঃ দ্বিতীয় বিবরণ ২২ ঃ ৫ ; ১ করিন্থীয় ১১ ঃ ২-১৫।

গ) পোষাক হবে সাধারণ— জমকালো নয় ঃ লূক ১৬ ঃ ১৯ ; ১ তীমথিয় ২ঃ৯ ; ১ পিতর ৩ঃ৩ ; যাকোব ২ ঃ ২।

ঘ) পোষাকের মধ্যে শালীনতা থাকা ঃ ১ করিন্থীয় ৬ ঃ ১৩ ; ১০ ঃ ৩১-৩২ ; ১ তীমথিয় ২ ঃ ৯।

ঙ) পোষাক উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা ঃ যাত্রাপুস্তক ৩ ঃ ১৫ ; ১ করিন্থীয় ১১ ঃ ১৩।

(বাইবেলের পদগুলো আমরা যেভাবে দেখিয়েছি ঠিক সেই ভাবেই পর পর সাজিয়ে লিখতে হবে এমন কথা নয়, তবে প্রতিটি নীতির ডান পাশে উপযুক্ত পদটি থাকতে হবে।

পরীক্ষা—৬

১। ক) সব সময় উপযুক্ত ভাবে তার সময় ব্যয় করবে, যাতে ঈশ্বরের কাছে সে ঠিকমত হিসাব দিতে পারে।

২। ঘ) কেননা কোন কিছুর বিনিময়ে 'সময়' আমরা কারো কাছ থেকে কিনতে বা বিক্রী করতে পারি না।

৩। ক-২) অন্যদের জন্য সময় দেওয়া।
খ-১) ঈশ্বরের জন্য সময় দেওয়া।
গ-২) অন্যদের জন্য সময় দেওয়া।
ঘ-১) ঈশ্বরের জন্য সময় দেওয়া।

ঙ-২) অন্যদের জন্য সময় দেওয়া।

চ-৩) নিজের জন্য সময় দেওয়া।

ছ-৩) নিজের জন্য সময় দেওয়া।

জ-২) অন্যদের জন্য সময় দেওয়া।

৪। ক-২) প্রত্যেকটি কাজের সময় নির্দিষ্ট করা।

খ-১) এ্যাপয়েন্টমেন্ট বই ব্যবহার করা।

গ-৩) কাজের তালিকা তৈরী করা।

ঘ-৩) কাজের তালিকা তৈরী করা।

ঙ-১) এ্যাপয়েন্টমেন্ট বই ব্যবহার করা।

৫। ক) মানুষকে ঈশ্বরই যোগ্যতা দিয়েছেন, সুতরাং কিভাবে তাঁর দেওয়া যোগ্যতা ব্যবহার করা হচ্ছে, সেজন্য তাঁর কাছে হিসাব দিতে হবে।

৬। গ) উত্তরটি সঠিক, কিন্তু ক) উত্তরটি সঠিক নয়, কেননা জগদীশ বাবু ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছেন যে, তার কি যোগ্যতা আছে।

খ) উত্তরটিও ভুল। বিনিয়োগ বলতে যা বুঝায় এটি তা' থেকে সম্পূর্ণ উল্টো।

পরীক্ষা—৭

১। গ) অন্যদের জন্য আমরা যা করি তা স্বর্গে জমা হয়।

ঙ) যারা নিজেদের জন্য অর্থ-সম্পদ জমা করে তারা বোকার মত কাজ করে।

২। ক ১) লোভ।

খ ১) লোভ।

গ ২) দুশ্চিন্তা।

ঘ ২) দুশ্চিন্তা।

৩। খ) সুশান্ত বাবু।

৪। ক) মথি ২৫ ঃ ১৪-৩০।

খ) লূক ১০ ঃ ৭, ২ থিষলনীকীয় ৩ ঃ ১২।

গ) যাত্রাপুস্তক ২০ ঃ ১৫ ; ইফিষীয় ৪ ঃ ২৮।

ঘ) ২ থিষলনীকীয় ৩ ঃ ১০।

ঙ) আদি ১২ ঃ ৫ ; ২৬ ঃ ১২ ; ইয়োব ১ ঃ ১-৩ ; ৪১ ঃ ৪২।

৫। গ) তার নগদ টাকার মধ্যে যা' কিনতে পারে কেবল সেগুলো কিনে নিল।

৬। খ) ঋণ না করে চলতে পারা।

পরীক্ষা—৮

১। ক) 'মিথ্যা'
খ) 'সত্য'
গ) 'মিথ্যা'
ঘ) 'সত্য'

২। ক-২) স্বামী
খ-৪) ছেলেমেয়ে
গ-১) বিবাহিত নারী-পুরুষ
ঘ-৩) স্ত্রী
ঙ-৫) মা-বাবা
চ-১) বিবাহিত নারী-পুরুষ
ছ-২) স্বামী

৩। গ) 'স্বামী' ও "পিতার" দায়িত্ব পালন করা।

৪। ক ১) অতিথিসেবার উদাহরণ দিতে।
খ ১) অতিথিসেবার উদাহরণ দিতে।
গ ৩) খ্রীষ্টিয়ানদের যে অতিথিদের সেবা করতে বলা হয়েছে তা দেখাতে।
ঘ ৩) খ্রীষ্টিয়ানদের যে অতিথিদের সেবা করতে বলা হয়েছে তা দেখাতে।
ঙ ২) খ্রীষ্টিয় কার্যকারীর জীবনে অতিথি পরায়নতা একটি বিশেষ গুন হিসাবে দেখাতে।

পরীক্ষা—৯

১। ক-২) আমরা সুসমাচারের ধনাধ্যক্ষ মাত্র।
খ-৪) আমাদের সুসমাচার প্রচার করতে হবে।
গ-৩) সুসমাচার আমাদের জানতে হবে।
ঘ-৩) সুসমাচার আমাদের জানতে হবে।
ঙ-১) সুসমাচার ঈশ্বরের কাছ থেকেই এসেছে।
চ-২) আমরা সুসমাচারের ধনাধ্যক্ষ মাত্র।
ছ-১) সুসমাচার ঈশ্বরের কাছ থেকেই এসেছে।

২। নোট বই'এ আপনার উত্তর লিখুন। মণ্ডলীর যে চারটি বিশেষ ধরণের কাজের বিষয় এই পাঠে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো তালিকা ভুক্ত করবেন না।

৩। নোট বই'এ আপনার উত্তর লিখুন। ঈশ্বরের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে কমপক্ষে

ছয়টি প্রধান বা বিশেষ দিকের উল্লেখ অবশ্যই করবেন। পাঠের মধ্যকার ৭ নম্বর প্রশ্নমালার উত্তরে দেওয়া, পদগুলোও লিখবেন।

৪। নোট বই'এ আপনার উত্তরের সাথে নীচে যে উপায়গুলো দেওয়া হোল সেইগুলো লিখে নিন। (উপায়গুলো আমরা যেভাবে লিখেছি ঠিক সেভাবেই যে, পর পর করে, লিখতে হবে, এমন নয়) ক) ঈশ্বরের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিষয় সেই মণ্ডলীর সভ্যদের শিক্ষা দিতে, পরিচারকবর্গকে বলতে হবে ; খ) সেই মণ্ডলীর সভ্যদের মণ্ডলীর জন্য একটি আর্থিক কমিটি গঠন করতে ও কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করতে পরিচারকবর্গকে বলতে হবে ; গ) আর্থিক কমিটি ও কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে পরিচারকদের বুঝিয়ে দিতে হবে ; ঘ) পরিচারকবর্গকে বলতে হবে, তারা যেন মণ্ডলীর হিসাব বই ঠিকমত ব্যবহার হচ্ছে কিনা, মণ্ডলীর তহবিল বিশ্বস্ততার সাথে বিনিয়োগ করা হচ্ছে কিনা ও মণ্ডলীর আয়-ব্যয়ের হিসাব ঠিকমত ব্যবহার হচ্ছে কিনা, সেগুলো ঠিকমত দেখাশুনা করেন ; ঙ) আর্থিক বা বাজেট কমিটি বাৎসরিক অনুমানিক আয়-ব্যয়ের বাজেট তৈরী করে, তা' মণ্ডলীর সাধরণ সভায় অনুমোদন করিয়ে নিয়ে, সেইমত মণ্ডলী পরিচালনা করতে পরিচারকদের বলতে হবে।

পরীক্ষা – ১০

১। খ) মথি ৫ ঃ ১৩-১৬।

২। নোট বই'এ আপনার উত্তর লিখুন। এইগুলো লিখতে পারেন, যেন আপনার মণ্ডলীর সদস্যারা খ্রীষ্টিয় জীবন-যাপন করে, এবং কতকগুলো উপায়ের মাধ্যমে-যেমন-সংঘবদ্ধভাবে প্রচার অভিযান চালিয়ে, গল্প আকারে সংবাদ পত্র ছাপিয়ে আপনার মণ্ডলীর সদস্যদের সমাজে সাক্ষ্যস্বরূপ করে তুলতে পারেন।

৩। নোট বই'এ আপনার উত্তর এ রকম হবে ঃ অধিকাংশ সরকার নীতিহীন কার্যকলাপ করে থাকে, তবুও খ্রীষ্টিয়ানরা সরকারী কাজে যোগ দিতে

পারে। নীতিহীন সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে কাজ করেও খ্রীষ্টিয়ানরা ঈশ্বরের গৌরব ও তাঁর সেবা করতে পারে যেমন-ভাববাদী দানিয়েল করেছিলেন (দানিয়েল ১ : ১-৬ : ২৮), ইরাস্তও করে-ছিলেন (রোমীয় ১৬ : ২৩)।

৪। নোট বই'এ এই পাঠে দেওয়া পাঁচ ধরণের নাগরিক দায়িত্ব লিখে নিন। প্রতিটি দায়িত্বের পক্ষে বাইবেলের পদ উল্লেখ করে এই ভাবে দেখান : (১) সরকারের প্রতি অনুগত্য (১ শমূয়েল ২৪ : ৬ ; ২৬ : ৯-১১ ; রোমীয় ১৩ : ১-৬) , (২) কর দেওয়া (মথি ১৭ : ২৪-২৭ ; ২২ : ২১ ; রোমীয় ১৩ : ৬-৭) ; (৩) ভোট দেবার অধিকার পালন করা ; (৪) সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করা (যদি তা ঈশ্বর চান-দানি-য়েল ১ : ১-৬ : ২৮) এবং (৫) সরকারের জন্য প্রার্থনা করা (১ তীমথিয় ২ : ১-২)।

৫। আপনার উত্তর এইরূপ হবে : (১) প্রথম যুগের খ্রীষ্টিয়ান-দের মত আজও আমরা সমা-জের মধ্য পরিবর্তন আনতে পারি। সেই যুগে সমাজের মধ্যে তাদের প্রভাব এতই ছিল যে, তাদের দোষারোপ করা হয়েছিল, যে তারা "সারা দুনিয়া তোলপাড় করে তুলেছে" (প্রেরিত ১৭ : ৬)। (২) কাজ-কর্ম, ওঠা-বসা, যাতায়াত ও সহানুভূতি ইত্যা-দির মধ্যে দিয়ে খ্রীষ্টিয়ানরা তাদের প্রতিবেশীদের প্রতি ভালবাসা দেখাতে পারে। দয়ালু শমরীয়ের উদাহরণটি থেকে এই বিষয়ে আমরা কত সুন্দর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি (লূক ১০ : ৩০-৩৭)। এছাড়াও বাইবেলের মধ্যে অন্যান্য উপদেশ ও উদাহরণ থেকেও সমাজে খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতিবেশী সুলভ আচরণ কেমন হবে তা' বুঝতে পারা যায় (মথি ২২ : ৩৭-৩৯ ; ২৫ : ৩৪-৪০ ; মার্ক ১২ : ৩০-৩১ ; প্রেরিত ৪ : ৩৪ ; গালা-তীয় ৬ : ১০ ; যাকোব ১ : ২৭ ; ২ : ১৫-১৬ ; ১ যোহন ৩ : ১৭)।

—: সমাপ্ত :—

দায়িত্বশীল খ্রীষ্টিয়ান

পরিত্রাণ সম্পর্কে একটি পাঠ্য পুস্তক

ছাত্র রিপোর্ট—প্রশ্ন পত্র

ইন্টারন্যাশনাল করেসপণ্ডেন্স ইনস্টিটিউট

CS 1311-BN

নির্দেশ

প্রতি খণ্ডের অধ্যয়ন শেষ হলে পর সেই খণ্ডের জন্য ছাত্র-রিপোর্টের উত্তর পত্রটি পূর্ণ করুন। উত্তর পত্রের নির্দেশ মত প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর চিহ্নিত করুন। সেখানে দেওয়া উদাহরণগুলি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করুন, কিভাবে আপনার মনোনীত উত্তরগুলি কালো করতে হবে তা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

একবারে কেবল মাত্র একটি খণ্ডের কাজ করুন। প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার সময় প্রয়োজন হলে আপনি বাইবেল ব্যবহার করতে পারেন। উত্তর পত্র পূর্ণ করে সঙ্গে সঙ্গে তা আই-সি-আই অফিসে পাঠিয়ে দিন। এই প্রশ্নপত্রটি পাঠানোর প্রয়োজন নাই।

*1984 All Rights Reserved
International Correspondence Institute
Brussels, Belgium
D/1984/2145/147.

আই-সি-আই অফিসের ঠিকানা ঃ

ইণ্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইনষ্টিটিউট

পোষ্ট বক্স ৭০০, ঢাকা-২।

১ম খণ্ডের ছাত্র রিপোর্ট

১ নং উত্তর পত্রে সমস্ত প্রশ্নের চিহ্নিত করুন। কিভাবে উত্তর চিহ্নিত করতে হবে সে বিষয়ে উত্তর পত্রে দেওয়া উদাহরণগুলি দেখে নিন।

১ম অংশ – ১ম খণ্ডের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলি

এই প্রশ্নগুলির জন্য আপনার উত্তর **হ্যাঁ** হলে উত্তর পত্রে (ক) গোলকটি কালো করুন। উত্তর যদি **'না'** হয়, তাহলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

১। আপনি কি প্রথম খণ্ডের সবগুলি পাঠ যত্নের সঙ্গে পড়েছেন।

২। আপনি কি পাঠের মধ্যকার শিক্ষা মূলক সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ?

৩। আপনি কি সবগুলি পরীক্ষার কাজ করেছেন ?

৪। পরীক্ষার যে প্রশ্নগুলির উত্তর ভুল হয়েছিল, সেগুলির উপর কি আবারও পড়াশুনা করেছেন ?

৫। পাঠগুলির মধ্যে যে সব নতুন শব্দ পেয়েছেন, পরিভাষা অংশ থেকে সেগুলির অর্থ কি জেনে নিয়েছেন ?

২য় অংশ–সত্য-মিথ্যা প্রশ্ন

নীচের উক্তিগুলি সত্য অথবা মিথ্যা। কোন উক্তি যদি **সত্য** হয় তাহলে (ক) গোলকটি কালো করুন, আর যদি **মিথ্যা** হয় তাহলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

৬। একজন মালিককে অবশ্যই অন্য কারও কাছে হিসাব দিতে হবে।

৭। একজন ধনাধ্যক্ষ তার সম্পত্তির মালিক নয়।

৮। বাইবেল বলে যে ঈশ্বরই সব কিছুর মালিক।

৯। ঈশ্বরের মালিকানাকে কখনও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়নি।

১০। কোন লোকের যদি কোন সম্পত্তি থাকে তবে এর মানে সে ঐ সম্পত্তির মালিক।

১১। একজন ম্যানেজারকে মালিকের নির্দেশ মত কাজ করতে হবে।

১২। ঈশ্বর মানুষকে তার নিজের জীবনের মালিক করেছেন।

৩য় অংশ—বাছাই-প্রশ্ন

নীচের প্রতিটি প্রশ্নের জন্য একটি মাত্র উপযুক্ত উত্তর আছে। আপনার মনোনীত উত্তর অনুসারে উত্তর পত্রে উপযুক্ত গোলকটি কালো করুন।

১৩। অপ্রকৃত মালিক নয়—

ক) ঈশ্বর ও সমাজ।
খ) ব্যক্তি ও ঈশ্বর।
গ) সমাজ ও ব্যক্তি।

১৪। "সব কিছুর উপরে সার্বভৌম ক্ষমতা" কার একটি বৈশিষ্ট্য ?

ক) ঈশ্বরের। গ) মানুষের।
খ) স্বর্গ দূতদের। ঘ) বিশ্বাসীদের।

১৫। খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতার ধারণাটি বুঝতে হলে কোন্ ব্যক্তিকে অবশ্যই-

ক) ব্যবস্থাপনা ও ধনাধ্যক্ষতার পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হতে হবে।
খ) সম্পত্তি ও মালিকানার পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হতে হবে।
গ) সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পার্থক্য বুঝাতে সক্ষম হতে হবে।

১৬। আপনার বাইবেল থেকে নীচের দেওয়া প্রতি জোড়া পদ পাঠ করুন। কোন্ জোড়ায় মালিকানা বিচারে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যকার পার্থক্য সবচেয়ে ভালভাবে দেখানো হয়েছে ?

ক) যাত্রা ১৯ : ৫ ; প্রেরিত ১৭ : ২৫
খ) ১ বংশাবলী ২৯ : ১৪ ; ১ করিন্থীয় ৪ : ৭
গ) গীতসংহিতা ২৪ : ১ ; হগয় ২ : ৮
ঘ) ১ করিন্থীয় ৪ : ৭ ; ১ তীমথিয় ৬ : ৭

১৭। নীচের সত্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি মালিক হিসাবে ঈশ্বরের অধিকারের কথা বলে ?

ক) তিনি সব কিছু জানেন।
খ) তিনি অনন্তজীবি।
গ) তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পান।
ঘ) তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

১৮। নীচের পদগুলি পাঠ করুন। কোন্‌টি মালিক হিসাবে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ না থাকার কু-ফল দেখায় ?

ক) যাত্রা ১৩ ঃ ২২ গ) রোমীয় ১ ঃ ২১
খ) লূক ৬ ঃ ৪৬ ঘ) ১ থিষলনীকীয় ৫ ঃ ১৮

১৯। একজন ধনাধ্যক্ষ এবং একজন মালিকের মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে তা এই বিষয়ের সাথে জড়িত ঃ—

ক) হিসাব দেওয়া।
খ) সম্পত্তির পরিমান।
গ) কি প্রকার দ্রব্যাদি বিনিয়োগ করা হয়েছে।
ঘ) সম্পত্তি কিভাবে ব্যবহার করা হয়।

২০। ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই এই উভয় ভূমিকায় কাজ করতে হবে ঃ—

ক) ধনাধ্যক্ষ ও ম্যানেজার।
খ) সম্পত্তি ও এর অধিকার ভোগ।
গ) মালিক এবং কর্মচারী।
ঘ) সম্পত্তি ও ধনাধ্যক্ষ।

২১। যে ধনাধ্যক্ষ অন্যদের কাছে তার প্রভুর উত্তম প্রতিনিধি রূপে কাজ করেন তিনি এই প্রয়োজনীয় গুণটি পূর্ণ করেন ঃ—

ক) বিশ্বস্ততা
খ) নিষ্ঠা।
গ) প্রজ্ঞা।

২২। নীচের শাস্ত্রাংশগুলি পাঠ করুন। কোন্‌টিতে এমন একজন ধনাধ্যক্ষের উদাহরণ আছে যিনি প্রজ্ঞার সাথে ধনাধ্যক্ষের কাজ করছেন ?

ক) আদি ৪১ ঃ ৫৪-৫৭ গ) প্রেরিত ১৬ ঃ ৬-১২
খ) মার্ক ১০ ঃ ১৩-১৬ ঘ) ১ করিন্থীয় ৩ ঃ ১৩-১৭

২৩। যে ধনাধ্যক্ষ বিনিয়োগ সম্পর্কে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসরণ করেন তিনি ঃ—

ক) তার পরিবার পরিজনের যত্ন নেবেন এবং যা অবশিষ্ট থাকবে তা ঈশ্বরকে দেবেন।

খ) প্রথমে শহরের গরীব লোকদের দান করবেন এবং তারপরে তার পরিচিত অভাবগ্রস্ত বিশ্বাসীদের সাহায্য করবেন।

গ) প্রথমে যা ঈশ্বরের প্রাপ্য তা ঈশ্বরকে দেবেন, তারপর পরিবারের ভরণ পোষণ ও অন্যদের সাহায্য করবেন।

ঘ) সবকিছু ঈশ্বরকে দেবেন এবং তার পরিবারের ভরণ পোষণের ভার অন্যদের উপর দেবেন।

২৪। খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষ হিসাবে আমাদের যে চারটি দায়িত্ব আছে, এই পৃথিবীর জীবন শেষ করবার পরে সেগুলির মধ্যে কোন্‌টি আমাদের পূর্ণ করতে হবে?

ক) নির্দেশ অনুসরণ করা।

খ) নির্দেশ চাওয়া।

গ) বিনিয়োগ করা।

ঘ) হিসাব দেওয়া।

১ম খণ্ডের প্রয়োজন সমাপ্ত। এর পরে আপনার উত্তর পত্রের নির্দেশ মত কাজ করুন এবং উত্তর পত্রটি আই-সি-আই অফিসে পাঠিয়ে দিন। দ্বিতীয় খণ্ডের অধ্যয়ন আরম্ভ করুন।

২য় খণ্ডের ছাত্র-রিপোর্ট

২ নং উত্তর পত্রে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর চিহ্নিত করুন। কিভাবে উত্তর চিহ্নিত করতে হবে সে বিষয়ে উত্তর পত্রে দেওয়া উদাহরণগুলি দেখে নিন।

১ম অংশ — ২য় খণ্ডের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলি

এই প্রশ্নগুলির জন্য আপনার উত্তর **'হ্যাঁ'** হলে উত্তর পত্রে (ক) গোলকটি কালো করুন। উত্তর যদি **'না'** হয় তাহলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

১। আপনি কি ২য় খণ্ডের সবগুলি পাঠ যত্নের সঙ্গে পড়েছেন?

২। আপনি কি পাঠের মধ্যকার শিক্ষামূলক সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন?

৩। আপনি কি সবগুলি পরীক্ষার কাজ করেছেন?

৪। পরীক্ষার যে প্রশ্নগুলির উত্তর ভুল হয়েছিল সেগুলির উপর কি আবারও পড়াশুনা করেছেন ?

৫। পাঠগুলির মধ্যে যে সমস্ত নূতন শব্দ পেয়েছেন, পরিভাষা অংশ থেকে সেগুলির অর্থ কি জেনে নিয়েছেন ?

২য় অংশ—সত্য-মিথ্যা প্রশ্ন

নীচের উক্তিগুলি সত্য অথবা মিথ্যা। কোন উক্তি যদি

সত্য হয় তাহলে (ক) গোলকটি কালো করুন, আর যদি
মিথ্যা হয় তাহলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

৬। কোন একটা পরিকল্পনায় লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত করবার প্রয়োজন নাই।

৭। আমাদের ব্যক্তি সত্বার তিনটি প্রধান অংশ হচ্ছে আবেগ, অনুভূতি এবং বুদ্ধিবৃত্তি।

৮। আমাদের জন্য ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা তা আমাদের ব্যক্তিগত কামনা বাসনার সাথে একত্রে অবস্থান করতে পারে।

৯। রোমীয় ৮ ঃ ২৯-৩০ পদ অনুসারে ঈশ্বরের পরিকল্পনার সাতটি প্রধান দিক আছে।

১০। একজন বিশ্বাসীর পক্ষে তার দেহকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

১১। ঈশ্বর মানুষের অন্তর দেখেন বলে বিশ্বাসীদের সুন্দর ও মার্জিত চেহারার কোন প্রয়োজন নাই।

১২। নিজেদের জন্য একটা সময় আলাদা করে রাখা আমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধনাধ্যক্ষতার অন্তর্ভুক্ত।

৩য় অংশ—বাছাই-প্রশ্ন

নীচের প্রতিটি প্রশ্নের জন্য একটি মাত্র উপযুক্ত উত্তর আছে। আপনার মনোনীত উত্তরটি অনুসারে উত্তর পত্রে উপযুক্ত গোলকটি কালো করুন।

১৩। মনে করুন, আপনার কোন এক বন্ধু আপনাকে বল্লেন যে তার মনে হয় যেন তার জীবনের কোন উদ্দেশ্যই নাই। আপনার বাইবেল থেকে নীচের শাস্ত্রাংশগুলি পড়ুন এবং তার জীবনের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা কি তা দেখিয়ে দেবার জন্য আপনি এদের কোন্‌টি ব্যবহার করতে পারেন তা বেছে বের করুন।

ক) বিচারকর্তৃগণ ১৩ ঃ ১-৫
খ) লূক ১ ঃ ৫-১৭
গ) রোমীয় ৮ ঃ ২৯-৩০
ঘ) ইব্রীয় ১১ ঃ ২৩

১৪। "জন" একজন বাইবেল স্কুলের শিক্ষক হতে স্থির করেছে। "জন" এর এই কাজটি হল ঃ—

ক) একটা লক্ষ্য স্থির করা।
খ) কোন্‌টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে তা প্রতিষ্ঠা করা।
গ) পরিকল্পনা করা।

১৫। মনে করুন, আপনার কোন এক বন্ধুর বিশ্বাস, ঈশ্বর তাকে মণ্ডলীর একজন নেতা হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন। এর পর তার কি করণীয় তিনি আপনাকে তা জিজ্ঞাসা করলেন। আপনি তাকে কি বলবেন ?

ক) তার পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে এ সম্পর্কে ঈশ্বরের কাছ থেকে একটা স্বপ্ন বা দর্শন পাবার অপেক্ষায় থাকতে।
খ) সঠিক নির্দেশ ও বিস্তারিত শিক্ষার জন্য বাইবেলে অনুসন্ধান করতে।
গ) মণ্ডলীতে একটা নেতৃত্বের পদের জন্য অনুরোধ করতে।
ঘ) নেতৃত্বের কাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা নিতে।

১৬। কোন্‌টি ন্যায় বা ঠিক, তা মনোনীত করবার উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের ব্যক্তি সত্বার যে অংশটি ব্যবহার করি তা হল আমাদের-

ক) মস্তিষ্ক।
খ) ইচ্ছাশক্তি।
গ) অনুভূতি।

১৭। আমরা যদি ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হতে চাই তাহলে কোন্ চারটি জিনিষকে একত্রে কাজ করতে হবে।

ক) আমাদের ইচ্ছাশক্তি, আমাদের অনুভূতি, আমাদের মস্তিষ্ক, এবং ঈশ্বরের বাক্য।
খ) আমাদের মস্তিষ্ক, ঈশ্বরের বাক্য, পবিত্র আত্মা এবং আমাদের ইচ্ছাশক্তি।

গ) ঈশ্বরের বাক্য, আমাদের মস্তিষ্ক, আমাদের অনুভুতি এবং পবিত্র আত্মা।

ঘ) পবিত্র আত্মা, আমাদের বুদ্ধি বৃত্তি, আমাদের মস্তিষ্ক, এবং আমাদের ইচ্ছাশক্তি।

১৮। মনে করুন, আপনার কোন এক বন্ধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমাদের আত্মিক জীবনের সাথে আমাদের অনুভূতির কি সম্পর্ক ? নীচের শাস্ত্রাশগুলি পাঠ করুন এবং এই প্রশ্নের উত্তরে যেটি ব্যবহার করা সবচেয়ে ভাল সেটি মনোনীত করুন।

ক) ১ শমূয়েল ১৫ ঃ ৯-১১ গ) ১ করিন্থীয় ১৪ ঃ ১৫
খ) যোহন ১৫ ঃ ৫ ঘ) গালাতীয় ৫ ঃ ২২-২৩

১৯। আমরা আমাদের দেহকে সম্মান করব কেন, নীচের কোন বাক্য-টিতে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলা হয়েছে ?

ক) আমাদের দেহ আসলে ঈশ্বরের বাস করবার মন্দির।

খ) দেহের প্রতি সম্মান দেখালে তার ফলে ভাল স্বাস্থ্য লাভ হয়।

গ) ভাল স্বাস্থের অধিকারী হলে আমরা ভালভাবে জীবন উপভোগ করতে পারি।

ঘ) আমরা দেহের যত্ন নিলে অন্যেরা আমাদের আরও বেশী পছন্দ করবে।

২০। নীচের কোন্ ব্যক্তি ভাল স্বাস্থের নিয়মগুলি মেনে চলছে না ?

ক) কাজল প্রায়ই এমন সব জায়গায় যায় যেসব জায়গা নৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর।

খ) অপূর্ব যে পোশাকে সমুদ্র সৈকতে যায় সেই একই পোশাকে গীর্জায় আসে।

গ) সুমন রাতে ছয় ঘন্টারও কম সময় ঘুমাতে পারে।

ঘ) মেরী খুব দামী গহনা পরে।

২১। উপরের ২০ নং প্রশ্ন আবার পড়ুন। কোন্ ব্যক্তি পোষাক পরিচ্ছদে উপযুক্ততার নীতিটি মেনে চলছে না ?

ক) কাজল গ) সুমন
খ) অপূর্ব ঘ) মেরী

২২। সময়ের ধনাধ্যক্ষ হিসাবে নীচের কোন্ ব্যক্তি তার তিনটি প্রধান দায়িত্বের প্রতিটির জন্য কিছু সময় দিয়েছে ?

ক) সুজন তার সন্তানদের সাথে সময় কাটায় ; বিভিন্ন সমস্যাবলী নিয়ে তার স্ত্রীর সাথে আলাপ করে এবং চিত্তবিনোদনের জন্য সময় ব্যয় করে।

খ) আশিষ সহভাগিতার জন্য বন্ধু বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে, তার পরিকল্পনা নিয়ে ছেলের সাথে আলাপ-আলোচনা করে এবং গীর্জার উপাসনায় যোগ দেয়।

গ) তপন তার পরিবারের সাথে আলাপ-আলোচনা করে, আগামী মাসের জন্য পরিকল্পনা স্থির করে এবং প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠে সময় ব্যয় করে।

২৩। নীচের কোন্ বাক্যটি মথি ২৫ ঃ ১৪-৩০ পদের শিক্ষার সার বর্ণনা করে, ক্ষমতা বা সময়ের বিষয়ে ?

ক) অল্প সামর্থ থাকার চেয়ে বেশী সামর্থ বা ক্ষমতা থাকা ভাল কারণ তাতে অনেক বড় পুরস্কার পাওয়া যায়।

খ) কোন ব্যক্তিকে বিনিয়োগ করবার জন্য কত বেশী প্রতিভা বা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তারই উপর তার পুরস্কার নির্ভর করে।

গ) যে ব্যক্তি বেশী সংখ্যক ক্ষমতা পেয়েছে তার পক্ষে, ঈশ্বরের আনুকুল্য লাভ করবার সম্ভাবনা, যে কম ক্ষমতা পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী।

ঘ) তার ক্ষমতা যত কম বা বেশী হোক না কেন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজ নিজ ক্ষমতাগুলির প্রত্যেকটি বিনিয়োগ করতে হবে।

২৪। আপনার মধ্যে কি কি ক্ষমতা সুপ্ত অবস্থায় আছে তা আবিষ্কার করতে হলে আপনাকে এমন একটি পরিকল্পনা অনুসরণ করতে হবে যার মধ্যে এই তিনটি ধাপ আছে।

ক) প্রভুকে জিজ্ঞাসা করা, সুযোগের অপেক্ষায় থাকা, এবং নূতন নূতন কাজ করতে চেষ্টা করা।

খ) প্রভুকে জিজ্ঞাসা করা, সুযোগের অপেক্ষায় থাকা, এবং বাইবেল অনুসন্ধান করা।

গ) সুযোগ আবিষ্কার করা, প্রয়োজনে এমন সব বিষয় খোঁজ করা এবং নূতন কিছু করতে চেষ্টা করা।

ঘ) পরিচালনার জন্য প্রার্থনা করা, সুযোগের অপেক্ষায় থাকা, এবং কি কি প্রয়োজন পূরণ করা দরকার তা দেখা।

২য় খণ্ডের প্রয়োজন সমাপ্ত। এর পর উত্তর পত্রের নির্দেশ মত কাজ করুন এবং কাজ শেষে উত্তর পত্রটি আই-সি-আই অফিসে পাঠিয়ে দিন। ৩য় খণ্ডের অধ্যয়ন আরম্ভ করুন।

৩য় খণ্ডের ছাত্র-রিপোর্ট

৩ নং উত্তর পত্রে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর চিহ্নিত করুন। কিভাবে উত্তর চিহ্নিত করতে হবে সে বিষয়ে উত্তর পত্রে দেওয়া উদাহরণ গুলি দেখে নিন।

১ম অংশ—৩য় খণ্ডের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলি

এই প্রশ্নগুলির জন্য আপনার উত্তর 'হ্যাঁ' হলে উত্তর পত্রে (ক) গোলকটি কালো করুন। উত্তর যদি 'না' হয় তাহলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

১। আপনি কি ৩য় খণ্ডের সবগুলি পাঠ যত্নের সঙ্গে পড়েছেন ?

২। আপনি কি পাঠের মধ্যকার শিক্ষামূলক সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন?

৩। আপনি কি সবগুলি পরীক্ষার কাজ করেছেন ?

৪। পরীক্ষার যে প্রশ্নগুলির উত্তর ভুল হয়েছিল সেগুলির উপর কি আবারও পড়াশুনা করেছেন ?

৫। পাঠগুলির মধ্যে যে সব নূতন শব্দ পেয়েছেন, পরিভাষা অংশ থেকে সেগুলির অর্থ কি জেনে নিয়েছেন ?

২য় অংশ—সত্য-মিথ্যা প্রশ্ন

নীচের উক্তিগুলি সত্য অথবা মিথ্যা। কোন উক্তি যদি সত্য হয় তাহলে (ক) গোলকটি কালো করুন। আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

৬। দশমাংশ দেওয়ার প্রথটি নূতন নিয়মেই সর্ব প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে।

৭। এমনকি যে লোকদের খুব সামান্যই আছে তারাও লোভ করবার পাপে অপরাধী হতে পারে।

৮। কোন ব্যক্তির আয় যদি ব্যয়ের চেয়ে কম হয় তবে তার দশমাংশ কমিয়ে দেওয়া উচিত।

৯। একটা খ্রীষ্টিয় পরিবারের পক্ষে কি আদর্শ অনুসরণ করা উচিত, বাইবেলে এ বিষয়ে প্রকৃত পক্ষে কোন নির্দেশই দেওয়া হয়নি।

১০। পরিবারের অখণ্ডতা রক্ষা করবার দায়িত্ব এর ধনাধ্যক্ষের।

১১। যে মণ্ডলীর সভ্যগণ দশমাংশ দেন না, সেই মণ্ডলীর পক্ষে মহান আদেশ পূর্ণ করা কঠিন।

১২। ধনাধ্যক্ষ হিসাবে কোন ব্যক্তির দায়িত্ব তার পরিবার ও মণ্ডলীতেই সীমাবদ্ধ।

৩য় অংশ—বাছাই প্রশ্ন

নীচের প্রতিটি প্রশ্নের জন্য একটি মাত্র উপযুক্ত উত্তর আছে। আপনার মনোনীত উত্তরটি অনুসারে উত্তর পত্রে উপযুক্ত গোলকটি কালো করুন।

১৩। বাইবেল বলে যে—

ক) ধনী লোকদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা অসম্ভব।

খ) একসাথে ঈশ্বর এবং ধন-সম্পত্তি এই উভয়ের সেবা করা অসম্ভব।

গ) বিশ্বাসীদের পক্ষে স্বর্গে ধন সঞ্চয় করা অসম্ভব।

ঘ) লোকদের পক্ষে ঈশ্বরের সন্তোষ জনক পথে ধন-সম্পদ ব্যবহার করা অসম্ভব।

১৪। যিনি খ্রীষ্টের ধনাধ্যক্ষ তার যা আছে তাতেই তিনি পরিতৃপ্ত, তিনি নিম্নের দু'টি বিষয়ের পার্থক্য বুঝতে শিখেছেন ঃ

ক) প্রতিভা এবং ক্ষমতা।

খ) কর্তব্য এবং দায়িত্ব।

গ) আবেগ এবং অনুভূত।

ঘ) প্রয়োজন এবং আকাঙ্খা।

১৫। একজন খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষের দশমাংশ দেওয়া উচিত কেন, এই বিষয়ে নীচের কোন্ উক্তিটিতে **সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ** কারণটি উল্লেখ করা হয়েছে ?

ক) ঈশ্বরই মানুষের সমস্ত ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক।

খ) যারা দশমাংশ দেয় তাদের জন্য ঈশ্বর আশীর্বাদের প্রতিজ্ঞা করেছেন।

গ) দশমাংশ দেওয়া লোকদের স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত রাখে।

ঘ) বাইবেলে এমন লোকদের দৃষ্টান্ত আছে যারা দশমাংশ দিতেন।

১৬। কোন একটা পরিবারকে কেবল মাত্র তখনই খ্রীষ্টিয় পরিবার বলা যায়, যখন—

ক) সন্তানেরা তাদের বাবা-মায়ের প্রতি বাধ্য থাকে।

খ) পরিবারের সকলে বাইবেল পাঠ করে ও গীর্জায় যায়।

গ) স্বয়ং খ্রীষ্ট ঐ পরিবারের কর্তা হন।

ঘ) প্রত্যেকে একে অন্যের অধিকার গুলিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

১৭। কোন একটা পরিবার পরিত্রাণ পাবার পরে এর সভ্যগণ যেন প্রভুর সেবায় স্থির থাকে তা দেখবার জন্য প্রধানতঃ কে দায়ী।

ক) যে ব্যক্তি তাদের প্রভুর পথে এনেছে।

খ) বাবা-মা।

গ) স্বামী।

ঘ) তারা যে গীর্জায় যায় সেই গীর্জার পালক।

১৮। বাবা-মায়ের পক্ষে যেমন বাড়ীতে, তেমনি মণ্ডলীতে সুন্দর মার্জিত জীবন-যাপন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ—

ক) তা না হলে তাদের সন্তানেরা ভুল শিক্ষা পাবে

খ) মণ্ডলীর পালক হঠাৎ করে তাদের বাড়ীতে আসতে পারেন।

গ) পরিবারের মধ্য থেকেই অনেক মণ্ডলীর আরম্ভ হয়েছে

ঘ) খ্রীষ্টিয়ান বাড়ীগুলিকে এক একটা অতিথি আপ্যায়নের স্থান হতে হবে।

খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা কার্যক্রম
ছাত্র রিপোর্ট—১ম ভাগ
উত্তর পত্র—১

কোর্সের নাম ....

(পরিস্কারভাবে লিখুন)

এই বইয়ের প্রথম ভাগ শেষ করার জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

নীচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন ঃ

আপনার নাম ....

আই, সি, আই, ক্রমিক নং (যদি থাকে) ....

আপনার ঠিকানা ....

গ্রাম ....

ডাকঘর ....

উপজেলা .... জিলা ....

বয়স .... পেশা ....

আপনি কি বিবাহিত .... আপনার পরিবারে সদস্য কত? ....

....

আপনি কতদূর পড়াশুনা করেছেন ? ....

আপনি কি কোন মণ্ডলীর সদস্য ? ....

যদি সদস্য হন, তবে কোন মণ্ডলীর ? ....

মণ্ডলীতে আপনার দায়িত্ব কি ? ....

....

কিভাবে কোর্সটি পাঠ করছেন ঃ একাকী ? ....

দলগত ? .... আই, সি, আই,-এর অন্য কোন্ কোন্ কোর্স আপনি পাঠ করেছেন ? ....

....

প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ ঃ

কিভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তা নীচের উদাহরণগুলিতে দেখানো হয়েছে। দুই ধরণের প্রশ্ন এখানে আছে ঃ **সত্য-মিথ্যা** এবং **বাছাই প্রশ্ন**।

সত্য-মিথ্যা প্রশ্নের উদাহরণ ঃ

নীচের উক্তিটি সত্য অথবা মিথ্যা।

সত্য হলে (ক) গোলকটি কালো করুন।

মিথ্যা হলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

১। বাইবেল আমাদের জন্য ঈশ্বরের বাক্য।

এই উক্তিটি **সত্য**। সুতরাং আপনাকে (ক) গোলকটি কালো করতে হবে, যেমনটি নীচে দেখানো হয়েছে।

১ ● Ⓚ Ⓖ Ⓖ

বাছাই প্রশ্নের উদাহরণ ঃ

নীচের প্রশ্নটির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত একটিমাত্র উত্তর আছে। আপনার বাছাই করা উত্তর হিসাবে নির্দিষ্ট গোলকটি কালো করুন।

২। পুনর্জন্ম মানে—

ক) বয়সে যুবক হওয়া।

খ) যীশুকে ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করা।

গ) নূতন একটি বৎসর শুরু করা।

ঘ) নূতন একটি মণ্ডলীর সদস্য হওয়া।

নির্ভুল উত্তর হচ্ছে (খ) সুতরাং আপনাকে নীচের মত (খ) গোলকটি কালো করতে হবে।

২ (ক) ● (গ) (ঘ)

এখন আপনার ছাত্র রিপোর্টের ১ম ভাগের প্রশ্নগুলি পড়ুন এবং উত্তর পত্রে উদাহরণ দ্বারা যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে আপনার পছন্দ করা উত্তরগুলির জন্য (ক), (খ), (গ) অথবা (ঘ) গোলকটি কালো করুন।

ছাত্র রিপোর্ট—১ম ভাগ উত্তর পত্র—১

সংখ্যানুযায়ী প্রত্যেকটি সঠিক উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট গোলকটি কালো করুন।

১ ⓚ ⓚ ⓖ ⓖ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	৯ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১৭ (ক) (খ) (গ) (ঘ)
২ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১০ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১৮ (ক) (খ) (গ) (ঘ)
৩ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১১ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১৯ (ক) (খ) (গ) (ঘ)
৪ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১২ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	২০ (ক) (খ) (গ) (ঘ)
৫ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১৩ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	২১ (ক) (খ) (গ) (ঘ)
৬ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১৪ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	২২ (ক) (খ) (গ) (ঘ)
৭ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১৫ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	২৩ (ক) (খ) (গ) (ঘ)
৮ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১৬ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	২৪ (ক) (খ) (গ) (ঘ)

আপনার পছন্দমত উত্তরগুলি নিশ্চয় কালো করেছেন। এখন নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে কোর্সটির আরো উন্নতির জন্য আমাদের সাহায্য করুন। এই কোর্সটি আপনার কেমন লেগেছে তা নীচের সঠিক উত্তরের পাশের অক্ষরটিতে গোল চিহ্ন দিয়ে দেখান।

১। এই পাঠের বিষয়বস্তু

ক) অত্যন্ত আকর্ষণীয়।
খ) আকর্ষণীয়।
গ) সামান্য আকর্ষণীয়।
ঘ) আকর্ষণীয় নয়।
ঙ) বিরক্তিকর।

২। আমি শিখেছি

ক) অনেক কিছু।
খ) সামান্য কিছু।
গ) বেশী কিছু নয়।
ঘ) নূতন কিছুই নয়।

৩। আমি যা শিখেছি তা

ক) অত্যন্ত মূল্যবান।
খ) মূল্যবান।
গ) মূল্যবান নয়।
ঘ) কেবল সময় নষ্ট।

৪। এই পাঠগুলি

ক) অত্যন্ত কঠিন।
খ) কঠিন।
গ) সহজ।
ঘ) অত্যন্ত সহজ।

৫। সর্বোপরি পাঠগুলি

ক) চমৎকার।
খ) ভাল।
গ) মন্দ নয়।
ঘ) ভাল নয়।

৬। এই পাঠটির উপর অন্ততঃপক্ষে একটি মন্তব্য লিখুন।

....

....

....

পাঠটি সম্পর্কে আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে নীচের খালি জায়গায় লিখুন।

....

....

....

ছাত্র রিপোর্টে উত্তর পত্রের সবগুলি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হউন। উত্তর দেওয়ার কাজ সমাপ্ত হলে তা নীচে আই, সি, আই,-এর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

অফিস ব্যবহারের জন্য

তারিখ.................................. নম্বর..................................

ইন্টারন্যাশনাল করেসপণ্ডেন্স ইনস্টিটিউট

ডাক বাক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০

খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা কার্যক্রম
ছাত্র রিপোর্ট—২য় ভাগ
উত্তর পত্র–২

কোর্সের নাম...

(পরিষ্কারভাবে লিখুন)

আশা করি পাঠ্য বইয়ের ২য় ভাগটি আপনার ভাল লেগেছে। নীচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন।

আপনার নাম ....

আই, সি, আই, ক্রমিক নং (যদি থাকে) ....

আপনার ঠিকানা ....

গ্রাম.......................................ডাকঘর.............................

উপজেলা.................................... জিলা ....

প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ ঃ

কিভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তা নীচের উদাহরণগুলিতে দেখানো হয়েছে। দুই ধরণের প্রশ্ন এখানে আছে ঃ **সত্য-মিথ্যা** এবং **বাছাই প্রশ্ন।**

সত্য-মিথ্যা প্রশ্নের উদাহরণ ঃ

নীচের উক্তিটি সত্য অথবা মিথ্যা।

সত্য হলে (ক) গোলকটি কালো করুন।

মিথ্যা হলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

১। বাইবেল আমাদের জন্য ঈশ্বরের বাক্য।

এই উক্তিটি **সত্য**। সুতরাং আপনাকে (ক) গোলকটি কালো করতে হবে, যেমনটি নীচে দেখানো হয়েছে।

১ ● ⓚ ⓖ ⓖ

বাছাই প্রশ্নের উদাহরণ ঃ

নীচের প্রশ্নটির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত একটিমাত্র উত্তর আছে। আপনার বাছাই করা উত্তর হিসাবে নির্দিষ্ট গোলকটি কালো করুন।

২। পুনর্জন্ম মানে—

ক) বয়সে যুবক হওয়া।

খ) যীশুকে ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করা।

গ) নূতন একটি বৎসর শুরু করা।

ঘ) নূতন একটি মণ্ডলীর সদস্য হওয়া।

নির্ভুল উত্তর হচ্ছে (খ) সুতরাং আপনাকে নীচের মত (খ) গোলকটি কালো করতে হবে।

২ (ক) ● (গ) (ঘ)

এখন আপনার ছাত্র রিপোর্টের ২য় ভাগের প্রশ্নগুলি পড়ুন এবং উত্তর পত্রে উদাহরণ দ্বারা যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে আপনার পছন্দ করা উত্তরগুলির জন্য (ক), (খ), (গ) অথবা (ঘ) গোলকটি কালো করুন।

ছাত্র রিপোর্ট—২য় ভাগ উত্তর পত্র—২

সংখ্যানুযায়ী প্রত্যেকটি সঠিক উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট গোলকটি কালো করুন।

১	ক	খ	গ	ঘ	৯	ক	খ	গ	ঘ	১৭	ক	খ	গ	ঘ
২	ক	খ	গ	ঘ	১০	ক	খ	গ	ঘ	১৮	ক	খ	গ	ঘ
৩	ক	খ	গ	ঘ	১১	ক	খ	গ	ঘ	১৯	ক	খ	গ	ঘ
৪	ক	খ	গ	ঘ	১২	ক	খ	গ	ঘ	২০	ক	খ	গ	ঘ
৫	ক	খ	গ	ঘ	১৩	ক	খ	গ	ঘ	২১	ক	খ	গ	ঘ
৬	ক	খ	গ	ঘ	১৪	ক	খ	গ	ঘ	২২	ক	খ	গ	ঘ
৭	ক	খ	গ	ঘ	১৫	ক	খ	গ	ঘ	২৩	ক	খ	গ	ঘ
৮	ক	খ	গ	ঘ	১৬	ক	খ	গ	ঘ	২৪	ক	খ	গ	ঘ

আপনার পছন্দমত উত্তরগুলি নিশ্চয় কালো করেছেন। এখন নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে কোর্সটির আরো উন্নতির জন্য আমাদের সাহায্য করুন। এই কোর্সটি আপনার কেমন লেগেছে তা নীচের সঠিক উত্তরের পাশের অক্ষরটিতে গোল চিহ্ন দিয়ে দেখান।

১। এই পাঠের বিষয়বস্তু

ক) অত্যন্ত আকর্ষণীয়।
খ) আকর্ষণীয়।
গ) সামান্য আকর্ষণীয়।
ঘ) আকর্ষণীয় নয়।
ঙ) বিরক্তিকর।

২। আমি শিখেছি

ক) অনেক কিছু।
খ) সামান্য কিছু।
গ) বেশী কিছু নয়।
ঘ) নূতন কিছুই নয়।

৩। আমি যা শিখেছি তা

ক) অত্যন্ত মূল্যবান।
খ) মূল্যবান।
গ) মূল্যবান নয়।
ঘ) কেবল সময় নষ্ট।

৪। এই পাঠগুলি

ক) অত্যন্ত কঠিন।
খ) কঠিন।
গ) সহজ।
ঘ) অত্যন্ত সহজ।

৫। সর্বোপরি পাঠগুলি

ক) চমৎকার।
খ) ভাল।
গ) মন্দ নয়।
ঘ) ভাল নয়।

৬। এই পাঠটির উপর অন্ততঃপক্ষে একটি মন্তব্য লিখুন।

....

....

....

পাঠটির দ্বারা আপনি কতটুকুন উপকৃত হয়েছেন ? ....

....

....

....

ছাত্র রিপোর্টে উত্তর পত্রের সবগুলি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হউন। উত্তর দেওয়ার কাজ সমাপ্ত হলে তা নীচে আই. সি. আই.-এর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

অফিস ব্যবহারের জন্য

তারিখ.............................. নম্বর..............................

ইন্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইনস্টিটিউট

ডাক বাক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০

খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা কার্যক্রম
ছাত্র রিপোর্ট–৩য় ভাগ
উত্তর পত্র–৩

কোর্সের নাম..

(পরিষ্কারভাবে লিখুন)

পাঠ্য বইয়ের সমস্ত অধ্যায়গুলি আশা করি আপনি সমাপ্ত করেছেন।

নীচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন।

আপনার নাম ....

আই, সি, আই, ক্রমিক নং (যদি থাকে)......................................

আপনার ঠিকানা ....

গ্রাম .... ডাকঘর ....

উপজেলা................................ জিলা ....

অনুসন্ধান

আই, সি, আই, অফিস অন্যান্য কোর্স এবং সেগুলির মূল্য সম্পর্কে আপনাকে জানাতে আগ্রহী। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য নীচের খালি জায়গায় লিখুন।

....

....

....

প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশঃ

কিভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তা নীচের উদাহরণগুলিতে দেখানো হয়েছে। দুই ধরণের প্রশ্ন এখানে আছেঃ **সত্য-মিথ্যা** এবং **বাছাই প্রশ্ন।**

সত্য-মিথ্যা প্রশ্নের উদাহরণঃ

নীচের উক্তিটি সত্য অথবা মিথ্যা।

সত্য হলে (ক) গোলকটি কালো করুন।

মিথ্যা হলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

১। বাইবেল আমাদের জন্য ঈশ্বরের বাক্য।

এই উক্তিটি **সত্য**। সুতরাং আপনাকে (ক) গোলকটি কালো করতে হবে, যেমনটি নীচে দেখানো হয়েছে।

১ ● Ⓦ Ⓖ Ⓔ

বাছাই প্রশ্নের উদাহরণঃ

নীচের প্রশ্নটির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত একটিমাত্র উত্তর আছে। আপনার বাছাই করা উত্তর হিসাবে নির্দিষ্ট গোলকটি কালো করুন।

২। পুনর্জন্ম মানে—

ক) বয়সে যুবক হওয়া।

খ) যীশুকে ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করা।

গ) নূতন একটি বৎসর শুরু করা।

ঘ) নূতন একটি মণ্ডলীর সদস্য হওয়া।

নির্ভুল উত্তর হচ্ছে (খ) সুতরাং আপনাকে নীচের মত (খ) গোলকটি কালো করতে হবে।

২ (ক) ● (গ) (ঘ)

এখন আপনার ছাত্র রিপোর্টের ৩য় ভাগের প্রশ্নগুলি পড়ুন এবং উত্তর পত্রে উদাহরণ দ্বারা যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে আপনার পছন্দ করা উত্তরগুলির জন্য (ক), (খ), (গ) অথবা (ঘ) গোলকটি কালো করুন।

ছাত্র রিপোর্ট—৩য় ভাগ উত্তর পত্র—৩

সংখ্যানুযায়ী প্রত্যেকটি সঠিক উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট গোলকটি কালো করুন।

১ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	৯ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১৭ (ক) (খ) (গ) (ঘ)
২ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১০ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১৮ (ক) (খ) (গ) (ঘ)
৩ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১১ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১৯ (ক) (খ) (গ) (ঘ)
৪ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১২ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	২০ (ক) (খ) (গ) (ঘ)
৫ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১৩ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	২১ (ক) (খ) (গ) (ঘ)
৬ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১৪ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	২২ (ক) (খ) (গ) (ঘ)
৭ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১৫ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	২৩ (ক) (খ) (গ) (ঘ)
৮ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১৬ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	২৪ (ক) (খ) (গ) (ঘ)

আপনার পছন্দমত উত্তরগুলি নিশ্চয় কালো করেছেন। এখন নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে কোর্সটির আরো উন্নতির জন্য আমাদের সাহায্য করুন। এই কোর্সটি আপনার কেমন লেগেছে তা নীচের সঠিক উত্তরের পাশের অক্ষরটিতে গোল চিহ্ন দিয়ে দেখান।

১। এই পাঠের বিষয়বস্তু

ক) অত্যন্ত আকর্ষণীয়।
খ) আকর্ষণীয়।
গ) সামান্য আকর্ষণীয়।
ঘ) আকর্ষণীয় নয়।
ঙ) বিরক্তিকর।

২। আমি শিখেছি

ক) অনেক কিছু।
খ) সামান্য কিছু।
গ) বেশী কিছু নয়।
ঘ) নূতন কিছুই নয়।

৩। আমি যা শিখেছি তা

ক) অত্যন্ত মূল্যবান।
খ) মূল্যবান।
গ) মূল্যবান নয়।
ঘ) কেবল সময় নষ্ট।

৪। এই পাঠগুলি

ক) অত্যন্ত কঠিন।
খ) কঠিন।
গ) সহজ।
ঘ) অত্যন্ত সহজ।

৫। সর্বোপরি পাঠগুলি

ক) চমৎকার।
খ) ভাল।
গ) মন্দ নয়।
ঘ) ভাল নয়।

৬। আপনি কি এই ধরণের আর একটি কোর্স চান? ....

ক) অবশ্যই চাই।

খ) সম্ভবতঃ চাই।

গ) সম্ভবতঃ না।

ঘ) নিশ্চয়ই না।

৭। এই পাঠটির উপর অন্ততঃপক্ষে একটি মন্তব্য লিখুন। ....

....

....

অভিনন্দন

খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা কার্যক্রমের এই কোর্সটি আপনি শেষ করেছেন। ছাত্র হিসাবে আমাদের মধ্যে আপনাকে পেয়ে আমরা আনন্দিত এবং আশা করি আই, সি, আই,-এর আরো কোর্স পড়তে আপনি আগ্রহী। ছাত্র রিপোর্টের উত্তর পত্রটি নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন তাহলে আমরা সেটি পরীক্ষা করে নম্বর সহ আপনাকে সুন্দর একটি সার্টিফিকেট বা সীল পাঠিয়ে দেব।

সার্টিফিকেটে আপনার নাম যেভাবে লেখা দেখতে চান সেইভাবে নীচের খালি জায়গায় তা লিখুন।

নাম ....

অফিস ব্যবহারের জন্য

তারিখ .... নম্বর ....

ইন্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইনস্টিটিউট

ডাক বাক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০

খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা পাঠ্যক্রম

বা পাশের চিহ্নটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে কিভাবে আই. সি. আই-র খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা পাঠ্যক্রমের পাঠগুলি পর পর পড়তে হবে। এই পাঠ্যক্রমে মোট ১৮টি পাঠ্য বিষয় (বই) আছে, এবং ছ'টি ছ'টি করে তিন ভাগে এগুলিকে ভাগ করা হয়েছে।

৩
১

"দায়িত্বশীল খ্রীষ্টিয়ান" বইখানি খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতার বিষয়ে তৃতীয় ভাগের এক নম্বর পাঠ্য বিষয়। যদি পর পর সংখ্যানুযায়ী বইগুলি পড়তে পারেন, তা হলে আপনার যথেষ্ট সুবিধা হবে।

এই বইটি আপনাকে সাহায্য করবে—

- ধনাধ্যক্ষতার বিষয়ে বাইবেল কি বলে, তা বুঝতে।
- ঈশ্বরের গৌরবার্থে আপনার জীবন ও যোগ্যতাকে কিভাবে ব্যবহার করবেন, তা জানতে।
- ঈশ্বরের ধন-দৌলত যথাযথভাবে ব্যবহার করবার বিষয়, শিখতে।

আই. সি. আই-র খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা পাঠ্যক্রমের অন্য কতগুলি বই ঃ

তাঁবু, মন্দির এবং প্রাসাদ
প্রার্থনা ও উপাসনা
আত্মিক দানগুলি

এই বইগুলি বা এ ধরণের অন্যান্য বইগুলির জন্য ইন্টারন্যাশনাল করস্‌পণ্ডেন্স ইন্‌ষ্টিটিউট বা তার প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করুন।

S1311BI